History of English Language and Literature : Arun Bhattacharya

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ শিল্পী : মলয়শংকর দাশগুপ্ত
চিত্র-প্রতিলিপি : নির্মল দে

প্রকাশক : শ্রী সুনীল দাশগুপ্ত
উত্তরস্মৃরি প্রকাশনী । ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ৫০
মুদ্রক : শ্রী রমেন রায়
প্রিণ্টস্মিথ, ১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬

প্রাপ্তিস্থান : ইণ্ডিয়ানা, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

উৎসর্গ

সাহিত্যিক ৺স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য
অধ্যাপক ৺প্রিয়কুমার গোস্বামী
সাহিত্যরসিক ৺কুসুমকুমার ভট্টাচার্য
পূজনীয় অগ্রজদের পুণ্য স্মৃতিতে
এবং অধ্যাপক শ্রী দেবীকুমার গোস্বামীর
করকমলে

নিবেদন

যে কোন শিক্ষামূলক গ্রন্থ আমরা সাধারণত ছাত্রছাত্রীদের জন্যই রচনা করে থাকি। কিন্তু, এই গ্রন্থ রচনাকালে, আমি সাধারণ পাঠককেও সামনে রেখেছি—যাঁরা ইংরেজী সাহিত্য এবং সংস্কৃতির অনুরাগী। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত পাঠ-ক্রম হিসেবে যতদূর ইংরেজী সাহিত্য পড়ানো হয় এই গ্রন্থে তা অত্যন্ত বিশদভাবেই আলোচিত হয়েছে। ইংরেজী সাহিত্যের সাম্মানিক (Honours) মানে যাঁরা পড়বেন তাঁদের কথা মনে করেও বহু বিষয় সংযোজিত হয়েছে। পাদটীকা, সংযোজন এবং বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জী ইংরেজী সাহিত্যের স্নাতকোত্তর (এম. এ.) ছাত্রছাত্রীদের কাজে লাগতে পারে। যতদূর সম্ভব, সম্প্রতি প্রকাশিত বই ও সাময়িকপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

বইটির প্রথম পর্বে 'ভাষা' অধ্যায় সংযুক্ত হয়েছে। আমি কোনভাবেই ভাষাবিদ্ নই। কিন্তু ছাত্র অবস্থায় অনুভব করেছি, ভাষার সামান্য ইতিহাস এবং গঠনপ্রক্রিয়া না জানলে সাহিত্যপাঠ অনেকাংশেই অসমাপ্ত থাকে। অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষার নমুনা হিসেবে মূল গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছি এবং অষ্টাদশ শতাব্দী পযন্ত লেখকেরা যেমন যেমন বানান লিখেছেন পাণ্ডুলিপিতে, আমি যথাযথ তাই রেখেছি। শেকস্‌পীয়ার প্রসঙ্গ এবং রোমান্টিক যুগ অতি বিশদভাবে আলোচনা করেছি—কিছুটা পাঠ-ক্রমের দিকে লক্ষ্য রেখে, অনেকটাই আমার নিজের ভালোবাসায়।

বইটি লেখবার প্রথম অনুপ্রেরণা পেয়েছি বন্ধুবর শ্রী সুনীল দাশগুপ্তর কাছে। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। অধ্যাপক শ্রী শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় পাণ্ডুলিপি পড়েছেন, যথাসাধ্য উপদেশ দিয়েছেন, প্রুফ দেখেছেন। অধ্যাপক শ্রী শিবপ্রসাদ সিংহ ও অনুজপ্রতিম শ্রী অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রী শমিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি-বন্ধু অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তী যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। শ্রীমান্ অনুপ মতিলাল, ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্যামা, ছাত্রী শুভ্রা এবং কন্যা ঋতুর্পণা নিশিদিন উৎসাহ যুগিয়েছে। বড় কন্যা মাধুমাধবী পুরো নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করে দিয়েছে ; মানচিত্র তৈরী করেছে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ বিশ্বরূপ গোস্বামী।

রবীন্দ্রভারতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক দুজন, শ্রী সৌরীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রী সুশান্ত সেনগুপ্ত, এবং তাঁদের সকল সহকর্মীদের কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। শ্রদ্ধেয় ড. অমলেন্দু বসুর ভিক্টোরীয় যুগ বিষয়ে বইটি থেকে আমি বহু তথ্য আহরণ করেছি। ড. শীতাংশু মৈত্র, অধ্যাপক ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অরবিন্দ পোদ্দার এবং ড. নির্মল দাস প্রভৃত উৎসাহ দিয়েছেন। আধুনিক কবিতা বিষয়ে অমিয় চক্রবর্তীর গ্রন্থ আমার কাজে লেগেছে। অনুজপ্রতিম ড. ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়ের কীটস্‌ বিষয়ে গ্রন্থটি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। ভারতীয়, বিশেষত বহু বাঙ্গালী লেখকদের রচনাকে আমি কাজে লাগিয়েছি। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আলোক সরকার, কল্যাণ সেনগুপ্ত, আনন্দ বাগচী, অমিতাভ দাশগুপ্ত এবং মলয়শংকর দাশগুপ্তর প্রেরণা আমার পাথেয় স্বরূপ। ড. নীহাররঞ্জন রায়, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং ড. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত আমার সকল কাজের উৎসাহদাতা। মলয়শংকর এবং নির্মল দে অঙ্গসজ্জা, প্রচ্ছদ, চিত্রলিপি করে দিয়েছেন। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু কিছু ভুল থেকে গেল। ১২ পৃষ্ঠায় মর্ফিম morpheme, ২৩ পৃষ্ঠায় Jacob Grimm, ২৮ পৃষ্ঠায় Englisc, ৩৫ পৃষ্ঠায় Mulcaster পড়তে হবে। ৩২ পৃষ্ঠায় ৮-১০ পংক্তিতে 'কিছু কিছু……প্রভাবজনিত' অংশটি ১৬ পংক্তিতে 'ইত্যাদি'র পরে আসবে। এছাড়াও যেসব ভুল সুধী পাঠকবৃন্দের চোখে ধরা পড়বে দয়া করে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করব। পাঠকদের মনে করিয়ে দিই, এ বই বিশেষজ্ঞের রচনা নয়, একজন কবি ও সাহিত্যরসিকের লেখা। শ্রীরমেন রায় ও তাঁর পুত্র রবি এবং প্রেসকর্মীগণ নিরন্তর পরিশ্রম করেছেন। বইটি ছাত্র-ছাত্রীদের এবং সাধারণ পাঠকবৃন্দের ভালো লাগলে আমি পুরস্কৃত বোধ করব। যে অগ্রজদের কাছে আমি ছোটবেলায় সাহিত্যরচনার অনুপ্রেরণা পেয়েছি তাঁদের তিনজন স্বর্গত। একজন মাত্র জীবিত। তাঁর হাতে এ বই দিয়ে মনে সান্ত্বনা লাভ করছি যে আমার সামান্য উপহার তাঁদের কাছেও পৌঁছুবে। বইটি প্রকাশের মুহূর্তে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান ড. মোহিনীমোহন ভট্টাচার্যের কথা স্মরণ করি।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা বিভাগ
বৈশাখ ১৩৬৬।

অরুণ ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

ভাষা অধ্যায়

ভাষা : এবং ভাষা কাকে বলে ৩
শব্দের গঠনরহস্য ৮
ভাষা-গোষ্ঠী ১৩
ভাষা-বিজ্ঞানের রীতিনীতি ১৬
ভাষাবিজ্ঞানের ব্যাপ্তি ২১
ইংরেজী ভাষার দিগ্বলয় ২৭

সাহিত্য অধ্যায়

অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগ ৪৩
অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য ৭৪
জিওফ্রে চাসার ও তাঁর সমকাল ৮৯
নাটকের শৈশব, রেনেশাঁসের সূত্রপাত এবং বিবিধ ১০৭
সাহিত্যের স্বর্ণযুগ : স্পেন্সার, শেকস্‌পীয়ার, মিল্টন ১২০
রেস্টোরেশান এবং অগাস্টান যুগ ২৪২
রোমান্টিক আন্দোলনের ধারা ২৭৬
ভিক্টোরীয় যুগ ৩৬২
আধুনিক ইংরেজী সাহিত্য ৪০৬

ঘটনাপঞ্জী ৪৪৭
নির্ঘণ্ট ৪৫৬

ভাষা
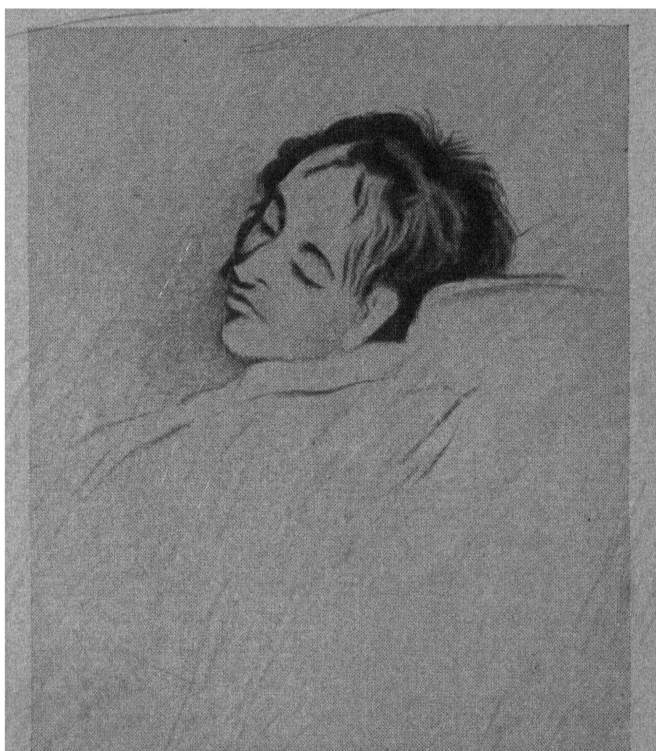
জন কীটস্

মৃত্যুর পর সেভার্ন-অঙ্কিত চিত্র থেকে
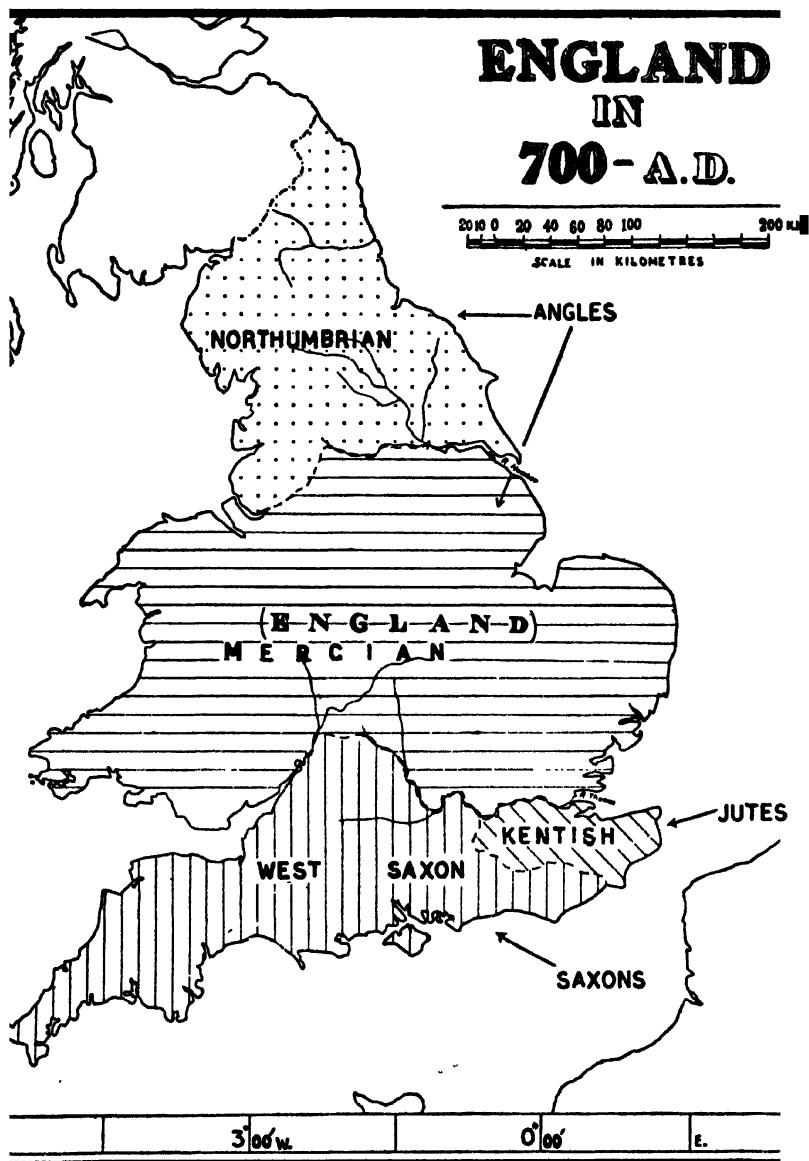
Dialect Map of England

ভাষা ঃ এবং ভাষা কাকে বলে

যে কোন দেশের সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে সেই দেশের ভাষা (Language) ও উপভাষার (dialect) ইতিহাস প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। এবং ভাষা ও উপভাষাও গড়ে ওঠে মূলত উক্ত দেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক গঠন-সংস্থানের ওপর। তাছাড়া, ইতিহাসের বিবর্তন একটি বিশেষ দিক্‌চিহ্ন যার ওপর সাহিত্যের ও ভাষার গতিপ্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করে। যেমন, খৃষ্টাব্দ প্রথম শতাব্দীতে রোমান সম্রাট ক্লডিয়াস [Emperor Claudius 43 A. D.]. ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করেন; তারপর কয়েক দশকের মধ্যেই প্রায় সমগ্র ইংল্যাণ্ড রোমান সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করে এবং তিনশ' বৎসরের মত এই দ্বীপটির শাসনভার রোমানদের হাতে চলে যায়। ফলস্বরূপ, ইংল্যাণ্ডে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রায় সব দিকেই নানা পরিবর্তন সূচিত হয়। বলাই বাহুল্য, তৎকালীন ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত ভাষা ও উপভাষারও নানারকম পরিবর্তন সাধিত হ'তে থাকে।

কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক ভাষাচর্চাকে সাংস্কৃতিক চর্চার সঙ্গে অভেদ কল্পনা করেছেন, যেমন, এ. সি. ব্য (A. C. Baugh)[১] ; আবার বিখ্যাত ভাষাবিদ্ অটো ইয়স্‌পারসন (Otto Jespersen)[২] সাধারণভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসকেই ভাষার গতিনির্ণায়ক কারণ বলে মনে করেন, এদের মধ্যে পারস্পরিক এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের প্রতিফলন দেখতে পান। সুতরাং ভাষার ইতিহাস যেমন সাহিত্যের ইতিহাস জানার পক্ষে জরুরি বিষয়, তেমনি কোন দেশের সামগ্রিক ইতিহাসও ততটাই জরুরি সেই দেশের ভাষার ইতিবৃত্ত জানবার জন্য।

সম্রাট ক্লডিয়াসের ইংল্যাণ্ড আক্রমণ এবং রোমানদের ইংল্যাণ্ড বিজয়ের পর দীর্ঘ দীর্ঘকাল কেটে যায়। অবশ্য রোমান প্রভাব তখনকার মত স্থায়ী হয়নি, রোমানদের পর ৪৪৯ খৃষ্টাব্দে টিউটনিক গোষ্ঠী ইংলণ্ড অভিযান করে, জুটস্ এ্যাঙ্গলস্ ও স্যাক্সনরা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই 'অ্যাঙ্গলিয়ান কিংডম' প্রতিষ্ঠা করে। খৃষ্টানধর্ম কিন্তু ওই দ্বীপটির অধিবাসীদের প্রায় দীক্ষিত করে

ফেলে ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে। তখন থেকেই ল্যাটিন সভ্যতা সংস্কৃতির নানা চিহ্ন তৎকালীন ইংল্যাণ্ডে দেখতে পাওয়া যাবে। স্ক্যান্ডেনেভিয়ান (নরওয়ে সুইডেন) আক্রমণেও ইংল্যাণ্ড বিপর্যস্ত হয় যার জন্য ঐ দেশের অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি বেশ কিছু প্রভাব রেখে যায় ইংলণ্ডের অধিবাসীদের ওপর। আরও পরে, নর্মানদের ইংল্যাণ্ড বিজয় প্রায় দুশ' বছর ধরে ভাষাকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যায়। ইংরেজী ভাষা যদিও সাধারণ লোকেদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, অভিজাত এবং শিক্ষিত শ্রেণী প্রায় সব সময়েই ফরাসী ভাষায় কথাবার্তা বলতেন ও কাজকর্ম চালাতেন। বিদেশীদের সংস্পর্শে এসে নানা ভাষার সংমিশ্রণে একদিকে যেমন ইংরেজী ভাষা গড়ে উঠতে থাকে, তেমনি আবার ইংল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার নানা ওলটপালট হতে থাকে। একশ' বছরের যুদ্ধ, রেনেশাঁস ও রিফর্মেশন, রাজতন্ত্রের ক্রম-অবক্ষয় ও পার্লামেন্টের উত্থান, ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ ও ভিক্টোরীয় যুগে ইংল্যাণ্ডের গৌরবমহিমা এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি— সব দিক্‌চিহ্নগুলি মিলে ইংরেজী পৃথিবীর সবচেয়ে বহু-ব্যবহৃত ও শ্রদ্ধেয় ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে ওঠে।

ভাষা জীবন্ত এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল; এর রূপ বদলায়, যুগে যুগে রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে নতুন শব্দ প্রবচন তৈরী হয়, আবার একই শব্দ বিভিন্ন যুগে নতুন অর্থে চিহ্নিত হতে থাকে। কোন কোন শব্দের মৃত্যু হয়, আবার নতুন শব্দ জন্মগ্রহণ করে। এই চলমান এবং নিত্য পরিবর্তনশীল ইতিহাসই ভাষাকে গতি দান করেছে, তার ইতিহাস তাই এত চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর। ভাবতে অবাক লাগে, শেকস্‌পীয়ারের যুগে nice শব্দটির অর্থ ছিল 'বোকা', অথচ বর্তমানে তার অর্থ সম্পূর্ণই পৃথক; rheumatism-কে আমরা 'বাতের অসুখ' বলে জানি, কিন্তু তখন তা ছিল 'মাথায় ঠাণ্ডা লাগা'। ব্র্যা সাহেব এরকম বহু উদাহরণ দিয়েছেন। শব্দের অর্থ যেমন পরিবর্তিত হয়েছে, তেমনি এক একটি শব্দের রূপান্তর ঘটেছে, যদিও তার অর্থ বদলায় নি; Old English-এর stān শব্দটিই হয়েছে stone, cū রূপান্তরিত হয়েছে cow-তে। এই ধরণের পরিবর্তনকে ভাষাবিজ্ঞানীরা 'Sound law'-র অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ ছাড়া ব্যাকরণগত পরিবর্তনও ঘটেছে। বহু ক্রিয়াপদের present tense-কে শুধু -ed

যুক্ত করেই পূর্বে past tense করা হত, যেমন know থেকে knowed ; কিন্তু আমরা জানি বর্তমান কালে past tense হচ্ছে knew ; ব্য সাহেব এই ঘটনাকে বলেছেন 'operation of analogy'। আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে কি কি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবের ফলে ভাষা ক্রমশ এমনিভাবে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে চলেছে। বস্তুত, এই রূপান্তরের ইতিহাসকে সঠিকভাবে এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জানা এবং নির্ণয় করাই ভাষাতাত্ত্বিকের দায়িত্ব এবং প্রাথমিক কর্তব্য।

প্রায় পাঁচ ছ বছর পূর্বে প্রকাশিত হিসেব থেকে আমরা জানতে পারি, সারা পৃথিবীতে ইংরেজী ভাষায় কথা বলে ২৬ কোটি লোক। তুলনামূলকভাবে চীন দেশে মান্দারিন ভাষা ব্যবহার করে ৩৫ কোটি এবং ক্যাণ্টনীজ্ ভাষায় কথা বলে ১০ কোটি। এ দুটি ভাষাই চীনা ভাষার অন্তর্গত, যদিও ব্যাকরণ বা রূপশৈলী ও গঠনপদ্ধতির বিচারে এদের পার্থক্য প্রচুর। রুশ ভাষা-ভাষীর সংখ্যা ১৪ কোটি, স্প্যানিশ ১৩ কোটির কিছু বেশী, জার্মান ৯ কোটি, পর্তুগীজ ৬ কোটির কিছু বেশী, ফ্রেঞ্চ ৬ এবং ইট্যালীয়ান ৫ কোটির মত। এ ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী ভাষা, যা বিগত একশ বছরে দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি প্রধান ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, তার হিসেব নেওয়া যাক্। বাংলা দেশের জাতীয় এবং সরকারী ভাষা বাংলা ; প্রায় ৭ কোটি লোক বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। ভারতবর্ষের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গে ৪½ কোটির ওপর লোক বাংলা জানেন এবং কথা বলেন। এছাড়া, বিহার উড়িষ্যা ও আসামের প্রান্তবর্তী অঞ্চলগুলির অধিবাসী, যারা বাংলা বোঝেন এবং মোটামুটি বাংলায় কথা বলেন, তাদের সংখ্যাও ১ কোটির মত। সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা বাঙালীদের সংখ্যা এর সঙ্গে জুড়লে আরও ১ কোটির কাছাকাছি দাঁড়াবে, অর্থাৎ সবশুদ্ধ ১৩½ থেকে ১৪ কোটি লোক পৃথিবীতে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে থাকে। চৈনিক বা চীনা ভাষা এবং ইংরেজী ভাষার পরই যুক্তভাবে বাংলা এবং রুশ ভাষার স্থান তৃতীয়। এখানে মনে রাখতে হবে, ইংরেজী ফরাসী, পর্তুগীজ এবং স্প্যানিশ ভাষা স্ব স্ব দেশের বাইরেও ব্যবহৃত, আর

বাংলা ভাষা ভারতবর্ষেরই অন্যতম রাষ্ট্রভাষা (national language), যা ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ এ ব্যবহৃত হয়।

ভাষা কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রখ্যাত ভাষাবিদ্ ড. সুকুমার সেন বলেছেন: 'মানুষের উচ্চারিত অর্থবহ, বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা'। অপরপক্ষে ব্য সাহেব বলেছেন, ভাষা হচ্ছে 'The medium by which he (man) communicates his thought and feelings to his fellow men, the tool with which he conducts his business or the government of millions of people, the vehicle by which have been transmitted to him the science, the philosophy, the poetry of the race.' বিখ্যাত ইংরেজ ভাষাতাত্ত্বিক হেনরি স্যুইট (Henry Sweet) কিছুটা ধ্বনির ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন "Language may be defined as the expression of thought by means of speech-sounds' এবং তিনিই ভাষাতাত্ত্বিকদের অন্যতম যিনি 'form'-এর সঙ্গে তার 'meaning'এর সম্বন্ধ নির্ণয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন।[৩]

ভাষার ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে language। ল্যাটিন শব্দ lingua থেকে ফরাসী ভাষায় রূপ লাভ করেছে langue d'oc (Provencal : Southern France) এবং langue d'oil (Northern France)—মধ্যযুগের ফরাসী ভাষায় এদুটি শব্দ লোয়্যার অঞ্চলে ব্যবহৃত হ'ত। ইংরেজী ভাষায় তা রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়িয়েছে language: এখন অভিধানে ভাষার সংজ্ঞা কি দিয়েছে দেখা যাক্। অক্সফোর্ড অভিধানে language এর সংজ্ঞা হচ্ছে: 'words and their use/speech used by a people or a race' [কিন্তু ইংরেজী বা আরো কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সেই সব ভাষা শুধুমাত্র একটি জাতির মধ্যেই আবদ্ধ নয়]। রাজশেখর বসু তাঁর অভিধানে [চলন্তিকা] ভাষার সংজ্ঞা প্রায় একইরূপে দাঁড় করিয়েছেন: 'দেশবিশেষে বা জাতিবিশেষের মধ্যে প্রচলিত অথবা বিশেষ উদ্দেশ্যে বা রূপে ব্যবহৃত শব্দাবলী এবং তাহার প্রয়োগপ্রণালী'। দেখা যাচ্ছে, সবগুলি বিবরণ মিলিয়ে, শব্দের সঙ্গে শব্দ জুড়ে যে বাক্য তৈরী হচ্ছে, তা একটি ভাব-প্রকাশের বাহন হয়ে যখন দাঁড়াচ্ছে এবং একজন মানুষ অপর একটি মানুষকে সেই বাক্য বলে তার

প্রয়োজনীয় ভাবপ্রকাশে সমর্থ হচ্ছে তখন সেই বাক্য এবং বাক্যসংষ্টিকে 'ভাষা বলে অভিহিত করা যায়। সুতরাং, ভাষা হচ্ছে ভাব-প্রকাশের অন্যতম প্রধান বাহন, একথা বললে অতি সহজেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে দাঁড়ায়।

১. The purpose of the present book is to treat the history of the English language...as a cultural subject. (A. C. Baugh : A History of the English Language)

২. .. an attempt will be made to connect the teachings of linguistic history with the chief events in the general history of the English people so as to show their mutual bearings on each other.... (Otto Jespersen : Growth and Structure of the English Language)

৩. 'Form' এবং 'meaning'এর দ্বৈত রূপ একদিকে 'formal' ও অন্যদিকে 'logical' হয়ে ক্রমশ speech-sound বা phonetics এবং psychological science আশ্রয় করেছে।

শব্দের গঠন-রহস্য

ইংরেজী ভাষার আন্তর্জাতিকতা স্বীকৃত হয়েছে ভিক্টোরীয় যুগ থেকেই। এর প্রধান কারণগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক কারণ যেমন রয়েছে তেমনি আছে ইংরেজী ভাষার mobility (চলিষ্ণু গতিময়তা) এবং expansionism (ব্যাপ্তি)। ভিক্টোরীয় যুগে সারা পৃথিবী জুড়ে ইংরেজ জাতি তার উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল এবং বিশ শতকের প্রথম চল্লিশ বছর পর্যন্ত সেই আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তারই ফলে ইংরেজী ভাষা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই সেই ভাষা ওইসব উপনিবেশে তার স্থায়ী আসন লাভ করেনি। অস্ট্রেলিয়ার মত মহাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ভারতবর্ষের মত মহাদেশ-সদৃশ দেশগুলিতে ইংরেজী ভাষা যে স্বীকৃতি লাভ করেছে তার প্রধান কারণ দুটি, যা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, mobility এবং expansionism ; এই সঙ্গে আর একটি বড় বিষয় আলোচিত হওয়া উচিত, যা অবশ্য ইংরেজী ভাষার এই দ্বিতীয় গুণটির সঙ্গেই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ; অর্থাৎ ইংরেজী ভাষা সলজ্জ বধূর মত গৃহকোণে আবদ্ধ থাকেনি, সে উপযাচক হয়ে পৃথিবীর দেশে দেশে শব্দ-ভাণ্ডার আহরণ করে নিজের শব্দসম্ভারকে বাড়িয়ে তুলেছে। এই গ্রহণ করার অপার ক্ষমতা এবং সেই সকল শব্দগুলিকে যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা তাকে নিজ ভাষার idiom এর সঙ্গে একাত্ম করে দেবার কৌশলের ফলেই ইংরেজী আজ এত শক্তিশালী এবং আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

প্রাচীন এবং নবীন এমন কোন ভাষা নেই যার থেকে ইংরেজী ভাষা শব্দ আহরণ করেনি। সেজন্য ভাষাবিদ্‌রা বলেছেন, 'among the assets of the English language must be considered the mixed character of its vocabulary' ; একদিকে টিউটনিক ভাষা-গোষ্ঠীর সমগোত্রীয় হওয়ায় স্ক্যান্ডেনেভিয়ান, জার্মান, ডাচ প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, অন্যদিকে ল্যাটিন ভাষার শব্দসম্ভার থেকে বহু শব্দ ইংরেজী ভাষায় স্থান লাভ করেছে। অনেক সময় আবার প্রত্যক্ষভাবে ল্যাটিন থেকে গ্রহণ না করে ফরাসীতে-রূপান্তরিত ল্যাটিন ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করেছে। ইউরোপে

একসময় 'romance language' গোষ্ঠী যে দানা বেঁধে উঠেছিল, প্রকৃতপক্ষে যা ইন্দো-ইউরোপীয় শাখার উপশাখা হিসেবে গড়ে ওঠে এবং যে ভাষা-গোষ্ঠির মধ্যে ফরাসী, ইট্যালীয়, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, রোমানিয়ান, ক্যাটালান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য, তা থেকেও ইংরেজী ভাষা শব্দ নিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি। এই অপর্যাপ্ত গ্রহণ, যাকে ইংরেজীতে বলা হয়েছে liberal borrowing, সম্ভবত ইংরেজী ভাষাকে এখনো সজীব ও প্রাণবন্ত করে রেখেছে। এইভাবে 'borrowing'-এর একটি সমীক্ষা করলে দেখা যাবে যে ইংরেজী ভাষা নিম্নলিখিতভাবে শব্দ গ্রহণ করেছে :

১. ক্ল্যাসিকাল ভাষা-গোষ্ঠী থেকে, যথা : গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু।

২. আধুনিক ভাষা-গোষ্ঠী থেকে, যথা : ফরাসী, রুশ, ডাচ, ইটালীয়, স্প্যানিশ।

৩. পূর্বাঞ্চলের ভাষা-গোষ্ঠী থেকে যথা : বাংলা, পারশিয়ান, অ্যারেবিক, মালয়েশিয়ান্—(ভারতীয় ভাষা মালয়ালাম্ নয়)।

৪. প্রাচীন এবং অর্দ্ধসভ্য ভাষা-গোষ্ঠী থেকে যথা : আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান, তাহিতি ও ব্রাজিলের কোন কোন উপজাতিদের ভাষা।

এখন কয়েকটি শব্দের উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ১. যেমন, catastrophe, chronology, anthology প্রভৃতি শব্দ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে গ্রীক ভাষা থেকে এসেছে; ২. balcony, piano, opera, canto, volcano ইট্যালীয়ান থেকে; steppe, vodka, rouble রুশ থেকে; alligator, cargo, mosquito স্প্যানিশ থেকে; brandy, golf, wagon প্রভৃতি ডাচ থেকে; ৩. gherao, ghee বাংলা থেকে, shawl, divan এসেছে পারস্য ভাষা থেকে; ghoul, hashish অ্যারেবিক থেকে; ৪. আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান থেকে এসেছে raccoon (bushy-tailed American carnivorous animal), hominy (ground maize boiled in water or milk) প্রভৃতি শব্দ। বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠী বা ভাষা থেকে গ্রহণ করার জন্য ইংরেজী ভাষা সমস্ত পৃথিবীতে আদৃত হয়েছে অথবা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, এবং সে কারণেই vocabulary বেড়ে গিয়েছে সংখ্যাতীতভাবে।

আরও দুটি বিষয়ে সুবিধার জন্য ইংরেজী ভাষা সাধারণ লোকের পক্ষে

ব্যবহারের দিক থেকে কার্যকরী হায়ছে, এবং বলা যায়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করায় বোঝবার পক্ষে সুবিধা হয়েছে। 'লিঙ্গ' (gender) নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষা যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তা হচ্ছে 'স্বাভাবিক'। আমাদের সাধারণ বিচারবুদ্ধিতে আমরা যেভাবে স্ত্রী, পুরুষ ভেদে লিঙ্গ নির্বাচন করে থাকি, এবং এর বাইরে হলে তাদের common বা neuter gender-এ ভাগ করি, ইংরেজী ভাষায় সাধারণভাবে এই যুক্তিতেই gender স্থিরীকৃত হয়েছে। আমরা কখনোই কল্পনা করি না sun (German : sonne) হচ্ছে স্ত্রী-লিঙ্গ, কিন্তু জার্মান ভাষায় sonne হচ্ছে সত্যি সত্যিই স্ত্রী-লিঙ্গ। ইংরেজীতে এমন হবার জো নেই ; আবার দেখা যাক্, wife শব্দটি feminine গুণবাচক, এটি সুতরাং feminine gender হতে বাধ্য। অথচ maiden (G. madchen) wife (G. weib) ইত্যাদি শব্দ জার্মান ভাষায় neuter gender। ইংরেজীতে শব্দগুলির সাধারণ অর্থগ্রাহ্যতা ও রূপকল্পনা থেকেই gender নির্দিষ্ট হয়েছে। আধুনিক ইংরেজী ব্যাকরণ অনেক সহজবোধ্য ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করায় এই ভাষা সাধারণ মানুষের কাছে সহজেই স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ভাষাতত্ত্ব পড়তে গেলে 'inflection' শব্দটির অসাধারণ গুরুত্ব স্বীকার করতেই হবে। ড. সুকুমার সেন 'inflection' শব্দটির বাংলা করেছেন 'সমন্বয়ী'—'synthetic' অথবা 'amalgamating' বললে যা সহজেই বোঝা যায়। এই 'inflection' শব্দটির প্রকৃত ব্যাখ্যা করা যাক্, উদাহরণ সহযোগে। ফাউলার ভ্রাতৃদ্বয় Oxford Dictionary-তে শুধুমাত্র 'un' এই prefix (বাংলায় একে 'উপপদ' বলা হয়েছে)—যা মূল শব্দ বা ক্রিয়াপদের পূর্বে বসে,—দিয়েই প্রায় একহাজার শব্দের একটি তালিকা দিয়েছেন। এটা জানা কথা যে pre-উপপদটির অর্থ 'পূর্বে' (পূর্ব দিক নয়, পুরোভাগ); এইরকমই suffix অর্থে 'প্রত্যয়' যা মূল শব্দ বা ক্রিয়াপদের পরে বসে [ইংরেজীতে অবশ্য affix বলতে, prefix suffix এবং infix (যা ধাতুর মধ্যে অথবা ধাতু ও বিভক্তির মাঝখানে বসে অর্থাৎ stem-affix বললে অনেকটা যা বোঝায়) শব্দ তিনটিকেই ধরে নিতে হবে। বিভক্তির পরেও যদি কিছু উপপদ যুক্ত হয় তাকে determinative বা 'অন্ত্য-আগম' বলে : ড. সুকুমার সেন রচিত 'ভাষার ইতিবৃত্ত' থেকে]। এরকমভাবে যে সব শব্দগুলি suffix, prefix

এবং/অথবা infix দ্বারা গঠিত হয় সে সব শব্দকে inflectional words বলা হয়ে থাকে। ধরা যাক্ একটা inflectional শব্দ unbegotten ; মূল ক্রিয়াপদটি 'get' ; এ পদটির past tense 'got' এবং past participle 'gotten'/'got' ; এখানে লক্ষণীয় past tense-এর সঙ্গে -(t)en এই suffix-টি বসান হয়েছে, অর্থাৎ got+(t)en ; এবার prefix বসাবার পালা। বসানো হোল -be, কিন্তু এটি বসিয়েও শেষ হ'ল না। যে-অর্থ লেখক বোঝাতে চাইছেন, অর্থাৎ negative অর্থে নেতি-বাচক, তা করতে হলে 'un' বসাতে হবে পুরোভাগে। শেষ পর্যন্ত পুরো শব্দটি দাঁড়ালো unbegotten, এই ছোট্ট ক্রিয়াপদ 'get' কোথায় গিয়ে শেষ হলো! un+be+get→got+(t)en = unbegotten ('un' উপপদটি অবশ্য সব সময়েই নেতিবাচক নয়, কখনো কখনো 'reverse of' অর্থেও বোঝায়, বলেছেন ফাউলার ভ্রাতৃদ্বয়)।

ভাষাবিদ্‌রা মনে করছেন, ইংরেজী ভাষার বর্তমান অবস্থায় 'inflection' ব্যবহার পদ্ধতি খুবই সরলীকৃত হয়েছে। সংস্কৃত, গ্রীক বা ল্যাটিন ভাষায় যে-ভাবে inflection বা সমন্বয়ী পদ ব্যবহার করা হ'ত তাতে ভাষা সত্যি সত্যি দুর্বোধ্য হয়ে উঠতো। জার্মান বা রুশ ভাষা আগেকার চেয়ে সহজ হলেও এখনো পর্যন্ত তাদের পুরনো ছাঁদ বদলে উঠতে পারেনি, যদিও সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায় তা ক্রমশ সহজ হয়ে আসছে। সেক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষায় inflection ব্যবহারের রীতি অনেক বদলেছে। পূর্বে বিশেষণের (adjectives) যে সব teutonic inflections ছিল তা এখন প্রায় সম্পূর্ণই চলে গিয়েছে। ক্রিয়াপদের 'personal endings' বিশেষ ব্যবহৃত হয় না, singular বা plural number (বচন)-এর পার্থক্য অনেক কমে এসেছে এবং subjunctive mood ব্যবহার প্রায় অচল হয়েই এসেছে।

সংযোজন : শব্দের গঠন-রহস্য আলোচনায় আরো কয়েকটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। বিষয়গুলি নিয়ে সাধারণভাবে বিবৃত হ'লো :

ব্যাক ফরমেশন (back formation) : অভিধানে এই বিষয়টির এমত বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে : making from a supposed derivative as *lazy* of the non-existent word *laze* from which it might have come

(ফাউলার)। অভিধানে অবশ্য এই 'non-existent' শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে। ফাউলার ভ্রাতৃদ্বয় বলতে চেয়েছেন যে এই ক্রিয়াপদটি আর আজকাল ব্যবহৃত হয় না। ইয়স্‌পারসন এই ধরণের শব্দ-গঠনের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে ব্যাক ফরমেশন হচ্ছে 'formation of new words by subtracting something from old ones'.

কনজুগেশন (conjugation) : ক্রিয়াপদগুলি যখন inflection যুক্ত হয়ে পরিবর্তিতরূপে প্রকাশিত হয় তখন আমরা কনজুগেশন-পদ্ধতির প্রমাণ পাই। ভাষাতত্ত্বে মোটামুটিভাবে এধরণের বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে : A schematic presentation of the entire inflection of a verb.

মিউটেশন (mutation) : ল্যাটিন mote শব্দটির অর্থ to change ; ভাষাতত্ত্বে ব্যবহৃত ablaut এবং umlaut এই শব্দ দুটিও mutation এর অন্তর্গত। ক্রমপর্যায়ে vowel-এর পরিবর্তনকে ablaut এবং 'a' অথবা 'u'-এর ব্যবহার-স্বরূপ শব্দের পরিবর্তনকে সাধারণভাবে umlaut বলা হয় ; umlaut শব্দটি জার্মানিক ভাষা-গোষ্ঠী বিষয়েই প্রযোজ্য। Mutation-এর উদাহরণস্বরূপ ইয়স্‌পারসন 'to bit' ক্রিয়াপদের উল্লেখ করেছেন। কোল্‌রিজ এবং কার্লাইল্‌ এর পংক্তি উদ্ধার করে লেখক 'bit'-এর পরিবর্তিত রূপ দেখিয়েছেন ; bit→bite→bitten (bitted) ; আবার বিশেষ্য হিসেবেও bite-এর ব্যবহার লক্ষণীয়।

ফোনিম (phoneme) : গ্রীক শব্দ phone অর্থে voice এবং phonema হচ্ছে utterance ; বর্তমানকালে linguistics-চর্চায় এই শব্দটি খুবই প্রয়োজনীয়। A class of similar phones that alternate with each other according to environment (regarding human utterance) and that function to distinguish such utterances from one another—এভাবে phoneme শব্দটি বর্ণিত হয়েছে।

মর্ফিন (morphene) : এই শব্দটিও বর্তমানে linguistics-চর্চায় খুবই জরুরি। The smallest meaningful unit of a language or dialect, whether a word, base or affix ; গ্রীক শব্দ morphe অর্থে form—সেই থেকেই শব্দটি এসেছে।

ভাষা-গোষ্ঠী

বর্তমান পৃথিবীতে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান ভাষাগুলির প্রাচীনত্ব এবং ঐতিহ্য নিয়ে নানা দেশের পণ্ডিতগণ দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, এই সব কটি ভাষার আদিতে যে family tree বা বংশলতিকা রয়েছে তা হচ্ছে Indo-European family of languages; একে পূর্বে Indo-Teutonic বা Indo-Germanic বলা হ'ত। নানা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে বর্তমানে একে Indo-European family বলা হয়ে থাকে। এর অন্তর্গত প্রধান নয়টি (nine broad divisions) ভাষা-গোষ্ঠী আছে। এছাড়াও সম্প্রতি আরো দুটি ভাষা-গোষ্ঠী আবিষ্কৃত হয়েছে—যার ফলে সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে এগারোটিতে (eleven broad divisions); Indo-European family of language-কে একটি tabular form-এ প্রকাশ করলে বিষয়টি সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হবে। যে সব ভাষা-গোষ্ঠী প্রধান শুধুমাত্র তাদেরই 'Group' এবং 'sub-Group' দেওয়া হ'ল।

Table I এর formটি একনজরে দেখলে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা হবে। প্রথমত, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর যে ১১টি বংশ-পরম্পরা রয়েছে তার মধ্যে হিট্টাইট এবং টোকারিয়ান (Hittite and Tocharian) সম্বন্ধে বর্তমান আলোচনা নিছক ঐতিহাসিক গবেষণা মাত্র। কেননা ১৯০৭ সালে এক খননকার্যের ফলে এশিয়া মাইনরের কাছাকাছি ১০ হাজার এর মত মাটির ফলক পাওয়া গেছে, যাতে কিউনিফর্ম লিপিতে একটি বিশেষ ভাষার চরিত্র ফুটে উঠেছে। টোকারিয়ান ভাষায় কিন্তু লিপিবদ্ধ উদ্ধার হয়েছে মধ্য এশিয়ার কোন স্থানে, এই বিংশ শতকের গোড়ার দিকে। এদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এখনো সন্দেহ দূরীভূত হয়নি, এবং এই দুটি অবলুপ্ত ভাষাকে যে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর মধ্যে ধরা হয়েছে তাও নানারকম অনুমানবশত।

সুতরাং এই এগারোটির মধ্যে অবলুপ্ত হিট্টাইট ও টোকারিয়ান ভাষা দুটিকে বাদ দিলে, বাকী নয়টি ভাষা-গোষ্ঠীই বর্তমানে আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে ঃ

এই নয়টি ভাষা-গোষ্ঠীকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ; এই দুটি প্রধান ভাগ হচ্ছে সেণ্টাম এবং সাটেম (centum and satem)। দেখা যাক্, tabular formএ :

Table II
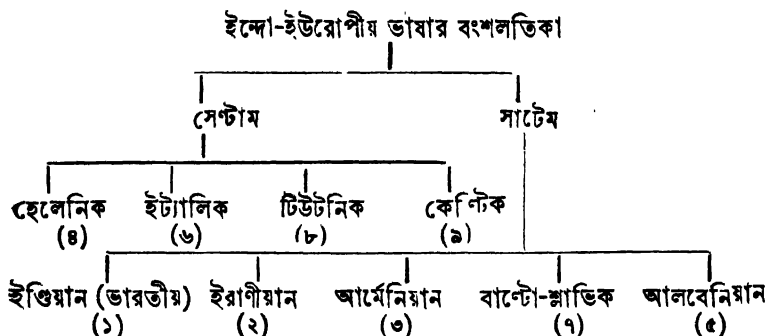
দেখা যাচ্ছে Centum : 4 6, 8, 9 এবং Satem : 1, 2, 3, 5, 7 সংখ্যাগুলি চিহ্নিত গোষ্ঠী।

সেণ্টাম এবং সাটেম, দুটি শব্দেরই অর্থ একশত, ল্যাটিন এবং আবেস্তান (আবেস্তা) ভাষায় শব্দ দুটি প্রচলিত। দ্বিতীয়ত, দুটি ভাগে ভাষা-গোষ্ঠীকে ভাগ করে দেখা যাচ্ছে, সেণ্টাম গ্রুপের (group) ভাষাগুলি বর্তমানে সবই ইউরোপীয়, এবং সাটেম গ্রুপের ভাষাগুলি প্রায় সবই এশিয়া ভূখণ্ডের কোথাও কোথাও বা ইউরোপের পূর্ব-দক্ষিণ সীমান্ত ঘেঁষে। তৃতীয়ত, ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে এই যে দুটি বৃহৎ ভাগ করা হ'ল, তার অন্যতম কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে কিছু কিছু ব্যঞ্জনবর্ণ (consonants) তাদের মূল ভাষা থেকে একটি বিশেষভাবে পরিবর্তনের দিকে গেছে—এই পরিবর্তনের চেহারা প্রধানত দুটি ধারায় প্রবাহিত এবং সেই কারণেই এই দুটি ধারার ভাষাকে centum এবং satem group এ দ্বিধাবিভক্ত করা হয়েছে। এই বিভাগ কোন কোন ভাষাবিজ্ঞানী মেনে নেননি ; ব্য সাহেব অবশ্য বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ঐতিহাসিক দিক থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীকে আর একটি বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যদি সত্যি এই এগারোটি ভাষা-বংশ একই মূল ভাষা থেকে এসে থাকে, তাহলে এটা স্বীকার করতে হয় যে ইতিহাসের কোন না কোন যুগে যারা এই মূল ভাষায় কথা বলতো, মোটামুটিভাবে একই স্থানে বাস করত—যে স্থানগুলির পারস্পরিক দূরত্ব এমন ছিল না যে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ তারা রক্ষা না করতে পারতো। তাহলে, সেই মূল ভূখণ্ড ছিল কোথায়? আবার স্থান নির্ধারণের পরেই আসে কাল-নির্ধারণ, অর্থাৎ কত বছর পূর্বে ইন্দো-ইউরোপীর ভাষা-গোষ্ঠীর লোকেরা এই মূল ভাষায় কথা বলতো? ব্য সাহেব প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অঙ্কশাস্ত্রের 'method of elimination' পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। কোথায় কোথায় এই ভাষা-গোষ্ঠীর লোকেদের থাকা সম্ভব ছিল না—তিনি ধরে নিয়েছেন আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় এই ভাষা-গোষ্ঠীর কোন ভাষারই অস্তিত্ব থাকা সম্ভব ছিল না। বাকি রইল ইউরোপ এবং এশিয়া। যেহেতু ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সভ্যতা ইণ্ডাস্ ভ্যালীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল (পূর্ব-ভারতে সেই স্রোত আসতে বিলম্ব ঘটেছিল) সেহেতু সেই কেন্দ্রবিন্দুকে অবশ্যই ধরতে হবে। এছাডা প্রাচীনতম সভ্যতা ছিল আরব, মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন ও গ্রীস। অর্থাৎ গ্রীস থেকে পূর্বদিকে সরতে সরতে এশিয়ার দক্ষিণ ধার দিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের মধ্যে কোথাও না কোথাও এই ভাষা-গোষ্ঠীর মূল ভাষা একসময় প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব ছিল।

এবং সময় হিসেবে, বৈদিক সভ্যতারও পূর্ব এবং সমসাময়িক কাল ধরা হয়েছে। অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৩০০০ (3000 B. C.) অনুমান করা হয়েছে, যখন এই ভাষা এক সময় মানবের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। এগুলি সবই নানারকম সম্ভাবনার ইঙ্গিত—পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত সন-তারিখ এখনো নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সময় লাগবে বৈকি!

ভাষাবিজ্ঞানের রীতিনীতি

"The peculiar charm of the study of languages lies precisely in the mixture of the rational and the irrational, the arbitrary and exceptional with the symmetrical and regular which they all present....If language were a perfect expression of thought, there would be no science of language. There would be but one language unchanging both in time and place. Without linguistic change there could be no historical grammar and no comparative philology. [The History of Language : Henry Sweet]

উনিশ শতকের শেষের দিকে ড. হেনরি স্যুইট ইংরেজী ভাষাতত্ত্বের উপর বেশ কিছু মৌলিক কাজ করেছিলেন, তাঁর সময়ে অধ্যাপক লাউনসব্যেরীর গবেষণাও প্রামাণিক, যদিও তাঁর আলোচনাগুলি মূলত ব্যাকরণভিত্তিক। ওপরের দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে ড. স্যুইট যা বলতে চেয়েছেন তা সাধারণভাবে সকল ভাষার ইতিহাস এবং অগ্রগতি সম্পর্কেই মোটামুটি সত্য। তিনি বলতে চেয়েছেন, ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে শব্দের গঠনপ্রক্রিয়ায় এবং শব্দ-বিন্যাসে সব সময় বৈজ্ঞানিক নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়নি, একটি জীবন্ত ভাষাতে তা সম্ভবও নয়; যুক্তি এবং অযৌক্তিক রীতির সমাহারের ফলেই সম্ভব হয়েছে ভাষার অগ্রগতি। মানবচরিত্র নিছক 'নিয়মানুগ' নয়, তাব চরিত্রের মধ্যেই নিহিত আছে বেশ কিছু অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক কার্যকারণ এবং ভাষা যেহেতু মানবেরই ভাবপ্রকাশের মাধ্যম, সেহেতু ভাষার মধ্যে যুক্তিবাদিতার সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে অযৌক্তিকতার।

বস্তুত ধ্বনি এবং তার অর্থ, এই দু'এর সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য সবসময়ে ঘটে না এবং ঘটে না বলেই উদ্ভব হয় 'irregularities, exceptions, anomalies and inconsistencies'—অর্থাৎ ড. স্যুইট বলছেন, ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই 'grammatical form' এবং 'grammatical function' এর মধ্যে সংযোগ সবসময় সঠিক নয়। 'অভিধান' এবং 'ব্যাকরণ' এর পার্থক্য বোঝাতেও তিনি

অনুরূপ বক্তব্যের উল্লেখ করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও মূলত ভাষা-আলোচনার একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে এবং সেই পদ্ধতিগুলির পারম্পর্য রক্ষা করে একটি সুষম শ্রেণীবিন্যাস করাই ভাষাতাত্ত্বিকের প্রধান দায়িত্ব। এক্ষেত্রে তিনি জোর দিয়েছেন 'sound change', 'loss of sounds', 'changes of meaning' ইত্যাদি 'linguistic process'এর মৌল রীতিনীতির ওপর। কেন ভাষা বদলায় বা তার বিবর্তন হয়, কেন মূল ভাষা-গোষ্ঠীর সাধারণ রূপ থেকে একটি বিশেষ ভাষা ক্রমশ দূরে সরে আসে, কি করে আমরা বুঝবো দুটি বা তিনটি ভাষা বহুকাল পূর্বে একই ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, 'inflections' কি করে শব্দ-গঠনে এক সময় সহায়তা করেছে, আবার সেই inflections পরবর্তীকালে ইংরেজী ভাষা থেকে ক্রমশ দূরীভূত হয়েছে—এ সমস্তই ভাষাতাত্ত্বিকের অনুসন্ধানের বিষয়।

ইংরেজী ভাষায় 'irregularities' প্রসঙ্গে ব্য সাহেব প্রথমত বানান-পদ্ধতির কথায় বলেছেন, 'chaotic character of our spelling and the frequent lack of correlation between spelling and pronunciation'; অর্থাৎ ধ্বনি এবং উচ্চারণের প্রকৃতির সামঞ্জস্য রক্ষা করে বানান সব সময় স্থির করা হয়নি—অথবা বানান অনুযায়ী উচ্চারণ করা হয় না। তিনি বেশ কয়েকটি উদাহরণ এ প্রসঙ্গে দিয়েছেন যেখানে শব্দগুলির উচ্চারণ এক, অথচ তাদের প্রত্যেকটির বানান পৃথক, যেমন 'receive', 'leave', 'machine' 'see' ['sea'ও হতে পারে]; আবার এর উল্টোটিও দেখা যায় যেমন, বানানে একই vowel ব্যবহৃত হয়েছে অথচ শব্দটির উচ্চারণ পৃথক—'father', 'hate', 'hat' [ফাউলার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের অভিধানে 'phonetic scheme' অংশে এ জাতীয় তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন যথা 'part', 'mate', 'rack']—এখানে প্রতিটি শব্দেই মূল vowel 'a', অথচ এই vowel-টির উচ্চারণ তিন জায়গায় তিন রকম, 'আ', 'এ' এবং 'অ্যা'।

Vowel-এর ব্যবহারে উচ্চারণের বৈষম্য বা উচ্চারণের সমতার প্রেক্ষিতে vowel ব্যবহারে বৈষম্য, এই উভয়বিধ ঘটনা ছাড়াও consonant ব্যবহারে আরো চমকপ্রদ উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। যেমন, ১২টি বিভিন্ন শব্দ তুলে ধরা যায় যেখানে 'sh' এই বিশেষ উচ্চারণ ধ্বনির জন্য ১২ রকমের বানানযুক্ত

বারোটি শব্দ গঠিত হয়েছে, যথা; shoe, sugar, mission, nation, suspicion, ocean, nauseous, conscious, chaperon, schist, fuchsia,[১] pshaw.

এখানে দেখা যাচ্ছে 'sh' ধ্বনির জন্য বিভিন্ন consonant বা consonant-vowel group ব্যবহৃত হয়েছে যেমন, sh, s, -ss, -tio, -cio -cea, seou, sciou, ch, sch, -si, -sha (pshaw-তে p অনুচ্চারিত); এখানে স্কাইট যা বলেছেন তাই আক্ষরিক অর্থে সত্য অর্থাৎ 'irregularities, exceptions, anomalies, inconsistencies'—এ সমস্তই প্রত্যক্ষ প্রমাণিত। আরো পরিষ্কার করে বলা যায় যে বানান অনুযায়ী উচ্চারণ অথবা উচ্চারণ অনুযায়ী বানান গঠন কোনটিতেই বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি। এ অভিযোগ ইংরেজ ভাষাভাষীকে মেনে নিতেই হবে।

শব্দ-গঠনের মৌলিক ইতিহাস এবং প্রক্রিয়া উদ্ধার করলে নিশ্চয়ই etymology-র সাহায্যে যথাযথ কারণ নির্ণয় করা অনেকটা সম্ভব; কিন্তু যখন শব্দগুলি ভাষার ভাণ্ডারে এবং সাহিত্যিকদের ব্যবহারে কাজে লাগতে থাকলো তখন ইংরেজ ভাষাবিদ্‌দের এই বিষয়টি নিশ্চয়ই ভেবে দেখা উচিত ছিল। অথচ ড. স্কাইটের মতে, এই সমস্ত irregularities অথবা rational এবং irrational-এর মিলিত ফলস্বরূপেরই প্রত্যক্ষ অবদান হচ্ছে 'the peculiar charm of the study of languages'.

বিশ শতকের শুরুতেই হেনরি ব্র্যাডলে তাঁর 'The Making of English' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, যদিও ইংরেজী ভাষায় ভবিষ্যতে বহু শব্দ যোজনা হতে পারে অথবা শব্দের রূপগত ও গঠনগত পরিবর্তন সাধিত হতে পারে, কিন্তু ব্যাকরণের দিক থেকে ইংরেজী ভাষা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিণত স্তরে এসেছে—যার ফলে নতুন করে আর ব্যাকরণের রীতি-নীতি বদলাবার সম্ভাবনা নেই। তথাপি তিনি দু'টি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে ইংরেজী ভাষাতেও, তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন ড. স্কাইটের অভিমত যে, inconsistencies, anomalies, exceptions ইত্যাদি কোন না কোন ভাবে বর্তমান। ধরা যাক্, যে উদাহরণ উনি তুলে ধরেছেন 'I *did* live there' এখানে *did* সাধারণভাবে বাহুল্য মাত্র—একে exception

হিসেবেই ধরা যেতে পারে। কিন্তু ব্র্যাডলে বলছেন যে, এরূপ ব্যবহারের ফলে 'the precise effect of the *stressed* auxiliary' (ইটালিকস্ বর্তমান লেখক-কৃত) সম্ভব হয়েছে এবং ভাষার জোর বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় রকমের উদাহরণ হচ্ছে—কথোপকথনে বিশেষ করে—principal verb-কে বাদ দেবার রীতি। যেমন, 'yes, I do,' 'it certainly will not' প্রভৃতি বাক্য গঠনে। এই ধরণের exceptions-এর ফলেই, ব্র্যাডলে মনে করছেন, English has another advantage of an opposite kind in its power of emphasizing certain grammatical relations by placing the sentence-accent on the auxiliary ···এবং 'love of conciseness of speech' results in 'omitting the principal verb.'

ক্রিয়াপদের ব্যবহারে ইংরেজী ভাষায় inconsistency-র একটি মজার উদাহরণ তুলে ধরা যাক। প্রখ্যাত বৈয়াকরণিক নেস্‌ফিল্ড সাহেব তাঁর ব্যাকরণের বইতে (৪র্থ খণ্ড) দু'টি বাক্য উদ্ধৃতি দিয়ে প্রশ্ন করেছেন, কোনটি

(a) James and I *shall* be very happy to see you.

(b) James and I *will* be very happy to see you.

বলাই বাহুল্য, প্রথম বাক্যটিতে 'shall' ব্যবহৃত হয়েছে 'I' এই সর্বনামের জন্য, এবং দ্বিতীয় বাক্যটিতে 'will' ব্যবহৃত হয়েছে 'James' এই বিশেষ্যের জন্য। অথচ দুটি বাক্যই ইংরেজী ভাষায় মোটামুটিভাবে স্বীকৃত। তবে, কোন্‌টিকে বেশী নির্ভরযোগ্য বাক্য বলে মেনে নেবো ? নেস্‌ফিল্ড বলছেন যে, সব সমস্যা সমাধান হয়ে যায় যদি বাক্য দুটির গঠনপদ্ধতি বদলে এভাবে লেখা যায় :

(*a*) James *will* be very happy to see you, and so *shall* I

(*b*) I *shall* be very happy to see you, and so *will* James.

বস্তুত এই ইংরেজ ব্যাকরণবিদ্ shall এবং will-এর ব্যবহারকে রীতিমত 'puzzle' বলেছেন, কেননা, সাধারণ রীতি-বহির্ভূত অবস্থাতেও shall এবং willএর ব্যবহার নির্ভর করে

(a) Implied command, promise or threat, এবং

(b) Implied intention—এই মনোভাবগুলির 'পর।

এসব ক্ষেত্রে shall-এর পরিবর্তে will এবং will-এর পরিবর্তে shall বসবে। শুধু ক্রিয়াপদ নয়, যে কোন part of speech-এর ব্যবহারের ক্ষেত্রেই এ ধরণের বহু irregularities-এর উদাহরণ তুলে ধরা সম্ভব। অর্থাৎ ড. স্মাইট এর অভিমত অনুযায়ী, ইংরেজী ভাষার irregularity-ই একে সজীব ও চলমান রেখেছে।

মনে রাখতে হবে এ প্রসঙ্গে যে human interest-এর জন্যই ভাষাকে এভাবে নিজের নিয়ম নিজে ভাঙতে হয়েছে। তাই ড. স্মাইট-এর অভিমতকে অস্বীকার করা যায় না যে, 'The peculiar value of the study of language as a training for the mind is the result of its combination of scientific method with human interest. The science of language is in this respect intermediate between the natural sciences on the one hand and history and literature on the other, to which latter it is also the most indispensable auxiliary.'

১. এদের মধ্যে fuchsia শব্দটি প্রায় অপরিচিত। এটি এক ধরণের 'সন্ধ্যামালতী'—primrose জাতীয় বিভিন্ন বর্ণের ফুল। ষোড়শ খৃষ্টাব্দের জার্মান উদ্ভিদবিদ্ Leonhard Fuchs-এর নাম অনুযায়ী ফুলটির নাম দেওয়া হয়েছে।

ভাষাবিজ্ঞানের ব্যাপ্তি

ভাষাতত্ত্ব বা ভাষাবিজ্ঞান একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয় নয়। ইংরেজীতে philology বললেও এই বিষয়ের পূর্ণ ধারণা করা সম্ভব নয়। বর্তমানকালে ভাষাবিজ্ঞানের গবেষণা বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে এবং মানব সভ্যতার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলিকেও ভাষাবিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণকারী বিষয় বলে মনে করা হচ্ছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বহু বিষয়ই ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত। যেসব বিষয়গুলি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তা হচ্ছে grammar, etymology, phonetics, linguistics এবং semantics; [প্রত্যেকটি শাখার উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ এখনো তৈরী হয়নি] একটি বিষয় সম্পর্কে পাশাপাশি ধারণা থাকলে ভাষাবিজ্ঞানের পাঠ সহজ হবে। স্বল্প পরিসরে এতগুলি শাখার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়—আধুনিক যুগে প্রত্যেকটি শাখারই এত বিস্তৃত এবং ব্যাপক আলোচনা হয়েছে যে সবগুলি শাখাই এক একটি স্বতন্ত্র বিষয় অথবা subject of study-তে রূপান্তরিত হয়েছে।

ব্যাকরণ বা grammar সম্পর্কে আমাদের ধারণা শৈশবকালেই কিছুটা হয়েছে। ইংরেজী grammar শব্দটির উৎপত্তি হচ্ছে মূল গ্রীক শব্দ grammatikē (technē) = literary art < grammata – literature ; গ্রীক শব্দ থেকে ল্যাটিন, ল্যাটিন থেকে ওল্ড ফ্রেঞ্চ (১৫০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী), এবং পরিশেষে ওল্ড ফ্রেঞ্চ থেকে ইংরেজীতে grammar শব্দটি রূপান্তরিত হয়েছে। Grammar-এর মোটামুটি বিবরণ হচ্ছে: The scientific study and description of the morphology[১] and syntax[২] of a language or dialect.

এখন দেখা যাক ভাষাতাত্ত্বিকরা এর ব্যাখ্যা কি দিচ্ছেন। ড. স্যুইটের মতে grammar deals not with any special languages, but with the general principles which underlie the grammatical phenomena of all languages, whether cognate or not".

এই বিবরণে একটা অসঙ্গতি থেকে গেছে বা হয়ত ড. স্যুইট লক্ষ্য করেননি।

গ্রামার-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'grammatical phenomena' বলাতে বিষয়টি পরিষ্কার হয়নি। যার ব্যাখ্যা করবো সেই শব্দটিরই ব্যাখ্যা করা হল না', অথচ সংজ্ঞার মধ্যে সেই শব্দটির প্রয়োগ করা হল। সুতরাং আমাদের প্রথম সংজ্ঞা ও ড. হুইটের বিবরণ দুটি মিলিয়ে ব্যাকরণের ভাষাতাত্ত্বিক সংজ্ঞা বোধহয় এরকম বলা চলে: Grammar deals with the general principles which include the scientific study and descriptions of the morphology and syntax of languages or dialects.

এবার etymology বলতে কি বোঝায় দেখা যাক। ইংরেজী শব্দটি এসেছে নানা ভাষার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। গ্রীক শব্দ দুটি etymon = true meaning + logos = word (study) যুক্ত হয়ে ল্যাটিন-এ রূপান্তরিত হয়েছে etymologia, ফরাসী ভাষায় তা রূপ নিয়েছে ètymologie—এভাবে পরিশেষে ইংরেজীতে হয়েছে etymology; সাধারণভাবে এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে, the study of a word by disintegrating it into basic elements or by tracing it back to the earliest known form and indicating varying changes in form and meaning; বস্তুতঃ এইমাত্র আমরা etymology শব্দটির যেভাবে উদ্ভব দেখিয়েছি তাই হচ্ছে etymological study; এই বিশিষ্ট শাখার জ্ঞান প্রকৃতভাবে আয়ত্ত হলে শব্দগুলি থেকেই আমরা অনেকাংশে সেই জাতির শুধু ভাষাগত ইতিহাস নয়, সাংস্কৃতিক ইতিহাসও জানতে পারি—কোন্ কোন্ ভাষার সঙ্গে আমাদের ভাষার সম্পর্ক ছিল, সেই সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ ছিল তাও জানা বিজ্ঞানসম্মতভাবে সহজ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং, ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় etymology-র প্রত্যক্ষ অবদান রয়েছে।

Phonetics শাখাটির চর্চা বেশ কিছুদিন থেকেই হচ্ছে, বিশেষত পদার্থ বিজ্ঞানের acoustics (sound) শাখার সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে। বাংলায় এর একটি পরিভাষা দাঁড় করান যায় অনেকটা ধ্বনিতত্ত্ব এবং উচ্চারণতত্ত্ব বলে। গ্রীক ভাষায় phone শব্দটির অর্থ হচ্ছে sound[৩] বা ধ্বনি। অনেকে phonetics-কে linguistics-এর একটি প্রশাখা বলে থাকেন এবং এই প্রশাখা 'deals with the analysis, description, and classification of the

sounds of speech;' এই phonetics-এর যে বিশদ চর্চা বর্তমানে হচ্ছে তা থেকেই আমরা morpheme এবং phoneme এই দুটি অতি আবশ্যকীয় শব্দ linguistics পড়তে গেলে সব সময় পেয়ে থাকি। বস্তুত phoneme শব্দটির উৎপত্তি হচ্ছে গ্রীক phonema থেকে, যার অর্থ 'উচ্চারণ'।

ফোনেটিক্স চর্চায় জেকব গ্রিম (Jacob Grim) এর দান অসামান্য। রাস্ক নামে ডেনমার্কের একজন ভাষাবিজ্ঞানীর বক্তব্য অনুসরণ করে' ১৮২২ খৃষ্টাব্দে গ্রিম তাঁর সূত্র আবিষ্কার করেন। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় কোন 'p' জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠীতে এসে 'f' এর উচ্চারণে পরিণত হবে। এবং এই সূত্র ধরেই 't' এবং 'k' যথাক্রমে 'p' এবং 'h' এর উচ্চারণে রূপান্তরিত হবে। গ্রিম এইভাবে consonant group সম্পর্কে উচ্চারণ রীতির পরিবর্তন বিষয়ে সূত্র নির্ধারণ করেন। এ বিষয়ে পরবর্তী কালে কার্ল ভারনার (Kerl Verner) উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। গ্রীম'স ল (Grim's Law) জানা তাই ভাষা-বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে অপরিহার্য।

Linguistics ইদানীং কালে একটি ব্যাপক এবং প্রায় মৌলিক গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ অর্থে একে scientific study of language বলা চলে। তবে এতো সাধারণ বর্ণনা দিলে philology থেকে একে পৃথক করা মুস্কিল হয়ে পড়ে। সুতরাং আরো একটু গভীরে যাওয়া যাক। ফের্দিনাঁ দ্য স্যস্যুর (Ferdinand de Saussure) এর প্রাথমিক অনুসন্ধানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আঁদ্রে মার্তিনে (Andre Martinet) linguistics চর্চায় তাঁর নিজস্ব অবদান রেখেছেন। তিনি ভাষা-র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন:

A language is an instrument of communication in virtue of which human experience is analysed differently in each given community into units the monemes,* each endowed with a semantic content and a phonic expression.
[Elements of General Linguistics : Andre Martinet]

ভাষা-বিষয়ক এই বর্ণনা থেকে একটি জিনিষ পরিষ্কার হচ্ছে, আমি প্রবন্ধের প্রথমেই যা বলেছি, ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে linguistics, phonetics

এবং semantics এর চর্চা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। Linguistics এর প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান হচ্ছে সেই সেই কার্যকারণগুলির উদ্ধার করা যাতে 'identification of word and thing' সম্ভব হতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে linguistics আলোচনায় মানবজীবনের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিককেও স্বীকার করে নিতে হয়।

ভাষাতত্ত্বের চর্চায় শেষ পর্যন্ত যে শাখা প্রযুক্ত তা হচ্ছে semantics; গ্রীক শব্দ semainein এর অর্থ 'to signify'—অর্থাৎ শব্দের অর্থ-সম্বন্ধীয় গবেষণাই হচ্ছে semantics এর বিষয়বস্তু। আর একটু বিশদ করে বলা যায় যে semantics is the study of the meanings of speech-forms, specially of the development and changes in meaning of words and word groups; শেকস্‌পীয়ারের নাটকে একটি বিশিষ্ট চরিত্র বলেছিলো 'what's in a name?' ইংরেজীতে হয়তো তার উল্টোটিও শোনা যায়, 'what's not in a name?' এবং এই দ্বিতীয় উক্তি স্মরণ করলেই আমরা semantics এর প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারবো। একটি শব্দ আর কিছুই নয়, তা শুধুমাত্র একটি বস্তুর প্রতীক বা symbol—প্রশ্ন হচ্ছে, সেই বস্তুর প্রতীক হিসেবে শব্দটি কতখানি প্রযোজ্য, কত সুন্দরভাবে ব্যবহার্য এবং কতটুকু যুক্তিপূর্ণ। সিমিয়ন পটার (Simeon Potter) তাঁর গ্রন্থ Modern Linguistics-এ semantic valueর সঙ্গে শব্দের অর্থই শুধু নয়, তার 'sense' কেও সমান প্রয়োজনীয় বলেছেন; semantics চর্চার পরিমণ্ডল সম্বন্ধে পটার এর উক্তি স্মরণীয়।[৪]

এই 'personal chain of experience' এর সঙ্গে universal experience এর সমন্বয়ী ভাবনা থেকে যখন শব্দ আহৃত হয়ে সার্বজনীন প্রতীকে রূপান্তরিত হয়, তখনই ভাষা স্বয়ং-সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, semantics চর্চা সেই কার্যকারণের অনুসন্ধানেই নিরত।

এবার আমরা philologyর প্রকৃত ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করতে সক্ষম হবো। গ্রীক শব্দ philos অর্থ ভালোবাসা এবং logos অর্থ শব্দ, এ দুটির সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে philology; এর বর্ণনা হচ্ছে: historical

and comparative study of languages to determine accurate texts and their meaning in a scientific manner.

অটো ইয়স্‌পার্‌সন (Otto Jespersen) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের শুরুতেই বলেছেন যে তাঁর প্রকৃত কাজ হচ্ছে 'to characterize the chief peculiarities of the English language, and to explain the growth and significance of those features in its structure ; ড. হ্যুইট philology কে একটি ভাষাবিজ্ঞান বলেছেন—তাঁর গ্রন্থে তিনি এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কেন একটি ভাষার পরিবর্তন ঘটে, কেনই বা মূল ভাষা থেকে ছিট্‌কে এসে বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে, কোন্‌ কোন্‌ ভাষা একই ভাষা-গোষ্ঠী থেকে জন্মলাভ করেছে, বিভিন্ন part of speech এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি, inflections কেন সংঘটিত হয়েছে, আবার কেনই বা ইংরেজী ভাষায় বর্তমানে loss of inflections ঘটেছে, sound change কিভাবে হয় এবং তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি ? এইসব এবং আরো সব প্রশ্ন এবং তার উত্তর দেওয়া হচ্ছে ভাষাবিজ্ঞানী বা philologist এর দায়িত্ব ; এর সঠিক সমাধান তার কাছে আমরা আশা করব। সুতরাং বললে অন্যায় হবে না যে grammar, etymology, phonetics, linguistics এবং semantics এইসব কটিকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে যে বিষয় তা' হচ্ছে philology বা ভাষাবিজ্ঞান।

১. Morphology is the study of form and structure of anything apart from its function.

২. Syntax is the arrangement and interrelationship of words in phrases and sentences ; syntax শব্দটির উৎপত্তি হচ্ছে Greek শব্দ দু'টির সংযোগে, syn (together)+tassein (to arrange), অর্থাৎ to arrange together.

৩. Phone শব্দটির অর্থ 'voice' এবং 'sound' দুটিই অভিধানে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু phoneme প্রসঙ্গে 'voice' আমরা ব্যবহার করেছি (পৃঃ ১২), কেননা human utteranceই হচ্ছে phonetics চর্চার উৎস।

মর্ফিম এবং ফোনিম, পৃঃ ১২ 'ন' এর জায়গায় 'ম' এবং 'n' এর জায়গায় 'm' পড়তে হবে।

৪. Good speech shows an easy consonance and harmony between form and meaning, expression and content, manner and matter. The world of meaning...is nothing less than the entire background of discourse nothing less than the whole experience of man. And yet each individual has his own personal background and his private chain of experiences.

[S. Potter : Modern Linguistics]

ইংরেজী ভাষার দিগ্বলয়

ভাষাতাত্ত্বিকদের বিবরণ অনুযায়ী এবং পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণার ফলে ইংল্যাণ্ডের সভ্যতাকে দুটি ভাগ করা যাচ্ছে খৃষ্টপূর্ব পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত, প্রস্তরযুগ ও ব্রোঞ্জযুগ। প্রস্তর যুগের আবার দুটি ভাগ হতে পারে—পুরাতন ও নতুন। যাই হোক, পুরাতন প্রস্তর যুগের অধিবাসীদের ভাষা সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। নতুন প্রস্তর যুগের অধিবাসীদের ব্যবহৃত উপাদান দেখে তাদের অনেকটা সংস্কৃতি-সম্পন্ন বলে মনে হয় বটে. কিন্তু তাদের ভাষারও কোন বিশেষ চিহ্ন বর্তমানে পাওয়া যায় না।

সর্বপ্রথম যাদের ব্যবহৃত ভাষা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ধারণা করা সম্ভব তারা জাতিতে হোল কেল্টস্। এই ভাষার দুটি পৃথক গোষ্ঠী রয়েছে যথা, গেলিক এবং সিমরিক, যদিও কেল্টিক ভাষা প্রথম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর অন্যতম যা ইংল্যাণ্ডে ব্যবহৃত হয়েছে। পরে অবশ্য, রোমান আক্রমণের পর, ল্যাটিন প্রায় চারশত বছর ইংল্যাণ্ডের কিছু অধিবাসীদের ব্যবহৃত ভাষা ছিল। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে খ্রীষ্টানধর্ম ইংল্যাণ্ডে বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল—যাকে বলা হ'ত 'romanization of the island ; সরকারী কাজে ও যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং দলিলপত্রে ল্যাটিন ভাষা মোটামুটি ব্যবহার করা হ'ত।

আনুমানিক ৪৫০ খৃষ্টাব্দে (৪৪৯ ?) ডেনমার্ক এবং তার উপকূলবর্তী অঞ্চল[১] থেকে টিউটনিক উপজাতির একটি দল বৃটেন অভিযানে আসে এই টিউটনিক উপজাতিই হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের বর্তমান অধিবাসীদের পূর্ব পুরুষ—যারা অ্যাঙ্গলস্ স্যাক্সনস্ এবং জুট্‌স্ বলে পরিচিত। বিড (Bede) এর বিখ্যাত গ্রন্থ Ecclesiastical History of the English People থেকে জানা যায় যে জুটস্ এবং অ্যাঙ্গলস্ ডেনমার্কের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বাস করত। স্যাক্সনরা দীর্ঘদিন ধরেই ইংল্যাণ্ডের মূল ভূখণ্ড আক্রমণ করে আসছিল। খৃষ্টাব্দ ৪৫০-৫৪৭ এর মধ্যে এই তিন উপজাতি ইংল্যাণ্ডের প্রায় সমগ্র এলাকায় স্ব স্ব আধিপত্য বিস্তার করল। এদের সংস্কৃতিই প্রথম একটা সুসংহত রূপ নিল এই দ্বীপে, যার নাম হ'ল অ্যাংলো-স্যাক্সন সভ্যতা। রোমানরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ফলস্বরূপ যে সব

চিহ্ন রেখে গিয়েছিল, তা প্রায় নিশ্চিহ্ন হ'ল। ছোট ছোট সাতটি রাজ্যে[২] এই দ্বীপটি বিভক্ত হয়ে শাসনকার্য চলতে লাগল।

'ইংল্যাণ্ড' নামক দেশ এবং 'ইংরেজী' ভাষা—এই দুটি শব্দের উৎপত্তি ব্য খুব সুন্দরভাবে দিয়েছেন। প্রথম যুগের ল্যাটিন লেখকরা টিউটনদের Saxones বলত এবং দেশের নাম দিয়েছিল Saxonia ; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই Angli এবং Anglia শব্দ দুটির[৩] প্রচলন শুরু হ'ল এবং শব্দ দুটি সামগ্রিকভাবে টিউটনদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হতে থাকলো। দেশের ভাষা সম্পর্কে অবশ্য বরাবরই englisc শব্দটি প্রযোজ্য হয়েছে ; 'ওল্ড ইংলিশ' এ angle শব্দটি ছিল engle ; Enlga-land পরিবর্তিত হয়ে England শব্দটি ওই দ্বীপটির সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়াল। একদিকে English শব্দটির 'c' consonant change এর ফলস্বরূপ 'h' এ রূপান্তরিত হয়েছে এবং অন্যদিকে Engla-land যুগ্ম শব্দটি 'সন্ধি' স্থাপনা করে England-এ এসে দাঁড়িয়েছে। তবে তিনি এর কারণ নির্দেশ করেন নি, কেন Angles, Saxons এবং Jutes-দের মধ্যে Angles-এর থেকেই নামটি গ্রহণ করা হয়েছিল। এমন হতে পারে, 'Anglian kingdom'এর আধিপত্য ছিল সবার চাইতে বেশী, সুতরাং রাজনৈতিক কারণই এর মূলে—একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। 'মিডল ইংলিশ' এ Ingland বানান পাওয়া যায় এবং উচ্চারণও সেইমত ছিল, পরবর্তীকালে উচ্চারণ একই রইল, কিন্তু বানান পরিবর্তিত হল England এ ; nasal '-ng'র প্রভাব অনুযায়ী 'I' রূপান্তরিত হল 'E' অক্ষরে। Engle শব্দটি কিভাবে রূপান্তরিত হল ভাবলে বেশ মজা লাগে

Angle →	Engle →	Ingle →	Engle
↓	↓	↓	↓
জাতির নাম	O.E.	M.E.	Mod. E.

দেখা যাচ্ছে এইভাবে দেশ এবং ভাষার নাম বিবর্তিত হয়েছে
Engle + land = England এবং Engle + isc = Englísc → English
Anglo-Saxon Chronicle এ 'lond' শব্দটি রয়েছে 'ওল্ড ইংলিশ'এর নিদর্শন স্বরূপ, 'land' এর পরিবর্তে। [A. S. Chronicle : tr. & ed. by Benzamin Thorpe]

দেখা যাচ্ছে Old English আবার ঘুরে Modern English-এ তাই হয়েছে, মধ্যযুগে উচ্চারণ অনুযায়ী Inglish (English) হয়েছিল।

ভাষার ভিত্তিতে ইংরেজীর ইতিহাস তিনটি স্তরে বিভক্ত। ৪৫০ খ্রীঃ থেকে ১১৫০ খ্রীঃ সময়কাল Old English ; ১১৫০ খ্রীঃ থেকে ১৫০০ খ্রীঃ মধ্যযুগ, Middle English এবং ১৫০০ খ্রীঃ থেকে বর্তমান সময়কাল Modern English ; ভাষা ও শব্দগঠনের দিক থেকেই এই বিভাগ করা হয়েছে; যেমন প্রাচীন যুগ ছিল 'period of full inflections', মধ্যযুগ হল 'period of levelled inflections', আধুনিক যুগ রূপান্তরিত হল 'period of lost inflections'এ।

Old English এর বৈশিষ্ট্যগুলি আধুনিক ইংরেজী থেকে এতই পৃথক ছিল যে তাকে একটি নতুন ভাষাই[৭ক] বলা যায়। বানান, উচ্চারণ, শব্দসম্ভার এবং ব্যাকরণ (এছাড়া লিপিও বটে) সব কিছুতেই প্রচুর পার্থক্য দেখা যায় :

১. সাধারণত দীর্ঘ প্রলম্বিত উচ্চারণ ধ্বনি সংক্ষিপ্ত হয়েছে স্বরবর্ণও পরিবর্তিত হয়েছে, যেমন stān→stone, gān→go, hlāf→loaf, bat→boat, fyr→fire, hlūd→loud ; এই সব শব্দে যদিও বা একটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে, কিন্তু fæger→fair বা hēafod→head বললে এখন কিছুই বোঝা যায় না। আর একটা লক্ষণীয় যে hlūd, hlāf এই শব্দগুলির 'h' উচ্চারিত হয় না। অবশ্য প্রথম বা শেষ অক্ষর উচ্চারিত হয় না এরকম বহু শব্দ ইংরেজীতে এখনো আছে।

২. বানানেও পার্থক্য প্রচুর, লিপিতেও। আগে 'th' বোঝাবার জন্য অনেকটা 'p'র মত এবং গ্রীক অক্ষর ডেল্‌টার মত অক্ষর ব্যবহৃত হোত। 'Wip' বললে বুঝতে হবে with, এইরকম 'sh' উচ্চারণ বোঝাতে 'sc' ব্যবহৃত হোত, 'k' অক্ষরের পরিবর্তে বসত 'c'। লিপি ব্যবহারেও পরিবর্তন লক্ষণীয়। [অক্ষরটি ঠিক 'p' নয়, 'p'র মত এবং অন্যটিও ঠিক গ্রীক অক্ষর ডেল্‌টা নয়, ডেল্‌টার মত। 'p'র গোলাকৃতি অংশটি ত্রিকোণাকৃতি এবং ডেল্‌টার মাথার টিকি মাঝখানে রেফ্‌ দ্বারা বিচ্ছিন্ন। উপযুক্ত টাইপ না থাকার জন্য এভাবে বোঝান হ'ল।]

৩. Old English-এর শব্দসম্ভারের উৎপত্তি টিউটনিক; ল্যাটিন ও ফরাসী শব্দসম্ভার নেই বললেই চলে [ল্যাটিন শব্দ প্রথম রোমান বিজয়ের পর

এসেছিল, কিন্তু জাতীয় জাগরণের পর সম্ভবত তা বেশ কিছুদিন নির্মূল হয়ে যায়।] পরবর্তীকালে দেখা যায় Old English-এ ব্যবহৃত প্রায় ৮০-৮৫ ভাগ শব্দ আধুনিক ইংরেজীতে আর প্রচলিত নেই।

৪. সবচেয়ে সমস্যা সৃষ্টি করেছে Old English-এ ব্যবহৃত inflection-গুলি। ব্য সাহেব Old English-কে 'synthetic' বলেছেন, অর্থাৎ একটি শব্দই বেশ কয়েকটি শব্দের সমষ্টিরূপে পরিগণিত হতে পারে,—উদাহরণস্বরূপ তিনি ব্যবহার করেছেন 'landaverunt, (verb) শব্দটি, যার মানে 'they have praised' অনেকটা এরকম। আর একটি হচ্ছে syntax-এর প্রশ্ন। তাছাড়া, শব্দগুলি বর্তমানে যে order-এ ব্যবহৃত হয়—সেই order বা পারম্পর্য ছিল না। Modern English এদিক থেকে 'analytic'; ব্যাকরণের বিষয়ে Old English বরং জার্মান বা সংস্কৃত-র কাছাকাছি।

২

দেখা যাচ্ছে ইংরেজী ভাষার প্রাচীন যুগের ইতিহাসে রয়েছে কেল্ট, রোমান ও স্কান্দেনেভীয় সংস্কৃতির প্রভাব। বস্তুত জুটস্, অ্যাঙ্গলস্ ও স্যাক্সনস্ এই ত্রিধারার সম্মিলিত রূপে যে প্রাচীন ইংরেজী ভাষা গড়ে উঠেছিল তার প্রথম ছ' সাত শ' বছর ধরে উপরোক্ত ভাষাভাষীর প্রত্যক্ষ প্রভাবে ইংরেজী ভাষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

কেল্টিক প্রভাবের কারণ বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে টিউটনরা কেল্ট রমণীদের বিবাহ করবার ফলে ভাষাগত সংমিশ্রণ হতে শুরু করে। এছাড়াও রয়েছে ভৌগোলিক কারণ। অনেক স্থানের নাম প্রবর্তন করেছিলেন কেল্টরা, যেমন 'কেন্ট' নামক ক্ষুদ্র রাজ্যটি কেল্টিক শব্দ কান্টি (canti) থেকে উদ্ভূত। ব্য সাহেব অনেকগুলি স্থানের নাম বিবৃত করেছেন যাদের প্রথম সিলেবল্ কেল্টিক, যেমন Worcester, Exeter, Winchester—এক্ষেত্রে -wor, -ex অথবা -win সিলেবল্গুলির সূত্র কেল্টিক। এছাড়া রয়েছে নদীনালা পাহাড় পর্বতের অসংখ্য নাম যা কেল্টদের থেকে ধার করা Avon, Dover ইত্যাদি। 'Barr' অপভ্রংশ-যুক্ত (ইংরেজীতে বোঝায় summit) বেশ কিছু শব্দ রয়েছে

যেমন, Bredon, Bryn; সেরকম cumb অর্থে উপত্যকা, জায়গার নাম রয়েছে Holcombe, Winchcombe প্রভৃতি। এভাবেই কেল্ট-প্রভাবজনিত কিছু শব্দসম্ভার এসেছে প্রাচীন ইংরেজীতে। 'কেল্টিক ক্রিশ্চিয়ান মিশনারী' কার্যকলাপের ফলেও কিছু শব্দ এসে গেছে। যেমন cross (bell), ancor (hermit) ইত্যাদি। যত সামান্যই হোক, প্রাচীন ইংরেজী ভাষায় এই প্রভাব একেবারে নগণ্য নয়।

কিন্তু ল্যাটিন (রোমান) প্রভাব ইংরেজী সাহিত্যে কেবলমাত্র ঘনিষ্ঠ নয়, সুদূরপ্রসারীও বটে। রোমানরা ইংল্যাণ্ডে এসে বসবাস করেছিলেন শুধু বিজয়ী হিসেবে নয়, এসেছিলেন সেখানে থেকে শিক্ষাদীক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি সভ্যতা সবই প্রচার করতে। তাই সার্বিক প্রভাবের ফলে ল্যাটিন ইংরেজী ভাষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল। রোমানরা দুবারে ইংল্যাণ্ডে এসেছিলেন এটা সবারই জানা আছে। ফলস্বরূপ অনেক শব্দসম্ভার চলে এল, কিন্তু সেই শব্দগুলি অবিকৃতভাবে আসেনি, উচ্চারণ-জনিত পরিবর্তনের ফলে কিছুটা বদলে গেল চেহারা। এই পরিবর্তন ঘটল, যাকে বলে umlaut [a word of German origin, meaning alteration of sound—ইংরেজীতে mutation এর প্রকারভেদ বলা যায়, অর্থাৎ Umlaut[8] is a vowel change due to 'i' or 'u' in the next syllable] এর ফলস্বরূপ। ইংরেজী ভাষাগঠনের প্রায় প্রথম যুগেই স্বরবর্ণের উচ্চারণের মধ্য দিয়েই মূলত এই পরিবর্তন সূচিত হল।

যুদ্ধ-বিগ্রহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘরকন্না, খাদ্যদ্রব্য, বাসস্থান ইত্যাদি নানা বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত শব্দসম্ভার একে একে ইংরেজী ভাষায় এলো ল্যাটিন থেকে, যেমন segn (banner), stræt (street), mil (mile), ceap (bargain), mangung (trade), mynet (coin), mese (table), pyle (pillow), ceise (cheese), spelt (wheat), cisten (chestnut tree), butere (butter), copor (coppor), pic (pitch), tigele (tile) ; এ ছাড়া ধর্মবিষয়ক শব্দ তো আছেই ; cirice ছিল church এর ইংরেজী, তেমনি biscop (bishop) [এটি 'sound change' অথবা আরো নিপুণভাবে বলা যায়, 'consonant change' এর ফলস্বরূপ।] pipe ইত্যাদি।

Saeternesdaeg শব্দটি এখন প্রায় উচ্চারণ করা অসম্ভব, শনিবার বলতে এই উদ্ভট শব্দটি বোঝাতো, অর্থাৎ saturday আর কি! ভাষার পরিবর্তন যে কী উদ্ভট অথচ মজার এবং একই সঙ্গে প্রাণবন্ত তা মাত্র এই একটি শব্দের বিবর্তন দেখলেই বোঝা যাবে।

স্কান্দেনেভীয় প্রভাবজনিত শব্দগুলি কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ দ্বারা সুচিহ্নিত। যেমন 'sk' এই উচ্চারণ যেখানে যেখানে ইংরেজী শব্দে পাওয়া যাবে সেগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্কান্দেনেভীয় প্রভাবের ফল বলে ধরে নেওয়া যাবে, যেমন sky, skin, scrape, skill, bask ইত্যাদি। কিছু কিছু জায়গার নাম এই প্রসঙ্গে মনে আসে, Whitby, Derby, Rugby অর্থাৎ -by 'ending' দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে, এটি দেনমার্ক প্রভাবজনিত।

'Thorp' শব্দটি স্কান্দেনেভীয় ভাষায় village-এর অর্থ বহন করে; -thorp যুক্ত অনেকগুলি নাম পাওয়া যায়, যথা Althorp, Linthorpe ইত্যাদি। আবার '-thwaite' শব্দটির অর্থ 'এক টুকরো বিচ্ছিন্ন জমি', -thwaite যুক্ত হয়ে অনেকগুলি জায়গার নাম পাওয়া যাচ্ছে 'Braithwaite' জাতীয়; তেমনি -toft যুক্ত যেমন Langtoft, Nortoft ('toft' শব্দটির অর্থও 'একটু জমি') ইত্যাদি।

৩

১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সেন্‌লাকের যুদ্ধবিজয়ের ফলস্বরূপ ইংল্যাণ্ডে নরম্যান আধিপত্য বিস্তৃত হ'ল, শুধু রাজনীতি বা সংস্কৃতির নয়, ইংরেজী ভাষারও রূপান্তর ঘটলো। সন তারিখ মিলিয়ে যদিও সে সময় থেকে Middle English -এর ব্যবহার আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু ঐ সময়কাল থেকে চসার-পূর্ব সময় পর্যন্ত মধ্যযুগের ভূমিকা বলতে নিশ্চয়ই কারু আপত্তি হবে না। সমালোচকের ভাষায় 'The Norman conquest changed the whole course of the English language'; এই বিজয়ের পর দীর্ঘদিন ধরে ফরাসী ভাষা ও ইংরেজী ভাষার ব্যবহার পাশাপাশি চলতে থাকলো। ক্রমশ, ফরাসী ভাষা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, ধণিক শ্রেণী, ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে এলো। আর সাধারণ লোকেরা বলত দেশজ ইংরেজী।

একজন কবি এরকম বলছেন :

But low men hold to English and to their own speech yet

কবি সম্ভবত একজন chronicler, বর্ণনা করেছেন ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের সন্ধিক্ষণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভাষার বিবর্তন স্বরূপ যা দেখা গেল তা হচ্ছে ইংরেজী ভাষা ক্রমশই ফরাসী শব্দসম্ভারকে নিজের করে নিচ্ছিল। এমন একটা সময় এল যে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরাও আর ইংরেজী ভাষায় কথা বলা বা চিঠিপত্র লেখাকে মর্যাদার হানিকর মনে করতেন না। কোন কোন সাহিত্যের ঐতিহাসিক অবশ্য এই ক্রমবিবর্তনের ভাষাকে Anglo-Norman Language বলেছেন।[৫] কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীতে ইংরেজী ভাষা নিশ্চিতভাবে নিজের স্থান করে নিল প্রায় সর্বক্ষেত্রেই। কার্স'র মাণ্ডি [Cursor Mundi] নামক বিখ্যাত বইটিতে সেকালের ইংরেজী ভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে। লক্ষণীয় যে এ বইটিতে 'ইংলিশ' শব্দটির বানান ছিল Inglis[৬]; [এবং Ingland]; কিন্তু আর কিছুকাল পরের কোন কবিতায়[৭] বানান পাচ্ছি Englis; এই হোমিলিগুলি রচনার তিরিশ বছরের মধ্যেই এই শব্দটির বানান হয়ে গেল English [যদিও 'Latin' শব্দটির বানান তখনো ছিল 'Latyn']; দেখা যাচ্ছে, কি দ্রুতগতিতে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের সন্ধিক্ষণে ইংরেজী ভাষা বদলাচ্ছিল!

ইংরেজী ভাষার জায়গায় গোড়ায় এসেছিল ল্যাটিন, পরে এল ফরাসী ভাষা; রাজকার্যে, দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদিতে এই দুটি ভাষাই ব্যবহৃত হ'ত। কিন্তু ১৪২০ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষেই এ সমস্ত কাজ ইংরেজী ভাষায় শুরু হয়ে গেল। এই সময়কালের মধ্যেই অন্যান্য কাজকর্ম ও অর্ডিন্যান্সগুলি ইংরেজীতে করা হ'ল। এরকম একটি উল্লেখ রয়েছে : '...for the better understanding of his people'...'our most excellent lord King Henry the Fifth'... 'hath more willingly chosen to declare the secrets of his will' in...'our mother tongue···the English tongue': এটি আনুমানিক ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দের একটি 'resolution'. এই ঘটনাটি থেকেই বোঝা যাবে যে সরকারী কাজকর্মে শুধু নয়, ইংল্যাণ্ডে এমন একটি জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়েছিল যে স্বয়ং হেনরী দি ফিফ্‌থও ইংরেজীকে 'mother tongue' বলতে গর্ব অনুভব

করতেন। আইন প্রণয়নের কাজেও ফরাসীর পাশাপাশি ইংরেজী ব্যবহৃত হতে থাকলো, অবশেষে ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীর পরিবর্তে কেবলমাত্র ইংরেজীতেই আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা হ'ল। অর্থাৎ, পঞ্চদশ শতকের শেষে ইংল্যাণ্ডে ইংরেজী ভাষা পাকাপাকিভাবে চালু হ'ল।

এখন দেখা যাক, মধ্যযুগে এসে ইংরেজী ভাষা কি কি ভাবে Old English থেকে পৃথক হয়ে গেল। আমরা পূর্বেই বলেছি যে Old English হচ্ছে 'period of full inflections' এর ভাষা, Modern English হচ্ছে 'period of lost inflections'এর। সুতরাং, Middle Englishএ আমরা inflections পুরোপুরি বর্জিত দেখতে পাই না—এটা একটা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল—যাকে transition period বলা যেতে পারে।[৮] মধ্যযুগের ইংরেজীতে দুরকম পরিবর্তন দেখা গেল; প্রথমত, inflections ক্রমশ কমে যেতে থাকলো; দ্বিতীয়ত, উচ্চারণ পদ্ধতিতে বিবর্তন দেখা গেল। এবিষয়ে Language পত্রিকায় স্যামুয়েল মুর কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন।[৯] বহুস্থানে শব্দের শেষে 'm' পরিবর্তিত হয়ে গেল 'n'এ, আবার vowel-যুক্ত inflectional endings, যেমন -an, -um ইত্যাদি, সাধারণভাবে 'e' দিয়ে শেষ হ'ত। বিভিন্নভাবে ক্রিয়াপদের ব্যবহারে, বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনামের কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হ'ল। বিশেষ করে, strong verbএর ক্ষেত্রে পরিবর্তন এল সবচেয়ে বেশী। মধ্যযুগের ইংরেজী ভাষার আর একটি প্রধান ঘটনা হ'ল প্রচুর পরিমাণে ফরাসী শব্দ আত্মীকরণ। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে Old English এর বেশ কিছু 'native' শব্দ-ব্যবহার হ্রাস পেতে চলেছে। যুগ্ম-শব্দ গঠনের বেলাতে দেখা যাচ্ছে একটি ইংরেজী শব্দের সঙ্গে একটি ফরাসী শব্দ মিলে নতুন শব্দ তৈরী হচ্ছে—এটিও Middle English এর একটি বিশেষ চরিত্র।

যদিও ফরাসী ভাষা থেকেই শব্দ আহরণ সবচেয়ে বেশী, তথাপি ফ্লেমিশ, ডাচ এবং লো জার্মান ভাষাগোষ্ঠী থেকেও কিছু কিছু শব্দ ইংরেজী ভাষার ভাণ্ডারে এসেছে যেমন lighter, dock, freight, commodore, easel, landscape ইত্যাদি। এভাবে এগিয়ে চলেছিল Middle English, মধ্যযুগের ইংরেজী ভাষা।

৪

আধুনিক যুগের সূত্রপাত হল ষোড়শ শতকের গোড়া থেকে। একালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল ছাপাখানার প্রবর্তন। ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম ক্যাক্সটন (William Caxton) ছাপার কাজ শুরু করেন ইংল্যাণ্ডে এবং সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগেই প্রায় বিশ হাজার বই ছাপা হয়ে যায়। এসময়ে ইংল্যাণ্ডে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সমাজে, শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের যোগসূত্র স্থাপিত হয়, ফলে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান শুরু হল। মধ্যযুগের ইংরেজী ভাষা আধুনিক কালের দোরগোড়ায় উপস্থিত হ'ল ভীরু নম্র পায়ে নয়, রীতিমত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হ'ল শব্দসম্ভার ও ব্যাকরণ বিষয়ে ইংরেজী ভাষার দ্বিচারিণী ব্যবহার। শব্দগঠনে সে মৌলিক স্বাধীনতা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ব্যাকরণের দিক থেকে এই ভাষা অনেক দিন পর্যন্ত ছিল পুরাতনী ঐতিহ্যের অনুকারক। মধ্যযুগের প্রথম দিকে শুরু হ'ল ব্যাকরণের পরিবর্তন।

আধুনিক যুগে আর একটি নতুন বিষয় হ'ল বিভিন্ন ভাষা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদের কাজ। ইংরেজী ভাষায় বানান নিয়েও যে-সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা নিয়ে রীতিমত গবেষণা শুরু হ'ল। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে রিচার্ড ম্যালকাস্টার (Richard Malcaster) Elementarie বলে যে বই লিখলেন তাই হল তৎকালে ইংরেজী বানান সম্বন্ধে 'the most important treatise'; তিনি শব্দের মধ্যে বাড়তি অক্ষর বাদ দিলেন, 'putt'এর পরিবর্তে 'put', অথবা 'ledd' এর বদলে led লেখবার কথা তিনিই সাহসের সঙ্গে বললেন। অবশ্য 'double consonant' ব্যবহার করার কথায় আপত্তি করলেন না, যেখানে দুটি পৃথক syllable এর মধ্যে consonantটি পড়ে, যেমন set-ting ; আবার যেখানে উচ্চারণের সমতার জন্য শব্দ বিভিন্নভাবে বানান করা যেতে পারে সেখানে তিনি নির্দিষ্ট করে কয়েক হাজার শব্দের একটি তালিকা প্রণয়ন করে দিলেন। ধরা যাক 'there' শব্দটি ; এর বানান হতে পারে there, their, ther, thare ; এ সকল ক্ষেত্রে স্থিরীকৃত করে দিলেন যে বিশেষ বিশেষ শব্দের নিশ্চিত অর্থ অনুযায়ী তার বানান কীভাবে করতে হবে।

আর একজন উৎসাহী ভদ্রলোকের অবদান এসময়ে উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন স্যার জন চেক (Sir John Cheke); তিনি লিখছেন 'our own tung shold be written cleane and pure, unmixt and unmangeled with borowing of other tunges'[১০] এবং এই সময়েই তথাকথিত 'learned words'কে ঠাট্টা করে বলা হ'ত 'inkhorn' অর্থাৎ কালির মধ্য দিয়ে 'শিঙ-গজানো' শব্দ যা পাঠকতে গুঁতো মারবে। দেখা যাচ্ছে Modern English এর সবচেয়ে প্রসাদগুণ বলতে আমরা বর্তমানে যা যা বুঝি অর্থাৎ purity, unmixed of any other tongue এবং simplicity, directness—এগুলি সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই লেখকরা অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। মহামতি শেকস্‌পীয়ারও নাকি সে যুগের একটি বিখ্যাত বই নাড়াচাড়া করতেন এই বিষয়ে, টমাস উইলসন (Thomas Wilson) এর লেখা Arte of Rhetorique[১১] ; এই বইতে লেখক স্পষ্ট করে বলছেন : ' this should first be learned, that wee never affect any strange ynkehorn (inkhorn) termes, but to speake as is commonly received ;' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইংরেজী ভাষা আধুনিক যুগে এসে কোন্ দিকে বইবে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং স্বাক্ষর এই রচনাগুলিতে রয়েছে।

এই আদর্শ মনে রাখলে দেখা যাবে, শব্দসম্ভারের তালিকা কীভাবে সংগৃহীত হয়েছে। ল্যাটিন থেকে আহৃত শব্দ কতগুলি তাদের পূর্বরূপ বজায় রেখেছে যেমন axis, exterior, epitome, আবার কোথাও ল্যাটিন শব্দের অন্ত্যভাগ (latin ending) কে বর্জন করে সহজ করে নেওয়া হয়েছে, যথা exoticus থেকে exotic (- us), consultare থেকে consult (- are), আবার এই অন্ত্যভাগগুলি পরিবর্তিত রূপেও এসেছে, যেমন externus থেকে external (- us,+al), celeritas[১২] থেকে celerity (- tas,+ty)। অন্য রকমের পরিবর্তন হয়েছে কোথাও শব্দের পুরনো অর্থ বদলে গিয়ে। নতুন পরিবেশে নতুন অর্থ আরোপিত হয়েছে। শব্দ আহরণ ছাড়া বর্জনের নজিরও আছে, অনেক শব্দের ব্যবহার নষ্ট হয়ে গেছে ; তার অর্থবহতা ক্ষুণ্ণ হতে হতে ভাবের প্রয়োজনীয়তা কমে গিয়ে মূল শব্দটিই লুপ্ত হয়েছে, এরকম শব্দ হচ্ছে expede (to expedite), cohibit (to restrain), eximious (excellent) ইত্যাদি।

রোমান্স ভাষাগোষ্ঠীর (Romance languages) অবদান ইংরেজী সাহিত্যে কম নয়। একমাত্র চসারের রচনাবলীর মধ্য দিয়েই বহু রোমান্স ভাষাগোষ্ঠীর শব্দ ইংরেজী ভাষায় গৃহীত হয়েছে। ফরাসী ছাড়াও ইট্যালীয় (পুরনো Latin নয়, যদিও Latin থেকেই উদ্ভূত) এবং স্প্যানিশ ভাষার বহু শব্দ অবিকৃতভাবেও এসেছে ইংরেজীতে। এরকম ফরাসী শব্দ হ'ল bizarre, equip ; alloy, vogue ইত্যাদি। ইট্যালীয় শব্দ হচ্ছে argosy, balcony portico, stanza, volcano ; স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ শব্দসম্ভার হচ্ছে armada, banana, barricade, maize, tobacco প্রভৃতি। কবিরা অনেক সময় বহু প্রাচীন শব্দও নতুন করে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করেছেন ব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য যেমন doom, astound, delve, squall এইসব আর কি। শব্দের স্বরবর্ণ জনিত ধ্বনিগত[১৩] পরিবর্তনের বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে শব্দটি দিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীরা অনেকেই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন তা হচ্ছে প্রাচীন ইংরেজী শব্দ stān, পরবর্তীকালে যার উচ্চারণ হয়েছে stone , এবিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ; প্রাচীন ইংরেজীতে scip পরে হয়েছে ship, অর্থাৎ sc-র উচ্চারণ sh, catte সংক্ষিপ্ত হয়েছে cat এ, folc এ consonant পরিবর্তন হয়ে শব্দটি হয়েছে folk ; ঠিক এভাবেই আবার মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কালে পরিবর্তন হয়েছে ধ্বনিগত, স্বর ও ব্যঞ্জন -বর্ণগত, উচ্চারণগত। মধ্যযুগের ইংরেজী ভাষার দীর্ঘ স্বরবর্ণ (long vowels) আধুনিক কালে এসে পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত স্বরবর্ণ (short vowels) প্রায় একই রকম রয়েছে : 'most of the long vowels had acquired at least by the sixteenth century approximately their present pronunciation.'

৫

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী এক কথায় an age of scientific and technological development' ; মানবসভ্যতার এমন এক সময়ে সবাই পৌছোল যখন আত্মবিশ্বাসই তাকে নিয়ে গেলো আরো সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে। তার সঙ্গে মিলিত হ'ল বিজ্ঞানচেতনা ও জড়বাদী দর্শনের প্রভাব-জনিত নতুন চিন্তাধারা। ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে এসময়ের দুটি উল্লেখযোগ্য দলিল

উপস্থিত করা যাক। প্রথমটি হচ্ছে সুইফ্‌ট (Jonathan Swift) এর একটি চিঠি, ১৭১২ খৃষ্টাব্দে আর্ল অব অক্সফোর্ড-কে লেখা। চিঠিটি প্রকাশিত হয়েছিল এই নামে: 'A Proposal for Correcting, Improving, and Ascertaining the English Tongue'; এই চিঠিতে তিনি বলছেন 'our language is extremely imperfect .. it offends against every part of grammar'; তিনি শুধু ভাষার দুর্বলতাগুলিরই উল্লেখ করেন নি, কী ভাবে তা দূর করতে হবে তাও বলেছেন। এর পর প্রায় চল্লিশ বছর পরে জনসনের (Samuel Johnson) অভিধান প্রকাশিত হ'ল। এই অভিধান 'exhibited the English vocabulary much more fully than had ever been done before. It offered a spelling, fixed, . supplied thousands of quotations illustrating the use of words'...। দেখা যাচ্ছে তৎকালীন ভাষা সম্পর্কে একজন নানা অভিযোগ আনছেন, অন্যজন ইংরেজী ভাষার standardization এর একটি নির্দ্দিষ্ট রূপ আমাদের সামনে ধরে দিচ্ছেন অভিধানের মধ্যে দিয়ে। এসবের ফল হ'ল এই যে এক শ্রেণীর বৈয়াকরণিকের উদ্ভব হল যাঁরা ভাষা বিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনা শুরু করলেন। ভাষার নানাবিধ গতিপ্রকৃতিকে কয়েকটি নিয়মে বেঁধে দেওয়া, বিতর্কিত শব্দ ব্যবহারের প্রকৃতি নির্ণয় এবং ভাষা ব্যবহারে অশুদ্ধি দূর করে এর সার্বিক উন্নতি-বিধান—এই হ'ল বৈয়াকরণিকদের কাজ। সেই সময় থেকেই grammar এর বিজ্ঞানভিত্তিক চর্চার শুরু হ'ল এবং ইংরেজী ভাষা তার আধুনিক পর্যায়ে এসে সুদৃঢ় নিয়মনিষ্ঠা দ্বারা পরিচালিত হতে থাকলো।

আগেই বলা হয়েছে science, technology এবং medicine এর উন্নতির মধ্য দিয়ে industry, commerce, radio automobile ইত্যাদির প্রচলন শুরু হ'ল আঠারো, উনিশ শতকে। বলাই বাহুল্য, কত অজস্র নতুন শব্দ উদ্ভাবিত হ'তে থাকলো। বস্তুত শব্দ তো একটা আইডিয়া এবং একই সঙ্গে প্রতীক—এবং সেজন্যই এক একটি শব্দ ধরে রাখে একটি জিনিষকে ছবির মত। উদাহরণ দিয়ে এই শব্দসম্ভার শেষ করা যাবে না। তবুও দু একটা উল্লেখ করা যাক, যেমন anaemia, bacteriology, aspirin, iodine, insulin, metabolism, ultraviolet, quantum, automobile, superhigh-

way ; শেষ শব্দটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দুটি শব্দ যুগ্মভাবে ব্যবহৃত হয়ে একটি prefix সমন্বয়ে কিভাবে নতুন শব্দ তৈরী হয়ে নতুন অর্থ-দ্যোতনা নিয়ে এসে আমাদের সামনে। এই সব শব্দ তৈরীর রহস্য রয়েছে চতুর মিশ্রণে ; বহু সময়ে গ্রীক ল্যাটিন থেকেও ছোট ছোট শব্দ নিয়ে ইংরেজী শব্দের সঙ্গে মেলানো হয়েছে, যেমন stethoscope বা fluorine ; pre-Raphaelite যেমন prefix এর উদাহরণ তেমনি stardom হচ্ছে suffix ব্যবহারের সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত এছাড়া রয়েছে নবতম অবদান, সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে ভাষা সৃষ্টি ; বিশেষ্য বিশেষণ এবং ক্রিয়াপদ তৈরী করতে সংবাদপত্রের ভাষাজ্ঞান নানা নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে, শব্দকে সংক্ষিপ্ত করেছে, প্রয়োজনমত বিকৃতও করেছে। যে কোন দৈনিক পত্রিকার 'সংবাদ' এর প্রতি দৃষ্টি দিলেই একথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। আর এসেছে 'slang' শব্দ। শেকস্‌পীয়ারেও আমরা বহু slang শব্দ পেয়েছি—টমাস ডেকার (Thomas Dekker) এর The Shoemaker's Holiday নাটকেও রয়েছে এধরণের শব্দ, এখন আবার নতুন করে তৈরী হচ্ছে, বিশেষ করে নাটক উপন্যাস ও সংবাদ সাহিত্যে slang শব্দের ব্যবহার যখন তখন আমাদের ভাবাচ্ছে।

এভাবেই ইংরজী ভাষা এগিয়েছে—গ্রহণে, বর্জনে, সমন্বয়ে, আত্মীকরণে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। এবং ভাষাব ইতিহাস যেহেতু সাহিত্যপাঠের শুধু ভূমিকা নয় আবশ্যকীয় সর্ত, সেহেতু এই সংক্ষিপ্ত ভাষাবৃত্তের অবতরণিকা।

---

১. হেনবী ব্র্যাডলে বলছেন, জার্মানিক জাতিসমূহ যে সব অঞ্চল থেকে এসেছিল তাদের নাম হল জুটল্যাণ্ড (Juteland) শ্লেসুইগ (Schleswig) এবং হলস্টাইন (Holstein) এবং এই অঞ্চলের অধিবাসীদেরই বলা হতো জুটস্, অ্যাঙ্গলস্ ও স্যাক্সনস্। ..'these three formed an ethnic whole and spoke similar dialects'. (chap xix, Camb. Hist. of Eng Lit. Vol. 1).

২. সাতটি রাজ্য হ'ল : Northumbria, Mercia, East Anglia Kent, Essex, Sussex, Wessex—একসঙ্গে বলা হ'ত Anglo-Saxon Heptarchy.

৩. শব্দ দুটির প্রচলন কিভাবে হয়েছে A. C. Baugh তা বলেন নি।

৪. এই প্রসঙ্গে আর একটি শব্দ প্রয়োজনীয় যা ablaut নামে পরিচিত : ফাউলার ভ্রাতৃদ্বয় বলেছেন, ablaut হচ্ছে systematic vowel change

as in sing, sang, sung. ['শব্দের গঠন-রহস্য' অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।]

৫. Vising quoted by A. C. Baugh.

৬. অবশ্য আরো দুরকম বানান অন্যান্য গ্রন্থে পাওয়া যাচ্ছে, Ingelis এবং Inglisse.

৭. English Metrical Homilies

৭ক. ইংরেজী ভাষা প্রাথমিক স্তরে কি ছিল তার একটি নমুনা। Ælfred kyning hāteth grētan Wærferth biscep his wordum luflīce and freondlīce ইত্যাদি ; আধুনিক ইংরেজীতে অনেকটা King Alfred hotly (with warmth) greeted Waerferth, the bishop, with loving words and in a friendly manner. (আক্ষরিক অনুবাদে দাঁড়ায় অনেকটা : King Alfred commands Bishop Waerferth to be greeted etc.)

শব্দার্থগুলি এরূপ :

Kyning (cyning) = king, hāteth (hate) = hotly, grētan = greeted, biscep (biscop) = bishop, wordum = word, luflīce = lovingly, ond = and, freondlīce = friendly manner. [দ্রষ্টব্য : Sweet's Anglo-Saxon Reader, 15th edn.] অ্যালফ্রেডের একটি চিঠি গ্রেগরী দি গ্রেট এর Cura Pastoralis গ্রন্থে সংযুক্ত ছিল। ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা বিস্তারে এই চিঠিটি একটি মূল্যবান দলিল। বিশপ Wærferth ছিলেন রাজার বন্ধু এবং তাঁরই অনুরোধে তিনি গ্রেগরী-রচিত Dialogues অনুবাদ করেন।

৮. একে ভাষাবিজ্ঞানের গ্রন্থে 'period of levelled inflections' বলা হয়েছে।

৯. 'Loss of Final 'n' inflectional syllables of Middle English' এবং 'Earliest Morphological changes in Middle English' by Samuel Moore, quoted by A. C. Baugh from Language nos. III & IV.

১০. Tung = tongue, shold = should, cleane = clean, unmixt = unmixed, borowing = borrowing, unmangeled = unmangled.

১১. Art of Rhetoric : wee = we, termes = terms, speake = speak.

১২. ফাউলার ভ্রাতৃদ্বয় ল্যাটিন শব্দ দিয়েছেন celer, দ্রুত অর্থে।

১৩. ধ্বনিতত্ত্ব বা ধ্বনিবিজ্ঞান একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয় যাকে phonology বলা হয়ে থাকে ; phonetics শব্দটিই ইদানিং ব্যবহৃত হচ্ছে, গ্রীক phone অর্থে sound অথবা voice ; সেই থেকেই phonology শব্দটির উৎপত্তি।

সাহিত্য

অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগ

এ পর্যন্ত আমরা ইংরেজী ভাষার ইতিহাস ও তার ক্রমবিবর্তন আলোচনা করলুম অনেকটা প্রাথমিক স্তরে—এজন্য যে, সাহিত্যের ইতিহাসপাঠের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে এটুকু ধারণা থাকা আমাদের সকলেরই একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু আসলে সাহিত্যের ইতিহাস একটি জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রত্যক্ষভাবে সে দেশের ও জাতির রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস। কোন কোন যুগে দেখা যায় যে রাজনৈতিক কারণগুলো প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করেছে। কবি প্রাবন্ধিক ও উপন্যাস-কার সবাই রাজনৈতিক আবর্তে জড়িয়ে পড়েছেন। অমন যে শান্তিকামী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (William Wordsworth) তিনিও ফরাসী বিপ্লবের পরিণতিতে অস্থির হয়েছেন, শেলী (Shelley) বায়রণের (Byron) কথা তো বাদই দিলাম। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ তো চিরকালই কবিদের প্রেরণা যুগিয়েছে এবং বিশেষ করে প্রাচীন ইংরেজী কাব্য আলোচনা কালে দেখা যাবে উত্তর সমুদ্রের হিমশীতলতা কিভাবে প্রায় সমস্ত কবিদেরই প্রভাবান্বিত করেছে, আবার পরবর্তীকালে করেছে লেক-অঞ্চল ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বা কোল্‌রিজকে, কিম্বা ওয়েসেক্স যেমন টমাস হার্ডিকে।

ইংল্যাণ্ডের প্রাচীনতম সাহিত্যের ইতিহাস জানবার সময় তিনটি বিষয় আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করবে। ১. Bede-এর Ecclesiastical History of the English people (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum) ২. The Exeter Book ৩. Synod of Whitby. ; এই সঙ্গে monastic শিক্ষাপ্রণালীতে যে liberal arts এর চর্চা হতো তাও চিত্তাকর্ষক। সকল liberal arts দুটি মূল ধারায় বিভক্ত ছিল : ক. trivium খ. quadrivium ; প্রথম ধারার অন্তর্ভূক্ত বিষয় হ'ল গ্রামার, লজিক ও রেটোরিক অর্থাৎ ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র এবং অলংকার। দ্বিতীয় ধারার বিষয়গুলি হ'ল অ্যাষ্ট্রনমি, অ্যারিথমেটিক, জিওমেট্রি ও মিউজিক অর্থাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যামিতি এবং সংগীত। ল্যাটিন শিক্ষাবিস্তার ইংরেজী সাহিত্যের বিশেষ সন্ধিক্ষণে যে প্রত্যক্ষ ভূমিকা

গ্রহণ করেছিল উল্লিখিত trivium ও quadrivium শিক্ষাপ্রণালী তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বলাই বাহুল্য, এই শাস্ত্রগুলির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা গ্রীক সভ্যতা থেকেই ল্যাটিন সংস্কৃতি আহরণ করেছিল।

বিড (Bede অথবা Bæda) এর গ্রন্থ বিশদভাবে আলোচনার দাবী রাখে, পরবর্তী অধ্যায়ে তা আলোচিত হবে। The Exeter Book একটি প্রামাণিক দলিল এবং একই সঙ্গে অতি পুরাতন পুঁথি[১]; আনুমানিক ৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থে বহু প্রাচীন উল্লেখযোগ্য কবিতা পুনর্লিখিত হয় এবং বিশপ লেওফ্রিক এক্সিটার ক্যাথিড্রালএ পুঁথিটি দান করেন। এই সংকলন গ্রন্থে 'Christ', 'Guthlac', 'The Phoenix', 'Juliana', 'The Wanderer', 'The Seafarer', 'Widsith', 'Deor' এবং 'The Riddles' রয়েছে। বস্তুত বেওউলফ (Beowulf) ব্যতীত প্রাচীনতম কাব্যের প্রায় সব কটিই এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত। সেজন্য এর মূল্য অপরিসীম।

হুইটবীর ধর্মযাজক-সভায় (Synod of Whitby, 646 A. D. approx) খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকার্য ভালোভাবে উদ্‌যাপনের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তৎকালীন পোপ দুজন ধর্মযাজক, থিওডোর এবং হ্যাড্রিয়ানকে (হ্যাড্রিয়ান অবশ্য ধর্মযাজক হননি সেসময়) ধর্মপ্রচার কার্যে নিযুক্ত করলেন। সেই সঙ্গে কাণ্টারব্যারীতে একটি 'monastic school'ও খোলা হ'ল এবং ল্যাটিন শিক্ষার ব্যবস্থা শুরু হ'ল। পূর্বে বর্ণিত 'trivium' এবং 'quadrivium' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। একই সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম ও ল্যাটিন ভাষা প্রচারের সুদূরপ্রসারী ফল ঘটল ইংল্যাণ্ডের ভাষা ও সাহিত্যের ওপর।

প্রাচীন ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস পড়তে গেলে একটি বিশেষ শব্দের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। শব্দটি হচ্ছে runes,[২] মধ্যযুগের সাহিত্য পর্যন্ত শব্দটির অস্তিত্ব পাওয়া যায়, এমন কি স্বয়ং শেকস্‌পীয়ারও এই শব্দটির একটি রূপান্তর ব্যবহার করেছেন। কাঠ বা পাথর খোদাই করে' অক্ষর তৈরীকে Old English এ writan (to write) বলা হ'ত এবং যে চতুষ্কোণ পাথরে খোদাই করা হ'ত তাকে বলা হ'ত boc—যে শব্দটি Modern English-এ bookশব্দে রূপান্তরিত হয়েছে।

মানবজীবনের উপর এই runes গুলির অত্যাশ্চর্য প্রভাব ছিল বলে প্রাচীন কাব্যে অনেক উল্লেখ আছে। এখনো পর্যন্ত riddle অর্থের দ্যোতক বলে runesকে মনে করা হয়। Thorgerthr (এই 'th' হচ্ছে পূর্বে-বর্ণিত গ্রীক অক্ষর ডেল্‌টার মত, মাথার দিকে যার রেফ্‌ চিহ্ন দ্বারা বিচ্ছিন্ন।) নামে কুমারী তার ভ্রাতা-বিয়োগে পিতার শোকগাথা এমনি একটি runic কায়দায় খোদাই করে সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন, সেই শোকগাথা কাব্যটির নাম সুনাটর্‌রেক্ (Sunatorrek)। প্রাচীন জার্মান ঐতিহ্য অনুসারে runic alphabetগুলিতে চব্বিশটি চিহ্ন থাকতো, আটটি করে তিন ভাগে তারা বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি rune-এর একটি করে বিশিষ্ট নাম ছিল। বেওউলফ্-এর মত মহাকাব্যসদৃশ গ্রন্থে শুধু নয়, ড্যানিয়েল (Daniel) এবং সলোমন এ্যাণ্ড স্যাটার্ণ (Solomon and Saturn) ইত্যাদি কাব্যেও rune-এর উল্লেখ আছে। তবে runeগুলির বেশীর ভাগ শব্দই হচ্ছে কোন ব্যক্তিবিশেষ, বংশ বিশেষ ইত্যাদির পরিচয়জ্ঞাপক নাম।

খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের অন্যতম ফলস্বরূপ roman alphabet প্রবর্তিত হতে থাকলো। পূর্বে বেশীর ভাগ প্রাচীন কাব্যের পুঁথিই আইরিশ half-uncial[৩] অক্ষরে লেখা হ'ত এবং পুঁথি সংরক্ষণের দায়িত্ব নানাবিধ কারণেই গীর্জা-গৃহের ওপর বর্তাতো। এ সব বিষয়ে ধর্মযাজকদের পাণ্ডিত্য রুচি ও নিষ্ঠার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না।

বেশীর ভাগ ইংরেজী সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণই বেওউল্‌ফ্‌ এবং উইডসিথ (Widsith), এই দুটি প্রাচীন কাব্যের সময়কাল নির্ণয় নিয়ে পারস্পরিক তুলনামূলক আলোচনা করেন নি। তবে জর্জ সেণ্টস্‌ব্যারী (George Saintsbury) তাঁর গ্রন্থের শুরুতেই মন্তব্য করেছেন: The oldest document which has a possibly authentic claim to be English literature...is the poem commonly called Widsith.' সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেই বেওউলফ্-এর পূর্বে উইডসিথ-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা অসঙ্গত হবে না, বিশেষ করে সাহিত্যের ইতিহাস 'ইতিহাস' তো বটেই এবং ইতিহাস রচনায় সময়কালের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা প্রত্যেক গবেষকেরই

প্রাথমিক কর্তব্য। [Kenneth Sisam তাঁর গবেষণা-গ্রন্থে Cynewulf দিয়ে প্রাচীন কাব্য আলোচনা শুরু করেছেন, A. C. Paugh প্রথমেই লিখছেন এ্যাংলো-ল্যাটিন গ্রন্থগুলির বিষয়, এইরকম আর কি !]

মাত্র ১৪৩ পংক্তির কাব্যকাহিনী উইডসিথ পূর্বে-উল্লেখিত দি এক্সিটার বুক (The Exeter Book)এ গ্রন্থিত রয়েছে। এইচ. এম. স্যাডউইক্ (H. M. Chadwik) এই কাহিনীটিকে ইংলণ্ডের সুপ্রাচীন জাতীয় কাব্যের অন্তর্গত বলে ধরে নিয়েছেন। কবি প্রথমেই তাঁর নিজ বংশপরিচয় দিয়েছেন [লক্ষ্য করবার বিষয় যে প্রাচীন বাংলা কাহিনীকাব্যগুলিতেও কবি ভণিতায় তাঁর আত্ম-পরিচয় দিতেন]। কবি তাঁর জীবনের পথে পথে যেসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, যে সমস্ত রাজা রাজপুত্র প্রভৃতির সাক্ষাৎলাভ করেছেন তাঁদের তালিকা দিয়েছেন, বিভিন্ন রাজ্যগুলি ও উল্লেখযোগ্য স্থানের বর্ণনা আছে। যাঁদের নাম এই কাহিনীকাব্যে পাওয়া যাচ্ছে তাঁদের কেউ কেউ হচ্ছেন Hnaef, Breca, Ongentheow, Gifica, Attila, Eormenric (Hermanric, King of the Goths) Theodric প্রভৃতি। সর্বশেষে, epilogueটিতে চারণকবিদের জীবন সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব অনুভূতির কথা বলেছেন।

প্রায় সমস্ত গবেষকরাই এই খণ্ড কাব্যগ্রন্থটিকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর রচনা বলে মনে করেছেন। কেউ কেউ রচনাকাল সপ্তম শতাব্দী নির্দেশ করেছেন। এবং কবির নিজের নাম যে Widsith, তা মেনে না নিয়ে একে fictitious আখ্যা দিয়েছেন [fictitious (meaning far-travelled) অর্থে an account he (the poet) gives of his movements (journeys) is quite imagined : Oxford Advanced Dictionary]। কোন কোন সমালোচক কাব্যটির মধ্যে প্রসাদগুণ কিছুই পান নি, descriptive account এবং catalogue ব্যতীত। কবি পংক্তিগুলিতে মিলের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন নি, কিন্তু অনুপ্রাসের ছটা রয়েছে। আবার কেউ অবশ্য কাব্যটিতে 'specially English delight in roving' খুঁজে পেয়েছেন। কাব্যটির রচনাকৌশলে ক্লাসিক-পূর্ব যুগে ব্যবহৃত thula[৪] [metrical name-list of mnemonic parts, স্মৃতিতে ধরে রাখবার মত] গুলি কখনো কখনো ছয় পংক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত। দুই পংক্তির একটি thulaর উদাহরণ দেওয়া যাক

Attila ruled the Huns, Ermanric the Goths
Becca [Breca !] the Banings, Gifica the Burgundians

কাব্যগ্রন্থটি শেষ হয়েছে কবিদের চির-আকাঙ্ক্ষিত আশা নিয়ে

he leaves under heaven a lasting fame

উইডসিথ এর মধ্যে এইভাবে একজন চারণকবির (scop অথবা minstrel) আত্মকাহিনী বিধৃত হয়েছে। কোন কোন সমালোচক[৫] কাব্যটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন : 'a poetic *tour de force*.. reflecting the Germanic heroic tradition .. which presents the raw materials for many such poems ;' নিঃসন্দেহে তাই বলা যায় যে শুধুমাত্র প্রাচীনতার দিক থেকেই নয়, নানাবিধ কারণে Widsith কাব্যটি সাহিত্যের ছাত্র ও ঐতিহাসিকদের কাছে অনুসন্ধানের বিষয়[৬] হয়ে রয়েছে।

প্রাচীন Anglo-Saxon কবিতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নিঃসন্দেহে বেওউলফ্ (Beowulf), ৩০০০ পংক্তির কিছু বেশী এর আয়তন (৩১৮৩ পংক্তি, Cambridge His. of Eng. Lit. অনুযায়ী ; ৩১৮২ পংক্তি MS. Vitellius A xv-এর হিসেবে)। দশম শতাব্দীর একটি পাণ্ডুলিপি[৭] থেকে এর বিষয়গুলি জানা যাচ্ছে। মূল কাহিনীটি কাব্যগ্রন্থটির অর্ধেক মাত্র, যেখানে পাঠকের ঔৎসুক্য শেষ হয়ে যাবে, তারপর কাহিনীকে, অনেকটা অনাবশ্যকভাবেই, টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কবির নাম বা পরিচিতি জানা যায়নি যদিও বিশিষ্ট গবেষক Heusler (Kenneth Sisam জানাচ্ছেন) এর দৃঢ় ধারণা, Beowulf এর কবি একজন ধর্মযাজক ছিলেন।

এই মহাকাব্য-সদৃশ গ্রন্থে বেওউলফ্ এর বীরত্ব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ড্যানিশ বংশোদ্ভূত Healfdene এর পুত্র Hrothgar তার রাজধানীতে Heorot নামে একটি 'হল ঘর' বানিয়েছিলেন (court !), মাননীয় অতিথি অভ্যাগতরা রাত্রে ভোজসভায় সেখানে মিলিত হতেন। কিন্তু Grendel নামে একটি অতিকায় সামুদ্রিক প্রাণী আচমকা এসে সেই ভোজসভা শুধু পণ্ডই করত না, অতিথিদের যাকে যাকে সামনে পেতো, মেরে ফেলতো এবং উদরসাৎ করতো। এ নিয়ে Hrothgar এর দুশ্চিন্তার বিরাম ছিল না। এরকমভাবে দীর্ঘ বারো বৎসর অতিবাহিত হবার পর Geats (Geatas)-দের রাজা

Hygelac এর ভ্রাতুষ্পুত্র বেওউলফ্ দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলো, যেমন করেই হোক গ্রেণ্ডেলকে পরাস্ত করতে হবে। তীব্র যুদ্ধের পর অবশেষে তিনি এই ভীষণ প্রাণীকে বধ করতে সমর্থ হ'ন, কিন্তু তিনি জানতেন না যে গ্রেণ্ডেল-এর মা তখনো জীবিত ছিল, সন্তানের মৃত্যুর প্রতিশোধের অপেক্ষাতেই। বেওউলফ্ অবশেষে তাকেও হত্যা করে Hrothgar কে নিশ্চিন্ত করলেন। পাঠকের মনে হবে গল্পটি এখানে শেষ হলেই ভালো হোত, কিন্তু এরও পর আরো সংক্ষিপ্ত কাহিনী-পরম্পরা যুক্ত হয়েছে মূল আখ্যানভাগের সঙ্গে। বীরের মত বেওউলফ্ এর মৃত্যুবরণ বর্ণিত হয়েছে কাব্যটির শেষ ভাগে এবং প্রজাবর্গের শোক এবং বেওউলফ্ এর প্রশংসা এবং চরিত্রচিত্রণ এর মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে।

বেওউলফ্ কাহিনীর কিছুটা ইতিহাস,[৮] কিছু গল্প; কল্পনা ও বাস্তবের সংমিশ্রণে কাহিনীটি পাঠককে সহজেই আকর্ষণ করে। উল্লিখিত বহু নামই ঐতিহাসিক, বিভিন্ন tribe, শহর নগর এবং কিছু কিছু ঘটনার অস্তিত্ব তৎকালীন দলিল থেকে জানা যায়। স্কান্দেনেভিয়ান Ynglinga saga এবং Scyld এর কাহিনী থেকে বেওউলফ্ এর ঘটনার সত্যতা কিছু পাওয়া যায়।[৮ক] পূর্বেই বলা হয়েছে যে বেওউলফ্এর পুঁথি নিয়ে বহু গবেষক এপর্যন্ত কাজ করেছেন, তার পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে দেখা গেছে পুঁথিটি ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি, যদিও বিভিন্ন দুই ব্যক্তির হস্তাক্ষর রয়েছে তাতে। রচনার সময়কাল ৭০০ খ্রীষ্টাব্দ ধরলে একে Widsith রচনার থেকে প্রাচীন বলা সঙ্গত হবে না, তবে অনেক গবেষকের ধারণা, পুঁথির লিপিপাঠে, যে এর রচনাকাল আরো পূর্বেকার। সেক্ষেত্রে Beowulf কে 'earliest national saga in the form of an epic' বলতে আপত্তি হবার কথা নয়।

বইটির রচনারীতি সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলছেন, 'the style too has a grave dignity throughout....How much of what is noblest in the poem is due to the Christian scribe we can not tell; but loyalty and courage at least are pagan virtues'; কাব্যগ্রন্থটি christian এবং pagan qualitiesএর অদ্ভুত সামঞ্জস্য রক্ষা করে এগিয়ে গেছে এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। Beowulf এর funeral scene সত্যিই

মহাকাব্য-সদৃশ বর্ণনার সমতুল্য। [অধ্যায় শেষে সংযোজন অংশে funeral scene উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।]

উইডসিথ কাব্যের মত বেওউলফেও 'scop' এর উল্লেখ আছে :

'There was the sound of the harp, clear the
song of the scop'

'stress', 'alliteration' ইত্যাদি Old English heroic saga তে বিশিষ্ট অলংকার। তাও পাওয়া যাবে এই বীরত্বগাথায়। একজন সমালোচক বলেছেন, বেওউলফ্ কাব্যের রচয়িতা তাঁর কবিক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন প্রচুর নতুন যুগ্ম-শব্দের ব্যবহারে [Beowulf-poets' immense wealth of newly-minted compound words]। ভাবের দিক আলোচনা করে অন্য একজন বলেছেন, 'the English poet pictures a society heathen and heroic but strongly colored by Christian ideals of thought and deed.'—এছাড়া Beowulf has 'a magnificence of language which leaves critic and translator helpless...it is a great literary tradition at its finest flowering.' [M. B. Ruud : Modern Language Quarterly, 1941]

বেওউলফ্ কাহিনীর সঙ্গে তৎকালীন আরো কিছু কাহিনীর (Saga) সাদৃশ্য আছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে Grettis Saga ; সেখানেও কাহিনীর নায়ক দুটি দানবকে ধ্বংস করতে সক্ষম হন। Grettir বলে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তির উল্লেখও পাওয়া যায়। যাই হোক, এটা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে প্রাচীনতম কাব্যগুলির মধ্যে বেওউলফ্ সবচেয়ে স্মরণীয় গ্রন্থ, যদিও K. Sisam-এর মন্তব্য অনুযায়ী, মূল কাহিনীর ঘটনাবিন্যাস ব্যাহত হয়েছে বার বার 'digressions, episodes, speeches, descriptions' দ্বারা।

উইডসিথ এবং বেওউলফ্ ব্যতীত এ জাতীয় আর যেদুটি কাব্যগ্রন্থ পাওয়া যায় তা খুবই সংক্ষিপ্ত। Waldhere এবং Fight at Finnsburg, এ দুটিই ষাট থেকে পঞ্চাশ পংক্তির মধ্যে। Waldhere (অথবা Waldere)-এর কাহিনী সম্ভবত অন্য একটি ল্যাটিন কাব্য Waltharius [কবির নাম Ekkehard] থেকে নেওয়া। রাজা Alphere-এর পুত্র Waltharius-এর ভাবী বধূ ছিল বার্গান্ডির

রাজা Heriricus-এর একমাত্র কন্যা Hiltgund; হুনদের রাজা Attila-র আক্রমণে যে-বিপর্যয় শুরু হ'ল Waltharius-এর জীবনে, নানা ঘাত-প্রতিঘাত, যুদ্ধ এবং ভয়ঙ্কররূপে নাটকীয় পরিবেশের মধ্য দিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটল ভাবী বধূর সঙ্গে মধুর মিলনে। Fight at Finnsburg (-borough : A. C. Baugh) এর কাহিনীতেও দেখা যাচ্ছে যুবক রাজপুত্র তার পার্ষদদের ঘুম থেকে ডেকে তুলছেন যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য। পাঁচদিনের যুদ্ধ হ'ল এবং আক্রমণকারীরা পরাস্ত হ'ল যুবরাজের কাছে। দুঃখের বিষয়, প্রথম কাহিনীর পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নয়; এবং দ্বিতীয় কাহিনীর পাণ্ডুলিপি প্রায় বিনষ্ট—যদিও Hickes -বর্ণিত আখ্যায়িকার 'পরই ঐতিহাসিকদের নির্ভর করতে হয়েছে; তাও অভ্রান্ত নয় বলেই পণ্ডিতদের অনুমান।

আরো দুটি যুদ্ধ-বিষয়ক কবিতার কথা আমরা জানতে পারি : Battle of Brunanburg (Bruna's borough অর্থে stronghold) এবং Battle of Maldon। খ্রীঃ ৯৩৭এ Old English Annals এ প্রথম কবিতাটি রয়েছে—মাত্র ৭৩ পংক্তির—ইংল্যাণ্ডের রাজা অ্যাথেলস্টান এবং তাঁর ভাই এডমাণ্ড, স্কট এবং ভাইকিংদের বিরুদ্ধে Brunanburgএ যে যুদ্ধ জিতেছিলেন কবি তার উল্লেখ করে রাজভ্রাতাদের প্রশংসা করছেন। আর ম্যালডন-এর যুদ্ধ হয় খ্রীঃ ৯৯১তে। এই কাব্যগাথার নায়ক Byrhtnoth, ভাইকিংদেরই বিরুদ্ধে তার অভিযান। এই কবিতাটি অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই ঘটনাটির পরিশেষ বিয়োগান্ত, নায়কের যুদ্ধে পরাজয় এবং মৃত্যুবরণ কাহিনীটিকে করুণ করে তুলেছে। মৃত্যুর সময় নায়ক যেভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন, 'grace of heaven' চাইছেন বিধাতার কাছে, তাতে কবিতায় খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব অর্থাৎ Christian element রয়েছে মনে করা মোটেই অসঙ্গত নয়।

পূর্বে যে Exeter Book-এর আলোচনা করা হয়েছে তাতে যে সমস্ত কবিতার পাণ্ডুলিপি রয়েছে তার মধ্যে The Ruin, Wanderer, Seafarer, Wife's Lament, Husband's Message এবং Deor (Deor's Complaint) উল্লেখযোগ্য। এই কবিতাগুলিকে ব্য সাহেব তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে (অর্থাৎ ম্যালোনে'র রচনায়) secular poetryর অন্তর্গত করেছেন, আবার Stanley Greenfield তাঁর 'A Critical History of Old

English Literature' গ্রন্থে এই কবিতাগুলিকে elegiac poetry-র সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। অবশ্য কোন কবিতা একই সঙ্গে নিশ্চয়ই secular এবং elegiac হতে পারে।

এই কবিতা কটির মধ্যে Deor সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। Deor নামে একজন চারণকবি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আনন্দ এবং বেদনা লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রথমদিকে তিনি রাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন, শেষে অন্য একজন চারণ কবি তাঁর স্থানে অভিষিক্ত হলে তাঁর দুঃখ শুরু হল। ভগবানেব কাছে তাঁর নালিশ নেই, এজন্য যে

to many a man he metes out honour,
fame and fortune their fill, to some, of woes.

বিয়াল্লিশ পংক্তির কবিতা সাতটি স্তবকে বিভক্ত। এই কবিতাটির রচনাকাল নিয়ে ম্যালোনে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ষষ্ঠ শতাব্দীর পবিবর্তে নবম শতাব্দীই এই কাব্যের রচনাকাল বলে মেনে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত। Deor কাব্যের প্রসাদগুণ সম্বন্ধে জর্জ সেণ্টস্‌ব্যারী-র মন্তব্য স্মরণীয়।[১০]

Wife's Lament[১১] এর কাহিনী একটি নারীর বিষণ্ণ একাকীত্বকে কেন্দ্র করে। সমুদ্রপথে স্বামী নিরুদ্দিষ্ট। একটি পুরাতন নির্জন ঘরে, বন্ধুবান্ধবহীন নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা এই কাহিনীর বিষয়বস্তু।

এই কবিতা সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলছেন: The poem abounds in words for misery, sorrow, enduring, longing, trials and tribulations, এই কবিতাটির বৈশিষ্ট্য এই যে কোন Christian faith এখানে দেখা দিলেও, বরং 'a stoic fortitude can cope with intense personal anguish', এমন ধরণের বিবরণে 'রোমাণ্টিক মেলানকলি'র সুর খুঁজে পাওয়া যায়।

একজন আজ্ঞাবাহক দূত স্বামীব চিঠি (বার্তা?) নিয়ে স্ত্রীর কাছে এসে নিবেদন জানাচ্ছে। স্বামী দূরদেশে গিয়ে ধনসম্পত্তিব অধিকারী হয়ে স্ত্রীকে নিজের কাছে নিয়ে আসতে চাইছে—বার্তায় সেই কথা, সম্ভবত 'runic inscription' এ রয়েছে। এই হচ্ছে The Husband's Message-এর মূল কাহিনী। বিরহী স্বামী এখন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উন্মুখ:

'there's nothing more he wants,
on earth, but you'—

কবিতাটির নানা স্থানে অসঙ্গতি রয়েছে বলে গবেষকেরা মনে করেন; কবিতার মধ্যে ১৭টি পংক্তি প্রক্ষিপ্তভাবে এমন রয়ে গেছে যে তাকে একটি riddle আখ্যা দেওয়া যায়।

Exeter Bookএ এই কাব্যটির পরেই The Ruin কবিতাটি পাওয়া যায়। কতগুলি প্রাচীন বিধ্বস্ত বাড়ির (প্রাসাদ) ধ্বংসাবশেষ দেখে কবি তাঁর কল্পনায় অতীতের গৌরব এবং মহিমার কথা বর্ণনা করেছেন। কোন কোন সমালোচক রচনারীতির প্রসাদগুণে ও কাব্যের উৎকর্ষে এই কবিতাটিকে 'masterpiece' আখ্যা দিয়েছেন [জর্জ সেণ্টস্‌ব্যারী]। The Wanderer এবং The Seafarer প্রায় একই ধরণের কবিতা। সবশুদ্ধ ১১৫ পংক্তির কবিতায় The Seafarerএ নায়ক তার দুঃখের কথা বিবৃত করতে গিয়ে বলেছেন, কি করে তাঁর প্রভুর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ (প্রভুর মৃত্যু!) ঘটল, একাকী সমুদ্রপথে ঘুরতে ঘুরতে একটি নিশ্চিত বাসস্থানের জন্য তাঁর আশা, কখনো নৈরাশ্য ইত্যাদির বর্ণনা। The Seafarer-এর কাহিনীতেও সেই বিষাদময়তার পুনরাবৃত্তি, সমুদ্রে শীতের কষ্ট, তৎসত্ত্বেও সমুদ্রই তার একমাত্র আকর্ষণ ইত্যাদি ইত্যাদি। কবিতাটির শেষে কিছু কিছু 'religious reflections' আছে। এ পর্যন্ত যে কবিতাগুলির বিষয়ে আলোচনার সামান্য সূত্রপাত করা গেল তাদের কোন সমালোচক 'early national poetry' বলে আখ্যাত[১২] করেছেন, যা সেণ্টস্‌ব্যারীব মতে, 'heathen in origin', অথচ 'entirely Christian in tone, and is definitely religious in subject'; যাই হোক, এবিষয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে।

২

পুরোপুরিভাবে খ্রীষ্টীয় কবিতা লেখা হয়েছে Caedmon এবং Cynewulf-এর সময় থেকে, অন্তত এবিষয়ে সাহিত্যিক ও গবেষকদের মধ্যে দ্বিমত নেই। এটা অবশ্য ঠিক, Beowulf -এর মত pagan কাব্যেও মাঝে মধ্যে যেমন Christian element দেখা যায়, তেমনি 'the ideals of early English Christianity do not differ essentially from those of English

paganism ;' ফলস্বরূপ Christian poetry র মধ্যেও সময় সময় pagan অথবা heathen প্রভাব অনায়াসেই প্রবেশ লাভ করেছে।[১৩] কোন সমালোচক এই মনোভঙ্গিকে Celtic Christianity আখ্যা দিয়েছেন যেখানে 'it is the personal relation of the soul to God—and these doctrines inspired the choicest passages of old English religious poetry ;' এবং ফলস্বরূপ এর কাব্যশরীরে যে পরিবর্তন এলো তাও সমালোচক বড় সুন্দরভাবে বলেছেন, 'we find the purely epic character of a poem modified by the introduction of a lyric element.'

খ্রীষ্টীয় সাহিত্যের আলোচনার শুরুতে ক্যাডমন এর প্রসঙ্গই স্বভাবত আসে ; সকল ঐতিহাসিকই তাকে প্রাচীনতম খ্রীষ্টীয় কবি ধরে আলোচনা করেছেন। বিড তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে ক্যাডমন সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করেছেন. প্রথম দিকে

Whenever he (Caedmon) saw the harp come near him he arose out of shame from the feast and went home to his house.

পরবর্তীকালে তিনি ঈশ্বরের কৃপা লাভ করেন : he had not, indeed, been taught of men, or through men, to practise the art of song, but he had received divine aid, and his power of song was the gift of God. When...he... fell asleep, there stood by him in a dream a man who saluted him and greeted him, calling on him by name : "Caedmon, sing me something." Then he answered and said, "I cannot sing anything as I know not how to sing". Again he who spoke to him said : "yet you could sing." Then said Caedmon : "What shall I sing ?" He said : "Sing to me the beginning of all things :"

বিড এপর্যন্ত বলেই বর্ণনা করছেন যে ক্যাডমন তাঁর গান শুরু করলেন, ঈশ্বর কি ভাবে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন, কি করে তৈরী করলেন 'heaven as a roof for the children of the earth' ; যে ধর্মমন্দিরে ক্যাডমন

থাকতেন সেখানকার ধর্মযাজিকা abbess Hild (Hilda ?) এই ঘটনার কথা শুনে ক্যাডমনকে গীর্জার monk হবার জন্য অনুরোধ জানালেন। এবার ক্যাডমন এক নতুন অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা অফুরন্ত ধারায় প্রকাশিত হতে থাকলো। বিড এর বর্ণনা এরূপ :

"His song and his music were so delightful to hear that even his teachers wrote down the words from his lips and learnt them. He sang first of the earth's creation and the beginning of man and all the story of Genesis, which is the first book of Moses: and afterwards about the departure of the people of Israel from the land of Egypt and their entry into the land of promise, ...and about Christ's incarnation and His passion and His ascension into heaven ; and about the coming of the Holy Ghost, and the teaching of the apostles ; and again about the day of judgment to come, ...and about the kingdom of heaven,....এই হ'ল তবে ক্যাডমন এর Hymn গুলির সারাংশ। বিড নিজেই দেহত্যাগ করেন আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীর প্রায় মধ্যপাদে (৭৩৫ খ্রী. ?), সুতরাং মনে করা অসম্ভব নয় যে কিডমন তাঁর সময়ের কিছু পূর্বেই জীবিত ছিলেন, বিশেষ করে বিড এর লেখায় ভেতর যে ঐতিহাসিক সততা ও আন্তরিকতার আভাষ আছে তাতে ক্যাডমন এর কাহিনী এবং তাঁর রচিত Hymn সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না। ক্যাডমন এর hymn গুলি 'Northumbrian form'[১৪] এ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াতে! এই hymn গুলি তিনভাগে বিভক্ত—বরং বলা যায় যে, যে-সব ধর্মীয় অথবা খ্রীষ্টীয় কাব্যমালা ক্যাডমন এর রচনা বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেছেন সেগুলি হ'ল Genesis, Exodus এবং Daniel ; Genesis কাব্যমালা আবার দুটি ভাগে চিহ্নিত হয়েছে, Genesis A এবং Genesis B এভাবে। ওল্ড টেস্টামেন্টে আব্রাহামের কাহিনী Genesis A তে বর্ণিত হয়েছে। এঞ্জেলদের বিদ্রোহ এবং পতন, সর্বশেষে মানবদের এবং তাদের থাকবার বাসস্থান হিসেবে পৃথিবীর উৎপত্তি এই কাব্যের বিষয়বস্তু। শেষোক্ত

বিবরণের ভাষাগত এবং ছন্দোগত পার্থক্য গবেষণা করে এঞ্জেলদের পতনের কাহিনীকে 'interpolated passages' অথবা প্রক্ষিপ্ত অংশ বলে অনেক ঐতিহাসিক ধরে নিয়েছেন।[১৫] এই 'second version' কেই Genesis B অংশ বলে ধরে নেওয়া হয়। এই দুটি কাব্যগ্রন্থের তুলনামূলক সমালোচনা হিসেবে একজন গবেষক লিখছেন :

In Genesis A 'the description of Old Testament fight shows that the spirit of the author of the Battle of Finnsburh is to be found beneath the veneer of Christianity. The tenderness of feeling for the dumb creation'.. is 'due to Christian influences upon the imaginative powers of an Old English scop Genesis B contains some fine poetic passages, the character of Satan is admirably conceived, and the familiar theme of a lost paradise is set forth in dignified and dramatic language',[১৬] এপ্রসঙ্গে দুটি Genesis গ্রন্থের পার্থক্য কি ভাবে গবেষকরা করেছেন দেখা গেল। গ্রন্থের—১-২৩৪ এবং ৮৫২-২৯৩৫ পংক্তিগুলি Genesis A এর অন্তর্গত।[১৭] পূর্বে বর্ণিত প্রক্ষিপ্ত অংশ অর্থাৎ ২৩৫-৮৫১ পংক্তিগুলি Genesis B বলে ধার্য করা হয়ে থাকে।

Junius XI পাণ্ডুলিপির (Oxford Bodleian Library তে রক্ষিত) Book I এ যে কবিতাগুলি আছে তারই প্রথমটি হচ্ছে Genesis A and B, দ্বিতীয়টি Exodus এবং তৃতীয় ও শেষ কবিতাটি Daniel, Moses এর নেতৃত্বে ইজরায়েলীগণ Red Sea অতিক্রম করে Land of promise এর দিকে যাচ্ছে, এই হ'ল Exodus এর বিষয়বস্তু, Daniel বিবৃত করেছে হিব্রুদের ইতিহাস।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত যে সকল কাব্য রচিত হয়েছে তার মধ্যে Judith নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কোন কোন গবেষকের মতে নবম এবং কারু কারু মতে দশম শতাব্দীর গোড়ার দিক এর রচনাকাল। কবির নাম অজ্ঞাত, যদিও ঐ কাব্যগ্রন্থটিকে Caedmon and his School এর ধারায় ফেলা হয়। সুপণ্ডিত এবং সে-যুগের অন্যতম প্রধান গদ্যলেখক Aelfric নায়িকা Judith

বিষয়ে একটি শিক্ষামূলক রচনা লিখেছিলেন। কবিকে হয়ত এই কাহিনী কিছু প্রভাবান্বিত করে থাকতে পারে। প্রথম দিকের অনেকগুলি ক্যাণ্টো নেই। প্রায় ৩৫০ পংক্তির (৩৪৮ ?) এই কাব্যগ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেণ্টের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। অ্যাসিরীয় তাঁবুতে নায়িকা জুডিথকে আমন্ত্রণ, মদ্যপানে চেতনারহিত হলোফারনেস (Holofernes), ভোজসভার উন্মত্ত চিত্র, জুডিথ কর্তৃক হলোফারনেসকে হত্যা এবং অবশেষে বিজয়িনীর বেশে জুডিথের Bethulia তে প্রত্যাবর্তন এবং পরিশেষে ঈশ্বরের গুণকীর্তন—এই হচ্ছে কাহিনীর ঘটনাপরম্পরা।

কবিতাটির সমালোচনা প্রসঙ্গে এই দুটি উক্তি স্মরণীয় ; in "the . frequent variations and descriptive details we find the tempo swift, the action sharp and straightforward ...The scene of drunken revelry stands unmatched in Old English" [K. Malone]. "As a poetry, this fragment stands in the front rank of old English literature. In wealth of synonym it is equal to the best poems of Cynewulf, while the construction of the sentences is simpler and the narrative, in consequence, less obscure." [J. S. Westlake]

প্রথম সমালোচক এই কবির রচনাগুলিকে run-on-style[১৮] এর শেষ পর্যায়ভুক্ত করেছেন এবং বলেছেন 'the author shows himself a master of his medium.'

নায়িকা জুডিথ সম্ভবত মার্সিয়ার রাণী অ্যাথেলফ্লেড (Aethelflaed), যার বীরত্বকাহিনী সে-যুগে কিম্বদন্তীতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

কিনএউলফ্ (Cynewulf) এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক আলোচিত কবি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে কিনএউলফ্ নামটি সম্বন্ধে এবং কোন্ কোন্ কাব্যমালার তিনি রচয়িতা এবিষয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা আজও চলেছে।[১৯] যে চারটি কাব্যগ্রন্থ কিনএউলফ্ এর নামে স্বীকৃত হয়েছে রচয়িতা হিসেবে, তা হচ্ছে Crist (Christ), Juliana, The Fates of the Apostles

এবং Elene ; এর মধ্যে Crist কাব্যমালা তিন ভাগে বিভক্ত যেমন Advent, Ascension এবং Judgement Day , কোন কোন সমালোচক কিনএউলফ্কে Crist-অন্তর্গত শুধুমাত্র Ascension এর লেখক বলেই মনে করেছেন। The Exeter Book এর MS. এ Cynewulf-চিহ্নিত কাব্যমালার মোট পংক্তি সংখ্যা ২৬০০। এছাড়া আরও অনেক কাব্যের রচয়িতা বলে তঁকেই অনেকে মনে করেন—যেমন কিছু কিছু riddles এর তিনি রচয়িতা। মজা হচ্ছে The Exeter Book এর একটি পাণ্ডুলিপিতে একটি বিশেষ riddle এর উত্তর হচ্ছে coenwulf এই শব্দটি—এবং সেই ভিত্তিতেই উক্ত riddle এর রচয়িতা হিসেবে এই কবিকে ধরে নেওয়া হয়।

Crist কবিতাটির তিনটি পর্ব আগেই বলা হয়েছে, Advent পর্বে খ্রীষ্টের পৃথিবীতে আগমন, Ascension পর্বে তাঁর স্বর্গ (heaven) গমন এবং Judgement Day পর্বে যীশুর পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন এবং মানুষকে মুক্তির উপায় বলে দেওয়া। এই কাব্যগুলি পরস্পর ঘটনাপরম্পরায় সংযুক্ত নয় বলে সমালোচকদের অভিযোগ, এবং অনেকটা সেই কারণেই কিনএউলফ্কে শুধুমাত্র Ascension এর লেখক বলে ধরা হয়, যেখানে runic alphabet এ তাঁর নাম চিহ্নিত আছে। Ascension পাঁচটি fit (fitt অথবা canto) এ বিভক্ত। সর্বশুদ্ধ ৪২৭ পংক্তির এই কবিতাটি সরলতা ও বিশ্বাসে অতুলনীয়, তাছাড়া এই কবিতাটিতে আমরা পুরোপুরি অ্যাংলো স্যাক্সন কাব্যে ল্যাটিন খ্রীষ্টীয়ধর্মের প্রভাব দেখতে পাই। পাণ্ডুলিপিতে Crist এর পরেই Juliana-র অনুলেখন রয়েছে। এর কাহিনী নায়িকা জুলিয়ানাকে কেন্দ্র করেই, যিনি রোমক সম্রাট ম্যাক্সিমিয়ন এর সময়ে খ্রীষ্টধর্ম বরণ করেছিলেন। তার বাবা আফ্রিকেনাস এবং পানিপ্রার্থী হেলিসিউস উভয়েই pagan ছিলেন। তাঁদের সব অনুরোধ উপেক্ষা করেও জুলিয়ানা তাঁর স্বধর্ম ত্যাগ করেনি, সেজন্য শেষ পর্যন্ত তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। কবিতা হিসেবে এটি খুব উচ্চ শ্রেণীর নয়, যদিও কাহিনী ঘটনাবহুল এবং কিছু কিছু দৃশ্যাবলী মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

The Fates of the Apostles কবিতার কাহিনী কিছু চিত্তাকর্ষক নয়। Vercelli Book এ এই কবিতাটির অনুলিখন আছে। এ কারণে এটি উল্লেখযোগ্য যে Andreas কবিতার অনুলিখন এই কবিতাটির পূর্বেই রয়েছে

একই পাণ্ডুলিপিতে—এবং যেজন্য কিনএউলফ্‌কে Andreas এর রচয়িতা বলে অনেকে মনে করেন।

Elene কবিতাটিকেই সমালোচকরা কিনএউলফ্‌ এর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বলে মনে করেন। এই কবিতাটিও, আগেরটির মত, Vercelli Book এই অনুলিখিত রয়েছে। সবশুদ্ধ ১৪টি fit এ কাব্যটি বর্ণিত। Elene কাব্যের সমুদ্রবর্ণনা Beowulf কাব্যের কথা মনে করিয়ে দেয়, যদিও এই সমুদ্র-যাত্রায় ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ঊর্মিমালার পরিবর্তে সমুদ্রের সঙ্গীতধ্বনি শুনতে পান পাঠকেরা। সামান্য একটু বর্ণনা দেওয়া যাক :

The ships stood ready by the shore, afloat and anchored. Then all might see the Queen's journeying when she sought the surging waves with her retinue the sea made music..."

কিনএউলফ্‌ এর কবিতার সরলতা, স্নিগ্ধতা, খ্রীষ্টধর্মের প্রতি একান্ত আনুগত্য এবং সর্বোপরি intense 'personal religious feeling' এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁর সমগ্র কাব্যমালা যেন হয়ে উঠেছে 'the product of an original mind'; এবম্বিধ নানা কারণেই কিনএউলফ্‌কে এই যুগের সবশ্রেষ্ঠ ও প্রতিনিধিস্থানীয় কবি মনে করা হয়।

অন্যান্য খ্রীষ্টীয় ধর্মচেতনার কবিতা হচ্ছে Andreas, যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, The Phoenix এবং Dream of the Rood ; এদের মধ্যে শেষোক্ত কাব্যটি, যদিও মাত্র ১৫৬ পংক্তির, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। Rood শব্দটি অবশ্যই Cross বুঝায় ; এটি স্বপ্নমঙ্গলের কাহিনী, Cross যেন তার আত্মজীবনী বলছে কাউকে : যীশুর প্রতি প্রার্থনা জানিয়ে কাব্যটি শেষ হয়েছে। এই কবিতাটি প্রাচীন ইংরেজী সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল ট্রাডিশনে লেখা সম্ভবত প্রথম রোমান্টিক ধাঁচের কবিতা। এর কল্পনা, এর স্বপ্ন বর্ণনাভঙ্গি সব মিলিয়ে করুণরসে সিক্ত এই কাহিনী পাঠককে সহজেই আকর্ষণ করে। কথোপকথনের পদ্ধতিতে লেখা Solomon and Saturn এবং পশুজগৎ নিয়ে প্রাকৃতবিজ্ঞান-বিষয়ক কবিতা Physiologus কাব্য হিসেবে উৎকর্ষতা লাভ না করলেও বিষয়বৈচিত্র্য ও রচনাশৈলীর জন্য উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত Anglo-Saxon Minor Poems সংকলনটিতে[20] দুটি নতুন পাণ্ডুলিপি সংযোজিত হয়েছে,

তার একটি হচ্ছে Seasons of Fasting, কাব্যের উৎকর্ষ ও সৌন্দর্যের দিক থেকে এটি উল্লেখযোগ্য নয়, তবে অতি প্রাচীন পুঁথির আবিষ্কার অবশ্যই সাহিত্য-পাঠকের পক্ষে উৎসাহব্যঞ্জক।

অ্যাংলো-স্যাক্সন কাব্যের অলংকার, রূপরীতি ও গঠনবৈচিত্র্য নিয়ে এপর্যন্ত বহু আলোচনা হয়েছে, অ্যাংলো-স্যাক্সন ব্যাকরণ নিয়েও বিদগ্ধ আলোচনা কম হয়নি, হেনরী ব্রাডলের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সেকালের কবিতায় অনুপ্রাস (alliteration), ঝোঁক (stress) ও ঘাত (accent) অত্যন্ত জরুরি বিষয় ছিল। যুগ্ম-শব্দের ব্যবহার ইত্যাদিতে এক একটি পংক্তি ভারাক্রান্ত ছিল। প্রতিটি পংক্তি দুভাগে বিভক্ত ছিল।[২১] এই ছন্দোরীতি আগাগোড়া ব্যবহার করার ফলে পাঠকের কাছে তা ক্লান্তিকর ঠেকবে আশ্চর্য নয়। ব্র অবশ্য এ্যাংলো-স্যাক্সন কাব্যের পরিমণ্ডল এবং যুগ্মশব্দের ব্যবহার ও নানাবিধ অলংকরণের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে একটি বলিষ্ঠ চেতনার স্বাক্ষর দেখতে পেয়েছেন। কোষ-গ্রন্থে [Camb. His. of Eng. Lit.] এরূপ বর্ণনা আছে, প্রাচীন ইংরেজী কাব্যের মাত্রায় রয়েছে 'four-beat rhythm which must end in a stress', এছাড় full-stress এবং minor বা half stress এর প্রয়োজনেও কবিতাকে সাজানো হয়েছে—যে জন্য অ্যাংলো-স্যাক্সন কবিতার ধ্বনি-সম্ভার মধ্যযুগ বা আধুনিক যুগের কাব্যকলা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এছাড়া বাক্য যে দুভাগে বিভক্ত হয়েছে সে সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্টে সমালোচক বলছেন।

The half lines became independent and the four-beat couplet resulted. Secondly, rime or assonance was further used to link the full long lines into couplets. (J. S. Westlake)

বলা বাহুল্য, এধরণের বাক্যগঠনে বেশীর ভাগ সময়েই কাব্যকলা নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ত। তথাপি, ব্র সাহেবের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি এজন্য যে অ্যাংলো-স্যাক্সন কাব্যের যে-জগৎ, তার কাছে পৌছুতে হলে এই শব্দসম্ভার ও অলংকরণের প্রয়োগকৌশল যুগ্ম-শব্দের ঘনঘটা ও ধ্বনিগত বর্ণসুষমা এক কথায়, 'live' এবং 'organic' ভাবা, আমাদের হৃদয়ে একধরণের অনুরণন ও শিহর জাগায়।

আমাদের কথা বলার ভাষা গদ্য, প্রয়োজনের ভাষা গদ্য, তথাপি সব দেশেই বোধহয় সাহিত্যের প্রকাশ প্রথম হয়েছে কাব্যে। এপ্রসঙ্গে ফরাসী নাট্যকার Molière এর মন্তব্য স্মর্তব্য। ইংরেজী সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। অবশ্য Gildas কে প্রথম গদ্যলেখক বলে মনে করলে [ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যপাদে যিনি De Excidio Britanniae বলে একটি রচনা লিখেছিলেন] গদ্যসাহিত্যকে বেশ প্রাচীন বলেই ধরা যায়। তাঁর গ্রন্থের সম্পাদক Mommsen বইটির বর্ণনা দিচ্ছেন এই বলে 'Of Gildas the Wise concerning the destruction and conquest of Britain'..ইত্যাদি। তেমনি History of the Britons একটি অতি প্রাচীন সংকলন গ্রন্থ সম্ভবত যা বিডকে তাঁর অসামান্য গ্রন্থ লেখায় সাহায্য করেছে। কিন্তু এই দুটির উল্লেখ না থাকলে আমরা সাধারণভাবে Aelfredকেই গদ্যের জনক বলে মনে করে থাকি, যদিও তিনি প্রধানত অনুবাদকের কাজই করেছেন।

অ্যালফ্রেডের জন্ম এবং মৃত্যুর সময়কাল ঐতিহাসিকরা নিশ্চিত ধরে নিয়েছেন ৮৪৯ এবং ৯০১ খ্রী: [এই প্রথম সাহিত্যের ইতিহাসে একজন লেখকের জন্ম-মৃত্যু তারিখ সঠিক পাওয়া যাচ্ছে], একজন বিস্ময়কর ও প্রতিভাসম্পন্ন রাজা ছিলেন তিনি, বহু বিচিত্র ও গঠনমূলক সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে আত্মনিয়োগ করাই ছিল যাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

চারজন প্রখ্যাত ল্যাটিন গ্রন্থকারের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি তিনি মাতৃভাষায় অনুবাদ করেছিলেন অথবা অনুবাদ-কার্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ কাজে তাঁর পরম সহায়ক ছিলেন Asser, যিনি শুধু অ্যালফ্রেডের বিশ্বস্ত বন্ধু, কর্মচারী এবং শিক্ষক ছিলেন তাই নয়, তাঁর একটি জীবন-চরিতও লিখেছিলেন। বস্তুত Anglo-Saxon Chronicle ও আসেরের লিখিত অ্যালফ্রেডের এর জীবনী থেকেই এই কীর্তিমান পুরুষের লেখক-পরিচিতি মোটামুটি উদ্ধার করা গেছে। যে চারজন বিখ্যাত ল্যাটিন লেখকের রচনা তিনি অনুবাদ করেছিলেন তাঁরা হলেন Boethius (Anicius Manlius Severinus Boethius—কি বিচিত্র নাম! রোমে জন্মেছিলেন ৪৭০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি) Orosius, Bede এবং Gregory, এঁদের বইগুলি এখনো পর্যন্ত সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে

আছে, যদিও বর্তমানে আমরা সাহিত্য বলতে যা বুঝি কোন বইটির বিষয়ই সেদিক থেকে 'pure literature' নয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বেথিউস্ তাঁর গ্রন্থ De Consolatione Philosophiae লেখেন, সম্ভবত রাজরোষে বন্দী অবস্থায়, জেলে বসে। Aristotle এবং Cicero এর ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে তার আলোচনার বিষয় খুবই দুরূহ, কিন্তু ভাষা ও ব্যাখ্যা সহজ এবং যুক্তি প্রাঞ্জল। অ্যালফ্রেড অত্যন্ত যত্নসহকারে এবং টীকা-সহ গ্রন্থটি অনুবাদ করেন।[২২] চারজন লেখকের মধ্যে, বলাই বাহুল্য, সবচেয়ে খ্যাতিমান হচ্ছেন বিড, তাঁর গ্রন্থ Historia Ecclesiastica Gentis (genticus !) Anglorem , এই গ্রন্থ অর্থাৎ The Ecclesiastical History of the English Race পাঁচটি ভাগে বিভক্ত, সপ্তম শতাব্দীর শুরু থেকে প্রায় তাঁর সময়কাল পর্যন্ত দেশ ও জাতির ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে সরল অথচ কাব্যমণ্ডিত ভাষায়।

অ্যালফ্রেড লেখকের 'sincerity of purpose' এবং love of truth' কে অনুবাদের সময় সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। স্প্যানিশ যাজক Orosius ছিলেন St. Augustine এর শিষ্য, তাঁর রচিত Historia adversus Paganos অনুবাদ করতে গিয়ে অ্যালফ্রেড প্রকৃত ঐতিহাসিকের দৃষ্টি অনুসন্ধান করেছেন। গ্রন্থটির মধ্যে বহু ভৌগোলিক বিবরণ রয়েছে। যা অবাঞ্ছিত, অ্যালফ্রেড তা বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিহার করেছেন। অ্যালফ্রেড এর সর্বপ্রথম সাহিত্যকর্ম অবশ্য গ্রেগরী-রচিত Cura Pastoralis এর অনুবাদ [সর্বপ্রথম কিনা এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে।] গ্রন্থটিতে অতিমাত্রায় কষ্টকল্পিত রূপক ব্যবহার হওয়া সত্ত্বেও একটি আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি অ্যালফ্রেডকে বেশী আকর্ষণ করেছিল বলে মনে হয়।[২৩]

অ্যালফ্রেড এর নাম অবশ্য সবচেয়ে স্মরণীয় Anglo-Saxon Chronicleএর সংকলক হিসেবে। এই কাজটি তিনি অত্যন্ত যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে শুরু করেন এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সংকলন কার্য অব্যাহত থাকে ; তাঁর মৃত্যুর পরও প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, বিভিন্ন স্থানের ধর্মযাজকরা এই সংকলন-কার্য চালিয়ে যান, কাণ্টারব্যারী, উইনচেষ্টার প্রভৃতি গীর্জার সন্ন্যাসীরা এই গ্রন্থটির রচনা ও সংকলন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। প্রায় চারদশক ধরে Anglo-

Saxon Chronicle রচিত হবার ফলে প্রথম যুগের ইংরেজী গদ্যের ধারা-বাহিকতার একটি সুন্দর ইতিহাস এতে পাওয়া যায়। শুধু জাতীয় ইতিহাস নয়, ভাষার ইতিহাসও একত্র মিলবে এই অমূল্য গ্রন্থটিতে। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে Legal Code এর সংকলন ও সম্পাদনা; সাহিত্য ছাড়াও রাজনীতি, শাসননীতি ইত্যাদি বিষয়ে এই গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। Martyrology রচনাটি অ্যালফ্রেডের নামের সঙ্গে যুক্ত। তিনি এর লেখক না হলেও তাঁর শাসনকালেই সম্ভবত গ্রন্থটি রচিত হয়।

অ্যালফ্রেড ব্যতীত আর যে দুজন সমসময়েও পরবর্তীকালে গদ্যের জনক হিসেবে সম্মান পেয়েছেন তারা হলেন Aelfric (Elfric) এবং Wulfstan; এঁরা দুজনে পরস্পরের বন্ধু ছিলেন; পরম পণ্ডিত ও নৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী এই দুজন লেখক কলম ধরেছিলেন তাঁদের স্ব স্ব আদর্শকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। অ্যালফ্রিক এর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বিখ্যাত homily গুলি—যার অধিকাংশ Blickling Homilies নামে প্রসিদ্ধ। সম্ভবত নরফোকের Blickling Hall এ এই পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে বলেই homily গুলির এরূপ নাম হয়েছে। হোমিলি হচ্ছে ধর্ম-প্রসঙ্গে আলোচনা যা মানুষের নৈতিক এবং পরমার্থিক কল্যাণে নিয়োজিত হয়, ইংরেজীতে sermon বা moralizing discourse বললে যা বোঝায়। এই হোমিলিগুলি যদিও এক একসময় 'clumsy' এবং 'archaic' মনে হয় তথাপি এর শব্দ-ভাণ্ডারে এমন ধ্বনি-সাযুজ্য আছে যা 'recitative' তো বটেই, এমনকি 'highly poetical; সর্বশুদ্ধ উনিশটি হোমিলি রয়েছে যার রচনার প্রসাদগুণ অ্যালফ্রেড এবং অ্যালফ্রিক এর স্টাইলের মধ্যবর্তী। একস্থানে স্বর্গকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে 'youth without age' যেখানে 'nor is there hunger nor thirst, nor wind nor storm' এবং যখন মৃত্যুকে কল্পনা করা হয়েছে 'bright as the morning star'; এ সব রচনাগুলির সময়কাল দশম শতাব্দীর শেষার্ধ ধরা হয়েছে।

নানা বিষয়ে অ্যালফ্রিক এর অনুরাগ ছিল, তিনি ব্যাকরণ লিখেছেন, ল্যাটিন-ইংলিশ শব্দকোষ তাঁর রচনা বলে নির্ধারিত। রচনাকৌশলে colloquy অপূর্ব—এখানে অ্যালফ্রিক কে একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে পাওয়া যায়। Lives of the Saints তাঁর অতি জনপ্রিয় গ্রন্থ, তেত্রিশ জন সন্তদের

এই জীবনকাহিনীতে তাঁর রচনারীতি প্রকৃতই রসের বিচারে উৎকর্ষ লাভ করেছে। এই গ্রন্থটি ৯৯৬ খ্রীঃ রচিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। গদ্য-লেখক হিসেবে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেও অ্যালফ্রিক এর প্রকৃত আদর্শ ছিল লোকশিক্ষা দান করা, যে বিশ্বাসে তিনি আস্থাবান ছিলেন তারই প্রচার ছিল তাঁর ইহজীবনের ধর্ম।

অপরপক্ষে Wulfstan ছিলেন 'practical' এবং 'constructive', প্রত্যক্ষ সত্য ও বস্তুজগতের নিয়মনিষ্ঠ নীতিকে তিনি কঠোরভাবে বর্ণনা করে গিয়েছেন তাঁর রচনায়; Bodleian Collection এর কয়েকটি হোমিলি (অন্তত পাঁচটি) অবশ্যই উলফ্স্টানের একথা গবেষকরা স্বীকার করেছেন। 'Let us creep to Christ', এই ছিল উলফ্স্টানের প্রথম এবং শেষ বাণী।

আরো একজন সেকালের গদ্যলেখকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, যার নাম Byrhtferth, তিনি অঙ্কে ছিলেন সুপণ্ডিত এবং সেকালে অঙ্কশাস্ত্রের কিছু গবেষণা ল্যাটিন থেকে অনুবাদ করেন। Handboc (Handbook) বলে একটি পাণ্ডুলিপি এই লেখকের বলে মনে করা হয়। এছাড়া আরও তিনটি গদ্যরচনা সাহিত্যের আলোচনায় উল্লেখযোগ্য: The Ages of the World, The Loosing of Satan এবং The Seven Sins.

প্রথম যুগে ল্যাটিন ভাষার লেখকদের কথা অ্যালফ্রেড প্রসঙ্গে এসেছে। [ধারাবাহিকতার দিক থেকে এঁদের উল্লেখ প্রথমেই করা উচিত ছিল, কিন্তু অ্যালফ্রেডের প্রখর ব্যক্তিত্ব ও ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর অবদানের প্রসঙ্গ এসে পড়ায় এঁদের প্রসঙ্গ এখানে করা হ'ল।] সর্বপ্রথম যে লেখকের নাম আমরা স্মরণ করতে পারি তিনি হচ্ছেন Aldhelm, ৭০৯ খ্রীঃ শেরবোর্নের বিশপ ছিলেন তিনি। বিড ছাড়া অন্য যে লেখক অবশ্যই উল্লেখযোগ্য তিনি হচ্ছেন Alcuin; তিনি শুধু পরিশ্রমী গদ্যলেখক ছিলেন না, তাঁর লেখায় প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে একটি গ্রন্থ উল্লেখ্য, Book of Cerne; ধর্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ এবং ভক্তিমূলক রচনার সংকলন এটি—লেখকের (বা সংকলক!) নাম জানা যায়নি। বিড সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা নানা কারণেই প্রয়োজনীয়, কিন্তু এই গ্রন্থের মূল বিবরণের সঙ্গে বিড এর ল্যাটিন রচনা অপ্রাসঙ্গিক বলে শুধুমাত্র উল্লেখ করেই নিরস্ত হতে

হ'ল। তথাপি তাঁর সম্বন্ধে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি উল্লেখযোগ্য রচনা[২৪] নতুন করে ছাত্র ও গবেষকদের ভাবিয়ে তুলছে। Ecclesiastical History ছাড়াও Epistola Cuthberti de Obitu Bedae পাণ্ডুলিপিটি বিড এর রচনা বলে মনে করা হচ্ছে। যদি তাই হয়, তবে এই গ্রন্থে রচিত Death Songটির রচয়িতা বিড নিজেই; এবং নিজের আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি যে পাঁচ পংক্তির কাব্য লিখে গিয়েছেন তা গভীরতায় এবং ব্যাপ্তিতে, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ও দার্শনিক পরিধিতে সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশেষ ঐতিহ্যের দৃষ্টান্ত। কবিতাটি এরূপ : (আধুনিক ইংরাজীতে রূপান্তরিত)

Facing that enforced journey, no man can be
More prudent than he has good call to be,
If he consider, before his going hence,
What for his spirit of good hap or of evil
After his day of death shall be determined.

এই জিজ্ঞাসা মানুষেরই অনন্তকালের প্রশ্ন যার উত্তর যেমন বিড পা'নি, ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি টেনিসনও তেমনি জানতেন না।

সংযোজন ১ : অ্যাংলো-স্যাক্সন সাহিত্যের কিছু কিছু বিশিষ্ট নমুনা বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উৎসাহী পাঠকের জন্য তুলে দেওয়া হ'ল। হাল আমলের ইংরেজীতে রূপান্তরিত করেছেন আর. কে. গর্ডন।

Widsith : (Farway) : Thus the minstrels of men go wandering, as fate directs, through many lands ; they utter their need, speak the word of thanks ; south or north, they always meet one wise in measures, liberal in gifts, who wishes to exalt his glory before the warriors, to perform valorous deeds, until light and life fall ruin together he gains praise, he has lofty glory under the heavens.

Beowulf : Then the people of the Geats made ready for him a pyre firm on the ground, hung round with helmets,

battle targes, bright corslets, as he had carved; then the sorrowing men laid in the midst the famous prince, their loved lord. The warriors began to rouse on the barrow the greatest of funeral fires; the woodreek mounted up dark above the smoking glow, the crackling flame mingled with the cry of weeping – the tumult of the winds ceased—until it had consumed the body, hot to the heart. Sad in heart, they lamented the sorrow of their souls, the slaying of their lord; likewise thé old woman with bound tresses sang in sadness a dirge for Beowulf.....The sky swallowed up the smoke.

Beowulf: [ছন্দোবদ্ধ কবিতায় রূপান্তর করেছেন চার্লস ডবলু কেনেডি (Charles W. Kennedy); একই অংশ কিছুটা দেওয়া হ'ল]

The Geat folk fashioned a peerless pyre
Hung round with helmets and battle-boards,
With gleaming byrnies as Beowulf bade,
In sorrow of soul they laid on the pyre
Their mighty leader, their well-loved lord,
The warriors kindled the bale on the barrow,
Wakened the greatest of funeral fires,
Dark o'er the blaze the wood-smoke mounted;

....

And an aged woman with upbound locks
Lamented for Beowulf, wailing in woe.

... ...

The smoke of the bale-fire rose to the sky.

The Seafarer: I can utter a true song about myself, tell of my travels, how in toilsome days I often suffered a time of hardship, how I have borne bitter sorrow in my breast,

made trial of many sorrowful abodes on ships ; dread was the rolling of the waves....one must check a violent mind and control it with firmness, and be trustworthy to men, pure in ways of life.

The Ruin : Wondrous in this wall-stone, broken by fate, the castles have decayed ; the work of giants is crumbling. Roofs have fallen, ruinous are the towers,...death swept away all the bravery of men ; their fortresses became waste places, the city fell to ruin.

Genesis A : Then Abraham departed on the war-path to look on the retreat of the hostile men . . Abraham brought back the treasure of men of the south and their wives, sons of chieftains near to their native land, maidens to their kinsmen. Never did any of all living men here who have attacked so great a host achieve a more glorious victory with a small company.

Christ : Then the Lord of Heaven, the king of archangels, the Refuge of saints, was begirt by the clouds up above the heights. Joy was renewed, bliss in the cities, by the Prince's coming. The eternal Giver of joy sat in triumph at the right hand of His own Father. Then came to pass the greatest rejoicings in Heaven.

The Phoenix : A bird wondrous fair, mighty in its wings, which is called the Phoenix, dwells in that wood. Alone there it hold its abode, its brave way of life, never shall death do it hurt in that pleasant place while the world endures.

The Battle of Maldon : [the battle between the English and the Danes was fought in 991 at Maldon in Essex, described

here] Then he commanded each of the warriors to leave his horse, to drive it away and to go forth, to think of his hands and of good courage. Then the kinsman of Offa first found out that the earl was not minded to suffer cowardice....Then Byrhtnoth began there to exhort his warriors. He rode and instructed ; he directed the warriors how they should stand and keep their station and bade them hold their shields upright firmly with their hands and be not afraid.

সংযোজন ২ : অ্যাংলো-স্যাক্সন ক্রনিকল্

[বেঞ্জামিন থোর্প অ্যাংলো-স্যাক্সন ক্রনিকল্ এর মূল ভাষ্য তিনটি পাণ্ডুলিপি থেকে নিয়ে পাশাপাশি রেখেছেন—তা থেকে Cottonian MS. Tiberius A থেকে কয়েকটি পংক্তি মূল এবং থোর্প-কৃত অনুবাদ দেওয়া হ'ল—কিন্এউলফ্ এর হত্যা প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে এবং তা থেকে সেই সময়কাল নির্দিষ্টরূপে জানা যাচ্ছে। পরবর্তীকালে জি. এন. গার্মনস্ওয়ে (G. N. Garmonsway) এই ঐতিহাসিক গ্রন্থের টীকা ও রূপান্তর করেছেন।]

মূল : An Dcc. Lxxxiiii (A.D. 784) : Her Cyneheard ofsloh Cynewulf cyning. *And* he thær wearth ofslægen. *And* Lxxxiiii. manna mid him. *And* tha onfeng Berhtric West-scaxna rice. *And* he ricsode Xvi. gear. *And* his lic ligeth æt Werham. *And* his riht federen cyn gæth to Certice. ('*And*' শব্দটির পরিবর্তে একটি প্রতীকী চিহ্ন আছে, অনেকটা ইংরেজী 'third bracket' এর মত ; ইটালিকস্ লেখক-কৃত)।

রূপান্তর : In this year Cyneheard slew king Cynewulf, and he was there slain, and eighty-four men with him ; and then Beorhtric succeeded to the kingdom of the West-Saxons, and he reigned sixteen years, and his body lies at Wareham : and his direct paternal kin goes to Cerdic.

দীর্ঘ বছরে লেখা হয়েছিল এই ক্রনিক্‌ল্। ইংরেজ জাতির ইতিহাস জানবার পক্ষে এই রচনাগুলি অন্যতম প্রাচীন দলিল শুধু নয়, সাহিত্যের ইতিহাস পাঠেও একটি জরুরি বিষয়। বলাই বাহুল্য, এই ক্রনিক্‌ল্ কোন একজন ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়, তথাপি রাজা অ্যালফ্রেডের নাম এর সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। Geffrei (Geoffrey) Gaimar বলে এক ভদ্রলোক দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখছেন, 'to king Ælfred we are indebted for a saxon chronicle', এ থেকেই বিশেষ করে রাজা অ্যালফ্রেডের নাম এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। জুলিয়াস সিজারের আক্রমণের সময় থেকে ১১৫৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় হেনরীর রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাস এতে বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনার ভঙ্গি খুবই বিষয়-নিরপেক্ষ এবং বাহুল্য-বর্জিত। আরও একটু উদ্ধৃতি দিলে এর রচনাভঙ্গিটি পরিস্ফুট হবে।

In the year that was past from the birth of Christ ccccxciv, then Cerdic and Cynric his son landed at 'cerdices ora' from v ships. And Cerdic was the son of Elesa···Then Aethered their brother succeeded to the kingdom and held it v. years. Then Aelfred their brother succeeded to the kingdom, and then were past of his age xxiii winters, and cccxcvi winters since his kin first conquered the West Saxon's land from the Welsh.

এই ভাষা অবশ্য Anglo-Saxon Chronicle এর নব—Old English থেকে রূপান্তরিত করেছেন, আধুনিক ইংরেজীতে, বেঞ্জামিন থোর্প। এবিষয় সাম্প্রতিক গবেষণাও উল্লেখযোগ্য. অ্যাংলো-স্যাক্সন ক্রনিক্‌লে যে প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে কিন্‌এউলফের মৃত্যু বিষয়ে দুটি বিভিন্ন সন তারিখের উল্লেখে। এই রচনাগুলি গ্রন্থ আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। মূলত কটনিয়ান পাণ্ডুলিপি [Otho B. XI.] র উপর নির্ভর করে 'Chronologia Anglo-Saxonica' গ্রন্থটি এব্রাহাম হোয়েলক (Abraham Wheloc) নামে এক ভদ্রলোক কেমব্রিজ থেকে প্রকাশ করেন, সঙ্গে ছিল এর ল্যাটিন অনুবাদ তৎকালে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ এখানে

উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে, সে যুগের ইংরেজী শব্দসম্ভার কেমন ছিল : geare (year), fram (from), agan (past), sunu (son), scipum (ships), hiera (their), rice (kingdom) wintra (winter), cyn (kin), ærest (conquered) lond (land) ইত্যাদি। বন্ধনীর মধ্যে আধুনিক ইংরেজী শব্দগুলি দেওয়া হল। কোথাও অক্ষর সঙ্কুচিত হয়েছে, স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ রূপান্তরিত হয়েছে, কোথাও শব্দটি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে—এই পরিবর্তন এবং তার কারণ 'ভাষা' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

শুধু ইংল্যাণ্ডের রাজাদের বংশলতিকা নয়, দেশ সম্বন্ধেও যথাযথ বর্ণনা এই গ্রন্থে রয়েছে, সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাঞ্জল :

The island of Britain is eight hundred miles long, and two hundred miles broad : and here are in the island five peoples : English, Brito-Welsh, Scottish, Pictish and Book-Latin.* The first inhabiting this land were Britons. They came from Armenia, and first settled southward in Britain.

সংযোজন ৩ : [দি রিডিলস্ বা ধাঁধা] প্রাচীন ইংরেজী সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা ছিল ধাঁধা। ছোট ছোট রচনার মধ্য দিয়ে ইঙ্গিতবহ কোন বিষয়কে বাক্যাকারে প্রকাশ করা হ'ত। কেম্প ম্যালোনে তাঁর প্রবন্ধে এই রচনাগুলিকে সেকুলার কবিতার অন্তর্গত করেছেন এবং বলছেন, 'of much interest are the 95 metrical riddles of the Exeter Book'; এর মধ্যে, লেখক জানাচ্ছেন, একটি রয়েছে ল্যাটিন ভাষায় ; এই ধাঁধাগুলি নানা সময়ে বহু কবির রচনা বলে মনে হয়। বিষয়বস্তু ছিল বিবিধ যেমন, book, bow, sword, anchor, plough, horn, sun, storm, shield ইত্যাদি। দু'একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে :

ক. I am a solitary dweller,
wounded with a knife (Shield)

* অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষায় যথাক্রমে Aenglisc, Brytwylsc, Scottysc, Pihttisc and Boclæden.

খ. Tell, if thou canst, O sage, wise in words
what that creature is. (Ship)

গ. Beside the shore and near the strand,
Right where the sea beats on the land,
I, rooted, dwelt in my old place (Reed)

ইত্যাদি।

Riddle এর প্রসঙ্গে gnomic verse এর কথাও এসে পড়ে। গর্ডন বলছেন: these consist of sententious sayings of different kinds. Sometimes a general truth is stated, a simple observation based on human experience, sometimes a moral maxim is laid down [R. K. Gordon: Anglo-Saxon Poetry], এই জাতীয় রচনার কতগুলি ছোট ছোট উদাহরণ দেওয়া যাক:

ক. A king shall rule. খ. The glories of Christ are great. গ. Fate is strongest. ঘ. The Lord alone knows the Father who saves. ঙ. The future state is secret and hidden.

এগুলি যেন চিরসত্য—মানবজীবনের সুবিপুল অভিজ্ঞতা দ্বারা এই বক্তব্যগুলি একটি স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেচে। আমাদের দেশে 'খনার বচন' এর মতই এগুলির জনপ্রিয়তা একদা স্বীকৃত হয়েছিল।

সংযোজন ৪: কিন্‌এউলফ্‌ গবেষণার এক নতুন দিক খুলে দিয়েছিলেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রকুমার দাস। তাঁর গ্রন্থ Cynewulf and the Cynewulf Canon (Calcutta, 1942) সম্পর্কে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপণ্ডিত গবেষকের অভিমত স্মরণীয়:

'I thought it (Dr. Das's thesis) by far the most valuable contribution to the Cynewulf problem' (Prof. A. J. Wyatt). কিন্‌এউলফের যে ক'টি কবিতায় তাঁর স্বাক্ষর নেই অধ্যাপক দাস সেই কটির ছন্দোরীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচ্য কবিতাগুলি ছিল Crist I and III, Andreas, Guthlac A, Guthlac B, The Phoenix,

The Dream of the Rood, কিছু কিছু Riddles; স্বাক্ষরিত এবং অস্বাক্ষরিত কবিতাগুলির বিষয়ে অধ্যাপক দাস খুব সঙ্গত কারণেই কিন্‌এউলফের অন্যতম প্রধান গবেষক ট্রাউটম্যানের বক্তব্য উদ্ধার করেছেন, যা অবশ্যই উল্লেখের দাবী রাখে।

১. The Exeter Book-এর মতোই অন্তত আরো দুটি মূল্যবান পুঁথি রয়েছে, Vercelli এবং Junius; কেনেথ সিসাম (Kenneth Sisam) তাঁর প্রাচীন ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে এই তিনটি পুঁথির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

২. ইংরেজী সাহিত্যের অভিধানে runes শব্দটির বর্ণনা এরূপ : a letter or character of the earliest Teutonic alphabet, which was most extensively used by the Scandinavians and Anglo-Saxons. The earliest runic alphabet dates from at least 2nd or 3rd century, and was formed by modifying the letters of the Roman or Greek alphabet so as to facilitate cutting them upon wood or stone.

৩. Letters having the large rounded forms, not joined to each other.

৪. An Icelandic term, meaning name-list in metrical form. Heusler and Ranisch invented the term and applied to Widsith.

৫. Stanley B. Greenfield : A Critical History of Old English Literature.

৬. বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদেও Widsith গবেষণার বিরাম নেই; L. Abercrombie, K. Malone প্রভৃতির রচনা তার সাক্ষ্য।

৭. Beowulf পাণ্ডুলিপি নিয়ে কেনেথ সিসাম যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। বৃটিশ মিউজিয়মে Sir Robert Cotton এর অমূল্য সংগ্রহ থেকে সুপণ্ডিত Thorkelin সম্পাদনা করেন Beowulf MS. কেনেথ সিসাম তাঁর The Structure of Beowulf গ্রন্থে বইটিকে 'an heroic narrative poem' বলে বর্ণনা করেছেন, যদিও এ প্রসঙ্গে স্বীকার্য যে 'it contains historical, elegiac, gnomic and didactic elements.'

৮. H. J. C. Grierson এবং J. C. Smith যদিও বলছেন, 'The story is mere folk-lore' তথাপি স্বীকার করেছেন যে 'there are noble things in Beowulf' : A Critical History of English Poetry.

৮ক. উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে Mullenhoff এই কাব্যের একটি 'mythological' টীকা দেন, একে বরং বলা যায় একটি প্রতীকী ব্যাখ্যা। তাতে 'monsters' হচ্ছে ক্রুদ্ধ উত্তর সাগর, বেওউলফ্ divinity'র প্রতীক ইত্যাদি। এই প্রতীকী ব্যাখ্যা বর্তমান গবেষকদের কাছে গ্রাহ্য না হলেও এর মধ্যে একটি সুন্দর কাব্যসত্য রয়েছে।

৯. আংশিক পাণ্ডুলিপি Copenhagen এর Royal Library-তে রক্ষিত আছে। প্রায় ৩০০ পংক্তির কবিতার মাত্র ৪৬টি অবশিষ্ট আছে। আর আছে ২টি অর্ধেক পংক্তি, ব্য-এর মত অনুযায়ী।

১০. We have not in Deor reached exquisite poetry, but we are safely on the way towards it We have the passionate interpretation of things felt and seen.

১১. Wife's Complaint, according to Cambridge History of English Literature.

১২. H. M. Chadwick.

১৩. The Christianity of England in the seventh and eighth centuries, and the Latin influences brought in its wake, which inspired the poetry under discussion, was a fusion, a commingling, of two different strains. [Old English Christian Poetry : M. B. Smith]

১৪. Wanley : Catalogus Historico-criticus (1705)

১৫. ক্যাডমন এর অন্যতম গবেষক Sievers এই প্রক্ষিপ্ত অংশে Old Saxon এর শব্দসম্ভার ও গঠনবৈচিত্র্য লক্ষ্য করেছেন।

১৬. এ ছাড়াও কোন কোন সমালোচক নিশ্চিতভাবেই Genesis B কে কাব্য হিসেবে উৎকৃষ্ট বলেছেন, ম্যালোনের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (A Literary History of England).

১৭. পূর্বে উল্লিখিত Junius MS. এ Holy Writ এর প্রসঙ্গ রয়েছে ; তাইতে কাব্যমালা 'School of Caedmon' এভাবে চিহ্নিত থাকায়, সব কবিতাগুলিই যে ক্যাডমন এর রচনা এমন সন্দেহ জাগে।

১৮. Run-on-style সম্বন্ধে এ. সি. ব্য সম্পাদিত A Literary History of England গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় ম্যালোনে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

১৯. প্রথমত, Cynewulf নামটি উদ্ধার করা হয়েছে runic alphabet থেকে। যে চারটি কাব্যমালায় তাঁর নাম runic-এ বর্ণিত আছে তাঁরই ভিত্তিতে কিনএউলফ্ এর কবি-পরিচিতিতে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে। দ্বিতীয়ত, তাঁর বানানটি Cynwulf এভাবেও পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর কোন এক ধর্মযাজকের সঙ্গে তাকে অভেদ কল্পনা করা হয়, কিন্তু তাঁর বানান Cinwulf ছিল। Runic alphabet এ Cynewulf এর নাম কিভাবে ছিল এবিষয়ে কেনেথ সিসাম তাঁর গবেষণা-গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন [Sisam, K. , Studies in the History of Old English Literature pp, 20-22]।

২০. Edited by Professor Dobbie, 1942.

২১. শ্রীমতী কেতকী কুশারী ডাইসন কিছুদিন পূর্বে 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় (বর্ষ ২৭ সংখ্যা ৪) বেওউলফ্ এবং আরো তিনটি কবিতার বাংলায় অংশত অনুবাদ করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে অ্যাংলো-স্যাক্সন কাব্যের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নিয়েও নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

২২. অ্যালফ্রেডের অনুবাদের মধ্য দিয়ে বেথিউস্ এর চরিত্র কি সুন্দর ফুটে উঠেছে : The greed and grandeur of this temporal power have never pleased me much, nor have I longed over much for this earthly kingdom.

২৩. এই গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি নিয়ে আধুনিককালে বেশ কিছু বিদগ্ধ আলোচনা হয়েছে। গবেষকদের অন্যতম হচ্ছেন ভাষাবিদ সিমিয়ন পটার।

২৪. Howell D. Chickering, Jr. লিখিত 'Some Contexts for Bede's Death-song [PMLA, New York, Vol. 91. No. 1.

অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য

এ পর্যন্ত Old English poetry বা prose-এর যে সামান্য আলোচনা হ'ল তার ভাষা একান্তই ইংরেজী কিনা, অর্থাৎ আধুনিক ইংরেজীর সঙ্গে তার সাযুজ্য কতটুকু, এ প্রশ্ন অবান্তর নয়। কিছু কিছু সমালোচক সরাসরি এই ভাষাকে ইংরেজী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছেন,[১] কেউ কেউ বলেছেন, 'In vocabulary and paradigm the English of the Anglo-Saxons differs so markedly from modern English, or even from the English of Chaucer, that it presents the difficulties of a foreign tongue'.[২] কিছু কিছু ঐতিহাসিক এবং সমালোচক আবার চসার থেকেই ইংরেজী কাব্যের প্রকৃত ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়েছেন, স্পষ্টতই তাঁরা মনে করেছেন যে চসারের পূর্ববর্তী ইংরেজী ভাষা ইংরেজীই নয়। একথা যে পুরোপুরি অসত্য নয় তার প্রমাণ অবশ্যই Old English Grammar পড়লে বোঝা যাবে বিশেষত বিশেষ্য পদের declension এবং ক্রিয়াপদের conjugation-এর ফলে শব্দের রূপে এত পার্থক্য ছিল এবং সাধারণভাবে full inflection-এর কারণস্বরূপ ভাষাকে সংস্কৃত বা জার্মান ভাষার এত সন্নিকট মনে হত যে তাকে বর্তমান ইংরেজীর পূর্বপুরুষ মনে করা সত্যি কষ্টসাধ্য, অন্তত, আধুনিক কোন ইংরেজনবীশের পক্ষে। সে যাই হোক, একটি ভাষা যখন একটি মিশ্র জাতির সংস্কৃতির প্রতীক, ভাষা যখন সেদেশের এবং দেশবাসীর ইতিহাস, কলা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন চর্চার একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রতিবেদন, সেক্ষেত্রে সেই ভাষাকেই,—তার শব্দসম্ভার বা ব্যাকরণে যত পার্থক্যই থাক,—মেনে নিতে হবে আধুনিকের পূর্বসূরি। অন্তত এটা তো সত্য, আমরা অ্যাংলো-স্যাক্সন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের চালচলন, জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং সর্বোপরি তাদের মনোজগতের কাহিনী স্পষ্টতই জানতে পারছি। এবং তেমনি ভাবেই, ১০৬৬ সালের হেস্টিংস্ যুদ্ধের পর বিজয়ী উইলিয়ামের আগমনের ফলে যে অ্যাংলো-নর্ম্যান যুগের শুরু হ'ল—সেইসব অধ্যায়ের সাহিত্যচর্চাতেও সেকালের ইতিহাস বেশ কিছু ফুটে উঠল। অনেকে অবশ্যি

হেস্টিংস যুদ্ধ-পরবর্তী সাহিত্যকে পুরোপুরি অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য বলেন নি—কেউ বলেছেন, তা নর্ম্যান-প্রভাবিত অ্যাংলো-স্যাক্সনদেরই সাহিত্য ছিল [কেনেথ হপকিন্স-এর মতে]। সম্ভবত তাঁর বলবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে দ্বাদশ শতাব্দীর ইংরেজী ভাষাও "Old English" বটে!

সুবিধের জন্য আমরা এই যুগকে অর্থাৎ হেস্টিংস যুদ্ধ থেকে চসারের অভ্যুদয় পর্যন্ত, অ্যাংলো-নর্ম্যান যুগই বলছি, বিশেষতঃ যখন বেশীর ভাগ ঐতিহাসিকই অ্যাংলো-নর্ম্যান শব্দটি ব্যবহার করে' এর স্বীকৃতি দিয়েছেন। এতে ইতিহাসগত পারম্পর্য রক্ষা করবার সুবিধে হবে।

এই সময়কালকেও আবার দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যায়, প্রথম দেড়শ' বছর সাহিত্যের দিক থেকে বন্ধ্যা, দ্বিতীয় শতবর্ষ উর্বরা। প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে প্রথম দেড়শত বছরে খুব উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হয় নি। তার নানা কারণ তারা দেখিয়েছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে রাজনৈতিক বিবর্তন। ফরাসী ভাষা সংস্কৃতি ও পরিবেশ একদিকে, অন্যদিকে খ্রীষ্টীয় ভাবধারার পুরোপুরি অনুবর্তন—এই দুই মিলে অ্যাংলো-স্যাক্সন ঐতিহ্য এক দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো। স্বভাবতই, এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে আত্মগত করে নতুন ঐতিহ্যে পরিণত করতে দেশবাসীর বেশ সময় লেগেছিল। অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগের পুরনো noblemen হৃতসম্পদ হতে বাধ্য হল এবং কুলীন হয়ে উঠলো বিজয়ী উইলিয়ামের অনুগত নতুন Norman Noblemen, এবং জর্জ সেন্টস-ব্যারীর মত বিদগ্ধ সমালোচকও স্বীকার করেছেন, অধ্যাপক মরলের গ্রন্থ ছাড়া 'there is no adequate literary history of the middle English period'—অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ১২০০ খ্রীঃ পর্যন্ত 'We have nothing'; অন্য একজন সমালোচকও প্রায় একই কথা বলেছেন।[৩]

তথাপি, সাহিত্যের ইতিহাস ও তার ধারাবাহিকতা আলোচনার জন্য যে সামান্য উপকরণ রয়েছে তাই হবে আমাদের প্রাথমিক চর্চার বিষয়। এ সমস্ত উপকরণ বিবৃত করতে গেলেই সর্বপ্রথমেই যে প্রশ্ন আমাদের সামনে উপস্থিত হবে তা হচ্ছে নর্মানদের আগমনের ফলে ইংরেজী সমাজে, ইতিহাসে, বিশেষত ভাষা ও সাহিত্যে কী কী পরিবর্তন সূচিত হ'ল।

ল্যাটিন প্রভাব তো ইংরেজী ভাষায় এসেই ছিল, পূর্বেই ; বহু ল্যাটিন গ্রন্থের অনুবাদ স্বয়ং অ্যালফ্রেড করেছিলেন, আমরা জানি। এবার এল প্রত্যক্ষভাবে ফরাসী প্রভাব ; এবং ল্যাটিন ও ফরাসী এই দুটি ভাষার আত্মীকরণের ফলে ইট্যালী ও ফরাসী দেশের সংস্কৃতিচর্চাও ইংল্যাণ্ডে পাকাপাকিভাবে গ্রথিত হ'ল। শুধু ইংরেজী ভাষাতেই যে নানারকম পরিবর্তন সাধিত হ'ল তা নয়, সাহিত্যের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুও নতুন নতুন ব্যাপ্তি লাভ করল এবং কাব্য বা গদ্য, যে ভঙ্গিই হ'ক, তাতে অলঙ্করণ-এর সুমিতি দেখা দিল। মধ্যযুগে যে ইংরেজী ভাষা inflections-গুলি থেকে ক্রমশ মুক্ত হতে পারছিল তারও শুরু হচ্ছে এই সময়কাল এবং সাহিত্যের ইতিহাসকার বলছেন যে এই পরিবর্তনে 'provencal led the way'—অর্থাৎ যে-ভাষাকে আমরা ফরাসীদের langue d'oc বলি তারই প্রভাব এল ইংরেজী ভাষার 'পর, প্রত্যক্ষ এবং সুস্পষ্ট ভাবে।

শাসনব্যবস্থার জন্য ইংল্যাণ্ডে ফরাসী ভাষা প্রচলিত হল এবং উচ্চশ্রেণীর লোকেরা, বিশেষ করে 'নর্ম্যান নোবলম্যান' সকলেই ফরাসীতে কথাবার্তা বলতো, অথচ দেশের সাধারণ মানুষ ইংরেজীতেই ছিল অভ্যস্ত। ফলে দেখা দিল 'unhappy linguistic situation of a house divided against itself' ; ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে, ১২০৪ খ্রীঃ নর্ম্যাণ্ডি অঞ্চল ইংরেজ রাজার হাতছাড়া হওয়ায় রাজনৈতিক ও সাহিত্যের আকাশে এক নতুন হাওয়া বইতে শুরু করল—ফরাসী ভাষাকে আর কাজেকর্মে সর্বস্তরে চালানো সম্ভবপর হ'ল না। অথচ এই একশ' দেড়শ' বছরে ইংরেজী ভাষা বহু বহু ফরাসী শব্দকে আত্মগত করে নিতে পেরেছিল। এবং শেষ পর্যন্ত চতুর্দশ শতকের প্রারম্ভে দেখা গেল, তথাকথিত 'nobility' এক নবগঠিত ভাষায় কথা বলছে যার কাঠামো ও ভিত্তি ইংরেজী, অথচ বহিরঙ্গ প্রধানত ফরাসী ও কিছু পরিমাণে ল্যাটিন ভাষায় আচ্ছাদিত।

এই পরিবর্তনের ফলে প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যের এক সুদূরপ্রসারী চিহ্ন লক্ষিত হ'ল—শুধুমাত্র নতুন শব্দসম্ভারে ভাষা সমৃদ্ধ হয়ে উঠল তাই নয়, সুদীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের সংস্কৃতির সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্র স্থাপিত হ'ল—ইংরেজী আকাশে আন্তর্জাতিক আবহাওয়া বইতে লাগলো, বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য ও

গঠনশৈলীতে অভিনবত্ব সাহিত্যের প্রাঙ্গণে ভিন্‌দেশী ফুল হয়ে ফুটে উঠল। সর্বোপরি, টিউটনিক ধারার সঙ্গে মিলন ঘটল 'রোমান্স' ভাষাগোষ্ঠীর।

বিশুদ্ধ অ্যাংলো-স্যাক্সন সাহিত্যের 'mead hall'-এর পরিবর্তে 'castle'-এর কথা এল, 'heroic' কাব্যের স্থানে দেখতে পেলুম 'courtly' কাব্য, বিশেষ করে সাহিত্যের একটি সুনির্দিষ্ট চেহারা ফুটে উঠল, যাকে ইংরেজীতে এক কথায় বলা হয়ে থাকে 'impersonal'; আর কবিতায় একটি বড় পরিবর্তন এল: 'since both Latin and French verse employed metre and rhyme it was natural that English poets should attempt this hitherto untried form',[৪] অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগের পরে কাব্যের চরিত্র গড়ে উঠল মূলত ব্যালাডে—সেই সময় থেকেই লিরিকধর্মী কাব্যেরও গোড়াপত্তন হ'ল। এই সব কাব্যের ছন্দ ছিল উচ্ছল স্রোতস্বিনীর লাফিয়ে-পড়া গতির মত, খুশি-খুশি প্রাণবন্ত ঝর্ণা যেন। বলাই বাহুল্য, এটি ফরাসী সাহিত্যের প্রত্যক্ষ ফল। প্রসঙ্গত মনে পড়ে লেগুই ও কাজামিয়াঁর বইতে: 'To turn from Beowulf, or even the Battle of Maldon, to the Chanson de Roland is to come out of darkness into light'; এবং Chanson de Roland ও সমসাময়িক কিছু কাব্য থেকে লেখকদ্বয় অনেকগুলি পংক্তি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন, যেখানে শুধু আলো, শুধু রৌদ্র, শুধু আনন্দ, এমনকি শীতকালকেও মনে হয় a flower white, ruddy and blue.

যে যুগকে আমরা নর্মান বিজয়ের পর বন্ধ্যা যুগ বলেছি আর যার সময়কাল ঐতিহাসিকগণ নির্ণয় করেছেন প্রায় দেড়শ' বছর, তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি রচনাই উল্লেখের দাবী রাখে। কয়েকটি 'homily' এ সময়েও পাওয়া যাচ্ছে,[৫] যেগুলি Trinity অথবা Bodley নামাঙ্কিত। এছাড়া Lambeth, Cnut's Song, Poema Morale এবং Thoms of Hales রচিত Love Rune (Love Ron) উল্লেখ্য। কুমারীজীবনের পবিত্রতা ও ঈশ্বরসাধনা সেকালের একটি প্রধান বিষয় ছিল, কি কাব্যে, কি গদ্যসাহিত্যে। এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি রচনার কথা জানা যায়, St. Katharine, St. Margaret, St. Juliana প্রভৃতির জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে, একত্রে যাদের The Katharine Group of

Poems বলে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এসময়ের সবচেয়ে পরিচিত গ্রন্থ হচ্ছে Ancrene Riwle, গদ্যে রচিত, যার কিছুটা বিশদ আলোচনা প্রয়োজনীয়।

কোন অপরিচিত লেখকের এই রচনাটি, যা সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে রচিত, রাজা অ্যালফ্রেড এবং ম্যালোরির রচনার সেতুবন্ধ। Ancrene Riwle অথবা Rule for Anchoress প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে 'guide to and a warm justification of the anchoress's life' এবং যা লেখক কর্তৃক 'carefully planned throughout its eight distinctions (অধ্যায় অর্থে)...devoted to religious observances to confession, penitence and the love of Christ, composed at the request of three young women', এই তিনজন কুমারী কারা এ নিয়েও অবশ্য গবেষণা[৬] হয়েছে এবং রচনার সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে ১১৪০ খ্রীঃ। ঈশ্বর-উপাসনা এবং পবিত্র জীবনযাপনের জন্য কুমারীদের প্রতি লেখক যে সব নির্দেশ দিয়েছেন তা বহিরঙ্গ অনুশাসনে নয়, বরং মনের প্রশান্তি ও স্থৈর্যে—যাকে সমালোচকরা বলেছেন 'inward rule'—এবং হৃদয়ের সেই পবিত্রতা উদ্বুদ্ধ হয় 'a clean unstained conscience' দ্বারা। লেখকের রচনাভঙ্গি ও মৌলিক দৃষ্টিকোণ যে সেকালে কতই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল সে সম্বন্ধে সমালোচক[৭] বলছেন: 'third capital work, an example of easy prose-writing, liberal spirit of charity, informed by good sense and human feeling'. শুধু তাই নয়, এই বইটির গদ্যভঙ্গি সম্বন্ধে অন্য দুজন বিদগ্ধ সমালোচক বলছেন 'The best specimen of the prose of this time, is equally suave There is a new sweetness in these artless and minute instructions'.[৮] এই গ্রন্থেই প্রাচীন অ্যাংলো-স্যাক্সন রচনার পরিবর্তনের চিহ্ন সূচিত হয়েছে, 'finer fancies স্থান নিয়েছে বিষণ্ণ প্রদোষের, এবং 'merie Ingeland', ক্রমশ পরিচিত হল এভাবে, 'a wel god land, ich wene ech londe best.'[৯]

এই সময়কালে সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাসে আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে ল্যাটিন ঐতিহাসিকদের, ইংরাজীতে যাঁদের বলা হয়েছে Latin chroniclers; একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী অবধি এই বিদগ্ধ চিন্তাশীল

পণ্ডিত ও ধার্মিক খ্রীষ্টানদের ল্যাটিন রচনা প্রত্যক্ষভাবে ইংল্যাণ্ডের সাহিত্য সংস্কৃতি এবং চিন্তাশীল গবেষণার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। এ ছাড়া, এ সব কাহিনীকারদের মধ্যে কেউ কেউ এমন রচনা লিখে গেছেন যে তারই মধ্য থেকে মধ্যযুগীয় রোমান্স জন্ম লাভ করেছে। যে কজন পণ্ডিতদের নাম সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় তাঁদের মধ্যে পুরোভাগে আছেন জিওফ্রে অব মনমাউথ (Geoffrey of Monmouth) এবং শেষে রয়েছেন রজার বেকন (Roger Bacon)।

আমরা যে আর্থুরিয়ান সাইক্ল্ (Arthurian Cycle) এর কথা পড়ে থাকি, যে-আর্থারকে ঘিরে মধ্যযুগ থেকে ভিক্টোরীয় কবি টেনিসন পর্যন্ত অনেক সাহিত্যিকই কত কল্পনার সুতো গেঁথেছেন সেই নায়ক এই জিওফ্রে অব মনমাউথেরই সৃষ্টি ; এই কাহিনীকে ইতিহাস বলে বিবৃত করবার জন্য তিনি অবশ্য পরবর্তীকালের পণ্ডিতদের কাছে কিছু নিকৃত হয়েছেন ; বিশেষ করে উইলিয়াম অব নিউবার্গ (William of Newburgh) মনে করতেন যে জিওফ্রে 'had deliberately and flagrantly profaned the sacred functions of the historian', তথাপি ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের প্রচুর মালমশলা তাঁর কাছ থেকেই পরবর্তীযুগের কবিসাহিত্যিকগণ আহরণ করেছেন, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ইতিহাসের মধ্যে কল্পনা মিশিয়ে কাহিনী রচনা সেকালে এত জনপ্রিয় ছিল যে হিউ ড্য রটল্যাণ্ড বলে এক কাহিনীকার অন্য এক বিদগ্ধ কাহিনীকার সম্বন্ধে বেশ মজা করে বলছেন, 'I am not the only man who knows the art of lying ; Walter Map knows well his part of it' ; জিওফ্রে রচিত History of the Kings of Britain (History of the Britons) এর থেকে বহু চরিত্র চিরস্মরণীয় লেখকরা নিয়েছেন, যাদের মধ্যে শেকস্পীয়ারও অন্যতম। অবশ্য জিওফ্রের বহু সমালোচকও ছিল ; উইলিয়ম অব নিউবার্গ ছাড়াও জেরাল্ডাস (Geruldus Cambrensis) তাঁর অন্যতম সমালোচক যিনি জিওফ্রেকে একটি মজার কাহিনীর মধ্য দিয়ে ঠাট্টা করেছিলেন।

জিওফ্রের রচনাকে 'prose romance' আখ্যা দেওয়া হয় এবং রোমান্সের জন্মলগ্নে তিনি সেকালের বীর্য, পৌরুস, খ্রীশ্চিয়ানিটির রহস্যময় অতীন্দ্রিয়তা,

জনপ্রিয় কাহিনীকাব্যের আস্বাদন, প্রাচ্যদেশের জাদুবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে রচনার অঙ্গীভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তাঁর রচনাকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবার জন্য বিড এবং নেনিয়াস্ (Bede and Nennius) থেকে অজস্র উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। এই গ্রন্থ সেকালে এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে তাঁর মৃত্যুর (১১৫৫ খ্রী:) সমসময়ে তা কবিতায় রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করেছিলেন জিওফে গেইমার বলে এক ভদ্রলোক (Geoffrey Gaimar)।

উইলিয়ম অব নিউবার্গ, যিনি জিওফ্রেব বিরোধীপক্ষ ছিলেন, ইতিহাসকে প্রকৃত সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন—তাকে সেযুগে বলা হত 'ঐতিহাসিক সমালোচনার জন্মদাতা' (father of historical criticism)। এছাড়া ছিলেন উইলিয়ম অফ মামস্‌ব্যারী, হেনরি অব হানটিঙ্‌ডন, রাল্‌ফ অব ডিকেটো, সিমিয়ন অব ডারহাম এবং রিচার্ড অফ হেক্সহাম (William of Malmesbury, Henry of Huntingdon, Ralph of Diceto, Simeon of Durham এবং Richard of Hexham) , এ ছাড়া ছিলেন দুজন বিখ্যাত ইংরেজ, এডমার এবং অর্ডেরিক (Eadmer and Ordericus Vitalis), অর্ডেরিক ১৩টি খণ্ডে তাঁর Ecclesiastical History লিখেছিলেন। জিওফ্রের অন্যতম সমালোচক জেরাল্ডাস প্যারী নগরীতে পড়াশুনা করেছিলেন, কিন্তু নিজের মাতৃভূমি ওয়েলস্ এর কথা কোনও দিনও ভোলেন নি।

রজার বেকন ছাড়া আর যে ক'টি নাম স্মরণীয় তাঁরা হচ্ছেন ওয়ালটার ম্যাপ, জন অব সলিস্‌ব্যারী, নিগেল ওয়ারেকার এবং জন ডানস্ স্কুটাস (Walter Map, John of Salisbury, Nigel Wirekar and Jon Duns Scutus) ওয়ালটার ম্যাপকে অনেক ঐতিহাসিক চ্যসারের পূর্বেকার বড় সাহিত্যিক প্রতিভা বলে মনে করতেন, De Nugis Curialium (Of Courtiers' Trifles) তাঁর অতি বিখ্যাত গ্রন্থ। সাহিত্যে এমন রিয়ালিজম্-বর্ণনা চ্যসারের পূর্বে আর কেউ বোধহয় করেন নি। নিগেল ওয়ারেকার সম্ভবত ইংলণ্ডের সর্বপ্রথম স্যাটিরিষ্ট, একটি গাধার চরিত্রকে কেন্দ্র করে যিনি তৎকালীন বিদ্যাবত্তা ও ধর্ম অনুশাসনকে তীব্র বিদ্রূপ করেছেন Speculum Stultorum গ্রন্থে। ডানস স্কুটাস অক্সফোর্ডে শিক্ষিত পণ্ডিতদের অগ্রগণ্য, কিন্তু তিনি 'থমিষ্ট স্কুল' এর বিরোধিতা করে 'স্কটিশ স্কুল' গঠন করেন—প্রায় বারোটি খণ্ডে তাঁর রচনাবলী

বিধৃত। রজার বেকনকে ফ্রানসিস্কান অর্ডার এর সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রতিনিধি ধরা হয়। তিনিও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যপাদে প্যারীতে ছিলেন—কিন্তু ইংল্যাণ্ডে ফিরে Opus Majus, Opus Minus এবং Opus Tertium (1267) এবং দর্শন ও ব্যাকরণ-সংক্রান্ত গ্রন্থ লিখে স্মরণীয় হয়ে আছেন। অঙ্কবিদ্যা সম্পর্কেও তাঁর উৎসাহ ছিল অপরিসীম।

এই সময়ে প্রায় চল্লিশটির মত গস্‌পেল এর ভাবানুবাদ হচ্ছে সন্ন্যাসী অর্ম (Orm)-এর Ormulum গ্রন্থ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে রচিত। বক্তব্যে এবং রচনারীতিতে বিশেষ কোন নূতনত্ব নেই। তবে Poema Morale-এর ছন্দে, নির্দিষ্ট সিস্তরা গতিভঙ্গিতে অর্থাৎ ৪+৩ ঝোঁকে, এই ছন্দ সম্ভবত অমিত্রাক্ষরের পূর্বসূরি। The Life of St. Dunstan একটি জীবন্ত আলেখ্য, রবার্ট অব গ্লসেষ্টার (Robert of Gloucester) এর লেখা বলে অনেকে মনে করেন। রবার্ট ম্যানিং (Robert Mannyng) অপর একজন শক্তিশালী লেখক—যাঁর রচনায় জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে তির্যক আক্রমণ রয়েছে। এইরকম সময়েই Havelok এবং Horn এই দুটি রোমান্সধর্মী রচনার কথা জানতে পারি। মুখ্যত স্কান্দেনেভীয় উপকথা থেকে এ দুটির উপাদান আহৃত; এবং রচনার প্রসাদগুণে উল্লেখ্য।

যে ক'টি গ্রন্থ অ্যাংলো-নর্ম্যান যুগের গোড়ার দিকের রচনা তা সংক্ষেপে আলোচিত হ'ল। কিন্তু এ ছাড়াও আরো কয়েকটি সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে; তার মধ্যে Cursor Mundi, Layamon রচিত Brut, The Prick of Conscience (লেখক Richard Rolle) এবং The Owl and the Nightingale স্মর্তব্য।

কার্সর মাণ্ডি প্রায় ২৪,০০০ পংক্তি সন্নিবিষ্ট। নর্থাম্ব্রিয়ান ডায়েলেক্ট-এ রচিত, এর মাত্রাবিন্যাস আট সিলেবলযুক্ত। চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ এবং মানবপ্রত্যয়ে উজ্জ্বল এই কাব্য নিউ টেস্টামেণ্ট-আশ্রয়ী। এই গ্রন্থটির সর্বশুদ্ধ ৪টি পাঠান্তর পাওয়া যায়। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে প্রায় ৩০,০০০ পংক্তি রয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও এই কাব্যের দৈর্ঘ্য বিরক্তিকর নয় বলে সেণ্টসব্যারী[১০] প্রমুখ অনেক সমালোচক মন্তব্য করেছেন; কাব্যগ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য

'earthly love falls, the love of our Lady dies not'

লেয়ামন ক্রটাস এবং আর্থারকে ইংল্যাণ্ডের জাতীয় নায়ক পদে বৃত করেছেন, Wace-রচিত ইতিহাসকেই মূলতঃ কাব্যগাথায় রূপান্তরিত করলেও এই কাহিনী-কাব্যের একটি নিজস্ব স্বাদ পাওয়া যায়। লেয়ামন সম্বন্ধে সমালোচকের উক্তি খুবই প্রণিধানযোগ্য : He was at once the last of the scops and first of the English trouveres ,[১১] এবং ব্য সাহেবও লেয়ামন সম্বন্ধে খুব সুন্দর উক্তি করেছেন এই বলে, 'He is more than a translator , he is a poet and his effects are the effects of conscious art.'

সব দেশের সাহিত্যেই অতীন্দ্রিয়বাদ একটি বিশেষ অধ্যায়—ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসেও এমন কয়েকজনের সাক্ষাৎ মেলে যাঁরা প্রকৃতই 'মিষ্টিক' বিশেষণে ভূষিত হবার যোগ্য। ব্য সাহেব রিচার্ড রলেকে ইংরেজী সাহিত্যে মিষ্টিক ভাবধারার প্রথম সাহিত্যিক বলে চিহ্নিত করেছেন। রল নিজে তাঁর অনুভূতি সম্বন্ধে জানাচ্ছেন, 'Suddenly I felt a merry and unknown heat in me···· and thenceforth for fullness of inward sweetness I burst out singing' , রল-এর জীবনী যতদূর জানা যায়, তিনি ১৩০০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৪৯ খৃঃ দেহত্যাগ করেন। কৈশোরেই গৃহত্যাগ করে তিনি প্রায় সমস্ত জীবনই নিরালায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেছেন। 'Prick of Conscience' তাঁর রচনা বলে অনেকে অনুমান করেন, যদিও গবেষকরা এ বিষয়ে এখনো নিঃসন্দেহ নন। কিন্তু একথা সত্য, রল-এর যা লেখা উদ্ধার করা হয়েছে তার থেকে তাঁর বৈশিষ্ট্য অন্যান্য সকলের চাইতে সহজেই ধরা পড়ে। মিষ্টিক ভাবধারার পথিকৃৎ বলে তাকে যে চিহ্নিত করা হয়েছে অন্তত সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। আর একটি বিশিষ্ট রচনা 'The Owl and the Nightingale' কিছু পূর্বের রচনা, দুটি পাখির কথাবার্তা খুবই জীবন্ত এবং উত্তেজক। নাইটিঙ্গেল পাখি মানুষী প্রেমের গান গায়, এই হচ্ছে পেঁচার অভিযোগ ; আর নাইটিঙ্গেলের ধারণা, পেঁচা হচ্ছে জীবনে অশুভ ইঙ্গিত বহন করে আনে। যাই হোক, রচনাটির মধ্য দিয়ে একটি প্রতীকী (বলা যেতে পারে সর্বপ্রথম allegory) ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে— একদিকে আনন্দ ও জীবনকে উপভোগ করার স্পৃহা, অন্যদিকে বিষাদ ও সংযম। এই সময়ের অন্তবর্তীকালে কিছু কিছু লিরিক, বিশেষ করে গান,

লেখা হইয়াছিল—Laurence Minot নামে একজন কবির নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

চ্যসারের পূর্ব ও সমকালের যে ক'জন লেখক ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলেন গদ্যলেখক John Wyclif, অক্সফোর্ডের অধ্যাপক, দুখণ্ড 'Sermons' লিখেছেন যিনি এবং পণ্ডিত বলে যাঁর ছিল অসাধারণ খ্যাতি। সর্বপ্রথম তিনি বাইবেলের অনুবাদ শুরু করেন—সেই থেকে 'Wyclif Bible' কথাটি পরিচিত। কবি দুজন হলেন William Langland ও John Gower; ল্যাংল্যাণ্ডের Piers Plowman সাহিত্যে বিখ্যাত গ্রন্থ—এই কবি সম্বন্ধে বলা হয়েছে last noteworthy writer of alliterative verse'—একটি স্বপ্নমঙ্গলের কাহিনী। মেষচালক স্বপ্নে যে সব ঘটনা দেখেছে তাই বিধৃত করেছে, শেষ বক্তব্য এই যে 'man's chief duty is to seek truth'; এই গ্রন্থটির সঙ্গে আরো দুটি আখ্যায়িকা যুক্ত হয়ে আছে 'The Marriage of the Lady Meed এবং 'The Confession of the Seven Deadly Sins', কবি ল্যাংল্যাণ্ডের জীবনকাহিনী বিশেষ জানা যায় না, আনুমানিক ১৩৩২ থেকে ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দ হচ্ছে তাঁর সময়কাল। সম্ভবত তিনি আর একটি কাব্যও রচনা করেছিলেন, রাজা দ্বিতীয় রিচার্ডের কার্যকলাপের প্রতিবাদ স্বরূপ, Richard the Redeless; কিন্তু মূলত Piers Plowman এর জন্যই তিনি বিশিষ্ট হয়ে আছেন। জনসাধারণের প্রতি কবির আন্তরিক মমতা থেকেই এই কবিতার সৃষ্টি। অনেকে এই কাব্যকে বলেছেন 'an allegory of life' এবং এই রচনাই 'a great poem which appealed directly to the common people' (Long). এই দীর্ঘ কবিতাটিতে অনেক কবিরই হাত আছে এমন সন্দেহ করা হয়, কিন্তু ১৩৬২ খ্রীঃ প্রকাশিত এই কাব্যের প্রথম ১৮০০ পংক্তি ল্যাংল্যাণ্ডের এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জন গাওয়ার পরিশ্রমী লেখক, তাঁর রচিত Vox Clamantis (Sound unknown) বিশিষ্ট রচনা। ওয়াট টাইলারের নেতৃত্বে যে কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল গাওয়ার তা নিজে চোখে দেখেছেন; ভীত এবং ক্ষুব্ধ কবি সেই বিদ্রোহের চিত্র এঁকেছেন। তাঁর ইংরেজিতে লেখা Confessio Amantis মামুলি রচনা। চ্যসার গাওয়ার-এর sense of moralityকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন; চ্যসার তাঁকে 'moral

Gower' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন, সমালোচকদের অভিমত 'his writings are what Chaucer's might have been without Chaucer's genius'. স্কচ লেখক জন বারবুর (John Barbour) এর Bruce জনপ্রিয় গ্রন্থ, জাতীয় কাব্যের মর্যাদা লাভ করেছিল কবির জীবিতকালেই।

এছাড়া দুটি সুন্দর কাব্য হচ্ছে 'Sir Gawayn and the Grene Knyght' এবং 'The Pearl'[১২], এই দুটি রচনা বিষয়বস্তুতে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথমটি মধ্যযুগীয় রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত, দ্বিতীয়টি অপূর্ব লিরিকধর্মী। পার্ল হচ্ছে কবিকন্যা। হারিয়ে-যাওয়া শিশুকে কবি খুঁজে পেয়েছেন স্বপ্নের মধ্যে। শিশু তার নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছে, abode of God-এ, রয়েছে চির আনন্দে। 'Pearl' কাব্যগ্রন্থটির প্রকৃত রচয়িতা কে এ বিষয় নিয়ে হাল আমলে বেশ কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অকৃলিভ-উল্লেখিত Massey নামক এক ব্যক্তি যে কবিক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং তিনিই যে 'Pearl' এর সম্ভাব্য রচয়িতা একথা গবেষকদের কেউ কেউ মনে করছেন। [উৎসাহী পাঠক The Review of English Studies, Oxford, Feb. 1977 pp 49-56 দেখতে পারেন।]

সংযোজন ১. রোমান্স : ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে 'রোমান্স' কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইংরেজী 'romance' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'romanice' থেকে, যার অর্থ অনেকটা 'in the Roman manner'; ভাষার ইতিহাসে জানা যায় যে রোমান্স ভাষা-গোষ্ঠী ইউরোপীয় আধুনিক কয়েকটি ভাষার জনকস্থানীয়। পরবর্তীকালে, রোমান্স ভাষার সঙ্গে প্রাচীন ফরাসী ভাষা প্রায় একাত্ম হয়ে যায় যে জন্য এক বলা হ'ত 'langue romane' [Oxford French Dictionary]।

জিওফ্রে অব মনমাউথ এর রচনাবলীর মধ্য দিয়েই আমরা সর্বপ্রথম আর্থার এর বীরত্বকাহিনীর কথা সুস্পষ্টভাবে জানতে পারি তার Historia Regum Britanniae (1137 A. D.) গ্রন্থে, সমকালেই একজন ফরাসী লেখক Chretien de Troyes (1160-90) রোমান্সধর্মী রচনার জন্য প্রখ্যাত হয়েছিলেন। অবশ্য জিওফ্রে অব মনমাউথের পূর্বে নেনিয়াস (Nennius,

800 A.D. approx.) আর্থার-এর উল্লেখ করেছেন, তবে তাকে রাজার মর্যাদা দেন নি। একথা সর্ববাদীসম্মত যে রাজা আর্থার-এর কাহিনীর মূল উৎস কেল্টিক গাথা, কথা ও কাহিনী। কেল্টরা গল্প ভালোবাসত এবং নানা কাহিনী তাদের মুখে মুখে ছড়াত—বলা বাহুল্য, আর্থার-এর কাহিনী তাই কেল্টদের বংশপরম্পরায় ছড়াবার ফলে পরবর্তীকালে তা সাহিত্যের উপাদানে পরিণত হ'ল। ইংরেজী ভাষায় লেয়ামন তাঁর ব্রুট (Brut) কাব্যে আর্থারকে ধরে রেখেছেন।

রোমান্সের মধ্যে মানবজীবনের দুটি প্রধান লক্ষণ অনুভূত হয়—প্রেম এবং বীরত্ব। বীরত্ব অর্থে, অ্যাডভেঞ্চারের মধ্য দিয়ে নায়ক তার বীরোচিত কার্যকলাপের সাক্ষ্য রেখে যাবে। [উত্তর ইটালীতে একটি ক্যাথিড্রালে রোমান্স শিল্পের নিদর্শন থেকে অনেকে দাবী করেন যে রোমান্সের জন্মভূমি ইট্যালীও হতে পারে]। একদিকে যেমন Lancelot এবং Guinevere, Tristan এবং Iseult-এর প্রেমকাহিনী আমাদের আকর্ষণ করে, তেমনি Alexander বা Richard the Lion-hearted-এর কাহিনী আমরা সমান আগ্রহের সঙ্গে শুনি। দ্বাদশ শতাব্দীতে রোমান্সগুলির সূত্রপাত হ'লেও চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এর সৃষ্টিশীল ধারা অব্যাহত ছিল।

বিষয়বস্তু অনুসারে এবং রচনার পর্যায়ক্রমে রোমান্সগুলিকে কতগুলি শাখায় বিভক্ত করেছেন সাহিত্যের ভাষ্যকারগণ, যেমন :

ক. Matter of England : এখানে আমরা King Horn বা Havelok the Dane-এর সাক্ষাৎ পাই।

খ. Matter of Rome : গ্রীকদের বীর Alexander-এর কাহিনী ল্যাটিনে অনূদিত হয়। King Alisaunder এবং ট্রয়ের পতনকাহিনীও রোমান্সে রূপান্তরিত হয়েছে। Benoit de Sainte-More রচিত Roman de Troie (সম্ভাব্য রচনাকাল ১১৫০-৬০ খ্রীঃ) এই জাতীয় কাহিনীর সুন্দর নিদর্শন। উইলিয়াম জে. লঙ জানাচ্ছেন, এই সব কাহিনীর সঙ্গে প্রাচ্যদেশীয় কিছু কিছু কাহিনীরও মিশ্রণ ঘটেছিল। ইংরেজী কাব্যে এর সুন্দর প্রতিফলন ঘটেছে।

গ. Matter of France : রোমান্স বিষয়ে একশ'টির বেশী কবিতা

সংকলিত হয়েছে ফরাসী ভাষায়। Charlemagne বহু ফরাসী রোমান্স কাহিনীর নায়ক। সবচেয়ে পরিচিত এবং বিখ্যাত হচ্ছে অবশ্য Chanson de Roland, রোমান্স কাহিনীর প্রতীক হিসেবে এটি সাহিত্যের ইতিহাসে পরিগণিত হয়ে আসছে। নানাভাবে ইংরেজ কবিগণ এই কাহিনীর কাছে ঋণী।

ঘ. Matter of Britain : এখানে লক্ষণীয় যে, Matter of England এবং Matter of Britain-এর রোমান্সগুলির কাহিনীর উৎপত্তি ও সূত্র বিষয়ে পার্থক্য হেতু দু'টি পৃথক শ্রেণীতে সাহিত্যের ইতিহাসকার এদের বিভক্ত করেছেন। এই পর্যায়ে Arthur, Merlin, Gawain ইত্যাদি প্রাধান্য লাভ করেছে।

ঙ. Non-cycle Romance : চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী রোমান্সগুলিকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু ব্র্যা সাহেব non-cycle Romance বলে একটি পৃথক শ্রেণীর নির্দেশ দিয়েছেন—এর মধ্যে Floris এবং Blauncheflour, Ipomedon, Sir Eglamour—এদের কাহিনী বেশী পরিচিত।

চ. Breton Lay : এই পর্যায়ে Emare, Sir Landeval ও Sir Degare এর কাহিনী রয়েছে।

এছাড়া fabliau জাতীয় বিবরণমূলক আখ্যানধর্মী রচনারও কিছু কিছু নিদর্শন তৎকালের সাহিত্যে পাওয়া যায়, যার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে Dame Sirith.

তৎকালীন বিখ্যাত গ্রন্থ কার্সর মান্ডিতে রোমান্স বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে 'And romaunce rede in diverse manere' এভাবে 'cycle of romance'-গুলির বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন গ্রন্থে।

সংযোজন ২ : সেকালের গদ্যরচনার মধ্যে Travels of Sir John Mandeville অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এগারোটি ভাষায় এই বই অনূদিত হয়েছিল এবং প্রায় পাঁচশ বছর পরে গবেষকদের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ জানা গেল, স্যার জন কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিই ছিলেন না। সম্ভব অসম্ভব মিলিয়ে, ইতিহাস ভূগোল রূপকথা এবং অবাস্তব জগৎকে মিশিয়ে.

দিয়ে লেখক এক আশ্চর্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। জেরুসালেম যাবার নাম করে ভারতবর্ষ এমন কি সুদূর চীন পর্যন্ত গল্পকার আমাদের নিয়ে গেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে নানা অবিশ্বাস্য এবং ভয়াল কাহিনী শুনিয়েছেন ওই ভ্রমণের মধ্য দিয়ে।

এছাড়া আর যাঁদের গদ্যলেখক হিসেবে নাম করতে হয় তাঁরা হলেন John Trevisa, তিনি ছিলেন সুখ্যাত অনুবাদক, এবং Thomas Usk, যিনি বন্দীদশায় লিখেছিলেন Testament of Love. এই গ্রন্থটির স্বকীয় মূল্য ততটা নেই। ল্যাংল্যাণ্ড এবং চসারের কাহিনীকে তিনি স্থানে স্থানে গ্রহণ করেছেন বলে যে যোক্ত দুজন প্রখ্যাত লেখকের রচনার সন তারিখ পাওয়া যায় Usk-এর বই থেকে। সে হিসেবে সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থের মূল্য রয়েছে বৈকি!

জন উইক্লিফ (John Wyclif) একটি পরিচিত নাম, পণ্ডিতদের অগ্রগণ্য, থিওলজি বিষয়ে যাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনিই সর্বপ্রথম বিপ্লবী কথা শুনিয়েছিলেন, 'Church has no concern with temporal matters'; ল্যাটিনে রচিত তাঁর দু'টি গ্রন্থ De Domino Divinio এবং De Civili Domino আমাদের কাছে জরুরি। এই গ্রন্থ দু'টির মূল কথা হচ্ছে 'all temporal lordship is under the overlordship of God', উইক্লিফ-এর সমস্ত রচনাবলীই থিওলজি সংক্রান্ত। পূর্বে উল্লেখিত Wyclif Bible বলে যা পরিচিত তার সব উইক্লিফের রচনা নয়, কিছু তাঁর সহকর্মী, অনুরাগীবৃন্দ এবং শিষ্যস্থানীয় ব্যক্তিদের রচনা বলে মনে করা হয়। এই বাইবেলটির রচনায় ভাষার দুর্বলতা রয়েছে, তৎসত্ত্বেও সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ গ্রন্থটি ইংরেজী ভাষায় রূপান্তর করবার ফলে সাহিত্যের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

জন গাওয়ার-এর তিনটি রচনাই তিনটি বিভিন্ন ভাষায়। কৃষক বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত Vox Clamantis ল্যাটিনে, সেভেন ডেড্‌লী সিন্‌স বিষয়ে পরিকল্পিত Speculum Meditantis ফরাসী ভাষায় এবং Confessio Amantis ইংরেজীতে। তাঁর কাব্যে 'প্রেম' বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান পায় নি, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসপাঠে আমরা জানতে পারি, তিনি প্রায় পঞ্চাশটি

'balades' লিখেছিলেন—তার মধ্যে সম্ভবতঃ আঠারোটি 'বিবাহিত প্রেমিকদের' জন্য। এই ঘটনাটি বেশ মজার, বিশেষত তাঁর বন্ধু চ্যসার যখন তাঁকে 'moral Gower' বলে সম্বোধন করে চিরস্মরণীয় করে রেখে গেছেন।

১. There was poetry in England seven hundred years before the birth of Chaucer ; but it was not poetry in English. Kenneth Hopkins : English Poetry.

২. Charles W. Kennedy : Early English Christian Poetry.

৩. The development of old vernacular literature was arrested for nearly a hundred and fifty years after Hastings. A R. Waller : The Cambridge His. of Eng. Lit.

৪. H. E. Stowell : An Introduction to English Literature.

৫. Richard Morris : Old English Homilies.

৬. Hope Emily Allen, PMLA, Vol. xxxiii (1918) quoted in A. C. Baugh's 'A Literary History of England'.

৭. George Saintsbury : A Short History of English Literature.

৮. E Legouis and L. Cazamian : History of English Literature.

৯. Quoted from A. R. Waller, Cambridge History of English Literature.

১০. 'Enormous, but by no means tedious' : George Saintsbury ; একশত বৎসর পূর্বে গ্রন্থটি ড. রিচার্ড মরিস (Richard Morris) সম্পাদনা করেন।

১১. E. Legouis and L. Cazamian.

১২. একটি পাণ্ডুলিপিতে চারটি গ্রন্থ পাওয়া যায়, উল্লিখিত কাব্য দুটি ছাড়াও রয়েছে Purity এবং Patience।
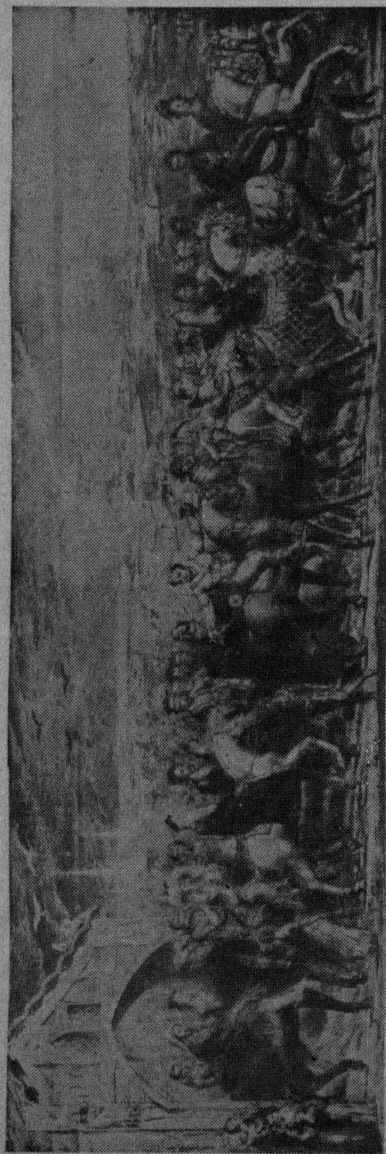
চ্যসারের 'কাণ্টারব্যারী টেলস্' এর তীর্থযাত্রীদল : ব্লেক-অঙ্কিত

জিওফ্রে চ্যসার ও তাঁর সমকাল

জিওফ্রে চ্যসারের মৃত্যুর পর ৫৭৭ বছর পেরিয়ে গেছে। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে বিগত পাঁচশত বছর ধরে চ্যসার-সমালোচনার আনুপূর্ব দলিল প্রকাশিত হয়েছে (১৯১৪ খৃ)। চ্যসার সোসাইটিকে ধন্যবাদ, (500 years of Chaucer Criticism) বহু সমালোচকের উৎসাহ ও গবেষণায় চ্যসারের কবিপ্রতিভার উন্মেষক্ষণকে বিংশ শতাব্দীর পাঠক নতুন পরিচয়ে বিস্মিত হলেন। এরই মধ্যে প্রথম সারির সমালোচকদের মধ্যে রয়েছেন জন ড্রাইডেন (John Dryden); সম্ভবত, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য সর্বপ্রথম তিনিই করেছেন চ্যসার প্রসঙ্গে। দেখা যাক একে একে তাঁর বক্তব্যগুলি:

ক. From Chaucer the purity of English tongue began; as he is the father cf English poetry, so I hcld him in the same degree cf veneration as the Grecians held Hcmer, or Romans Virgil. He is a perpetual fountain of good sense, learned in all sciences, খ. here is God's plenty', 'here' অর্থে চ্যসারের সমগ্র রচনাবলীতে, অথবা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে। গ. ক্যান্টারব্যারী টেল্‌স্‌ এর অপূর্ব চরিত্রগুলি সম্বন্ধে ড্রাইডেন বলেছেন: 'I see..... all the pilgrims of the Canterbury Tales as distinctly as if I had supped with them at the Tabard at Southwark'; [প্রসঙ্গত স্বীকার্য; উইলিয়াম ব্লেকও শুধু যে তীর্থযাত্রীদের ছবি এঁকেছেন তাই নয়, তাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করছেন, 'they are the physiognomies or lineaments of universal human life beyond which Nature never steps'; ব্লেক এ প্রসঙ্গে আরও মনে করেছেন চ্যসারের যুগ শুধুমাত্র চোদ্দশ' শতকের ইংল্যাণ্ড নয়—Every age is a Canterbury pilgrimage.] ঘ. Chaucer, I confess, is a rough diamond, and must first be polished ere he shines.

চ্যসারকে ইংল্যাণ্ডের প্রথম জাতীয় কবির সম্মান দেখনো হয়েছে। ড্রাইডেন

একথা সাহসিকতার সঙ্গে বলেছেন। তাঁরও পূর্বে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে জর্জ পুটেনহ্যাম (George Puttenham) চাসারকে ইংলণ্ডের প্রথম যুগের কবি বলেছেন এবং 'most renowned' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ড্রাইডেনের আত্মবিশ্বাস আরও দৃঢ়, তিনি হোমার ও ভার্জিলের সঙ্গে সমান আসন দাবী করেছেন চাসারের। একজন কবি সম্বন্ধে এর চেয়ে বড় সম্মান আর কী হতে পারে! তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য, যা ইংরেজী সাহিত্যের পটভূমিতে সম্ভবত আর মাত্র একজন সম্বন্ধেই প্রযোজ্য অর্থাৎ শেক্সপীয়ার প্রসঙ্গে, [পাঠক হিসাবে আর চাইবার বা কী আছে এই কবির কাছে!] here is God's plenty! ড্রাইডেনের শেষতম বক্তব্য, ভালো করে ঘষে নিলেই খাঁটী হীরকের দ্যুতি বুঝতে পারা যায় এবং চাসার হচ্ছেন খাঁটি হীরে। সম্ভবত ড্রাইডেনের সময় থেকেই চাসারের কবিখ্যাতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলো যদিও, তিনি যে তাঁর সমকালেও খ্যাতিবান কবি ছিলেন তা, ইউস্টাস দেশাম্‌স (Eustache Deschamps) টমাস উস্ক (Thomas Usk) বা জন গাওয়ার (John Gower) নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন।

আনুমানিক ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে একজন প্রতিপত্তিশালী মদ্যব্যবসায়ীর ঘরে জিওফে চাসার জন্মগ্রহণ করেন। গাই স্মিথ জানাচ্ছেন, চাসারের সমগ্র জীবন কেটেছে শতবর্ষ যুদ্ধের মধ্যে। আর দ্বিতীয় উল্লেখ্য ঘটনা হ'ল, ইউরোপের তিনজন বিরাট সাহিত্যপ্রতিভ ছিলেন তাঁর সমকালের। তাঁরা হলেন বোকাচ্চিও (Boccaccio), পেত্রার্ক (Petrarch) ও ফ্রওসার (Froissart)। ডেকামেরন লিখে বোকাচ্চিও বিখ্যাত হয়েছিলেন, পেত্রার্কের সনেট আজও কবিদের মনোহরণ করে। এবং ফরাসী গদ্যের অন্যতম প্রধান, অনেকের মতে পিতৃপুরুষ, হলেন ফ্রওসার। এঁদের রচনা সম্বন্ধে চাসারের শুধু কৌতূহল ছিল না, অনুশীলনও ছিল যথেষ্ট। চাসারের জীবনকাহিনী থেকে জানা যায়, ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা। এডওয়ার্ড দি থার্ড এর 'পেজ' নিযুক্ত হয়েছিলেন যৌবনে, রাণীর ফিলিপ্পা নামে এক সহচরীকে বিবাহ করেছিলেন, দ্বিতীয় রিচার্ডের বিবাহ উপলক্ষে কবিতা রচনা করেছিলেন (১৩৮২ খ্রীষ্টাব্দে, Parliament of Fowls)। একাধিকবার ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজকার্যে, দূত হিসেবেও, ভ্রমণ করেছিলেন; বিশেষ করে তাঁর ফরাসী দেশে

ও ইট্যালী ভ্রমণের আনুপূর্ব প্রভাব প্রথম দিকের রচনায় পাওয়া যায় বলে প্রায় অধিকাংশ সমালোচকরাই মন্তব্য করেছেন।[২] প্রৌঢ়কালে কাষ্টমস্ এর কনট্রোলার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন, সুদৃশ্য প্রাসাদোপম Aldgate Tower এ প্রায় রাজকীয় জীবন যাপন করতেন। জাষ্টিস অব দি পিস্ এবং কেণ্ট অঞ্চল থেকে পার্লামেণ্টের সদস্য পর্যন্ত হয়েছিলেন। শেষ কয়েকবছর সামান্য অর্থকষ্ট পেলেও প্রভূত সম্মান ও মর্যাদার মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। তাঁর সমকালের বহু লেখকই চসারকে 'my maister' অর্থাৎ 'my master' বলে সম্বোধন করে গেছেন। তাঁর চরিত্রে সম্বন্ধে উইলিয়াম ডানবার বলেছেন (William Dunbar) 'reverend Chaucere', তাঁর ভাষা সম্পর্কে জন স্কেলটন (John Skelton) এর উক্তি, 'pleasant easy and plain', ফিলিপ সিডনীর মত প্রখর ব্যক্তিত্বও তাঁর প্রসঙ্গে[৩] মন্তব্য করেছেন, 'he in that misty time could see so clearly' এবং সর্বশেষে তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্যার ফ্রান্সিস ব্যমণ্ট (Sir Francis Beaumont) স্পষ্টই বলেছেন, 'Chaucer's device of his Canterbury pilgrimage is merely his own'.

সুতরাং তাঁর সমকাল এবং অব্যবহিত পরবর্তীকালের সাহিত্যিকগণ চসারকে যে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, কবি হিসেবে তাঁকে যে সম্মান দিয়ে গেছেন তা থেকেই তাঁর রচনার মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব। এমনকি আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকরাও চসার বিষয়ে আলোচনা করেছেন, একজন তাঁর ভাষা সম্বন্ধে বলেছেন, 'Chaucer wrote his poem in the midland dialect of English, and that itself is significant. [John Thorn : A History of England.]

চসারের রচনাবলী তিনটি ভাগে উল্লেখিত হয়ে থাকে :

ক. ফরাসী প্রভাবজনিত খ. ইট্যালীয় প্রভাবজনিত গ. স্বকীয়।

প্রথম পর্যায়ে তাঁর রচনাবলী A B C নামে একটি কাব্য, Roman de la Rose-এর অনুবাদ, Compleynt to Pity, The Book of the Duchesse, ১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

খ. দ্বিতীয় পর্যায়ে The Lyf of Seint Cecile, The Compleint of Mars, The Assembly of Fowls, Palamon and Arcite, A

Compleint to his Lady, The Compleint of Anelida, Boethius এর অনুবাদ, Troilus and Cressida, The House of Fame, ১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

গ. The Legend of Good Women, The Canterbury Tales, A Treatise on Astrolabe (গদ্যরচনা—পুত্রকে শিক্ষাদানের জন্য নক্ষত্রবিদ্যা-বিষয়ক রচনা) Compleint of Venus, Compleint to his Purse—১৩৯৯ পর্যন্ত। ১৪০০ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু।

এছাড়াও কিছু কিছু রচনা চ্যসারের নামে চলে এসেছে, যদিও গবেষকরা সেগুলির 'পর বিশেষ গুরুত্ব অরোপ করেন নি। গদ্য রচনা এবং অনুবাদ মিলিয়ে প্রায় আঠারোটি গ্রন্থের লেখক হলেও মুখ্যত কাণ্টারব্যারী টেলস্ এর কবি হিসেবেই চ্যসার স্বীকৃতি লাভ করেছেন। সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থটি না পড়লেও এর প্রোলোগ (Prologue) অংশটুকু প্রায় সকল কাব্যপাঠকই পড়েছেন। অনেকে অনুমান করেছেন যে বোকাচ্চিওর ডেকামেরন (Decameron) গ্রন্থ কাণ্টারব্যারী টেলস লেখবার সময় চ্যসারকে অনুপ্রাণিত করেছে, কিন্তু ওয়ালটার স্কীট (Walter Skeat) জানাচ্ছেন[৪] যে এ ধারণা সঠিক নয়, কেন না চ্যসার তাঁর কাব্যগ্রন্থে সম্পূর্ণ নূতন এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

কাব্যটির শুরুতে কবি বলছেন, এপ্রিল মাসে একদিন সাউদওয়ের্কএ ট্যাবার্ড সরাইখানায় তিনি যখন কাণ্টারব্যারীতে তীর্থযাত্রায় যাবেন বলে বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন এমন সময় রাত্রিবেলা উনত্রিশজন লোকের একটি দল সেখানে উপস্থিত হ'ল। তারা সবাই যাবেন তীর্থযাত্রায়, কাণ্টারব্যারীতে। সবশুদ্ধ ৮৫৮ পংক্তির প্রোলোগটিতে মূল কাব্যগ্রন্থের পরিকল্পনা অতি নিপুণভাবে বিবৃত করেছেন কবি। সহজ পরিচ্ছন্ন ভাষায় সমগ্র বর্ণনাটি ছবির মত পাঠককে আবিষ্ট করে। 'The vocabulary, syntax and tone of the prologue', লিখছেন একজন সমালোচক[৫] 'are, on the whole, colloquial, the style is plain. This poetry, a poetry that is almost prose, often seems to us no poetry at all, for it has none of those half-tones in its imagery, none of the splendid hyperbole of the Elizabethan stage'; যদিও অলঙ্কারবিহীন তাঁর রচনা, তবুও ভাষার

সৌন্দর্য কেউ উপেক্ষা করতে পারেন নি—তাঁর 'naive artistry' প্রসঙ্গে সমকালের কবি এবং চ্যসারের গুণগ্রাহী টমাস অকলিভ বলেছেন, 'the swetness / of rethoric for unto Tullius[৬]/ was never man so like amonges us'.

ঠিক হল তীর্থযাত্রীরা সবাই, যাত্রাপথের কষ্ট লাঘব করবার জন্য, আসা যাওয়ার পথে দুটি দুটি করে গল্প বলবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবগুলি গল্প বলা হয় নি। যা বলা হয়েছে তাতেই চ্যসার চিরকালীন, ভাস্বর হয়ে রয়েছেন। এই গল্পগুলির থেকেও চমকপ্রদ হচ্ছে যাঁরা গল্প বলেছেন তাঁদের চরিত্র বর্ণনা। বিংশ শতাব্দীর উপন্যাসকারের দৃষ্টি দিয়ে যেন জিওফ্রে এইসব চরিত্রগুলিকে নিপুণভাবে ফুটিয়েছেন। নাইট, মিলার, ওয়াইফ অব বাথ প্রভৃতি চরিত্রগুলি চিরকালের সৃষ্টি, জীবন্ত—তারা যেন আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, এতই প্রত্যক্ষ। একজন বিশিষ্ট চ্যসার-গবেষক[৭] বলেছেন, 'What a canvas it was in 1387, and how frankly Chaucer utilized all its possibilities ....Nowhere within so brief a compass can we realize either the life of the fourteenth century on one hand, or on the other that dramatic power in which Chaucer stands second only to Shakespeare among English poets .....There is no such story as this in all mediaeval literature, no such wonderful gallery of finished portraits, nor any drama so true both to common life and to perfect art. He took the living man day by day, each in his simplest and most striking characteristics', চ্যসারের মহাকাব্য-সদৃশ গ্রন্থ সম্বন্ধে এই বর্ণনাটুকুর মধ্যে প্রায় সব কথাই বলা হয়েছে, সংক্ষিপ্তভাবে। প্রায় ছ'শ বছর আগে রচিত এই কাব্যগ্রন্থ আজকের দিনেও আমাদের কাছে আধুনিক; শিল্পবোধ, সমাজবোধ ও মনস্তত্ত্বের এক নিগূঢ় সম্বন্ধবাচক সত্য-নির্ণয়ে চ্যসারের কাব্য আজও পাঠককে সমানভাবে আকর্ষণ করে।

কান্টারবারী টেলস্ ব্যতীত অন্য যে কাব্যকে চ্যসার-গবেষকরা মূল্য দিয়ে থাকেন তা হচ্ছে ট্রয়লাস অ্যাণ্ড ক্রেসিডা (ট্রয়লাস ও ক্রাইসেডি : Troilus and

Criseyde) ; এটি গ্রীক পুরাণের নায়ক-নায়িকার বিয়োগান্ত কাহিনী যা বহু কবি তাঁদের কাব্যের স্থানে স্থানে উদ্ধৃতি স্বরূপ ব্যবহার করেছেন। শেকস্‌পীয়ার ত' পূর্ণাঙ্গ নাটকই লিখেছেন। চ্যসার এই পুরাতন কাহিনীকে পাঁচটি খণ্ডে রচনা করেছেন, উপন্যাস-সদৃশ এর আয়তন। চ্যসার-ব্যাখ্যাতা নেভিল কগ্‌হিল (Nevill Coghill) বলেছেন, 'it is his greatest poem' ; কাণ্টারব্যারি টেল্‌স, চ্যসারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, অসম্পূর্ণ। অথচ, কগ্‌হিল বলছেন, ট্রয়লাস এ্যাণ্ড ক্রেসিডা সংগতিপূর্ণ ও সুসমঞ্জস।[৮] অবশ্য উনি তাঁর বক্তব্যে এই কাব্যটিকে যে কাণ্টারব্যারী টেলস্ এর চেয়েও আবেদনে গভীরতর বলেছেন তা বিচার্য বিষয়। তবে তিনি একে যখন 'most beautiful long poem in the English language' বলেছেন, তখন এবিষয়ে অনেকেই হয়ত একমত হবেন।

কবিতা রচনার তারিখ উদ্ধার করা হয়েছে কাব্যটির দুটি বিভিন্ন পংক্তি থেকে। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় internal evidence ; একটি স্থানে 'A' অক্ষর[৯] থাকায় রাণী এ্যান্ এর বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে ১৩৮২ খ্রী', আবার অন্যত্র 'Saturne, and Jove in Cancro joyned were' এমন বক্তব্য থাকাতে, নক্ষত্রবিজ্ঞান অনুযায়ী, ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দ মনে করা হচ্ছে। সুতরাং, এই কাব্যটি চ্যসারের মধ্যযুগের লেখা। কাহিনীটি যদিও মধ্যযুগের শুরু থেকে চলে আসছে তথাপি জিওফ্রে অব মনমাউথই সর্বপ্রথম বলেন, অ্যালবিয়ন (Albion, ইংল্যাণ্ডের পূর্ব নাম—কবিরাই বেশী ব্যবহার করেছেন) ট্রয়ের যুবরাজ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। সেই থেকে গ্রীক সাহিত্যে ও সংস্কৃতির সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সম্পর্ক স্থাপিত হ'ল। নানাদেশের কবিরা এই কাহিনীকে নিয়ে কবিতা লিখলেও বোকাচ্চিওর কাহিনী ইল্ ফিলোষ্ট্রাটে (Il Filostrato) জনপ্রিয়তা অর্জন করে। চ্যসার তাঁর কাহিনীর জন্য সরাসরি বোকাচ্চিওর কাছে ঋণী।

বোকাচ্চিওর কাহিনী থেকে চ্যসার কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন চরিত্র-চিত্রনের ব্যাপারে, কিন্তু ট্রয়লাস ও ক্রেসিডার প্রেম অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। প্রেমের গভীরতা, তীব্রতা ও ট্রয়লাসের বেদনার আর্তি কাব্যের মধ্যপাদে রসের উৎকর্ষ সাধন করেছে। এই বিয়োগান্ত কাহিনী কোনখানেই মেলোড্রামায় পর্যবসিত হয় নি। ট্রয়লাসের কাছে ক্রেসিডা স্বর্গের

প্রতীক —প্রেমের কল্পনায় চ্যসার অন্য কোন কবির চেয়ে কম হৃদয়বান নন। পঞ্চম সর্গে (Book V) ট্রয়লাস ক্রেসিডার বিরহ সহ্য করতে যে পারছেন না তার বর্ণনা :

the sorrow
I undergo I cannot long endure
I feel I shall not live until t morrow[10].

এই সহজ স্বীকৃতিতে সমালোচকের বক্তব্য[11] মেনে নিতে ইচ্ছে হয়। তিনি বলেছেন, এই কাব্য শুধুমাত্র 'full and finished romance' এর নিদর্শন নয়, এর মধ্যে রয়েছে অপূর্ব বর্ণনা, নাটকীয়তা এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত। প্যাণ্ডারাস চরিত্রটি নাটকের মুখ্য পার্শ্ব চরিত্র এবং কগহিল এই প্যাণ্ডারাস চরিত্রটিকে শেক্সপীয়ার বা ডিকেন্সের যে কোন স্মরণীয় চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[12] ইংরেজীতে 'go-between' যুগ্ম শব্দটি Pandarus এর কার্যকলাপ থেকেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কাব্যের শেষ অংশটি (palinode) ঐশ্বর্যে ও মহত্ত্বে অতুলনীয়, বর্ণনার গাম্ভীর্যে ও ঔদার্যে, স্বর্গীয় সুষমায় প্রথম শ্রেণীর বিয়োগান্ত নাটকের সমতুল্য :

Go little book go little tragedy,
Where God may send thy maker

এই শেষ অংশেই তাঁর সমকালীন গাওয়ার (Gower) কে কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করে বলেছেন :

O moral Gower, I dedicate this book
To you.... .....

এবং truthfast Christ এর প্রতি শেষ সাত পংক্তি উৎসর্গ করেছেন : তাঁকে বলেছেন incomprehensible, all comprehending 'Amen', এই বলে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিয়োগান্ত কাব্যটি শেষ করেছেন।

ওয়াল্টার স্কীট্ (Walter W. Skeat) চ্যসারের ব্যাকরণ[13] সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য আমাদের সামনে রেখেছেন— যেমন ক. শেষ সিলেবল্ -e, -ed, -en, -es এগুলি সবসময়ই পৃথক সিলেবল্ হিসেবে পরিগণিত হবে। অবশ্য চ্যসারের সময় থেকেই এই নিয়মটি বদলাতে শুরু করছিল। খ. কোন শব্দের

dative case বোঝাত -e যুক্ত করে, যেমন Prologue এর শুরুতেই রয়েছে

Whan the Aprille with his shoures sote
The droghte of Marche hath perced to the rote[১৪] etc.

(Skeat Edition)

দু'টি পংক্তিতেই ক এবং খ এই দু'টি নিয়মের উদাহরণ পাচ্ছি। গ. Strong verb ও weak verb সম্বন্ধে স্কীট সাহেব কিছু নিয়ম বিবৃত করেছেন ; Strong verb-এর ক্ষেত্রে past participle -en বা -e তে শেষ হচ্ছে, এবং weak verb-এর সময় -e, -de, -te, -ede ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে। ঘ. ক্রিয়াপদের inflections, বিশেষ করে ending -en, -e লক্ষ্যণীয়।

চ্যসারের সরসতা বোধ, কৌতুকপ্রিয়তা যাকে আমরা innocent humour বলি, এককথায় অতুলনীয়। মিলার এবং ওয়াইফ্ অব্ বাথ দুটি এদিক থেকে অমর চরিত্র। তার গল্পবলার 'সময়' (turn) আসবার আগেই মিলার চেঁচামেচি শুরু করে দিল—তার গল্প লোককে আগে শুনতে হবে। অন্যান্য তীর্থযাত্রীরা তার পানাসক্তি সম্বন্ধে কানাঘুষো করাতে মিলার উত্তেজিতভাবে বলতে শুরু করল :

'all the same.
But first I make a protestatioun
That I am drunk'.

ওয়াইফ অব বাথের জীবনদর্শন হচ্ছে :

God bade us for to wax and multiply.

এবং চ্যসারের বিবরণ অনুযায়ী ভদ্রমহিলার পরিচয় হচ্ছে :

The good wife tells how she had outlived five husbands, and proclaims her readiness for a sixth.[১৫]

এই সরস কৌতুক, অল্প কথায় এর মাধুর্য সাহিত্যে সার্বজনীনতা দাবী করে।

[চ্যসারের বাস্তবতার মধ্যে আধুনিক কালের যে পদচিহ্ন দেখা যায় সে বিষয়ে বেশ কিছু গবেষক সার্থক ইঙ্গিত দিয়েছেন, সম্প্রতি এই বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে : Medieval and Modern in Chaucer's Troilus and Criseyde by James I Wimsatt : PMLA,

New York, March 1977. একজন সমালোচক চ্যসারের রচনায় ইংরেজী সাহিত্যের পটভূমিতে সর্বপ্রথম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ইঙ্গিত পেয়েছেন।]

ইংলিশ চ্যসেরিয়ানস্

চ্যসারের সমকালেই তাঁর রচনা যে জনপ্রিয় হয়েছিল সেকথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে তাই আমরা 'স্কটিশ চ্যসেরিয়ানস্' কথাটি পেয়েছি, কিন্তু খাস ইংল্যাণ্ডের মাটিতেই বহু কবি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এ ত' আমাদের অজানা নয়। কেম্‌ব্রিজ হিস্টরী অব্ ইংলিশ লিটারেচারের একটি পুরো অধ্যায় লিখেছেন জর্জ সেণ্টসব্যারী 'ইংলিশ চাসেরিয়ানদের সম্পর্কে।[১৬] চ্যসার-পরবর্তী ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ চ্যসারের সঙ্গে সঙ্গেই আরো দুজনের নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করতেন, তা' এ কারণে নয় যে তাঁরা চ্যসারের মতই সমান প্রতিভাশালী। কিন্তু এই তিনজন সাহিত্যিকের যৌথ অবদান ইংরেজী সাহিত্যকে একটি শক্তিশালী ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড় করিয়েছিল।[১৭] এঁরা হচ্ছেন জন গাওয়ার ও জন লিডগেট। জন গাওয়ারের কথা আগেই বলা হয়েছে যাঁর প্রতি চ্যসারের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল অক্ষুণ্ণ। লিড্‌গেট তাঁর রচনায় চ্যসারকে তাঁর শিক্ষক বলতে দ্বিধা করেন নি, 'his mayster Chaucer'; সর্বসাকুল্যে ১৪০,০০০ পংক্তি কবিতা লিখে গেছেন।[১৮] তাঁর গ্রন্থগুলি The Temple of Glass, Tale of Troy (Troy Book), The Story of Thebes, Falls of Princes, The Pilgrimage of Man,[১৯] The Assembly of Gods, Saints' Lives [St. Margaret, St. Austin, Our Lady প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মীয় শহীদদের জীবনী সম্বলিত]; তাঁর কাব্যপ্রতিভার স্বকীয়ত্ব নেই, রচনাকুশলতায় তাঁকে কোনভাবেই চ্যসারের কাছাকাছিও ধরা যায় না, অথচ চ্যসারের সমকালে তাঁর পরিচিতি ছিল যথেষ্ট। তবে তাঁর একটি ছোট কবিতা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে, 'the lively little poem "London Lickpenny", যেখানে শহুরে সমাজের বা রীতিনীতির চমকপ্রদ বিবরণ রয়েছে। কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করা যাক :

To Westmyster ward I forthwith went,
To a man of law to make complaynt,
I sayd, "For Mary's love, that holy saynt
Pity the poore that would procede" ;
But for lack of mony I cold not spede.[২০]

এবং প্রায় প্রতিটি স্তবকের শেষেই refrain এর মত বলেছেন, 'for lack of mony I myght not spede'—এ রচনাটি তৎকালীন শহরের সমাজচিত্রকে সুন্দর ফুটিয়ে তোলে—যেন কোথাও চসারের উত্তরীয়ের বাতাস লিডগেটকে স্পর্শ করেছে বলে মনে হয়। লিডগেটের রচনার বিস্তীর্ণ পরিধি সম্পর্কে এরূপ বিবরণ রয়েছে :

'Lydgate wrote also devotional, philosophical, scientific, historical and occasional poems, besides allegories, fables and moral romances'.[২১] অবশ্য তাঁর অনেক রচনা নিয়েই আধুনিক গবেষক কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। Ritson[২২] সংকলিত গ্রন্থে লিডগেট-রচিত কাব্যগুলির বিবিধ রচনাবলী বহু পৃষ্ঠা জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে—হয়তো সে কারণেই, এই বিরাট রচনাবলী একই ব্যক্তির পক্ষে রচনা করা সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয়। জন লিডগেট-এর আনুমানিক জন্মকাল ১৩৭০, অক্সফোর্ড-এ শিক্ষাপ্রাপ্ত [পরবর্তীকালে ফরাসী দেশ ও ইট্যালীতেও অধ্যয়ন করেছেন।] এই পণ্ডিতাগ্রগণ্য পুরুষ কবিতা লেখার নেশায় সারা জীবন মশগুল থেকে ১৪৫১ খ্রীঃ দেহত্যাগ করেন। চসারের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার কথা সাহিত্যে স্মরণীয়।

The Story of Thebes[২৩] কাব্য শুরু হয়েছে চসারের ক্যান্টারবেরী টেলস্-এর পূর্বোভাগের আংশিক অনুকরণে। এছাড়া এই কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ক্যান্টারবেরী টেলস্ কাব্যের শুধু উল্লেখ নয়, বহু কিছুই বিবৃত হয়েছে—প্রায় ৬০-৬৫ পংক্তি জুড়ে; মনে হয় যেন ইচ্ছে করেই কবি চসারের এই অমর কাব্যের অংশটুকু তাঁর নিজের কবিতায় অন্তর্ভুক্ত করে রাখতে চেয়েছেন।

লিডগেটের নামের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে রয়েছে টমাস অক্লিভের নাম। এই নামটি নিয়ে বেশ মজার উল্লেখ রয়েছে সাহিত্যের ইতিহাসে। মজা এই যে

নামটির দু'টি অংশই Hock- (অথবা Ock) এবং -cleve (অথবা cliff), একটি prefix এবং অন্যটি suffix হিসেবে দক্ষিণ এবং মধ্য ইংল্যাণ্ড জুড়ে একদা ব্যবহৃত হ'ত এবং লিড্‌গেটের নামের মতই এঁর নামও একটি বিশেষ জায়গার নামের অনুরূপ। চ্যসারের প্রতি অকলিভেরও দুর্বলতা ছিল অসীম। তাঁর Regiment of Princes (Regement of Princes : Burrow) কাব্যে চ্যসারকে 'mi maister Chaucer' আবার 'deere maister'[২৪] ইত্যাদি নানাবিধ বিশেষণে ভূষিত করছেন। চ্যসারের মৃত্যুর পর তিনি যে কবিতা লিখেছিলেন তাতে কবি সবিনয়ে বলছেন 'But I was dulle' এবং চ্যসারের কাছ থেকে সামান্যই শিখেছেন বা কিছুই শিখতে পারেন নি এবং সর্বশেষে প্রার্থনা জানাচ্ছেন 'God thy soule reste,' বয়সে অকলিভ লিড্‌গেটের থেকে দু'বছরের বড়, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে নানাবিধ কারণেই লিড্‌গেটকে বেশী মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অথচ আমার ধারণা, এক বিষয়ে অকলিভের অবদান সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় নতুন এবং খুবই উল্লেখ্য। তা হচ্ছে, অকলিভের রচনায় 'autobiographical element' : কেউ কেউ ডায়েরীর রচয়িতা স্যামুয়েল পেপিস-এর (Samuel Pepys) সঙ্গে তাঁর তুলনা করেছেন। উল্লেখিত গ্রন্থ ছাড়াও Complaint, Dialogue, Emperor Jereslaus's Wife এবং Jonathas তাঁর রচনা বলে স্বীকৃত। প্রথম দুটি আত্মজীবনীমূলক, দ্বিতীয় দু'টি গ্রন্থে সুন্দর কাহিনী বিবৃত। বস্তুত, গল্প বলার কৌশল অকলিভ সুন্দর আয়ত্ত করেছিলেন বলা চলে। তৎকালে চ্যসারের অনুকরণে প্রায় সকলেই 'rime royal -এ কাব্যচর্চা করছেন, তবু লিড্‌গেট থেকে অকলিভের পারদর্শিতা এবিষয়ে স্বীকার্য।

সমকালেই ছিলেন আর একজন চমকপ্রদ চরিত্রের লোক, জন স্কেল্‌টন (John Skelton), জন্মকাল সম্ভবত ১৪৬০ খ্রী, নরফোকবাসী পণ্ডিত, যিনি নিজের রচনা ও ছন্দকৌশল সম্বন্ধে নিজেই ব্যঙ্গাত্মক কটি স্মরণীয় পংক্তি রচনা করে গেছেন :

Tho' my rime be ragged,
Tattered and jagged,
Rudely rain-beaten,

Rusty and moth-eaten,
If ye take wel therewith,
It hath in it some pith.

বিদ্রূপাত্মক হলেও এই ছন্দ মোটেই অগ্রাহ্য করবার নয়, প্রত্যেকটি পংক্তির মধ্য দিয়েই স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে, অথচ ব্যঞ্জনাও অন্তর্হিত নয়। কিন্তু স্কেলটনের অবদান কি ওইটুকুই! কেউ কেউ ইংরেজী সাহিত্যে 'satire' উদ্ভবকালের প্রথম কবি বলে তাঁকে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু আমার তো মনে হয় 'intellect' নামক বস্তুটিও যে কবিতার একটি আবশ্যকীয় শর্ত তা বোধহয় স্কেলটনের আগে কেউ চোখে আঙুল দিয়ে দেখান নি। তিনিই বুঝি বলেছিলেন, 'নির্বোধ হওয়ার চেয়ে মূক হওয়াও বরণীয়, (লেখক কর্তৃক অনূদিত)। স্কেলটনের কবি-চরিত্র এই কটি কথা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে: "Skelton neglects beauty quite openly, striving for some fresh metrical form...Skelton is an original force, albeit a rough and undisciplined one... and his later work has an individual flavour." এই 'later work' যে কোন্ কাব্যগ্রন্থ তা কম্পটন-রিকেট বলেন নি, তবে ব্য সাহেব Right Delectable Treatise upon a Goodly Garland or Chaplet of Laurel (সংক্ষেপে Garland of Laurel) কবিতাটিকে শেষের দিকের বলে মনে করেছেন। ওক বৃক্ষের ছায়াতলে স্বপ্নের মধ্যে কবি এই কথা ভেবে চিন্তান্বিত হচ্ছেন যে লোকে হয়তো তাঁকে 'little brain' এর অধিকারী মনে করবে, অথবা ভাববে 'his words with reason will not accord', দেখা যাচ্ছে কবিতায় শব্দব্যবহারে যুক্তিবাদিতার স্থানকে তিনি কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাঁর রচিত Philip Sparrow (Boke of Philip Sparrow) নানা কারণে সমধিক প্রসিদ্ধ। এই কাব্যগ্রন্থেই তাঁর প্রসিদ্ধ 'Skeltonic verse' এর নমুনা পাওয়া যাবে ('Lines usually of two or three accented syllables, arranged in blocks of consecutive rime : A.C. Baugh)। তাঁর অন্য প্রসিদ্ধ কবিতা হচ্ছে Colin Cloute (Colin Clout), মনে হবে যেন খাঁটি প্রোলিটারিয়াট কবি, যিনি রুশ বিপ্লবের কয়েক শতাব্দী আগে ভুলক্রমে ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রোলিটারিয়াটের

মুখপাত্র এবং ল্যাংল্যাণ্ডের নায়কের মতই একজন কৃষক হচ্ছে Colin Clout.

Far, as for as I can see
It is wrong with each degree

আবার অন্যত্র,

I Colyn Clout
As I go about

দেখতে পাচ্ছি

By pollyng (plundering) and pillage
in cities and village
By taxyng and tollage

সাধারণ লোক কীভাবে নিপীড়িত হচ্ছে। আর অন্যদিকে

bysshop on his carpet
like princes....
With pearles and precious stones.

এই চিত্র তিনি সাহসের সঙ্গে এঁকেছেন। 'Why come ye not to Court' কবিতায় তিনি ধর্মযাজক উল্সীকে তীব্র সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। স্কেল্‌টনের কবিতা সেই যুগে তাই এক বৈচিত্র্য ও নতুন স্বাদ নিয়ে এসেছিলো যার সঙ্গে বোধহয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বুদ্ধিদীপ্ত কাব্য-এষণার সংযোগ পাওয়া যাচ্ছে। হয়তো সে কারণেই স্কেল্‌টন সম্বন্ধে বেশ কিছু আলোচনা এবং তাঁর কাব্যের সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হতে শুরু করেছে।[২৫] অবশেষে লেগুই এবং কাজামিয়াঁর বক্তব্য দিয়ে স্কেল্‌টনের প্রতিভা অনুসন্ধান করি, সাহিত্যের ইতিহাসে কোথায় তাঁর সঠিক স্থান দেখা যাক : There is something of everything in John Skelton, that first rough sketch for Rabelais. Taken all together, his poetry represents rather the last stirrings of the dying middle Ages than the first signs of life of the Renaissance.

সমকালের অন্যান্য কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ষ্টিফেন হায়েস

(Stephen Hawes) Pastime of Pleasure এর কবি, অসবোর্ণ বকেনাম (Osbern Bokenam/Backenham। যাঁর Legends of the Saints সেযুগে উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ ছিল), স্রপশাধাবের কবি জন অডেলে (John Audelay) এবং আলেকজাণ্ডার বার্কলে (Alexander Barclay)।

স্কটিশ চ্যসেরিয়ানস্

ইংরেজী সাহিত্যে স্কটিশ চ্যসেরিযান শব্দটি খুবই পরিচিত। এর একটি ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। স্কটল্যাণ্ড যদিও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে একই ভৌগোলিক সীমানার অন্তর্বর্তী, তবুও দুস্তর পাহাড় পর্বত নদী নালা ও নানাবিধ প্রাকৃতিক কারণে একটি পৃথক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সে দেশে গড়ে উঠেছিল।[২৬] সাহিত্যসৃষ্টিতে স্কটল্যাণ্ডের কবিরা ছিলেন পিছিয়ে। বস্তুত জন বারবুর এর (John Barbour) কাব্য Bruce (অথবা Brus এর পূর্বে স্কটল্যাণ্ডের সাহিত্য বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। এই কবি চ্যসারের সমকালীন মনে করা সঙ্গত, কেননা ১৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রুস' রচনা শেষ হয়। এটি হচ্ছে রবার্ট ব্রুসের মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসর পরের রচনা এবং তৎকালীন কবিদের মতোই, এই কাব্যে তিনি প্রচুর স্বাধীনতা নিয়েছেন তথ্যের দিক থেকে Barbour takes license of embellishing, altering, supplying, omitting to suit his own notions of the story[২৭], সাহিত্যের ইতিহাসকার এভাবে তার রচনার বর্ণনা দিয়েছেন। 'লাইভ্স অব দি সেইন্টস (Lives of the Saints) কাব্যটিও তাঁর রচনা বলে অনেকে অনুমান করেন। বারবুরের কবিতায় স্বদেশপ্রেম লক্ষণীয়। অন্যান্য সমসাময়িক কবিরা হলেন Andrew Wyntoun, Blind Harry, Sir William Wallace এবং Sir David Lyndsay, এঁদের মধ্যে শেষোক্ত দুজন স্যার ওয়ালাস এবং লিণ্ডসে অপেক্ষাকৃত খ্যাতিমান কবি। নিপুণ ব্যাটাযাবধর্মিতা লিণ্ডসের কাব্যে একটি বিশেষ স্বাদ এনে দিয়েছে। বলাই বাহুল্য, গীর্জা এবং রাজতন্ত্র ছিল তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য।

কিন্তু স্কটিশ চ্যসেরিয়ানদের মুখ্য এবং প্রতিনিধিস্থানীয় কবিরা হচ্ছেন জেমস দি ফার্স্ট স্বয়ং, রবার্ট হেনরিসন, উইলিয়াম ডানবার এবং গয়েন ডাগলাস

(James I, Robert Henryson, William Dunbar and Gawain Douglas), যদিও পূর্বে আলোচিত লেখকরাও যথেষ্ট কবিকৃতির দাবী রাখেন।

প্রথম জেমস এর King's Quair (অথবা Kingis Quair—এই বানান-টিই প্রাচীন) নানাবিধ কারণে সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত এই গ্রন্থ চ্যসারের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় লক্ষিত হয়; দ্বিতীয়ত, রোমান্টিকতা ও বিশুদ্ধ প্রেমের কাব্যে চ্যসারের ট্রয়লাস ও ক্রেসিডার কথা স্মরণে আনে, তৃতীয়ত rhyme royal-এ রচিত কাব্যগাথা তৎকালীন ধারারই পোষক বলে মনে হয়। এই সমস্ত কারণে এই কাব্যগ্রন্থ একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

রবার্ট হেনরিসন সম্বন্ধে তাঁর সমকালীন কবি উইলিয়াম ডানবার উল্লেখ করেছেন, সম্ভবত কবির মৃত্যুর পরে, এভাবে 'good Master Robert Henryson,' মনে হয় তাতে এই বিনম্র স্কুলশিক্ষক তাঁর জীবনে কিছু খ্যাতি এবং আদর্শ মানুষ হিসাবে যথাযোগ্য সম্মান পেয়ে গেছেন। তাঁর দুটি কাব্য Testament of Crescide এবং Orpheus and Eurydice মোটামুটিভাবে পরিচিত। প্রথম কাব্যের কাহিনীর শেষাংশ চ্যসারের কাহিনী থেকে পৃথক এবং মৃত্যুর কিছু পূর্বে ডায়োমেড-পরিত্যক্তা ক্রেসিডার ট্রয়লাসকে আংটি ফিরিয়ে দেবার দৃশ্য প্রথম শ্রেণীর বিয়োগান্ত কাব্যের সমধর্মী। হেনরিসনের আর একটি কাব্য Robene and Makyne আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে[২৮], যাটি প্যাস্টোরাল কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত নির্মল প্রেম হচ্ছে এর মূল বিষয়বস্তু। দুটি যুবক যুবতীর কথোপকথনে 'rustic element' ফুটে উঠেছে লক্ষ করা যায়; সরলতা ও স্নিগ্ধ মাধুর্যে এই প্রেমকাহিনী মনের গভীরে দাগ কাটে।

কবিপ্রমতায় উইলিয়াম ডানবারকেই এই কবিগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মনে করা হয়। তাঁর দুটি কবিতা The Twa Maryit Women and the Wedo এবং Friars of Berwik বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে; প্রচলিত কাব্যধারার অন্ধ অনুসরণে নয়, বরং স্ত্রীচরিত্র বর্ণনায় তাঁর সাহসিকতা এবং 'touch of grave irony' কবিতায় এক নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে। অনেকেই তাঁকে প্রখ্যাত স্কটিশ কবি রবার্ট বার্ণস এর সঙ্গে তুলনা করেছেন,

যদিও এঁরা সমগোত্রীয় কবি নন। তাঁর কাব্যে বর্ণনার প্রসাদগুণ অনস্বীকার্য, যেমন লণ্ডন শহরে তিনি দেখতে পেযেছেন

Upon the lusty Brig of pillars white
    Been merchant is full royal to behold.
Upon the streetis goeth many a seemly knight
    All clad in velvet gownes and chains of gold.
London, thou art the flour of Cities all

যেন কোন্ বিদেশী কুমার হঠাৎ এই বিরাট শহরে নতুন পা দিয়ে বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—এই wonder এবং mystery কবিতাটির প্রাণ। অপেক্ষাকৃত পরিচিত কবিতা Dance of the Seven Deadly Sins এবং The Thistle and the Rose ; প্রথমোক্ত কবিতাটি (পাণ্ডুলিপিতে বানান লক্ষনীয়, Dance of the Seven Deidly synnis) লিরিকধর্মী, বারো পংক্তি করে এক একটি stanza, প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল এই কবিতাটি ডানবারের অন্যান্য রচনার মতই হৃদয়গ্রাহী। পরবর্তী কবিতাটির সম্ভাব্য রচনাকাল ১৫০৩, অর্থাৎ ইংরেজী কাব্য সাহিত্য যখন তার মধ্যযুগ পার হয়ে রেণেশাঁসের আলোকে সমুজ্জ্বল।

গয়েন ডাগলাস (অথবা Gavin Douglas) শেষ বয়সে বিশপ হয়েছিলেন এবং তৎকালীন স্কটল্যাণ্ডের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থ Palice of Honour, King Hart পরিচিত কাব্য। দ্বিতীয় কাব্য-গ্রন্থ রূপকাশ্রয়ী (allegorical) , অবশ্য মহাকবি ভার্জিলের এনিড (Aeneid) তিনি মাতৃভাষায় রূপান্তর করেন এবং অনেকটা একারণেই তিনি সাহিত্যে স্থায়ী আসনের দাবী করতে পারেন। সম্ভবত ১৫২২ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু হয়।

১. Guy E. Smith : English Literature to Romanticism vol. I.

২. যথা A. C Baugh, Walter W. Skeat, G. G. Coulton প্রভৃতি।

৩. Apology for Poetry.

৪. Prologue to Canterbury Tales ed. by Walter W. Skeat.

৫. Prologue to Canterbury Tales : ed. by R. T. Davies.

৬. Cicero, B. C. 106-43, the rhetorician.

৭. G. G. Coulton : Chaucer and his England.

৮. But Troilus and Criseyde is complete, and to the last Amen, in perfect unity with itself. It also has a concentration and depth never reached in the Canterbury Tales : Geoffrey Chaucer, tr. and ed. by Nevill Coghill.

৯. বিষয়টির দিকে দৃষ্টি ফেরান J. L. Lowes.

১০. অনুবাদ : নেভিল কগ্‌হিল।

১১. George Saintsbury.

১২. He is the first great study in idiosyncrasy and personality in modern English literature.

১৩. Introduction to the Prologue of the Canterbury Tales ed. by Walter W. Skeat.

১৪. Prologue ed. by R. T. Davies reads as
Whan that Aprill (Aueryil-Hengwrt MS.)
with hise shoures soote.
The droghte of March hath perced to the roote etc.
বানানের এই পার্থক্য, আমার মনে হয়, বিভিন্ন MS. reading-এর ফলস্বরূপ।

১৫. Chaucer and his England : G. G. Coulton.

১৬. জর্জ স্যামসন তাঁর গ্রন্থেও ইংলিশ চসেরিয়ানদের সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করেছেন : George Sampson : The Concise Cambridge History of English Literature.

১৭. চসার, গাওয়ার, লিড্‌গেট এবং অক্লিভ এই চারজনের নাম একত্র উচ্চারিত হতে পারে, বিশেষতঃ CHEL এ বলা হচ্ছে যে, Lydgate and Hoccleve (Occleve) 'have had a common friend in Chaucer';

অকলিভের একটি পাণ্ডুলিপিতে চসারের ছবি পাওয়া গেছে। এ থেকেই মনে হয়, এদের পারস্পরিক সৌহার্দ্যের কথা।

১৮. ব্য সাহেবের মতে ১০০,০০০ পংক্তি।

১৯. The Pilgrimage of the life of Man (CHEL).

২০. আর্থার হম্পা ন-রিকেট তাঁর গ্রাম্বালি ডগেটের কাব্য সংকলন Minor Poems' থেকে এই কবিতাটি উদ্ধার করেছেন যেখানে 'Lycpeny' শব্দটি রয়েছে।

২১. The Concise Oxford Dictionary of English Literature.

২২. Bibliogrphia Poetica.

২৩. 'Siege of Thebes' stated by J A. Burrow in his edited anthology on Geoffrey Chaucer.

২৪. লক্ষণীয় যে প্রায় সমকালেই 'master' শব্দটির আরো তিন রকম বানান প্রচলিত ছিল। দেখা যাচ্ছে লিডগেট লিখছেন 'mayster', অকলিভ লিখেছেন 'maister', 'Maystir' এমন বানানও উপহার দিয়েছেন হম্পটন-রিকেট। অবশ্য পাণ্ডুলিপির বিকৃতিই এর কারণ বলে মনে হয়।

২৫. ১৮৪৩ খ্রীঃ স্কেলটন সম্পর্কে Alexander Dyce এর সংকলন ও সম্পাদনার পর বিশ শতকে Richard Hughes, Philip Henderson, William Nelson, I. A. Gordon J S. Lloyd প্রভৃতি গবেষকরা নতুন নতুন কাজ করেছেন বলে ব্য সাহেব জানাচ্ছেন।

২৬. প্রথম দিকের স্কটিশ লেখকরা সবাই তাঁদের ভাষাকে বলতো Inglis', এবং যদি তারা তাঁদের ভাষাকে কখনো স্কটিস' বলতো তাহলে বুঝতে হবে তারা 'গেলিক' (Gaelic) বোঝাতে চাইছে।

২৭. George Saintsbury : A Short History of English Literature.

২৮. 'Thomas Percy's 'Reliques of Ancient English Poetry' Published in 1765 (in 3 volumes) include Henryson as a poet ,' এবং উল্লিখিত কাব্যটি এতে সংকলিত।

নাটকের শৈশব, রেণেশাঁসের সূত্রপাত এবং বিবিধ

ইংরেজী নাটকের সূত্রপাত এবং রেণেশাঁস-চেতনার উদ্বোধন, এ দুটি বিষয় প্রত্যক্ষ সম্বন্ধযুক্ত না হলেও প্রায় একই সময়কালে ইংল্যাণ্ডের সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এক নবজীবন এনে দিয়েছিল। ইটালী এবং জার্মানীতে গ্রীক ল্যাটিন পাঠে কল্পনা ভাবনার যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হ'ল ইংল্যাণ্ডে তার ঢেউ এসে পৌঁছালো প্রায় সমকালেই। নাটকের উৎপত্তি হয়েছিল নানারকম খ্রীষ্টীয় আচারবিধির অনুশাসন থেকেই, কিন্তু সমাজে ক্রমশ নাটক যে একটি বড় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হ'ল তা থেকে প্রমাণিত হয় যে রেণেশাঁসের চেতনা সেকালের জনমানসকে নতুন জীবনের আলোকে এক প্রাণ-চঞ্চলতা দান করেছিল।

নাটকের সূত্রপাত চার্চ থেকেই, একথা একথা সর্বজনস্বীকৃত। দুটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রার্থনা সংগীতের মত যা পড়া হ'ত[১]; কিছুকাল পরে তাই ক্ষুদে অপেরায় পরিণত হ'ল। তারই সঙ্গে ক্রমশ যুক্ত হতে থাকলো সেকালের রুচি অনুযায়ী কিছু কিছু বিষয়; বাস্তবতার প্রেরণাও একটি মূল লক্ষণ ছিল সন্দেহ নেই। জুন মাসের গোড়ার দিকে (অথবা মধ্যভাগে) এক বৃহস্পতিবার 'Corpus Christi' দিবস পালিত হয়ে আসছিল ইংলাণ্ডে ১৩১৮ সাল থেকে। যখন নাটকের সূত্রপাত হ'ল তখন সেই দিনটি উপলক্ষ করে অভিনব পোষাকে রাস্তায় সঙ (pageant or tableaux) বেরোত।

এই নাটকের ক্রমবিবর্তনেকে ঐতিহাসিকগণ চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন: ১. বাইবেল-এর বিভিন্ন গল্পকে নাটকে রূপদান করা হত, সেগুলি মিরাকল্ প্লে (Miracle play) বলে পরিচিত ছিল। প্রত্যক্ষভাবে চার্চ-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল এই নাট্য-আন্দোলন। কোন কোন ব্যাখ্যাতা এগুলিকে মিস্ট্রী প্লে (Mystery play) বলেছেন।[২] ২. দ্বিতীয় পর্যায়ে চার্চের গণ্ডি ছাড়িয়ে নাটক চলে এল বড় বড় বাজারে, খোলা রাস্তায়; এবং তখন থেকেই নাটকগুলি এক একটি দলের হাতে পরিচালিত হতে থাকলো। সেই সময়েই 'গিল্ড' এর উদ্ভব। নাটকে জাকজমক ছিলো না, দৃশ্যপটও অনুপস্থিত; আমাদের গ্রামদেশে পূজা পার্বণ

উপলক্ষে হাঠে-বাজারে এককালে যে যাত্রা হ'ত অনেকটা তাই। তবে ঈশ্বর, শয়তান, নরক ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে কোন কোন বিষয় উপস্থাপিত করা হ'ত। এমনি একটি প্রচলিত নটক ছিল 'Noah'; সেই সময়েই ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন শহরকে কেন্দ্র করে নাট্য-গোষ্ঠি দানা বেঁধে উঠলো, ইংরেজীতে বলা হ'ত 'cycle of play', এভাবে গড়ে উঠেছিল York, Chester, Wakefield, Coventry, Norwich, Beverley প্রভৃতি শহরের নিজ নিজ 'cycle of play'; সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল এদের মধ্যে York cycle—সাতান্নটি 'pageant' একমাত্র ইয়র্কেরই অন্তর্গত ছিল।[৩] প্রায় সম্পূর্ণ বাইবেলের গল্পকে বিধৃত করা হয়েছে এই পেজাণ্টগুলির মধ্যে। ওয়েকফিল্ড শহরে অনুষ্ঠিত নাটকগুলিকে 'Towneley cycle of plays' বলা হত।[৪] প্রকৃত নাটকীয়তায় এবং তৎকালীন রুচি অনুযায়ী পরিবেশনের দিক থেকে ওয়েকফিল্ডের নাটকগুলি উন্নত শ্রেণীর ছিল। 'Murder of Abel' অথবা 'Doomsday' নাটকে গাম্ভীর্যের সঙ্গে সরসতা মিশ্রিত হয়ে নাটকীয় প্রসাদগুণ লক্ষ করা যায়। ৩. তৃতীয় পর্যায়ে এসে আমরা একদিকে 'Morality play' এবং অন্যদিকে 'Interlude' এর সন্ধান পাচ্ছি। আগের নাটকগুলি থেকে 'Morality play' গুলির পার্থক্য হচ্ছে মানুষের গুণাবলী বা দোষগুলিকে এক একটি চরিত্ররূপে দাঁড় করান হ'ত, অথবা চরিত্র হিসেবে ফুটে উঠত এক একটি বিশেষ মানুষ শ্রেণী। এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল 'Every-man', সমালোচকরা এই নাটকে প্রয়োজনীয় unity লক্ষ করেছেন। মৃত্যুকে আসন্ন দেখেও আরো দীর্ঘদিন জীবিত থাকবার যে মানবিক ইচ্ছা তাকে একটি সুন্দর ট্রাজেডির রূপদান করেছেন নাট্যকার। এজাতীয় নাটকের মধ্যে আর যে ক'টি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে তা হল 'The Castle of Perseverence', 'Wisdom', 'The Pride of Life, [এজাতীয় সবচেয়ে প্রথম নাটক, ১৪০০ খ্রীঃ রচিত বলে অনুমান]। এর পর ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি 'Morality play' র পরিবর্তে 'Interlude' কথাটি ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে। এই ধরণের নাটকে অবশ্য পূর্বের গণ্ডি ছাড়িয়ে নাটকের ব্যাপ্তি[৫] আরও প্রসারিত হয়েছিল। হেনরি মেডওয়াল (Henry Medwall) রচিত 'Nature' নাটকটি interlude জাতীয় রচনার সম্ভবত প্রথম নিদর্শন। জন রেডফোর্ড (John

Redford) এর Wit and Science এবং জন র‍্যাসটেল (John Rastell) এর The Nature of the Four Elements ইণ্টারলুড হিসেবে উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে র‍্যাসটেল স্যার টমাস মোর এর এক বোনকে বিবাহ করে-ছিলেন এবং তাঁদের কন্যা নাট্যকার জন হেউড এর স্ত্রী (John Heywood); এই পরিবার-ত্রয়ী একদা ইংল্যাণ্ডের সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। হেউডের The Four P's যদিও পূর্ণাঙ্গ নাটকের মর্যাদা লাভ করেছে, তবুও সাহিত্যের ইতিহাসে interlude বলেই পরিচিত।

৪. চতুর্থ পর্যায়ে আমরা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যপাদে পৌঁছে যাই। তখন পুরোদস্তুর নাটকের অভিনয় হতে থকে; এমনকি রাণী এলিজাবেথ ১৫৬২ সালে স্যাকভিল এবং নর্টন রচিত প্রথম ইংরেজী বিয়োগান্ত নাটক গো'র্বোডাক (Gorboduc) দেখতে যান 'ইনার টেম্পল' এ। এই নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় Ferrex and Porrex নামে। নাটকটির শেষ অংশই 'noble dignfied, austere' এবং স্যাকভিলের রচনা বলে মনে হয়। কিছু পরেই কমেডি রচিত হয়। নিকোলাস উডাল (Nicholas Udall)-রচিত 'Ralph Roister Doister' এবং উইলিয়াম ষ্টিভেনসন (William Stevenson এর 'Gammer Gurtons' Needle'—এই দুটি নাটকই পুরোদস্তুর কমেডি বলে সর্বপ্রথম স্বীকৃত হয়। লণ্ডন শহরের মধ্যবিত্ত জীবনকে কেন্দ্র করে উডালের নাটকটি পরিকল্পিত, অথচ দ্বিতীয় নাটকটির কেন্দ্র হচ্ছে ষোড়শ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের গ্রামীণ জীবনযাত্রা। দুটি নাটকের পরিবেশ স্বতন্ত্র হলেও এদের প্রধান উপজীব্য সরস কৌতুক।

দেড়শ' বছরের নাটকের ইতিহাসে এগুলিই হচ্ছে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী। এর পরপরই এলো ইংল্যাণ্ডের নাটক সৃষ্টিতে স্বর্ণযুগ, যার পুরোধা স্বয়ং শেক্‌সপীয়ার এবং অন্যান্য উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন লাইলি, মার্লো, গ্রীণ, কিড, বেন জনসন, ব্যমট, ফ্লেচার, ওয়েবষ্টার, ডেকার প্রভৃতি।

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে রেনেশাঁস' (নবজন্ম) কথাটি একাধিক কারণে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও ল্যাটিন একদা ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত ছিল, তথাপি গ্রীক এবং ল্যাটিন অধ্যয়নের যে নতুন জোয়ার ইট্যালী এবং জার্মানী হয়ে এই

দ্বীপটিতে পৌঁছুল এর মধ্যে একটি নতুন আবিষ্কারের চেতনা কাজ করেছিল। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতির এক নতুন দিগন্তরেখার সন্ধান পাওয়া গেল—যা চিরাচরিত খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতি থেকে কিছুটা পৃথক—এক সুপ্রাচীন 'প্যাগান ওয়ার্ল্ড' এর রৌদ্রছায়া রয়েছে সেখানে। বিশেষ করে, ইটালীর চিত্রশিল্প এখানে এক মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। খ্রীষ্টীয় নীতিবাদ থেকে বহুদূর সরে এসে মানুষ-মানুষীর জীবন যৌবন, দেহসুষমার সৌন্দর্য যেন শিল্পী ও সাধকের চোখে এক মোহাঞ্জন পড়িয়ে দিল। বড় সুন্দর বলেছেন কম্পটন-রিকেট : After the renascence as Jusserand has reminded us, a naked woman was wrought in bronze upon the tomb of a Pope, তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, এই সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডের সাহিত্য সংস্কৃতি এবং জনজীবন ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের শিল্প সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড় সংস্পর্শে এল। চতুর্থত, রেনেশাঁসের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল 'মানবতাবাদে উত্তরণ', এই মানবতাবাদী চেতনা, যাকে ইংরাজীতে Humanism' বলা হয়ে থাকে, সম্পৃক্ত ছিল 'New Learning' এর সঙ্গে। 'Humanism' এবং New Learning' এ দুটি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল এবং শিক্ষার মূলে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান ছিল অসামান্য [ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে অক্সফোর্ডের অবদান একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার উৎস]। এই নতুন শিক্ষার ব্যাপারটিতে প্রকৃতপক্ষে ছিল এক অজানা লোকের সন্ধানে নতুন চেতনা ও প্রাণের স্পন্দন। তাই রেনেশাঁসের আলোচনার শুরুতে 'New Learning' এর পথিকৃৎদের প্রসঙ্গ স্বভাবতই এসে পড়ে।

যে কজন পণ্ডিতাগ্রগণ্য এ বিষয়ে স্মরণীয় তাদের দুটি দলে বিভক্ত করা যায়। প্রথম দলে হলেন উইলিয়াম গ্রসিন (William Grocyn), টমাস লিনাক্র (Thomas Linacre) জন কোলেট (John Colet), ইরাসমুস (Desiderius Erasmus, প্রকৃত নাম ছিল Gerrit Gerritszoon), স্যার টমাস মোর (Sir Thomas More) এবং সর্বশেষে, রজার অ্যাশ্যাম (Roger Ascham); দ্বিতীয় দলে যাঁদের নাম উল্লেখ করা যায় তাঁরা হলেন উইলিয়াম ক্যাক্সটন (William Caxton), স্যার টমাস ম্যালোরি (Sir Thomas Malory), স্যার জন চেক (Sir John Cheke), জন লেল্যাণ্ড (John Leland), জন বেল

(John Bale), জন স্টো (John Stow), উইলিয়াম ক্যামডেন (William Camden), রবার্ট কটন (Robert Cotton) এবং জন সেল্ডেন (John Selden)। এছাড়াও, চিন্তাবিপ্লবের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পণ্ডিতদের রচনা স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবী রাখে।

টমাস লিনাক্র এবং উইলিয়াম গ্রকিন উভয়েই অক্সফোর্ডে ছিলেন এবং কর্ণেলিও ভিটেল্লির (Cornelio Vitelli) কাছে গ্রীক পড়েন। লিনাক্র কিছুদিন ইট্যালীতে লোরেঞ্জো দ' মেডিচির বক্তৃতাবলী শোনেন। পাদুয়া শহরে চিকিৎসা ও শরীর বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেন। অক্সফোর্ডে অধ্যাপনা করেন, টমাস মোরের মত ব্যক্তিকে গ্রীক শেখান এবং যুবরাজ আর্থার এর শিক্ষক নিযুক্ত হন। রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্ এর প্রতিষ্ঠাতা লিনাক্র তৎকালে একটি অসাধারণ ব্যাকরণ লিখেছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ গ্রকিনও ইট্যালীতে পলিটিয়ান এর (Politian) কাছে বিদ্যা চর্চা করেছিলেন। কথিত আছে, প্লেটোর চেয়ে অ্যারিষ্টটলের প্রতিই তিনি ছিলেন বেশী অনুরক্ত। অক্সফোর্ডে তিনি বক্তৃতা দান করেন এবং তাঁর চিন্তাধারায় জার্মান হিউম্যানিষ্টদের ছায়া পাওয়া যায়। প্রখ্যাত ডাচ হিউম্যানিষ্ট ইরাসমুস তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। গ্রকিন বিশেষ কিছু লিখে যান নি। ইরাসমুস তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেন holding the first place among the many learned men of Britain'; এঁদের সঙ্গে আরো দুজনের নাম স্মরণীয়, ল্যাটিমার এবং উইলিয়ম লাইলি (Latimer and Lyly)। জন কোলেটও, পূর্বচার্যদের মত, অক্সফোর্ড এবং পরে ইট্যালীতে বিদ্যাচর্চা ক'রে অক্সফোর্ডে ধর্ম-বিষয়ক অধ্যাপনায় রত হ'ন। পিতার প্রভূত অর্থের উত্তরাধিকারী কলেট প্রায় সমস্তই ব্যয় করেন একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার জন্য। লক্ষণীয় যে কলেট, লাইলি এবং ইরাসমুস একত্রিত হয়ে একটি ল্যাটিন ব্যাকরণ রচনা করেন। নিতান্তই ইংরেজ-ভাবাপন্ন কলেট কিন্তু ফ্লোরেন্সে না গিয়েও স্যাভোনারোলার (Savona-ola) প্রভাবে পড়েন। ধর্ম বিষয়ে কলেটের মত অবশ্যই চার্চের প্রতি চিরাচরিত অনুগত্যের সামিল ছিল না। সেন্ট পল বিষয়ে কলেট প্রভূত ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টির সমন্বয়ে তিনি ধর্মের অনুশাসনকে বিচার করবার চেষ্টা করতেন। অক্সফোর্ডের এই সব বিদ্বানদের প্রতি ডাচ-বংশোদ্ভূত

ইরাসমুসের শ্রদ্ধা ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক কেমন ছিল তা জানা যাবে তাঁর একটি লেখায় "When I here of my Colet, I seem to be listening to Plato himse f. In Grocyn, who does not marvel at such a perfect round of learning? What can be more acute, profound anc delicate than the Judgement of Linacre? এমনকি স্যার টমাস মোর, যাকে আমরা Utopiaর লেখক বলেই শুধু জানি, তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধেও তিনি উক্তি করেছেন "What has nature ever created more gentle more sweet, more happy than the genius of Thamas More? I need not go through the list. It is marvellous how general and abundant is the harvest of ancient learning in this country.[৭] ইরাসমুসকে সেকালে বলা হ'ত 'prince of humanists'; বিদেশী হয়েও তিনি, বলেছেন ইংরেজ ঐতিহাসিক, 'belongs as much to the history of classical renascence in our land as dces Linacre, Colet or More'; নিরন্তর চিন্তার জগতে বাস করতেন এই যুবক পণ্ডিত এবং ইউরোপের বহু বিদগ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে পত্রালাপের মাধ্যমে তাঁর বিদ্যাবত্তাকে সৃজনী প্রতিভার দ্বারা উন্মুক্ত রেখেছিলেন। আনুমানিক ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে ইরাসমুস সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে আসনে তাঁর শিষ্য লর্ড মাউণ্টজয় এর সঙ্গে, দুমাস অক্সফোর্ড এ অতিবাহিত করেন। ইরাসমুস একটি গ্রীক নিউ টেষ্টামেণ্ট প্রকাশ করেন; চার্চের প্রাধান্যকে তিনি স্বীকার করেন নি, এ বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকের মন্তব্য স্মরণীয়।[৮] সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁর 'Praise of Folly' (Encomium Moriae)। ইরাসমুসের একান্ত বন্ধু স্যার টমাস মোর অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করেন, অল্প বয়সেই পার্লামেণ্টের সদস্য হন। আন্তোয়ার্পে বসে ইউটোপিয়ার (Utcpia) প্রথম খসড়া করেন। অষ্টম হেনরীর বিরোধিতা করায় টাওয়ারে বন্দীজীবন যাপন করেন. এবং অবশেষে মৃত্যু বরণ করেন। টাওয়ারে বন্দী অবস্থায় 'Dialoge of Comfort against Tribulations' লেখেন। কিন্তু একমাত্র ইউটোপিয়ার জন্য তিনি আজও পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে আছেন। এই গ্রন্থটির পুরো নাম: The Discourses of Raphael Hythloday of the Best State

of a Commonwealth; নতুন সভ্যতায় মানুষের সুখ সমৃদ্ধি ও অবসরের কথা, তার চিন্তা ভাবনার কথা, এককথায় নতুন সমাজ-ব্যবস্থার যে স্বপ্ন তিনি আজ প্রায় সাড়ে চারশ' বছর আগে দেখেছিলেন আজকের প্রগতিশীলরাও বস্তুত সে দিকেই এগুচ্ছেন। তাঁর মূল অনুসন্ধানের বিষয় ছিল Would it not be better that every man might be put in method how to live'; এমন একটি পণ্ডিত এবং একই সঙ্গে কল্পনাবিলাসী লোক ইংরেজী সাহিত্যের আসরে আর ক'জন এসেছেন? এই চিন্তাভাবনার শেষ অংশীদার ছিলেন রজার অ্যাশাম (Roger Ascham), ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়। যদিও গ্রীক ল্যাটিনে পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু মনে করতেন, ইংরেজের ছেলের ইংরেজীতে লেখাই ভালো। একথা শুধু তাঁর দেশাত্মবোধের কথা নয়, প্রকৃত শিক্ষাবিদের স্থির মন্তব্য। জীবনের প্রায় কুড়িটি ফলপ্রসূ বছরে তিনি বহু কিছু লিখেছেন, তার মধ্যে বিখ্যাত হয়ে আছে Toxophilus এবং পরবর্তীকালে Schoolmaster, যে বইটি সম্বন্ধে ডক্টর জনসন বলেছেন, ভাষা-শিক্ষার জন্য এত ভালো উপদেশ ইংরেজী ভাষায় আর কেউ দেয় নি।

দ্বিতীয় পর্যায়ে যাঁদের নাম করা হয়েছে তাঁরা ছিলেন বিদ্যোৎসাহী; সাহিত্য সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন হিউম্যানিস্টদের সঙ্গে সঙ্গে। উইলিয়াম ক্যাক্সটনকে আমরা মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কর্তা বলেই চিনি, অথচ তিনি ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত। The Golden Legend অনুবাদ করেছিলেন ফরাসী থেকে। চাসার, গাওয়ার, ম্যালোরি, লিডগেট প্রভৃতির রচনা প্রকাশ করেছিলেন ছাপার অক্ষরে। সাহিত্যকে শিক্ষিত জনগণের মধ্যে প্রচার করার যে গুরু দায়িত্ব ক্যাক্সটন নিয়েছিলেন, সারা জীবনেও তিনি সে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি। আর্থুরিয়ান লেজেণ্ডের সৃষ্টিকর্তা স্যার টমাস ম্যালোরির প্রকৃত পরিচয় আজো অনেকটা রহস্যাবৃত।[৯] তাঁর Morte D' Arthur এখনও ঘরে ঘরে পঠিত হয়ে থাকে, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে এ বইটির অবদান এজন্য যে বহু কবি এই গ্রন্থের নানা কাহিনী এবং চরিত্রকে উপলক্ষ করে কাব্য রচনা করেছেন। আর্থুরিয়ান লেজেণ্ড বিষয়টি ম্যালোরির গ্রন্থ পাঠেই আমরা সমধিক বুঝতে পারি। অনেকটা দুর্দান্ত ও হুজুগে চরিত্রের এই লোকটি 'নাইট' উপাধিতেও ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর রচনাভঙ্গি ছিল সরল অথচ হৃদয়গ্রাহী। বইটির সর্বত্র যেন এক জাদু

ছড়ানো আছে। কেউ বলেছেন তাঁকে : A poet who wrote in prose—reaches one hand to Chaucer and one to Spenser ; আর তাঁর বইটি সম্বন্ধে মন্তব্য : The book belongs to no age and the bodiless creation is an element in its immortality.[১০]

স্যার জন চেক ছিলেন ইংরেজী ভাষার একজন নিষ্ঠাবান কর্মী, অথচ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক ভাষা পড়াতেন। তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয় : 'The references in his writings are a complete index to what the sixteenth century knew of Greece and Rome.[১১] সেকালে একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছিল, যার সদস্যরা প্রাচীন সংস্কৃতি রক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ইংল্যাণ্ডের এমনিতর প্রতিষ্ঠানটির নাম দেওয়া হয়েছিল Society of Antiquaries ; রবার্ট কটন (Robert Cotton) এর আনুকূল্য এবং প্রচেষ্টায় এটি গড়ে ওঠে। জন টিপটফ্‌ট (John Tiptoft) নামে এক পণ্ডিত ব্যক্তি বিভিন্ন দেশ থেকে বহু পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন। কটনেরও সংগ্রহ ছিল অসাধারণ। উইলিয়াম ক্যামডেন, জন সেলডেন প্রভৃতি পণ্ডিত ব্যক্তিরা নানাভাবে এ জাতীয় কাজে নিজেদের সময় ব্যয় করতেন। রবার্ট কটন ছিলেন লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগারেরও প্রথম পথপ্রদর্শক। রাজার আদেশে এবং ইচ্ছাতেই King's Antiquary প্রতিষ্ঠিত হয় এবং Bodleian Library ও British Museum জাতীয় রক্ষণশালা হিসেবে কাজ শুরু করে। জন লেল্যাণ্ড (John Leland) নামক আর একজন উৎসাহী পাণ্ডিত্যাগ্রগণ্য পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের কাজ শুরু করেন। এমনিভাবেই সৃষ্টিশীল সাহিত্য একদিকে যেমন প্রবাহিত হতে থাকলো, অন্যদিকে গবেষণা এবং পাণ্ডুলিপি অন্বেষণ ও সংরক্ষণের কাজ আরম্ভ হলো।

এই সঙ্গে তৎকালীন সমাজচিত্র কেমন ছিল দেখা যাক। পঞ্চদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের একটি উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের সামাজিক ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে সেকালের ইংল্যাণ্ডের সমাজচিত্র। এমনি একটি পরিবার হচ্ছে প্যাস্টনরা। নরফোক অঞ্চলের তিন পুরুষের লেখা চিঠিপত্র দলিল ও অন্যান্য কিছু কাগজপত্র জড়ো করে যে বিচিত্র সাহিত্য সম্পদ আমাদের হাতে এসেছে তার নাম

Paston Letters ; সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকালের জন্ম চিহ্নিত হয়ে আছে। ৫৮৮ নং চিঠিতে এরকম উদ্ধৃতি পাওয়া যাচ্ছে : Mastress Annes, I am prowd that ȝe can reed Inglyshe wherfor I prey yow aqweynt yow with thys my lewd hand ইত্যাদি। এই নরফোক পরিবার 'acts togehter, like a firm'[১২] ; গার্ডিনার-সম্পাদিত চার খণ্ডে এই চিঠিপত্রগুলি ১৯০১ সালে প্রকাশিত হবার পরে পঞ্চদশ শতকের ইংল্যাণ্ডের পরিবারিক চিত্রের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত সমাজের চেহারা ফুটে উঠল। সেখানে স্ত্রী স্বামীর জন্ম চিন্তিত, ছেলের লেখাপড়ার খোঁজ খবরে ব্যস্ত, আবার সংসারের কোন বিশৃঙ্খলা ঘটলে তাও সহ্য করা গৃহকর্তা সঙ্গত মনে করেন না, এ যেন উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত একান্নবর্তী বাঙ্গালী পরিবারেরই প্রতিফলন।

সংযোজন ১ : সমকালে বিচ্ছিন্ন ভাবে সাহিত্য সৃষ্টি যা হয়েছে তাও উল্লেখ করবার মত। মূলতঃ এই সকল লেখক ছিলেন বিদ্যোৎসাহী, অবসর সময়ে লিখতেন, তন্নিষ্ঠ আলোচনায় যোগ দিতেন, ধর্ম বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতেন, চার্চ বিষয়ে তাঁদের মতামত খোলাখুলি ব্যক্ত করতেন। জন ক্যাপগ্রেভ (John Capgrave), রেজিনাল্ড পিকক (Reginald Pecock), স্যার জন ফর্টেসকু্য (Sir John Fortescue), ওয়াল্টার হিলটন (Walter Hylton) এঁরা সকলেই কিছু না কিছু চিন্তাশীল রচনা রেখে গেছেন। মননধর্মী গদ্য-সাহিত্যে এঁদের অবদান স্মরণীয়। সেণ্ট ক্যাথারিনের একটি জীবনী লিখেছিলেন ক্যাপগ্রেভ, 'A Chronicle of England' লিখে চতুর্থ এডওয়ার্ডকে উপহার দিয়েছিলেন। পিককের লেখার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল যুক্তিবাদ। তাঁর The Book of Faith (Feith : Sampson), The Reule of Cristen Religion (Crysten Religioun : Baugh) উল্লেখযোগ্য। প্রথম যুগের মহিলা লেখিকা হিসেবে জুলিয়ানা অব নরউইচ (Juliana of Norwich), মারজারি কেম্প (The Book of Margery Kempe সর্বপ্রথম আত্মজীবনীমূলক 'কনফেশন' জাতীয় রচনা ; সম্প্রতি অর্থাৎ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে, এই লেখাটির সন্ধান পাওয়া গেছে) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্কচ পণ্ডিত আলেকজাণ্ডার বার্কলে (Alexander Barclay) ছিলেন হিউম্যানিজমের প্রবক্তা। তাঁর

Ship of Fools[১৩] এবং Eclogues রচনারীতি ও বিষয়বস্তুর জন্যে বিশিষ্টতায় দাবী রাখে। স্কটিশ রিফর্মেশন আন্দোলনের নেতা জন নক্সের (John Knox) ধর্ম (Theology) বিষয়ে প্রভূত রচনা তৎকালীন সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জর্জ বুকানন (George Buchanan) এমনি আর একজন ব্যক্তি, রোমান ক্যাথলিক নেতা জন মেজরের (John Major) শিষ্য, প্যারিসে শিক্ষালাভ করেন। গদ্য, কবিতা, নাটক নানাবিধ রচনায় তাঁর হাত ছিল।

সংযোজন ২ : ব্যালাড[১৪]। মধ্যযুগের ইংরেজী (এবং স্কটিশ) সাহিত্যে ব্যালাড একটি বিশিষ্ট নাম। 'Ballare' শব্দটি অর্থে 'dance', এই শব্দটি থেকেই 'ballad' এর উৎপত্তি। অর্থাৎ ব্যালাড বলতে প্রথমদিকে 'dance song' বোঝাত। প্রধানত ব্যালাড হচ্ছে ঘটনাপরম্পরা-যুক্ত কাহিনী। মুখে মুখে চারণ কবিরা দেশ বিদেশে শোনাতেন। নায়ক হবে বীরোচিত, যুদ্ধ হবে আবশ্যকীয় একটি শর্ত। সাধারণত, চার পংক্তি বিশিষ্ট স্তবকে থাকবে 'iambic tetrametre' ছন্দ, যা থেকে উদ্ভব হয়েছে স্বতন্ত্র ballad metre ; সহজ সরল এবং অকৃত্রিম হৃদয়াবেগ এর প্রধান আবেদন। ব্যালাড রচয়িতাদের নাম জানা যায় নি। রবিন হুড ব্যালাড, চেভি চেজ (Chevy Chase), নাট ব্রাউন মেড (Nut Brown Maid) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চেভি চেজ বিষয়ে সাহিত্যের ইতিহাসকার খুব বেশী উৎসাহ দেখান নি, কিন্তু প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক অ্যাডিসন (Joseph Addison) স্পেক্টেটর (The Spectator, No. 70) পত্রিকায় এই ব্যালাডটির সমালোচনা করে' এর 'Classical simplicity'-র বিষয় উল্লেখ করেন। তখন থেকেই এই ব্যালাডটি সুধীবৃন্দের নজরে পড়ে। The Ballad of Nut-Brown Maid সমধিক পরিচিত। একে অনেকে 'dramatic lyric' আখ্যা দিয়েছেন। 'Richard Arnold's Chronicle' এ সর্বপ্রথম এই ব্যালাডটি অন্তর্ভুক্ত হয়ে ক্যাক্সটনের মৃত্যুর পর মুদ্রিত হয়। ছয় পংক্তি স্তবকে ২+২+৩ মাত্রা বিভাগে রচিত এই কাব্যটি প্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ, নায়িকা তার প্রিয়তমের জন্য সব রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে উৎসুক। নায়িকা বলছে তার প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে :

For in my mynde, of all mankynde, I loue but you alone.

The Nut-Brown Bride এ জাতীয় আর একটি ব্যালাড, Clerk Saunders, Fair Annie ইত্যাদি প্রেম-বিষয়ক ব্যালাডগুলি ছাড়াও কিছু রাজনৈতিক ব্যালাড-এর অস্তিত্বও জানা গেছে, যদিও সেগুলি আরও প্রাচীন।

সংযোজন ও বাইবল্। 'উইক্লিফ বাইবল্' এর কাজ শেষ হয় চোদ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে (১৩৯৫ খ্রী:). সুবিখ্যাত Authorised Version (King James' Bible) পাচ্ছি ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু এর মধ্যবর্তী সময়ে রয়েছেন কয়েকজন অতি বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি—উইলিয়াম টিনডেল (William Tyndale), মাইলস কভারডেল (Miles Coverdale) হিউ ল্যাটিমার (Hugh Latimer) এবং টমাস ক্র্যানমার (Thomas Cranmer), যাঁদের অবদান এ প্রসঙ্গে চিরস্মরণীয়। জার্মানীতে বসে রচিত টিনডেলের নিউ টেস্টামেন্ট ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছায়, ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং বুক অব মোজেস এরও কিছু অংশ তিনি অনুবাদ করেছিলেন। আন্টোয়ার্পে তাঁকে বন্দী করা হয় এবং ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাসেলস নগরীর কাছে তার মৃত্যুদণ্ড জারী হয়। ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মাইলস্ কভারডেলের বাইবল্ প্রকাশিত হয়, এবারে সম্পূর্ণ, অংশত নয়। অব্যবহিত পরে যুগ্ম-রচয়িতা হিসেবেই টিনডেল-কভারডেল প্রণীত 'গ্রেট বাইবল্' প্রকাশিত হয় ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই বাইবল্ সংস্করণটি ইংল্যাণ্ডের চার্চে ব্যবহৃত হবে বলে ঘোষণা করা হ'ল—ঘোষণায় স্বাক্ষর করলেন এবং ভূমিকা লিখলেন টমাস ক্র্যানমার। ১৫৫৭ এবং ১৫৬০ সালে পরপর জেনেভা থেকে নতুন সংস্করণ বাইবল্ প্রকাশিত হল, তার নাম হল The Geneva Bible, অথচ প্রায় একই সময়ে আর্চবিশপ পার্কারের নির্দেশে The Bishop's Bible প্রকাশিত হয়; বস্তুত এইটেই হ'ল সরকার-সমর্থিত বাইবল্ গ্রন্থ। এই প্রসঙ্গে হিউ ল্যাটিমারের নাম বিশেষ করেই স্মরণীয় যাঁকে বলা হ'ত 'A walking and a preaching bishop'।

আর একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত এ প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ্য যদিও তিনি বাইবল্ অনুবাদ কার্যের সঙ্গে জড়িত নন; ধর্ম-বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধাবলী ষোড়শ শতাব্দীর গদ্য রচনার ইতিহাসে অত্যন্ত প্রতিভাদীপ্ত সংযোজন, তিনি রিচার্ড হুকার (Richard Hooker); ১৫৯৩ এবং ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Of

the Laws of Ecclesiastical Polity-র প্রথম চার খণ্ড এবং পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ব্র্যা সাহেবের ধারণা, ট্রয়লাস অ্যাণ্ড ক্রেসিডা নাটকের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে শেকস্‌পীয়ার হুকারের দর্শনচিন্তার সারাৎসার লিখে গেছেন।

১. এটিকে কি প্রার্থনা সংগীত বলা যায়, না নাটকের উপযোগী ভাব-অনুষঙ্গে লক্ষণাক্রান্ত ?

প্রশ্ন : Whom seek ye in the sepulchre, O Christians ?

উত্তর : Jesus of Nazareth who was crucified, O angels !

নিকল সাহেব (Allardyce Nicoll) তাঁর British Drama রচনায় বলেছেন : Simple as the piece is, it gives us the embryo of drama.

২. ব্র্যা সাহেব 'Mystery play' বলেছেন, আবার কম্পটন-রিকেট জানাচ্ছেন : The term 'mysteries', used on the continent to denote Bible as opposed to Saints' plays was not used in England.

৩. York cycle of plays এর পাণ্ডুলিপি ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দের বলে চিহ্নিত আছে।

৪. ল্যাঙ্কাশায়ারের 'Towneley Hall'-এ পাণ্ডুলিপি রক্ষিত ছিল বলে এরকম নামকরণ হয়েছে মনে হয়।

৫. ......in popular usage the word came to cover any sort of play : Tucker Brooke. (The Renaissance : A Literary History of England).

The Interlude, as its name implies, was a short play designed to entertain a company during or after a banquet. H. J. C. Grierson & J. C. Smith : (A Critical History of English Poetry).

৬. 'Humanist' অর্থে অবশ্য এমন একজনকে বোঝাত যিনি প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস ইত্যাদি পড়াশোনা করতেন। ডক্টর জনসন হিউম্যানিস্টকে ভাষাতাত্ত্বিক ও বৈয়াকরণিক রূপে চিহ্নিত করেছেন।

৭. The Epistles of Erasmus F. M. Nichols Vol. I, quoted in CHEL Vol. 3.

৮. By his laughter he brought the authority of the church into ridicule, by his scholarship he gave its enemies a weapon with which to overthrow it : Roger Lockyer [A History of England].

৯. Our knowledge goes back to the identification made in 1894 by G. L. Kittredge, most fully presented in 'Who was Sir Thomas Malory ?' : Harvard Studies in Phil. & Lit. (1896) ; quoted in A. C. Baugh, A Lit. His. of England.

১০. George Sampson : The Concise CHEL.

১১. Tucker Brooke. স্যার জন চেকের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কবি মিল্টন বলেছিলেন, তিনি একই সঙ্গে কেম্ব্রিজকে এবং রাজা এডওয়ার্ডকে গ্রীক শিখিয়েছেন।

১২. Alice D. Greenwood : CHEL Vol. 2

১৩. 'The Ship of Fools' looks forward to Erasmus' Praise of Folly as much as it looks backward to the theme of the Seven Deadly Sins. [David Diaches : A Critical History of English Literature].

১৪. ব্যালাড বিষয়ে বিশপ পার্সির (Bishop Percy) অনুসন্ধান ও গবেষণাই পরবর্তীকালের গবেষকদের সাহায্য করেছে। Percy's Reliques সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়।

সাহিত্যের স্বর্ণযুগ : স্পেন্সার শেকস্‌পীয়ার মিল্টন

কোন কোন সাহিত্যের ইতিহাসকারের মতে রেনেশাঁসের যুগ প্রায় ২৫০ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত। বস্তুত, স্যামুয়েল বাটলারের রচনায় যে তির্যক ভঙ্গি ও বিদ্রুপাত্মক ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়, যার পারণতি পোপের কবিতাবলীতে, তাই রেনেশাঁসের সাহিত্য থেকে নতুন দিক নির্ণয় করল। তার পূর্বে সুদীর্ঘ সময়কাল ইংরেজী সাহিত্যের সুবর্ণযুগ। নাটকে মার্লো শেকসপীয়ার বেন জনসন, কবিতায় স্পেন্সার মিল্টন তান গদ্যরচনায় লাইলি বেকন ব্যানিয়ান, এঁদের মিলিত অবদানে ইংরেজী সাহিত্য আন্তর্জাতিক খ্যাতির শিখরে পৌছোল। বলাই বাহুল্য, এর পূর্বযুগে হিউম্যানিজমের প্রসার ও রেনেশাঁসের উপকরণ ছিল এই সৃষ্টিশীলতার মূল, যদিও স্বীকার্য কোন ঘটনাবলীই বড় শিল্প বা সাহিত্যসৃষ্টিকে হিসেবমত নিয়ন্ত্রণ করে না, এবং এর কারণও অনেক সময়েই আমাদের অজ্ঞাত।

কিন্তু যুগলক্ষণ হিসেবে আরম্ভেরও আরম্ভ আছে, তাই স্পেন্সারের কবিতার আগে এসেছেন ওয়্যাট ও সারে। ইংল্যাণ্ডের নতুন কবিতা শুরু হ'ল এই দুজনকে দিয়েই। দুজনেরই কবিতার স্বতন্ত্র পুস্তক এঁদের জীবদ্দশায় বিশেষ প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায় না। কিন্তু টটেল বলে এক ব্যক্তি তৎকালীন কবিতা ও সংগীতের একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন প্রচলিত নাম যার Tottel's Miscellany of Songs and Sonnets ; এই সংকলন কার্যে তাঁর সহযোগী ছিলেন নিকোলাস গ্রিমল্ড (Nicholas Grimald) নামে এক কবিতা-পাগল ভদ্রলোক। এই কাব্য সংকলনটি থেকেই আমরা ওয়্যাট এবং সারের কবিতার পরিচয় জানতে পারি (Thomas Wyatt এবং Earl of Surrey, যাঁর প্রকৃত নাম Henry Howard)। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে রোম থেকে ফিরে এসে ওয়্যাট পেত্রার্কের[১] দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে সনেট লেখায় হাত দেন। যদিও সনেট রচনার পথপ্রদর্শক হিসেবে তিনি স্মরণীয় কিন্তু গীতিকবিতায় তাঁর হাত আরো মিষ্টি ছিল। সারে পেত্রার্কের প্রভাব কাটিয়ে উঠলেন, 'blank verse'-এ পরীক্ষা করলেন। এই সময়েই আর একজন কবির নাম উল্লেখযোগ্য তিনি জর্জ গ্যাসকয়েন (George Gascoigne), প্রতিভাদীপ্ত এই কবি কবিতায় নতুন পথ প্রদর্শনের চেষ্টা করেছিলেন—প্রসোক্তি, স্যাটায়ার ও

কমেডিব ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখ করা যায়। তঁর অন্যতম রচনা 'The Steele Glas'-এর ভূমিকা জাতীয় কিছু লিখেছিলেন তৎকালে প্রতিপত্তি-শালী স্যার ওয়াল্টার র‍্যালো। টটেলেব 'মিসেলেনী' ছাডাও এজাতীয় অন্ত ক' একটি কাব্যসংকলন সেকালের ইতিহাসকে ধবে রেখেছে. 'The Paradyse of Daynty Devises (রিচাড এডওয়ার্ডস সংকলিত), A Hundreth Sundrie Flowres, A Gorgeous Gallery of Gallant Inventions, A Handful of Pleasant Delytes প্রভৃতি; এগুলি সবই ১৫৭৩ থেকে ১৫৮৪-র মধ্যে সংকলিত। এই প্রসঙ্গে A Mirror for Magistrates সংকলনটি অবশ্যই উল্লেখের দাবী বাখে যদিও মেজাজেব দিক থেকে এই সংকলনটির সঙ্গে উল্লেখিত চারটির খুব বেশী মিল নেই। বল্ডুইন (William Baldwin) সম্পাদিত প্রায় ১৪০০ পৃষ্ঠার (সাম্প্রতিক সংস্করণে) গ্রন্থে স্যাকভিল-এর Induction এবং Complaint of Buckingham (বইটির ২য় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত) সন্নিবেশিত হয়েছে, কিন্তু মুখ্যত Induction-এর বচনাব প্রসাদগুণেই এটি স্মরণীয় হয়ে আছে।

শেকস্‌পীয়ারেব অব্যবহিত পূর্বে যে তিনজন পুরুষ কাব্যসাহিত্যেব জগতে নেতৃত্ব দান করেছিলেন তাঁরা হলেন এডমাণ্ড স্পেন্সার (Edmund Spenser), ফিলিপ সিডনী (Philip Sidney) এবং ওয়াল্টার র‍্যালো (Walter Raleigh)। এঁবা তিনজনই পরস্পব বন্ধুস্থানীয় ছিলেন এবং তৎকালীন রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ-ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিলকলম্যানের প্রাচীন দুর্গে স্যাব র‍্যালো স্পেন্সারের সঙ্গে প্রথম পবিচিত হয়েছিলেন। স্পেন্সাব তাঁকে শুনিয়েছিলেন অংশত 'ফেয়ারী কুইন', আর র‍্যালো আবৃত্তি করেছিলেন তাঁব 'সিনথিয়া'।

কবিতা এবং গদ্য দু' রকম রচনাতেই স্যার ওয়াল্টাব পারদর্শী ছিলেন যদিও সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার চেয়ে তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের রাজদরবারের প্রতিষ্ঠা ও কৌলীন্যের জন্যই তিনি সমধিক পরিচিত। সর্বসাকুল্যে তিনি তেত্রিশটির বেশী কবিতা লেখেন নি বলেই আধুনিক গবেষকদের মত। তাঁর গদ্য রচনা The History of the World তাঁর জীবিত অবস্থাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি যে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, প্রমাণ রয়েছে রিচার্ড হকলুত (Richard Hakluyt)-এব সংকলন গ্রন্থ 'Principal Navigations, Voyages and

Discoveries of the English Nation' বিষয়ে তাঁর প্রেরণা এবং প্রত্যক্ষ সাহায্য দান। এলিজাবেথীয় যুগের 'spirit of adventure'-এর প্রতীক ছিলেন স্যার ওয়াল্টার, দুর্দম দুঃসাহসী 'কেয়ার-ফ্রি', অথচ এক অদ্ভুত নিরাসক্তির মিশ্রণ ছিল তাঁর চরিত্রে। টাওয়ারে বন্দী অবস্থায় তাঁর রচিত ইতিহাসটি এই অদ্ভুত মানুষটিকে চিনতে সাহায্য করে।[২] ফিলিপ সিডনীর কাছে কবিতা রচনা ছিল নেশা। একই সঙ্গে ভিন্নধর্মী দু'টি গ্রন্থের জন্য তিনি আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। Astrophel and Stella এবং Defence of Poesy (১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত Apologie for Poetrie-র পরিবর্তিত নাম)। স্টেলা তাঁর কৈশোরের প্রেমিকা, আর্ল অব এসেক্সের কন্যা পেনিলোপি; এই কবিতায় প্রাক-যৌবনের আবেগ রয়েছে, আর আছে প্রথম প্রেমের আর্তি। বেশ কিছু সমালোচক সনেট-রচয়িতা হিসেবে শেকস্‌পীয়ারের পরেই তাঁর স্থান নির্দেশ করেছেন। তাঁর রোমান্স-ধর্মী গদ্য রচনা Arcadia-তেও নানাস্থানে উজ্জ্বল কবিতার চিহ্ন রয়েছে। নানা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল, ইটালীর ভেনিস শহরে থাকবার সময় তিনি নক্ষত্রবিদ্যা এবং সংগীত নিয়ে বেশ কিছু পড়াশুনো এবং চর্চা করেছিলেন। সিডনী সম্ভবত সমালোচক হিসেবে প্রথম যিনি কবিতার প্রাণবস্তুর ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিলেন, শুধুমাত্র ছন্দ এবং মিল থাকলেই কবিতা হয়ে ওঠে না।

আরো তিন জন কবির নাম অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত, তাঁরা হলেন জর্জ চ্যাপম্যান (George Chapman), স্যামুয়েল ড্যানিয়েল (Samuel Daniel) এবং মাইকেল ড্রেটন (Michael Drayton); চ্যাপমান কিছু কিছু নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু কবি হিসেবেই সেকালে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। হোমারের ইলিয়াড এবং অডিসি অনুবাদ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি। কবি কীটস্ চ্যাপম্যানের অনুবাদ পড়ে একটি বিখ্যাত কবিতা লিখেছিলেন। মাইকেল ড্রেটন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, Polyolbion নামে এক বিরাট কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন, যার মধ্যে তৎকালীন ব্রিটেনের শহর নদী পর্বতমালা ইত্যাদির ভৌগোলিক বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে নানা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাঁর অপর দু'টি কাব্য, Baron's Wars এবং Heroic Epistles of England, মধ্যযুগীয় বীরত্বগাথা যেন নতুন করে দেখা দিল, বিশেষত তাঁর Ballad of

Agincourt ইংরেজী কাব্যে একটি নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে, এমনকি লর্ড টেনিসনও এর কাব্যের ছন্দসুষমায় আকৃষ্ট হয়ে কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর সমবয়েসী কবি স্যামুয়েল ড্যানিয়েল The Civil Wars কাব্যগ্রন্থটির জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন, যদিও কবিতার বিভিন্ন শাখাতেও তিনি পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন।

সমকালেই কয়েকটি গীতিকবিতার সংকলন আমাদের মনযোগ দাবী করে। উইলিয়াম বার্ড (William Byrd) নামে এক ভদ্রলোক Psalms, Sonnets and Songs of Sadness and Piety প্রকাশ করেন, মুখ্যত গানেরই বই। জাতে ব্যবসায়ী অথচ গান-পাগল নিকোলাস ইয়ং (Nicholas Yonge) এর লেখা Musica Transalpina গীতিকাব্যটিতে ইট্যালিয়ান সুরের ধ্বনি স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখ্য টমাস ক্যাম্পিয়নের (Thomas Campion) Books of Airs ; পেশায় ডাক্তার, নেশায় কবি এই ভদ্রলোক সেকালে যে গানগুলি রচনা করেছিলেন তা' জাতে পুরোপুরি স্বদেশীয়, ইটালী বা ফ্রান্স থেকে কিছু ধার করতে হয় নি তাকে। তাঁর জনপ্রিয় গানগুলি তৎকালে নাট্যসঙ্গীত হিসেবেই বেশী শোনা যেত।

এডমাণ্ড স্পেন্সার

'কবির কবি' এডমাণ্ড স্পেন্সার চ্যসারের মৃত্যুর প্রায় দেড়শ' বছর পরে এবং শেকস্‌পীয়ারের আবির্ভাবের বারো বছর পূর্বে (১৫৫২ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। চ্যসার যদি আধুনিক ইংরেজী কবিতার জনকরূপে আখ্যাত হ'ন, স্পেন্সার তবে কাব্যমালঞ্চের মালাকর, রূপে রসে বর্ণে গন্ধে তিনি ইংরেজী কাব্যকে যে আভরণ পড়িয়েছিলেন শতাব্দী অতিক্রম করে তা কবি কীটস্‌-কে[৪] অনুপ্রাণিত করেছিল। মরিসের কবিতাতেও স্পেন্সারের অনুকরণ পাই। কবিতার রসবৈচিত্র্য এবং জীবনাদর্শের বিভিন্ন কেন্দ্রবিন্দুগুলি এমনই উল্লেখ্য ছিল যে এই শতাব্দীর একজন গবেষক[৫] পাঠকদের অনুরোধ করেছেন, স্পেন্সারকে যেন মূল দুটি ধারায় বোঝবার চেষ্টা করা হয়। এই দুটি ধারা যথাক্রমে :

ক. Renaissance Spenser : Elfin Spenser : Voluptuous Spenser : courtly Spenser : Italianate Spenser : decorative Spenser.

খ. English Spenser : Protestant Spenser : rustic Spenser : manly Spenser : churchwardenly Spenser : domestic Spenser : thrifty Spenser : honest Spenser.

একটি কবিকে, বিশেষ করে যুগসন্ধিক্ষণের কবি স্পেন্সারকে বুঝতে হলে এবং তাঁর কাব্যের যথোচিত মর্যাদা দান করতে হলে, সমালোচক বলছেন, আমাদের এই চোদ্দটি ধারায় অনুসন্ধান করতে হবে। অবশ্যই এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় স্তরে আমরা তাঁর জীবনীর সন্ধান করতে পারি। এবং এই অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে লিউইস্-আখ্যাত বিষয়গুলির গভীরে প্রবেশ করা যায়। কবির জীবনীর সেই অংশটুকুই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় যার দ্বারা আমরা তাঁর কবিতার নিজস্ব জগতে পৌঁছুতে পারব। কবির লেখা থেকেই জানি যে তিনি লণ্ডন শহরেই জন্মেছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতৃপরিচয়ের উৎস খুঁজতে গেলে আমাদের যেতে হবে ইংল্যাণ্ডের গ্রাম অঞ্চলে, নর্দাম্পটনের কোন জায়গায়। তাঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন খ্যাতিবান :

> Though from another place I take my name
>
> An house of auncient fame[৬]

কবি ছেলেবেলায় বিখ্যাত মারচেণ্ট টেইলর্স স্কুলে পড়াশুনো করেন। সেখানে অধ্যক্ষ ছিলেন সে যুগের অসাধারণ শিক্ষক রিচার্ড মালকাস্টার (Richard Mulcaster) যাঁর কথা ভাষা-অধ্যায়ে বলা হয়েছে। ম্যালকাস্টার ক্ল্যাসিক্যাল শিক্ষা ছাড়াও বিশেষ করে, সংগীতে অনুরাগী ছিলেন এবং ছাত্রদের নিয়মিত সংগীতচর্চার দিকে লক্ষ্য রাখতেন। স্পেন্সারের কাব্যে ভাষা, অলংকার এবং বাক্প্রতিমা হয়তো একারণেই একটা গভীরতা লাভ করেছে। এই আদর্শবাদী শিক্ষকের লক্ষ্য ছিল 'পূর্ণ মানুষ' গঠন করা। স্পেন্সার এই শিক্ষা ধারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন মনে হয়। তাঁর কাব্যে প্লেটোনিক ভাবধারা[৭] নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে সমালোচকরা মনে করেন, তার সূত্র হয়তো এখানেই। কেম্‌ব্রিজের পেমব্রোক হল থেকে বি. এ. এবং এম. এ. (১৫৭৬) পাশ করেন ; Quadrivium এবং Trivium প্রথায় তাঁর কলেজী শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তিনি যখন কেম্‌ব্রিজের ছাত্র তখনই তিনি

লেখায় রীতিমত হাত মক্‌স করেছেন,[৮] অনুবাদের মধ্য দিয়ে। যে আয়ার্ল্যাণ্ডে তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ কেটেছে সেখানে তিনি সম্ভবত প্রথমবার যা'ন ১৫৭৭ সালে। এক বছর বাদে রচেষ্টারের বিশপ জন ইয়ং এর সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। কলেজ জীবনে তাঁর বন্ধু ছিলেন হার্ভে, কেম্‌ব্রিজ এর ফেলো, পণ্ডিত ব্যক্তি এবং 'রেটোরিক' বিষয়ে যাঁর ছিল নিজস্ব বক্তব্য। 'ফেয়ারী কুইন'-এর প্রথম সমালোচক এই বন্ধুটি কিন্তু এই কবিতাকে প্রশংসা করতে পারেন নি। পরে তাঁর বন্ধুর দলে এলেন স্যার ফিলিপ সিডনী এবং আরো পরে ১৫৮৯ সালে, কিলকলম্যান দুর্গে পরিচয় হ'ল স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের সঙ্গে। সিডনীর সুরসিকা ও শিক্ষিতা ভগ্নী কাউন্টেস অব পেমব্রোক, ডায়ার, গ্রেভিল প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী তরুণ তরুণী মিলে সাহিত্যের আড্ডা জমাতেন, এই পরিবেশ স্পেন্সারের জীবনে খুবই কার্যকরী হয়েছিল। ১৫৮০ সালে লর্ড গ্রের সেক্রেটারীরূপে আয়ার্ল্যাণ্ডে চলে যান, এবং কয়েকবার ইংল্যাণ্ডে এলেও, প্রায় মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। কিলকলম্যান দুর্গ বিদ্রোহীরা দাউদাউ করে আগুন ধরিয়ে দেয়; মৃত্যুর আগে, কবি স্পেন্সার তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথ বয়েল এবং পুত্রকন্যা নিয়ে পালিয়ে আসেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার সঙ্গে স্পেন্সার প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন, ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সঙ্গে স্যার র‍্যালে তাঁকে পরিচিত করিয়ে দেন ১৫৮৯ সালে এবং কোর্ট লাইফ সম্বন্ধে স্পেন্সারের সুপ্ত আগ্রহ আরো জেগে ওঠে, যে অভিজ্ঞতার বহু পরিচয় তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে। ১৫৭৯ তে The Shepheard's Calender প্রকাশিত হয় এবং সিডনীকে তা উৎসর্গ করেন। সম্ভবত এই সময়ে তাঁর প্রথম বিবাহ হয়। ১৫৮০-তে The Faerie Queene অংশত রচনা করেন। এবং ১৫৯০-তে প্রথম তিন খণ্ড প্রকাশিত হলে রাণীকে উৎসর্গ করেন। ১৫৯১-তে Mother Hubberds Tale রচনা করেন। ১৫৯৪ সালে এলিজাবেথ বয়েলকে বিবাহ করেন এবং পরপর Amoretti ও Epithalamion[৯] লেখেন। 'Colin Clout's come home againe' এবং Astrophel (সিডনীর প্রতি elegy) এই সময়েই লেখা, এমনকি 'ফেয়ারী কুইন'-এর বাকী তিনটি খণ্ডও শেষ করেন ১৫৯৪-৯৫-এর মধ্যে। আর্ল অব ওরসেস্টারের দুই কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে রচিত হয় Prothalamion এবং

Fowre Hymns পরের বছরে। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গদ্যে একটি বই লেখেন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ, A Vewe of the Present State of Irelande. ১৫৯৯ সালে ১৩ই জানুয়ারী মাত্র ৪৭ বছর বয়সে ইংল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি দেহত্যাগ করেন; তাঁর প্রিয় কবি, পূর্বসূরি চাসারের কাছাকাছি ওয়েস্ট-মিনস্টার এ্যাবেতে তাঁর মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়, যখন 'poets attended the ceremony, flinging into his grave elegies composed in his honour, and the pens with which they had written them.[১০]

প্রায় চাসারের মতই এই কবি এ পর্যন্ত বহু বড় বড় কবি সমালোচকের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তাঁর বন্ধুস্থানীয় হার্ভে সিডনী র‍্যলো তো স্পেন্সারের কাব্য সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেনই, পরবর্তী কালের কবি মিল্টন তাঁর সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। মিল্টন তাঁকে স্কটাস (Duns Scotus—যাঁর কথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে) ও একুইনাসের (Thomas Aquinas) চেয়ে বড় শিক্ষকের মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁকে বলেছেন 'sage and serious'.[১১] এছাড়া ড্রাইডেন থেকে ফ্রাঙ্ক কারমোড পর্যন্ত কম করে পঞ্চাশজন বিশিষ্ট কবি এবং সমালোচক তাঁদের বিভিন্ন রচনায় শ্রদ্ধার্ঘ জানিয়েছেন। স্বল্প পরিচিত হ'লেও টমাস ওয়ার্টনের[১২] (Thomas Warton) চিন্তায় পরিণতির স্বাক্ষর পাওয়া যায়, His poetry is the careless exuberance of a warm imagination and a strong sensibility, অবশ্য 'careless' এই বিশেষণ ব্যবহারে কারু কারু আপত্তি থাকতে পারে যখন আমরা জানি হার্ভে, সিডনী ইত্যাদিদের সঙ্গে স্পেন্সার কি গভীরভাবে কাব্যের ছন্দ এবং শব্দপ্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন যৌবনকালে। তবে রসের জগতে স্পেন্সারের স্থান কোথায় তিনি বড় সুন্দর বলেছেন: 'In reading Spenser, if the critic is not satisfied, yet the reader is transported.' কবি কীটস্—যাঁর কাব্যে প্রত্যক্ষভাবেই স্পেন্সারের সৌন্দর্যচেতনার স্বাক্ষর পাওয়া যায়—'ফেয়ারী কুইন' কাব্যগ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড পড়বার পর (২য় ক্যাণ্টো) উদ্দীপিত হয়ে সেই বইটিতেই একটি কবিতা লিখে ফেলেছিলেন। ইংরেজী ভাষার মসৃণতা ও সংগতি আনবার জন্য স্যামুয়েল জনসনের মত পণ্ডিত ব্যক্তিও শেক্সপীয়ারের সঙ্গে স্পেন্সারকে সমান মূল্য দিয়েছিলেন।

রোমান্টিক যুগের প্রায় সকলেই, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, হ্যাজলিট, ল্যাম, স্কট এই কবির রচনারীতির যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন, যদিও স্বীকার্য (সম্ভবত একমাত্র ব্যতিক্রম) এঁদের একশ' বছর আগে জোসেফ অ্যাডিসন (Joseph Addison) স্পেন্সারের কাব্যবস্তুতে 'dull moral' পেয়েছেন এবং যদিও তাঁর কবিতায় অঙ্কিত ল্যাণ্ডস্কেপকে অ্যাডিসনের মনে হয়েছে 'pleasing', তথাপি কাছ থেকে দেখলে মনে হবে তা ক্রমশই 'fades away' ; স্পেন্সার সম্পর্কে নতুন নতুন গবেষণার দ্বার বর্তমান সময়ে উন্মুক্ত হয়েছে এ বিষয়ে আগেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এবং অ্যাডিসনের বক্তব্য অংশত যদি মেনেও নেওয়া যায় তথাপি অবশ্যই স্বীকার্য : 'There are throughout The Faerie Queene essences of the universal and the timeless.'[১৩] সম্ভবত অ্যাডিসনের পরম ভক্তও নাইট সাহেবের বক্তব্যের বিরোধিতা করবেন না।

'The Shepheards Calender' [১৪] স্পেন্সারের সাতাশ বছরে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটির 'argument' প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলছেন, কবিতা হচ্ছে, 'worthy and commendable arte : Or rather no arte, but a divine gift and heavenly instinct' ; ফিলিপ সিডনী, যাঁকে কাব্যটি উপহার দেওয়া হয়েছিল, বলছেন তাঁর 'An Apology for Poetry'-তে, 'স্পেন্সারের একলগ্‌গুলি অপূর্ব কাব্যসম্পদ বিশিষ্ট।' প্রাচীন ক্লাসিক্যাল কবিদের, বিশেষত ভার্জিলের, কিছুটা অনুসরণে রচিত বারো মাসের কবিতাবলীতে প্যাস্টোরাল কাব্যের মেজাজ পুরোপুরি এসেছে। মেষপালকদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে জীবনের নানা গভীর বিষয়, নীতি, ধর্ম, প্রেম, এমনকি কবিতাবিষয়ক প্রশ্নও উত্থাপিত হয়েছে। তাদের কথাবার্তায় অবশ্য মনে হয় না তারা অশিক্ষিত—বলা যেতে পারে, কবি স্পেন্সারেরই self-projection-রূপে এই সব চরিত্র তাদের সংলাপ বলে যাচ্ছে। Piers বলছে Cuddie-কে—

> 'O pierlesse Poesye, where is then thy place ?
> If nor in Princes pallace thou doe sitt :

আমরা জানি, রাণীর দরবারে, রাজকবির মর্যাদা চেয়েছিলেন স্পেন্সার মনে মনে, চেয়েছিলেন লণ্ডনের 'courtly life' ; মেষপালকের কথায় সেই প্রতিধ্বনিই কি পাচ্ছি না ? কবি নিজে হ'চ্ছেন কলিন ক্লাউট। জানুয়ারীর কবিতায়

প্রেমের বিষ'দের চিত্র এঁকেছেন তিনি, আবার এপ্রিল মাসে বসন্তের 'নব নব রূপে' কত বিচিত্র ফুলের মেলা বসিয়েছেন তাঁর বাগানে। বছরের শেষ ডিসেম্বর মাসের একলগ্-এ কবি বলছেন :

And after winter commeth timely death.

(timely শব্দটির ব্যঞ্জনা আমার কাছে অসাধারণ মনে হয়)। কবিতাবলীতে শব্দচয়নের গ্রাম্যতা (মেষপালকরা যেখানে মূল চরিত্র সেখানে গ্রাম্যতা থাকাই তো বাঞ্ছনীয়!) বা গুরুচণ্ডালী দোষের কথা কেউ কেউ বলেছেন, কিন্তু কাব্যসুষমায়, অপূর্ব চিত্রধর্মিতা ও অনুভূতির ব্যঞ্জনায় মনে হয় না কি, এই কবি কালেদিনে মহৎ কিছু লিখবেন ?

স্পেন্সারের দ্বিতীয় রচনা, প্রায় একই সময়ে Mother Hubberds Tale ; প্রকৃতপক্ষে, ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Complaints[১৫] বলে যে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন তার অন্যতম এই কবিতা। অন্যান্য কবিতাগুলি হচ্ছে The Ruines of Time, The Teares of the Muses, Virgils Gnat, Muiopotmos or The Fate of the Butterflie, Daphnaida (an elegy) ; স্পেন্সারের কাব্যে রচনারীতির বিবর্তন বোঝবার জন্য এই কবিতাগুচ্ছ খুবই জরুরি, তরুণ কবি স্পেন্সারের অপরিণত রচনা থেকে পরিণত বয়সের সাহিত্যকীর্তির আভাষ এগুলিতে পাওয়া যাবে। তীব্র বিদ্রূপাত্মক কবিতা Mother Hubberds Tale ঈশপের গল্পের রীতিতে পশুজীবনেরই কাহিনী, যা থেকে একটি গভীর দর্শন পাওয়া যাচ্ছে :

...Sith then we are free born

Let us all seruile base subiection scorne ;

এবং পশুজগতে শাসন ব্যবস্থা নিয়ে যে ভয়ানক সমস্যা দেখা দিল একসময়ে তার সমাধান হ'ল একমাত্র দেবতাদের হস্তক্ষেপে। এই কাহিনীটির রূপক সবটাই ব্যবহার করা হয়েছে তৎকালীন রাজপরিবার, শাসনব্যবস্থা ইত্যাদির প্রেক্ষিতে।

রচনার সময়কাল হিসেবে এর পরেই হচ্ছে : The Faerie Queene-এর প্রথম তিন খণ্ড। বাকী তিন খণ্ড চার পাঁচ বছর পরের রচনা। গ্রন্থটির পরিকল্পনা ('whole intention') বিষয়ে স্পেন্সার স্যার ওয়াল্টার র‍্যালেকে একটি চিঠিতে

Table III

রাজপুরুষদের বংশাবলী
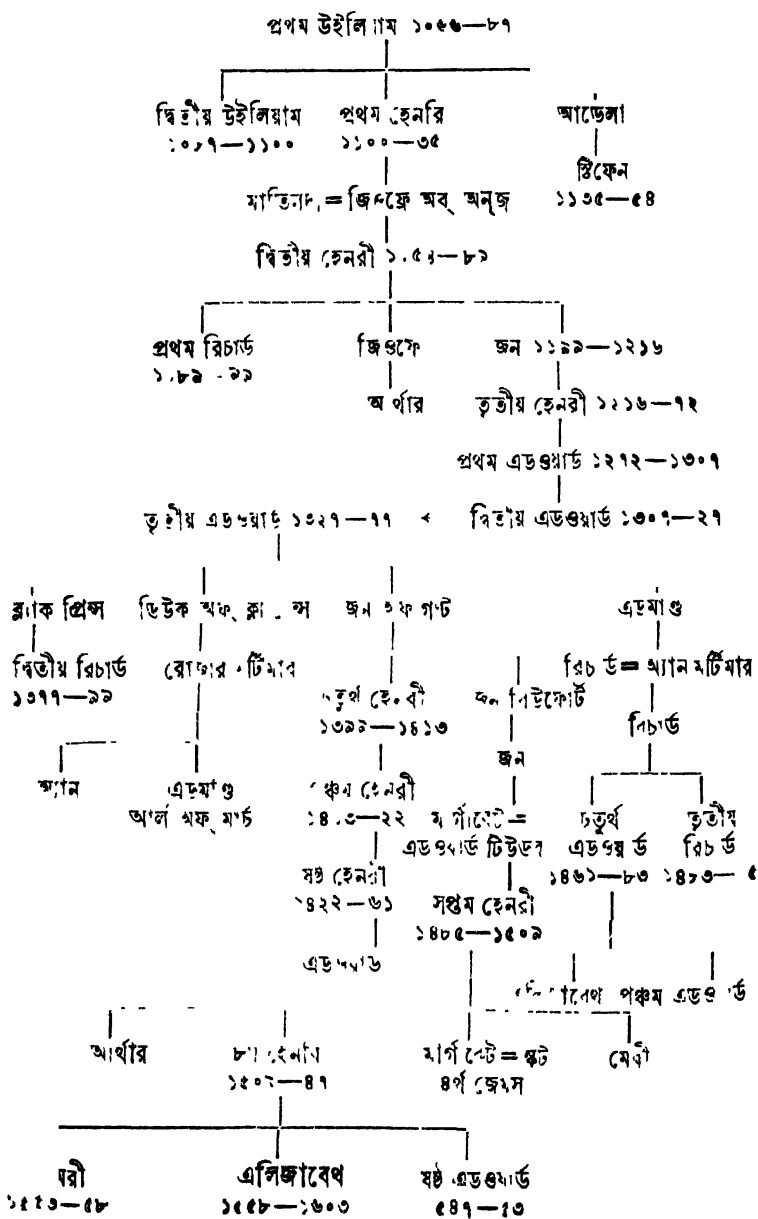
জানান (১৪৪ পংক্তির এই চিঠিটি 'ফেয়ারী কুইন' পড়তে গেলে খুবই জরুরি মনে হবে—তাই বেশ কিছু অংশ মূল থেকে উদ্ধার করা গেল) যে এই কাব্যটি হচ্ছে : 'Continued allegory or darke conceit' এবং এই গ্রন্থের 'The generall end therefore of all the booke (১২ খণ্ডে পরিকল্পিত, কিন্তু ৬ খণ্ডের বেশী লিখে উঠতে পারেন নি) is to fashion a gentleman or noble person in vertuous and gentle discipline...I chose the historye of King Arthure, as most fitte for the excellency of his person...I have followed all the antique Poets, first Homere, then Virgil...after him Ariosto...lately Tasso... In that Faery Queene I meane glory in my generall intention...so in the person of Prince Arthure I sette forth magnificence in particular...এবং দর্শনের যে শাখা 'Ethice' নামে পরিচিত, কবি বিশেষ করে তারই মূল্যায়ন করবার চেষ্টা করেছেন এই কাব্যগ্রন্থে।

দেখা যাচ্ছে, কবির নিজ বক্তব্য থেকেই, বইটি সম্বন্ধে অনেক কিছু জ্ঞাতব্য রয়েছে। কাহিনীর মধ্যে রয়েছে বহু প্রক্ষিপ্ত ঘটনা ; আর্থার বেরিয়েছেন ফেয়ারী কুইন-এর সন্ধানে। কবি এই প্রসঙ্গে নিয়ে এলেন নাইটদের। প্রথমেই এলেন রেড ক্রশ নাইট—যিনি উনাকে ভালবাসতেন এবং উনার পিতামাতাকে ড্রাগনের হাত থেকে উদ্ধার করবার ব্রত নিলেন স্বেচ্ছায়। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এক একজন নাইট এক-একটি মানবীয় গুণের প্রতীক, এভাবেই 'Holiness, Temperence, and Chastity, Friendship, Justice and Courtesy' ইত্যাদিকে প্রতীকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। Una-র চরিত্রকে প্রতীক ধরা হয়েছে 'the abstract symbol of Christian truth,'[১৬] আবার কাব্যগ্রন্থের ৩য় ভাগে (Book III) ব্রিটোমার্টের আদর্শ চরিত্রে সতীত্বের উজ্জ্বল প্রভা[১৭] ; বইটির তৃতীয় ভাগকে বলা হচ্ছে, 'legend of chastitie', এটি কাহিনীর সূত্র হিসেবে ৪র্থ ভাগের সঙ্গে জড়িত। শেষ দু'টি ভাগে (Book V & VI) আমরা Justice এবং Courtesy এই মানবীয় গুণের কাহিনী পাচ্ছি। ব্রিটোমার্টের প্রেমিক আর্টেগাল হচ্ছেন Justice-এর প্রতীক,

Sir Calidore হচ্ছেন Courtesy-র। এভাবে সমস্ত গ্রন্থটি একটি রূপকাশ্রিত আখ্যানে পরিণত হয়েছে।

স্পেন্সারের রচনায় তাঁর কাব্যিক সুষমা ও ভাষার অলংকার নিয়ে যখন কবিদের বিস্ময়ের অন্ত নেই তখন আমরা নাট্যকার বেন জনসনের এরূপ সমালোচনা পাচ্ছি: 'Spenser, in affecting the ancients, writ no language,' তার প্রতিবাদে আধুনিক কালে একজন সমালোচক লিখছেন: 'he wrote, in all his works except The Shepherds' Calender and the Faerie Queene (where his design required archaism), the very purest of pure English,[18] এই সমালোচক বলছেন 'ফেয়ারী কুইন'-এর ভাষা পাঠকদের কোন অস্বস্তির কারণ নয়। তাঁর 'archaism'-এর সূত্র বিশ্লেষণ করে সমালোচক[19] বলছেন, ইংরেজী কাব্যে স্পেন্সারই প্রথম 'conscious artistry' সূচনা করলেন। 'ফেয়ারী কুইন' কাব্য যেন স্পেন্সারের তুলিতে আঁকা ছবির মিছিল, এই তুলি হচ্ছে তাঁর কলম: a painter who never held a brush এবং তাঁর Faerie Queene is essentially a picture gallery[20], 'ফেয়ারী কুইন' এর রচনারীতি, আর একজন আধুনিক লেখক বলেছেন, যেন 'a continual address to the reader....He consistenty describes poetry as a moral influence operating on the reader's mind'[21]। তাঁর নয় পংক্তি-বিশিষ্ট স্তবকগুলির মিলের চরিত্র ababbcbcc; এই স্তবকের মিলের গতি এত স্বচ্ছন্দ যে কোনখানে তা ভেঙ্গে যায় না, একটা পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য পাঠকের কাছে ধরা পড়ে। স্পেন্সারের শব্দ-সম্ভার এবং ভাষার অলংকার-বাহুল্য মধ্যযুগীয় পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রেখে চলেছে—অথবা চলতে বাধ্য হয়েছে সম্ভবত রূপকাশ্রয়ী ঘটনাবৈচিত্র্যের জন্যই। চসারের 'রিয়ালিজম্' বা শেক্স্‌পীয়ারের 'Elizabethan audience' এর প্রতীক সব চরিত্রের প্রকাশ স্পেন্সারের কাব্যে নেই—তিনি যে জগৎ তৈরী করেছেন তার অনুষঙ্গ হিসেবেই 'archaic' শব্দসম্ভার এসেছে। মার্থা ক্রেগ দুঃখ করেছেন, 'The Faerie Queene has disappointed the modern[22], কিন্তু এই শব্দ-ব্যবহারের রহস্য উদ্ধার করা যাবে পার্কারের গ্রন্থপাঠে যখন 'Allegory

Symbol Sign and Type'[২৩] অধ্যায়ে তিনি এর উৎস সন্ধান করেছেন।

অন্য যে কটি কাব্য স্পেন্সারের রচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ তা হচ্ছে Colin Clout's come home againe, Amoretti এবং Epithalamiont; কবি নিজের জীবনের অনেক কিছু ধরে রেখেছেন প্রথম কবিতাটিতে, কবি নিজেই হচ্ছেন নায়ক কলিন ক্লাউট, স্যার র‍্যালের সঙ্গে তাঁর দেখা হলে পর দুজনে সিনথিয়ার (রানী এলিজাবেথ) দরবারে গেলেন ইত্যাদি হচ্ছে বিষয়বস্তু। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, দরবারের রাজনীতি, কুৎসিত পরিবেশ, হিংসা ঈর্ষার অভিজ্ঞতা তাঁকে মুহূর্তে সচকিত করে দিল—এবং তিনি পালিয়ে বাঁচলেন তাঁর পুরানো গ্রামের জীবনে। Amoretti এবং Epithalamion—প্রেম এবং বিবাহ-বিষয়ক কবিতা। প্রথম গ্রন্থটি সনেটগুচ্ছ, সিডনী এবং সেকস্‌পীয়ারের সনেটের মাঝামাঝি পর্যায়ে রয়েছে এই সনেটগুলি। Epithalamion এর মত সুন্দর প্রেমের, মিলনের ও উৎসবের কাব্য ইংরাজী সাহিত্যে আর লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ। এ সমালোচনা শেষ করা যাক 'ফেয়ারী কুইন' থেকে দুটি স্তবক উপহার দিয়ে, যেখানে তাঁর কাব্যের যাবতীয় সুষমা আমাদের মনকে নিত্য অনুরণিত করবে :

ক. A stately Pallace built of squared brick,
Which cunningly was without morter laid
Whose wa's were high, but nothing strong nor thick
And golden foile all ouer them displaid,
That purest skye with lightnesse they dismaid:
High lifted up were many loftie towres,
And goodly galleries ouer laid,
Full of faire windowes, and delightfull lowers ;
And on the the top a Diall told the timely howers.

(I. iv. 4)

খ. He Feedes upon the cooling shade, and layes
His sweatie forehead in the breathing wind,

Which through the trembling leaues full gently playes
Wherin the cherefull birds of sundry kind
Do chaunt sweet musick, to delight his mind :
The witch approaching gan him fairely greet,
And with reproch of carelesnesse unkind
Upbrayd, for leauing her in place unmeet,
With fowle words tempring faire, soure gall with hony sweet. (I vii. 3)

প্রথমে উদ্ধৃত স্তবকটি সম্বন্ধে সমালোচক বলেছেন 'richly iconographical এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'highly charged with poetic meaning', এরই সঙ্গে রয়েছে Spenserian stanza র দুর্নিবার আকর্ষণ, ধ্বনিমাধুর্যে, ছন্দের বৈশিষ্ট্যে, অন্ত্যমিলের দোলায় বিশেষণগুলির অলংকৃত সুসম ব্যবহারে যে কবিতা পাঠককে বাস্তব থেকে অতীন্দ্রিয় জগতে মুহূর্তে নিয়ে যায়।

নাটকের উৎপত্তির ইতিহাস ও অগ্রগতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এক সময় চার্চের প্রভাব থেকে নাটক নেমে এসেছে ইংল্যাণ্ডের জনসমাজে। সাধারণ লোক নাটক সম্বন্ধে তখন হয়ে পড়লো প্রচণ্ডভাবে উৎসাহী। ষোড়শ শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে তাই দেখতে পাচ্ছি নাট্যসাহিত্যের অমিত সম্ভাবনা, যার পরিণতিতে আমরা পেলাম মহামতি শেক্সপীয়ারকে। এটা অবশ্যই স্বীকার্য, নাট্য-রচনার প্রথম যুগে সেনেকার (Seneca) প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল, যাঁরা ট্রাজেডি লিখেছেন, তাঁদের ওপর। যতদূর জানা যায়, সেনেকার পাঁচটি নাটক অনূদিত হয়ে ১৫৫৯ থেকে ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রদর্শিত হয়েছিল। Gorboduc নাটকে আমরা সেনেকার প্রভাব স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। নিকোলাস উডালের Ralph Roister Doister-এ কেউ কেউ প্লটাসের (Plautus) চরিত্রচিত্রণের ছায়া লক্ষ্য করেছেন। জর্জ গ্যাসকয়েনের (George Gascoigne) Glass of Government এবং Jocasta এই পর্যায়ে উল্লেখ্য।

কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল ধাঁচে নাটক লেখা চলতে থাকলেও তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের

রাজদরবার, রাজন্যবর্গ ও সাধারণ লোকেরাই এক সময় নাটক-রচনার উৎসমূল হয়ে দেখা দিল। জাতীয় জীবনচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই সময় থেকেই নাটক লেখা হতে থাকলো এবং কাহিনীর জন্য ক্লাসিক্যাল ঐতিহ্যের দ্বারস্থ হ'লেও নাট্যকারগণ এক নতুন প্রেরণা লাভ করলেন। এই পর্যায়ের নাটক Cambyses উল্লেখের দাবী রাখে। কেম্‌ব্রিজে শিক্ষিত টমাস প্রেস্টন (Thomas Preston) সম্ভবত এই নাটকটি লিখেছিলেন। নাটকের মুদ্রিত নামটি প্রায় ৭-৮ পংক্তির, ভারী মজার, A Lamentable Tragedie mixed full of plesant mirth containing the Life of Cambises, King of Persia...ইত্যাদি, নামের মধ্য দিয়েই নাট্যকার ঘটনার বিবরণ দিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া আর দু'টি নাটক সেকালে বেশ পরিচিতি লাভ করেছিল, রিচার্ড এডওয়ার্ডস্ (Richard Edwards) এর Damon and Pythias এবং হোয়েটস্টোন (Whetstone) রচিত Promos and Cassandra,[২৫] এই সময়কার নাটক সম্বন্ধে এমত বর্ণনা পাওয়া যায় : The theatre was open to all; the whole town was attracted by it and enthusiastic for it. It was truly national...it was the only source of intellectual pleasure; ইতিহাসকারের এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকাতেই তৎকালীন নাটকের রূপ ও প্রকৃতি এবং জনজীবনে নাটকের প্রভাব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হবে।

রাজপ্রাসাদের বা রাজন্যবর্গের অট্টালিকার সুসজ্জিত হলঘরে নাটক মঞ্চস্থ হ'ত, আবার ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সাধারণ রঙ্গালয়ও প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকলো, গিল্ডগুলির (guild) পাশাপাশি। এ রকম কয়েকটি সাধারণ রঙ্গালয় হচ্ছে, 'দি থিয়েটার,' 'কার্টেন', 'গ্লোব', 'ফরচুন' প্রভৃতি। 'গ্লোব' থিয়েটারই ছিল লণ্ডন শহরের সবচেয়ে নামজাদা রঙ্গালয়। মেয়েরা সেযুগে অভিনয় করতেন না, কিন্তু দলে দলে থিয়েটার দেখতে আসতেন। বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে রানী কোন নাট্যগোষ্ঠীকে ডেকে পাঠাতেন নাটক মঞ্চস্থ করবার জন্য। মঞ্চ ছিল সাদামাঠা, প্ল্যাটফর্মের মত, দর্শকদের মধ্যে বসবার জায়গা জুড়ে কিছুটা। মঞ্চের তিনদিকেই দর্শকরা বসতে পারতো। মঞ্চের তিনটি ভাগ ছিল, 'ফ্রন্ট', 'মিডল্' এবং 'রিয়ার'; এছাড়াও ছিল 'আপার স্টেজ,' দু'পাশ

দিয়ে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। এক পেনি থেকে তিরিশ শিলিং (আজকালকার হিসেবে) ছিল টিকিটের দাম। ধনী নির্ধন, জমিদার চাষী, আর্ল বা 'কমনার' সবাই মিলতো থিয়েটার হলে।

শেকস্‌পীয়ারের আগে নাটক লিখে যে সব তরুণ নবনাট্য আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত বুদ্ধিদীপ্ত, প্রাচুর্যে উচ্ছল। হৈ হুল্লোরে, ট্যাভার্ণে আড্ডায়, মদ্যপানে, তরবারি খেলায় তাঁরা কেউ কারো চেয়ে কম ছিলেন না। বীরত্বগাথা এঁদের আকৃষ্ট করত, কবিতার ঝঙ্কার, বর্ণনার বাহুল্য, আবেগপ্রবণতা ও মূলত ট্রাজেডীর আবেদন ছিল এঁদের নাটক রচনার প্রেরণা ও উৎস। এঁদের ইতিহাসকার আখ্যা দিয়েছেন 'ইউনিভার্সিটি উইটস্' (University Wits); 'heroic themes ...splendid descriptions, long swelling speeches, the handling of violent incidents and emotions[২৬] এই ছিল নাটকগুলির উপজীব্য। এই দলে ছিলেন টমাস কিড (Thomas Kyd) জর্জ পিল (George Peele), রবার্ট গ্রীণ (Robert Greene), ক্রিষ্টোফার মার্লো (Christopher Marlowe), টমাস ন্যাশ (Thomas Nash)। জন লাইলি (John Lyly) এঁদের দলে ছিলেন না, কিন্তু এ সমবয়ক লেখই, প্রথম চারজনের জন্ম সন এক, ১৫৫৮; এঁরা প্রায় সকলেই বন্ধুস্থানীয় ছিলেন।

বলা বাহুল্য, এঁদের মধ্যে মার্লোই ছিলেন সবচেয়ে প্রতিভাদীপ্ত। চরিত্র-চিত্রণে বা ঘটনাসংস্থানে যদিও তিনি অনেক সময় দুর্বলতা দেখিয়েছেন, তথাপি কাব্যের প্রসাদগুণে এবং blank verse-এর অসাধারণ দীপ্তিতে তাঁর রচনা শুধু প্রথম শ্রেণীর নয়, কোথাও কোথাও প্রায় শেকস্‌পীয়ারের সমতুল্য। কাণ্টারব্যারীতে এক মুচির ঘরে মার্লোর জন্ম হ'লেও ছোটবেলায় 'গ্রামার স্কুলে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, পরে কেম্‌ব্রিজে ১৫৮৭ তে এম. এ. পাশ করেন। শোনা যায় রাজকার্যে secret service'-এ যোগ দিয়ে রীমস্‌ (Rheims) গিয়েছিলেন। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে এলে তাঁর উপর রেণেসাঁসের প্রভাব পড়ে এবং তৎকালীন উচ্চশিক্ষিত সমাজে তিনি একটি নিজস্ব স্থান করে নেন।

শেকস্‌পীয়ারের সমবয়েসী এই তরুণ প্রতিভা উনত্রিশ বছর বয়সে একটি

সরাইখানায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহত হয়ে মারা যান। মার্লো তাঁর একটি নাটকে বলেছিলেন :

গাছের যে শাখাটি পরিণত হতে পা'তো
মাঝপথেই তাকে কেটে ফেলা হ'ল।

[লেখক-কৃত অনুবাদ]

এই কথাটি হয়তো তাঁর নিজের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

মাত্র তেইশ বছরে Tamburlaine the Great নাটকটি (দু খণ্ডে) রচনা করে' তিনি ইংল্যাণ্ডের নাট্যসাহিত্যে নবযুগের সূচনা করেন। প্রথম খণ্ড কেম্‌ব্রিজে ছাত্রাবস্থাতেই রচিত হয়। সামান্য মেষপালক থেকে সিংহাসনে আরোহণ করে' ক্ষমতাদর্পী তাতার টেমারলেন শুধু পরাজিত রাজাদের কাছেই নিজের দর্প প্রকাশ করে নি, দেবতাদের বিরুদ্ধেও তার জেহাদ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু এর শাস্তি তো তাকে পেতেই হবে একদিন, এবং এভাবেই ঠিক Doctor Faustus জ্ঞানের উচ্চশিখরে উঠেও ভেবেছিলেন, তিনি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হবেন—ফলে তাঁরও পতন হ'ল অবশ্যম্ভাবী রূপে। মধ্যযুগীয় সব ক'টি বিদ্যায় পারদর্শী হয়েও (Theology, Philosophy, Medicine এবং Law) শেষ পর্যন্ত ম্যাজিকের শরণাপন্ন হলেন তিনি। যাদুবিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্য তিনি অবশেষে 'sells himself to the devil' ; Mephistophcles-এর কাছে নরকের বর্ণনা শুনলেন তিনি :

Hell hath no limits, nor is circumscribed
In one self place.

এবং ডক্টর ফস্‌টাসের অনন্ত নরকবাসের আগের মুহূর্তে মার্লো যে ঘনীভূত আবেগ সৃষ্টি করেছিলেন একমাত্র শেকস্‌পীয়ার ব্যতীত আর কোন নাট্যকারের পক্ষে তা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় নি। Jew of Malta অপেক্ষাকৃত দুর্বল নাটক, বারাবাসের (শেকস্‌পীয়ারের শাইলক কি এরই প্রতিধ্বনি ?) অর্থগৃধ্নুতা এবং শেষ পর্যন্ত নিজের তৈরী ফাঁদেই নিজের মৃত্যুজনিত 'irony' এই নাটকের কেন্দ্রবিন্দু। নাটকীয় সংঘাত ও চরিত্রচিত্রণে Edward II পরিণত এবং সম্ভবতঃ শেকস্‌পীয়ারের ঐতিহাসিক নাটক রচনার অগ্রদূত[২৭] হিসেবে এই নাটকটির অবদান কম নয়। এছাড়া The Tragedy of Dido, Queen

of Carthage (টমাস ন্যাস্-এর সহযোগিতায়) এবং অসম্পূর্ণ The Massacre at Paris মার্লোর রচনা—পূর্বে উল্লেখিত নাটকগুলির তুলনায় বহুলাংশে নিষ্প্রভ।

মার্লোর সবক'টি নাটকের মূল আকর্ষণ নায়কের কোন একটি বিশেষ আকাশচুম্বী কামনার অত্যুগ্র লিপ্সাতে—এবং যার ফলস্বরূপ সংঘটিত হয়েছে তাদের পতন। ব্র্যাডলে শেকস্‌পীয়ারের ট্রাজেডি আলোচনায় নায়কের পতনের মূলে যে 'flaw'-এর কথা বলেছেন মার্লোর নায়কে তা প্রবলভাবে চিৎকৃত, আরো ঘনীভূত এবং স্পষ্টে চ্যারিত, সম্ভবত এ কারণেই শেকস্‌পীয়ারের সূক্ষ্ম চেতনা ও গূঢ় মনস্তাত্ত্বিক চিত্রণ তাঁর নাটকে অনুপস্থিত। কোন কোন সমালোচক মার্লোকে atheist বলে চিত্রিত করেছেন, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু নাট্যকার এবং সম্ভবত রুম-মেট Thomas Kyd-ও তাকে atheist বলেছেন। এটা ঠিক, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস মার্লোর ছিল না। রেনেশাঁসের মানুষ হিসেবে মানবের অমিত সম্ভাবনাকে তিনি জীবনে খুব বড় স্থান দিয়ে গেছেন, আর তাই তাঁর নাটকগুলির উৎস এখান থেকেই। ঈশ্বর না হোক, অন্তত একটি Universal moral order-এ বিশ্বাস না থাকলে টেমারলেন বা ফস্টাসের পতন তিনি কেন দেখালেন, এ প্রশ্ন থেকে যায়। যাই হোক, নাট্য আন্দোলনের প্রথম যুগে English stage was in great need of intensity' as well as 'this dash, this vehemence animating a whole play'—মার্লোই প্রথম মঞ্চের সেই অভাব পূরণ করেছিলেন—এবং তাঁর নাটক যে 'very much alive', এ কথার প্রমাণ তাঁর সার্থক উত্তরসূরি শেকস্‌পীয়ারে। নিকলের (Allardyce Nicoll) মন্তব্য এপ্রসঙ্গ স্মরণীয় ' The Marlovian approach brings intensity admiration and wonder into tragedy (British Drama)। [প্রখ্যাত সমালোচক Dr. F. S. Boas-এর মার্লো-বিষয়ক রচনা অবশ্যই উৎসাহী পাঠক পড়ে নেবেন।]

এই গোষ্ঠীর অন্যতম প্রভাবশালী নাট্যকার হলেন টমাস কিড্‌, যাঁর The Spanish Tragedie সেকালে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল শুধু নয়, অনেকে মনে করেন, এই নাটকের সেনেকা-প্রভাবিত horror theme শেকস্‌পীয়ারকে

হ্যামলেট রচনার সময় প্রত্যক্ষভাবে নাড়া দিয়েছিল। নতুন নাট্যোৎসাহী দর্শক সেকালে এক ধরণের 'romantic melodrama'-র ভক্ত ছিল এবং বলা বাহুল্য, কিড্‌ এর এই নাটক সে আশা পূরণ করে। হিয়েরোনিমোর পুত্র হোরেশিও যুবরাজ বালথাজার এবং লোরেঞ্জোর চক্রান্তে নিহত হয়েছিল। ডিউক অব ক্যাস্টিলের কন্যা বেলইম্পেরিয়া ছিল হোরেশিওর প্রেমিকা। বৃদ্ধ পিতা এবং নায়িকা এই হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। পিতার পাগল হওয়ার ভান, মিছিমিছি বিবাহবাসর এবং সেই সঙ্গে বেশ কিছু অতি-নাটকীয় ঘটনা, পরিশেষে সব কটি মুখ্য চরিত্রেরই মৃত্যুবরণ, এবং নাটকের শুরুতেই ডন অ্যানড্রিয়ার অশরীরী আত্মার আবির্ভাব, সব মিলে এই নাটকটি ছিল কাহিনীর দিক থেকে জমজমাট। সেকালে এই নাটকটির প্রতিপত্তির নজির হিসেবে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়; বেন জনসন স্বয়ং একবার এই নাটকে হিয়েরোনিমোর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এবং এই বইএর একটি সংস্করণ তিনি নিজ হাতে সংশোধন করেছিলেন। কোথাও কোথাও কাব্যের প্রতিশ্রুতি আছে, তবে সমালোচকের একটি মন্তব্য বড় খাঁটি: The characters are alive, yet hardly have character.

সম্ভবত ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে নাটকটি রচিত বা অভিনীত হয়, কিন্তু এর কিছু পূর্বে, অর্থাৎ ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি নাটক অবশ্যই উল্লেখের দাবী রাখে, বিশেষ করে এ কারণে যে মার্লোর নাটক রচনারও পূর্বে এই নাটকে আমরা, সমালোচকের ভাষায়, 'dramatic maturity'-র আভাষ পাচ্ছি। নাটকটির নাম Arden of Feversham, নাট্যকারের নাম আজো অবধি জানা যায় নি। চরিত্রচিত্রণে, ঘটনাবলীর মনস্তাত্ত্বিক ইঙ্গিতে, আধুনিক মঞ্চরীতির উপযোগী এই নাটকটি হলিনশেড-বর্ণিত তৎকালীন একটি সত্য ঘটনাকে আশ্রয় করে রচিত। অভিজাত ঘরের স্ত্রী অ্যালিস, মস্‌বি নামে একজন গ্রামদেশের চাষাড়ে লোকের প্রেমে পড়ে' স্বামীকে হত্যার চক্রান্ত করে, কিন্তু হত্যার পর মেয়েটি এবং তার প্রেমিক মস্‌বি ধরা পড়ে যায় এবং বিচারে তাদের মৃত্যুদণ্ড হয়। এই নাটকেই দেখা যাচ্ছে মৃত্যুর চেয়েও বড় শাস্তি পেয়েছে নায়িকা—যে মুহূর্তে তার স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে তখন থেকেই তার আত্মগ্লানিই তাকে প্রকৃত ট্রাজেডির নায়িকায় রূপান্তরিত করেছে। নাট্যকার

এখানেই তৎকালীন নিছক 'horror drama' থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

সে যুগের বাকী ক'জন নাট্যকারদের মধ্যে জন লাইলি (John Lyly) নানা কারণেই সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়। Euphues[২৮] লিখে তিনি একটি বিশেষ গদ্যভঙ্গির প্রবর্তন করেন এমন সময় যখন ইংরেজী গদ্যরচনা সবে শৈশব অতিক্রম করছে। কিন্তু নাট্যকার হিসেবেও তাঁর অবদান সেকালে কিছু কম ছিল না। ১৫৮১ সালে লাইলির প্রথম নাটক Campaspe সম্ভবত ব্ল্যাকফায়ার্স থিয়েটারে অভিনীত হবার পরই রানী এলিজাবেথের উপস্থিতিতে আর একবার অভিনীত হয়। আলেকজাণ্ডার তার বন্দিনী ক্যামপাস্পের প্রতি আকৃষ্ট হন, অথচ চিত্রকর আপেলেসকে যখন তার প্রণয়িনীর ছবি আঁকতে আদেশ করা হয় তখন শিল্পী আপেলেস এবং বন্দিনী ক্যামপাস্পে পরস্পর অনুরক্ত হয়ে পড়ে। নাটকটিতে Exhibition of 'rare wit', pleasing 'arguments', reflection of 'stoic morality' এবং অবশেষে লাইলির স্বভাবসিদ্ধ রচনাভঙ্গির প্রতিফলন একে এক স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। Sapho and Phao, Endymion, The Woman in the Moone তাঁর অন্যান্য নাটক যা সবই পুরাণ-আশ্রয়ী ; কিন্তু একমাত্র Mother Bombie -তে তিনি তৎকালীন পরিবেশকে রূপ দান করেছিলেন, অনেকটা ইটালীয়ান ভঙ্গি আশ্রয় ক'রে। তিনিই প্রকৃতপক্ষে, সেই tragedy এবং horror-এর যুগে সর্বপ্রথম 'romantic comedy' সার্থকভাবে লিখলেন—যার ছায়া আমরা শেকস্‌পীয়রের নাটক রচনার দ্বিতীয় পর্বে দেখতে পাই।

জর্জ পিলও অবশ্য রোমান্টিক কমেডিতে পারদর্শী ছিলেন, The Araygnement of Paris তার একটি সুন্দর নিদর্শন ; The Love of King David and Fair Bethsabe এবং The Old Wives Tale-এ তাঁর হাত ছিল দক্ষ, কোথাও হাসিকান্নার মিলিত চিত্রাঙ্কণে, কোথাও করুণ রসের অভিব্যক্তিতে তিনি সবসময়েই একটি সামঞ্জস্য আনতে পেরেছিলেন।

রবার্ট গ্রীণের সবশুদ্ধ চারটি নাটক ; তার মধ্যে Alphonsus, Frier (Friar) Bacon and Frier Bungay এ দুটিই সমধিক পরিচিত। শেষোক্ত নাটকটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এটিও একটি love triangle—

উইলিয়াম শেকস্‌পীয়ার

And so sepulcher'd to such pomp dost lie,
That kings for such a Tomb would wish to die.

শেষ মুহূর্তে প্রেমিক-প্রেমিকা মিলিত হল এবং লাইলির Campaspe নাটকের মতই এর শেষ অংশে নায়কোচিত ঔদার্যের প্রতিফলন দেখতে পাই। টমাস ন্যাশ বিশেষ কিছু লেখেন নি, যদিও নাট্যকার হিসেবে উক্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত হয়ে আছে। মার্লোর Dido, Queen of Carthage রচনায়, আগেই বলা হয়েছে, ন্যাশ সহযোগিতা করেছেন। 'Satirical masque' জাতীয় Summer's Last Will and Testament লিখেছিলেন। কিন্তু গদ্যে রচিত তাঁর The Unfortunate Traveller or The Life of Jacke Wilton ইংরেজী উপন্যাসের অগ্রদূত রূপে চিহ্নিত। টমাস লজ শেকস্‌পীয়ারের সঙ্গে Heny VI রচনায় সাহায্য করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে ঐতিহাসিক নাটক Woundes of Civile War পুরোপুরি তাঁর রচনা। বরং রোমান্সধর্মী রচনা Rosalynde : Euphues Golden Legacie তাঁর মনোরম সৃষ্টি।

উইলিয়াম শেকস্‌পীয়ার

রহস্যময়ী ক্লিওপাট্রার অনন্ত রহস্য সম্বন্ধে এনোবারবাস মেসেনাসকে যা বলেছিলেন :

> Age cannot wither her, nor custom stale
> Her infinite variety...
>
> [Act II Sc. ii]

সেকথা কি শেকস্‌পীয়ারের রচনাবলী সম্বন্ধেও বলা যায় না? নিশ্চয়ই যায়, আর ক্লিওপাট্রাও নিজের সম্বন্ধে, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে, বলেছিলেন...'I have immortal longings in me'...শেকস্‌পীয়ারের রচনা-পাঠেও সেই immortal longing কি পাঠকের মনে জাগে না? তাও জাগে, আর তাইতো এই দীর্ঘ শতাব্দী ধরে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনার শেষ নেই, আগ্রহের ক্লান্তি নেই। অথচ বিস্ময় এই, মানুষটি সম্বন্ধে আমরা এখনো নিশ্চিতভাবে অনেক কথাই জানি না; জানি না, আঠারো বছর বয়সে ছাব্বিশ বছরের এক রমণীকে হঠাৎ কেন বিবাহ করেছিলেন (যদিও অনুমান করা যায়), বিবাহ করার পর এবং লণ্ডনে আসবার মধ্যেকার কয়েকটি বছর তিনি কি করেছিলেন, কোন্ কোন্ নাটক তাঁর পড়া ছিল যা থেকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে

ধার করেছিলেন তাঁর কাহিনী, মার্লোর সাকরেদী করেছিলেন কি না, নাটকে দলে ঢুকে তিনি (ফরাসী নাট্যকার মলিয়েব-এর মত অভিনয় অবশ্যই করতেন), কি স্টেজ সাজাতেন, না প্রম্পট করতেন, না যে সব পাণ্ডুলিপি আসতো তা কাটাকুটি করে মোটামুটি চলনসই করতেন, [An actor was taking it upon himself to write, was reshaping clipping, adding to his company's repertory, and fashioning it anew. Legouis & Cazamian] অথবা সেই সব অখ্যাত পাণ্ডুলিপি থেকেই তাঁর নাটক রচনার প্রেরণা এলো, অথবা অনেক কিছু মাল-মশলা সেই সব স্বল্পপরিচিত নাট্যকারদের থেকেই নিয়েছিলেন—কে জানে? আজো সেই রহস্যের সন্ধান চলছে, চলবে হয়তো চিরকাল। লোকটিই বা কেমন? মোটেই সাধুসন্তদের মত নন, নন বৈরাগী, বা ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত আত্মস্থ, কোলরিজের মত স্বপ্নবিলাসী বা শেলীর মত, যাঁর দুচোখে ছিল বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ। কিন্তু Aubrey জানাচ্ছেন, 'a handsome well shap't man very good company and of a very readie and pleasant smooth witt', কেউ বলেছেন shrewd—কারো মতে কিছুটা a man of strong common sense,[২৯] worldly-wise, ব্যবসা-পত্তর বেশ ভালোই বুঝতেন। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার ঠিক মিল খুঁজে পাওয়া মুস্কিল, আর তাই তাঁর জীবনী আজও রহস্যাবৃত, ক্লিওপাট্রার রহস্যময়তার মতই তিনিও আমাদের কাছে অন্ধকারের অন্তরালে। অথচ ইংরেজী সাহিত্যে একটি চলিত প্রবাদ আছে: No household in the English-speaking world is complete without a copy of the Authorized Version of the Bible and the works of William Shakespeare, এ থেকেই 'মহামতি' শেকস্পীয়রের মহিমা কিছুটা আন্দাজ করা যাবে। জন কীটস্ তাঁর বন্ধু রেনল্ডসকে একটি চিঠিতে জিজ্ঞেস করেছিলেন: Which is the best of Shakespeare's plays? I mean in what mood and with what accompaniment do you like the *sea* best? (ইটালিক্স্ লেখক-কৃত), কীটস্-বর্ণিত সেই 'সমুদ্র'-মন্থন আজও চলছে, চলবে হয়ত ততদিন যতদিন প্রেম, ভালোবাসা, হিংসা, ঈর্ষা, দ্বেষ, মহত্ত্ব, দীনতা, সৌন্দর্য, কুশ্রীতা, একই আকাশে পূর্ণিমা আর অমাবস্যা মানুষ দেখতে চাইবে।

গবেষকরা এই মানুষটির জীবন সম্বন্ধে নানাভাবে জানবার চেষ্টা করেছেন ; কোন লেখকের রচনার সন তারিখ জানবার জন্য মোটামুটি একটি পদ্ধতি মেনে নেওয়া হয়। তা হচ্ছে সাক্ষ্য অর্থাৎ evidence ; সাহিত্যের ইতিহাসে দুরকম evidence-এর নজির আছে। ক. Internal খ. external ; এছাড়া রয়েছে প্রচলিত কাহিনী বা tradition, যা আজকের দিনেও, শতাব্দী অতিক্রম করে, মুখে মুখে আমাদের কাছে চলে এসেছে। আর রয়েছে লেখকের সময়কার নানারকম document—সরকারী বা বেসরকারী। এসব মিলিয়ে এবং শেকস্‌পীয়ারের লেখার মধ্য থেকে বিভিন্ন অংশ বিশ্লেষণ করে তাঁর গবেষকরা মোটামুটি একটা জীবনী দাঁড় করিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে Sir Edmund Chambers-এর জীবনীগ্রন্থ William Shakes-peare : A Study of Facts and Problems আমরা স্মরণ করতে পারি, যা খুবই objective এবং factual, তাঁর জীবনের মধ্যে না হলেও তাঁর রচনাবলীর মধ্যে আমরা মানবজীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতরাই সন্ধান পাই। পাই মানবমনের অন্তর্গূঢ় রহস্য, তৎকালীন রাজনীতি সমাজনীতির প্রত্যক্ষ চিত্রণ, এমন কি ইয়োরোপের নানা দেশের শহর নগর সংস্কৃতির পরিচয়। কিন্তু পাই না শুধু 'থিওলজি'-সংক্রান্ত কোন ব্যাখ্যা, যদিচ সকলেরই জানা আছে ইংল্যাণ্ডের দীর্ঘ শতাব্দী-ব্যাপী ইতিহাসে চার্চ, রাজপুরুষ এবং পার্লামেণ্ট—এই ত্রিদলীয় শক্তির সংঘাত-এর বিবরণ। প্রখ্যাত সমালোচক ডোভার উইলসন স্পষ্টত এই দিকটির 'পর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৩০]

স্ট্র্যাটফোর্ড-অন্‌-অ্যাভন এর প্যারিশ চার্চ এর নথিপত্র থেকে জানা যায়, এক বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের জন এবং মেরী শেকস্‌পীয়ারের তৃতীয় সন্তান এবং প্রথম পুত্র উইলিয়াম শেকস্‌পীয়ার ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল 'ব্যাপ্‌টাইজড' হন। জন্মেছিলেন বোধহয় দু' তিনদিন আগে, কেউ সেকথা নিশ্চিত করে এখনো বলেন নি (শেকস্‌পীয়ার বানান ছিল Shakspere)। ছোটবেলায় স্ট্র্যাটফোর্ডের 'ফ্রি গ্রামার' স্কুলে পড়েছিলেন।[৩১] সামান্য ল্যাটিন শিখেছিলেন, গ্রীক আরও কম। আর যে বয়সে পড়াশুনো করা দরকার তখনই তিনি, মাত্র আঠারো বছর বয়সে, বিয়ে করলেন ছাব্বিশ বছরের এক মহিলাকে। ওরসেষ্টার এর গীর্জা থেকে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে জানা যাচ্ছে ১৫৮২ সালে তাঁদের

বিবাহ হয়েছিল, দুজনের নাম ছিল Shagspere এবং Anne Whataley,[৩২] অর্থাৎ Shakespeare এবং Anne Hathaway, ১৫৮৩ সালে প্রথমা কন্যা সুসান্না এবং ১৫৮৫ সালে যমজ ভাইবোন হ্যামনেট এবং জুডিথ জন্মগ্রহণ করে। তার কাছাকাছি সময়ে, কেউ বলেন, স্যার টমাস লুসি বলে এক প্রতিপত্তিশালী ভদ্রলোকের সঙ্গে বিবাদ হওয়ায় হরিণ চুরি করার ব্যাপারে, জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হ'ন। যাই হোক, প্রায় ১৫৯২ সালে আবার শেকস্‌পীয়ারকে আমরা নিশ্চিতরূপে লণ্ডন শহরে কর্মব্যস্ত দেখতে পাই, যদিও ১৫৮৬ সালেই তিনি লণ্ডনে যান, সম্ভবত পায়ে হেটে।

১৫৯২ সাল থেকেই এই তরুণ অভিনেতা এবং নাট্যকার লণ্ডন শহরে ক্রমশ পরিচিত হতে থাকেন। তৎকালীন নাট্য-আন্দোলন জাতীয় জীবনে এক সাড়া জাগিয়েছিল, তা আগেই বর্ণিত হয়েছে এবং স্বয়ং রানী এলিজাবেথও একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তৎকালীন নাট্য সংস্থাগুলি এবং নগরজীবনে এদের প্রভাব, অভিনেতাদের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার ফলে তাঁর জীবনের কিছু কিছু দিক সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত হচ্ছে [৩৩]। ১৫৯৩ ও ১৫৯৪ সালে পরপর তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ Venus and Adonis এবং Rape of Lucrece প্রকাশিত হয়, উভয় কাব্যগ্রন্থই তিনি আর্ল অব সাউদাম্পটনকে উৎসর্গ করেন, বিনয় করে' উৎসর্গপত্রে তিনি বলেছেন 'Were my worth greater, my duty would show greater'; বলা বাহুল্য, এই দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৫৯১ থেকে ১৫৯৬ সালের মধ্যে শেকসপীয়ারের প্রথম যুগের নাটকগুলি রচিত হয়। লণ্ডনে প্লেগের জন্য ১৫৯৩ সালে কোন নাট্যানুষ্ঠান সম্ভব হয় নি এবং নাটকে দলগুলি বিভিন্ন গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু আবার ১৫৯৪ সাল থেকে Lord Chamberlain's Company নামে একটি দল সংগঠিত হয় এবং অন্যতম অংশীদার রূপে শেকস্‌পীয়ার তাইতে যোগদান করেন। ১৫৯৮ সাল বেন জনসন এর (Ben Jonson) নাটক Every Man in his Humour অভিনীত হয় এবং তাঁর নাটকের 'folio' সংস্করণে যে দশজন অভিনেতার (Principal comedians) নাম রয়েছে সর্বাগ্রে রয়েছে 'Will Shakespeare' এর নাম। বেন জনসনের Sejanus নাটকের

অভিনয়ে যে আটজন অভিনেতার নাম (Principal tragedians) রয়েছে তাতেও রয়েছে 'Will Shakespeare' এর কথা। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পুত্র হ্যামনেট মাত্র এগারো বছর বয়সে মারা যায়। ১৫৯৭ থেকে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের নাটকগুলি লেখা হয়।

১৫৯৭ সালেই তিনি যে বেশ বিত্তবান হয়েছেন তাঁর প্রমাণ মিলছে এই সংবাদে যে তিনি উইলিয়াম আণ্ডারউড নামে এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে তাঁর জন্মভূমিতে দুটি বাগান সমেত একটি বেশ বড় বাড়ি কিনতে রাজি হন। ১৫৯৯ সালে তাঁর আর একটি কাব্যগ্রন্থ The Passionate Pilgrim প্রকাশিত হয়, কিছু চতুর্দশপদী (Sonnet), নাটকের অন্তর্ভুক্ত কিছু গান ইত্যাদি মিলে একটি কাব্য সংকলন। ১৬০১ থেকে ১৬০৮ সালের মধ্যে শেকস্‌পীয়ারের তৃতীয় পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি এবং 'Principal Tragedies' রচিত হয়। তাঁর জীবনকাহিনীর দিক থেকে লক্ষণীয় যে ১৬০১ সালে তাঁর পিতৃদেব এবং ১৬০৮ এ তাঁর মাতাঠাকুরানী পরলোকগমন করেন। ইতিমধ্যে Lord Chamberlain's Company রাজকীয় সম্মান লাভ করে। ১৬০৩ সালে এদের দলের অভিনেতাদের বলা হতে থাকল King's Players এবং পূর্বে বেন জনসনের Sejanus নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে যে বলা হয়েছে তাতে এরকম লিখিত আছে, 'This Tragedy was first acted in the year 1603, by the King's Majesty's Servants'; ১৬০৭ সালে শেকস্‌পীয়ারের বড় মেয়ে সুসান্নার বিয়ে হয় জন হলের সঙ্গে। ১৬০৯ থেকে ১৬১১ সালের মধ্যে শেষ পাঁচটি নাটক রচিত হয়। শেষ ক' বছর তিনি কিছু লেখেন নি; শুধু পরিপূর্ণ বিশ্রাম এবং সুখী স্বচ্ছন্দ গৃহস্বামীর দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৬১৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ছোট মেয়ে জুডিথের বিবাহ দেন টমাস কুইনির সঙ্গে। সেই বছরই মার্চ মাসে উইল করে যান। সমারসেট হাউসে রক্ষিত তিন-পৃষ্ঠা ব্যাপী এই দলিলটি থেকে কর্তব্যপরায়ণ পিতা, স্বামী এবং অভিজ্ঞ সংসারী[৩৪] এই মানুষটিকে চিনতে সুবিধে হবে; শুধু তাই নয়, শ্রীভগবানের ওপর তাঁর অমিত বিশ্বাস এই দলিলটিতেই সুস্পষ্ট পাওয়া যাচ্ছে 'First, I commend my soul into the hands of God,

my Creator, hoping aud assuredly believing, through the only merits of Jesus Christ my Saviour, to be made partaker of life everlasting'; শেকস্‌পীয়ার কি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর নিজের মৃত্যু এত আসন্ন! ঐ বছর নিজের জন্মভূমিতে এপ্রিলেই দেহরক্ষা করেন।

এই হচ্ছে সর্বদেশে সর্বকালে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের ছাপোষা জীবনী, যার মধ্যে নাটুকেপনা (এক তাড়াহুড়ি বিবাহ ছাড়া) একটুও নেই, নেই ছোটবেলায় দেখতে-পাওয়া অমিত প্রতিভা, অথবা খ্যাতির উচ্চশিখরে উঠেও ঐশ্বর্যের দম্ভ। অতি সাধারণ জীবন, আরো পাঁচজন স্বচ্ছল মধ্যবিত্তের সামিল। তাঁর সমবয়সীদের কাছে তিনি ছিলেন 'gentle Shakespeare'; মার্লোর সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের এই মানুষটির জীবন আপাত ছিল নিস্তরঙ্গ দীঘির মত। সম্ভবত এই ব্যাপারটিই সবচেয়ে নাটকীয় যে এমন একটি অতি সাধারণ মানুষের অন্তরে লুকিয়ে ছিল শাশ্বত সত্যের অমিত দীপ্তি।

তাঁর রচনাবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করা গেল :

প্রথম পর্ব [1591 96] :	প্রথম প্রকাশের বছর
Henry VI (3 Parts) ...	... Folio 1623
Richard III ..	... 1597
Titus Andronicus .	1594
Love's Labour's Lost ..	... 1598
The Two Gentlemen of Verona	... Folio
The Comedy of Errors ...	... Folio
The Taming of the Shrew ...	.. Folio
Romeo and Juliet .	... 1599
A Midsummer Night's Dream	... 1600
Richard II ...	... 1597
King John ...	... Folio
The Merchant of Venice ...	... 1600

দ্বিতীয় পর্ব [1597-1600]

Henry IV Part I 1598
Henry IV Part II 1600
Much Ado About Nothing 1600
Merry Wives of Windsor ... ... Folio
As You Like It ... ... Folio
Julius Caesar ... ... Folio
Henry V ... ... Folio
Troilus and Cressida 1609

তৃতীয় পর্ব [1601-1608]

Hamlet, Prince of Denmark ... 1604
Twelfth Night, or What You Will ... Folio
Measure For Measure ... ... Folio
All's Well That Ends Well .... Folio
Othello ..., .. 1622
King Lear 1608
Macbeth ... ... Folio
Timon of Athens .. ... Folio
Antony And Cleopatra ... ... Folio
Coriolanus ... ... Folio

চতুর্থ পর্ব [1609-1611]

Pericles 1609
Cymbeline ... ... Folio
The Winter's Tale ... ... Folio
The Tempest ... ... Folio
King Henry the VIII ... ... Folio

কাব্যগ্রন্থ (পূর্বেই সনতারিখ উল্লেখিত হয়েছে)

Venus and Adonis

Rape of Lucrece

Sonnets

A Lover's Complaint (authenticity doubted by Sir Chambers)

The Passionate Pilgrim

গ্রন্থ-আকারে প্রথম, দ্বিতীয় এবং পঞ্চমটি প্রকাশিত হয়।

যে যে রচনার তারিখ দেওয়া হয়েছে এবং প্রকাশনাবও, গবেষকরা বলেছেন তা অনেকটাই 'approximate', তবে আধুনিক বিশেষজ্ঞগণ একমত যে King Lear ও Macbeth ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এবং Hamlet ও Othello এঁদের কিছু পূর্বেকার রচনা। যেমন ১৬০৭ সালের ঘটনাপঞ্জীতে এমন উল্লেখ রয়েছে : গতবছর ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে মহামান্য রাজাবাহাদুরের উপস্থিতিতে হোয়াইট হল-এ মাস্টার উইলিয়াম শেকস্‌পীয়ারের নাটক 'history of King Lear' অভিনীত হয়েছিল। এই সব নানারকম সূত্র ধরেই নাটকগুলির সন তারিখ মোটামুটি নির্ণীত হয়েছে।

শেকস্‌পীয়ারেব নাটকগুলি শেকস্‌পীয়ারেরই লেখা কিনা, এ নিয়ে বেশ কিছু বিতর্ক একদা হয়েছিল। কেউ বলেছেন, নাটকগুলি বেকন লিখেছিলেন, কেউ নাম করেছেন এক আর্ল অব অক্সফোর্ডের। আবার তাঁর যুগে এমন অনেক নাটক লেখা হয়েছিল যেগুলির লেখক আজ পর্যন্ত স্থির নির্ধারিত হয় নি। ফলত, বেশ কিছু নাটক শেকস্‌পীয়ারের নামেই চলে আসছে। এবিষয়টি নিয়েও কিছু গবেষণা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। বর্তমানকালে এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন C. F. Tucker Brooke ; তিনি ১৪টি নাটকের[৩৫] একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন যেগুলিকে অনুমান করা হয় শেকস্‌পীয়ারের রচনা বলে। এর মধ্যে নাটকীয় উৎকর্ষে ও কাব্যের প্রসাদগুণে Arden of Feversham এবং The Two Noble Kinsmen সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটির আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি, এই নাটকটিতেই অবশ্য যে horror theme[৩৬] আছে তা Kyd[৩৭] এর The Spanish Tragedy কে স্মরণ করায়, স্বামী-হত্যার পর Alice যে রক্তের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে তাতে Macbeth এর দৃশ্য মনে আসে। স্থানে স্থানে এর কাব্য অবশ্যই রসোত্তীর্ণ[৩৮]। The Two Noble Kinsmen নাটকটির নামপত্রে (১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত) নাট্যকার হিসেবে

জন ফ্লেচার (John Fletcher) এবং উইলিয়াম শেকস্‌পীয়ার এই দু'জনেরই নাম রয়েছে। এবিষয়ে অধ্যাপক Spalding এর বিদগ্ধ আলোচনা স্মরণীয়, যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন : The question of Shakespeare's share in this play is really insoluble ; যেই লিখুন বা যাঁরাই লিখুন, সমালোচক বলেছেন, নাটকটি 'contains some of the most brilliant passages of Jacobean poetry' ; শেলী তাঁর স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে জানিয়েছেন, এ নাটকটি যে শেকস্‌পীয়ারের রচনা তা তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না ; তথাপি নাটকটির কাব্যমাধুর্যে পাঠক, এমন কি অভিনয়কালে দর্শকরাও অভিভূত হতেন। অন্যান্য নাটকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা এই প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন। শেকস্‌পীয়ারের রচনারীতির গৌরব এই বিষয়টি থেকেই আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে।

এমন একটা কথা চলতি আছে, শেকস্‌পীয়ারের নাটকগুলির মধ্যে তাঁর জীবনের কোন প্রতিফলন নেই, সনেটের 'dark lady' তাঁর জীবনের কেউ, না নেহাৎই পরিকল্পিত তাও জানা যায় নি এখনো। অর্থাৎ তিনি নাটকে পুরোপুরি 'objective study' করেছেন, তাঁর জীবনের self-projection সেখানে অনুপস্থিত। কিন্তু একথা তো সত্য, একজন লেখক যা কিছু লেখেন তা তো তাঁরই দেখা-শোনা, অভিজ্ঞতার অন্তরঙ্গ দলিল। তিনি যা দেখেন নি, অন্ততঃ কল্পনাতেও ভাবেন নি, তা কি করে লিখবেন। তাই গবেষকদের অক্লান্ত চেষ্টা চলেছে তাঁর রচনা থেকে সেই সব ঘটনাবলী, চিত্র বা চরিত্র, সেই সব 'imagery' খুঁজে বার করা যার সঙ্গে শেকস্‌পীয়ারের বাল্য, কৈশোর বা মধ্য এবং শেষবয়সের কিছুটা খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর দেশ গ্রামের স্বপ্ন, ছোটবেলায় গ্রামাঞ্চলের আধি-ভৌতিক রহস্যকাহিনী, তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা, লণ্ডন শহর, লণ্ডনের জমজমাট থিয়েটার, স্টেজ-সাজানো, রয়াল কোর্ট, শেষ জীবনে তাঁর ঘরসংসার এসবেরই ছোটখাট, হোক না তুচ্ছ, প্রতিফলন কি তাঁর লেখায় নেই? আছে। ডোভার উইলসন আমাদের সেই সব তথ্য উপহার দিয়েছেন : 'The country lay at his door in infancy, with its shepherds and milkmaids, its witches and fairies···With the youth of twentytwo we then journey to London ··Next we pass to the conditions which surrounded

Shakespeare as author, actor and playwright···we follow the dramatist, crowned with fame and prosperity, to the retirement at Stratford'····এবং এসবই জানা যাচ্ছে অংশত তাঁর রচনাবলী থেকে এবং আরো আমরা নিশ্চিত লক্ষ করি 'the life of sixteenth century England pulses through all Shakespeare's plays'.

এক এক করে দেখা যাক, কোথায় কোন্ নাটকে নাট্যকার কি বলেছেন। Richard II নাটকের এক জায়গায় শেকস্পীয়ারের কাছেই শুনি (জন অব গণ্টের উক্তি) :

This blessed plot, this earth, this realm, this England

This nurse···

এই শব্দগুলির পরপর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মাটির প্রতি, জন্মভূমির প্রতি নাট্যকারের গভীর টান আমরা অনুভব করতে পারি। Henry V এর এক জায়গায় বিদেশীদের[৩৯] চোখে তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীরা কেমন ছিল তারও বর্ণনা রয়েছে। ফরাসী অভিজাতদের চোখে,

That island of England breeds very valiant creatures : their mastiffs are of unmatchable courage···they will eat like wolves and fight like devils. (Henry V)

গ্রামদেশের গাছপালা নদীনালার চিত্র কি তিনি স্ট্রাটফোর্ড-অন-অ্যাভন[৪০] থেকে পান নি! নির্বাসিত ডিউক আর্ডেনের বনে স্মৃতিচারণ করছেন :

And this our life exempt from public haunt,

Finds tongues in trees, books in the running brooks,

Sermons in stones (As You Like It)

শীতকালে এবং বসন্তকালে গ্রামদেশের বর্ণনা রয়েছে Love's Labour's Lost-এ, গানের মধ্যে। আর গয়লানীরাই কেমন ছিল? 'She is the queen of curds and cream' (The Winter's Tale) ; তৎকালীন একটি রচনায় এই সব 'fair and happy milkmaid' সম্বন্ধে যা বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে[৪১] তা শেকস্পীয়ারের লেখার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। নাট্যকার বর্ণনা প্রসঙ্গে মেয়েটি সম্বন্ধে বলছেন :

…nothing she does or seems
But smacks of something greater than herself
(The Winter's Tale)

শেকস্‌পীয়ারের রচনায় 'প্যাস্টোরাল' চিত্র খুঁজতে গেলে সবাই 'As You Like It' খুঁটিয়ে দেখবেন, সেখানে মেষপালকের বর্ণনা রয়েছে Corin এর মুখে, Touchstone এর সঙ্গে Corin এর কথোপকথনে court life ও pastoral life এর পার্থক্য কী সুন্দর ধরা পড়েছে! R. Willis বলে এক ভদ্রলোক, যিনি ঠিক শেকস্‌পীয়ারের মত ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দেই জন্মেছিলেন, তৎকালীন নাটুকে দল, ইণ্টারল্যুড প্রভৃতি সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা করে গিয়েছেন। স্পষ্টত বোঝা যায়, শহর থেকে গ্রামে গঞ্জে এই সব নাটুকে দল যখন গিয়েছেন শেকস্‌পীয়ার কিশোর বয়সে অবশ্যই এদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকবেন।

ছেলেবেলাকার রহস্যময়তা, ভূতপ্রেতের গল্প, একটি কিশোর বয়সে কী অসাধারণ প্রভাব ফেলে সেকথা একটি ছোট উদ্ধৃতি দিলেই স্পষ্ট হবে : Superstition is godless religion[৪২] ; Hamlet, Macbeth, A Midsummer Night's Dream প্রভৃতি নাটকে তো ভূতপ্রেতরা হেঁটে বেড়াচ্ছে 'Ghosts, wandering here and there', এবং অনেকটাই তারা 'wilfully themselves exile from light' ; Macbeth এর witch-সংক্রান্ত ব্যাপার-স্যাপার তো সবারই জানা। আর পরীর কাণ্ডকারখানা দেখতে হলে The Tempest পড়তে হবে ; A Midsummer Night's Dream এ এদের বর্ণনা হচ্ছে 'we are spirits of another sort' :

ছোটবেলাকার স্কুল, শিক্ষাদীক্ষা—ইত্যাদি বিষয়েও তিনি কিছু বলে যান নি তা নয়। কিন্তু লণ্ডন শহর তাঁর চোখে যে মোহাঞ্জন পড়িয়েছিল তারও প্রমাণ রয়েছে নাটকে। Henry IV, Part II তে Shallow-র কথার উত্তরে Davy বলছে 'I hope to see London once ere I die' ; এখানে 'once' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ—এই একটিমাত্র শব্দে বোঝা যাচ্ছে যুবক শেকস্‌পীয়ারের কাছে লণ্ডন শহরের আকর্ষণ ছিল কী প্রচণ্ড! সেকালের লণ্ডন ছিল হৈ হুল্লোড়ের জায়গা, রাস্তায় ঘাটে প্রকাশ্য মারামারি, ট্যাভার্ণে মদ্যপান, সরাইখানায়

নিশিযাপন, উঠতি ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশ বিদেশে জাহাজের আনাগোনা, আর বর্দ্ধিষ্ণু শহরের অগণন লোক।[৪৩]

বিদেশীর চোখে, একজন জার্মান ডিউকের কাছে, লণ্ডন হচ্ছে 'A large excellent, mighty city of business...inhabitants are employed in buying and selling merchandise'; আর আমাদের নাট্যকার বলছেন, সেই ব্যস্তসমস্ত জনসমুদ্র দেখে : Now London doth pour out her citizens। (Henry V); এবং এই লণ্ডন শহরের কর্মকর্তারা, মেয়র এবং অন্যান্য সভাসদরা হচ্ছেন :

> Like to the senators of th' antique Rome,
>
> With the plebians swarming at their heels,—

এই ঐশ্বর্য দেখে কবি যৌবনে নিশ্চয়ই মুগ্ধ বিস্মিত চোখে শহরের বিচিত্র জীবন উপভোগ করেছিলেন। 'Romeo and Juliet' নাটকে রাস্তার দ্বন্দ্বযুদ্ধে, 'Much Ado About Nothing' এ রাত্রিতে বর্ণনা, ভগব্যারীর সঙ্গে পাহারাদারদের কথোপকথন (অবশ্য এটা লণ্ডনের ঘটনা নয়, ভেরোনা শহরের) 'you speak like an ancient and most quiet watchman' কেমন ironical; সেকালের ইংল্যাণ্ডে রাত্রিবেলা খুন খারাপী হত, 'bloody outrage' এর কথা, চোর ডাকাতের কথা অজ্ঞাত ছিল না (Richard II, ওয়েলস্ এর সমুদ্রতীরে)। মদ্যপানের উপকারিতা সম্বন্ধে ফলস্টাফের উক্তি প্রায় প্রবাদে দাঁড়িয়েছে, দীর্ঘ স্বগতোক্তি উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করা যে কোন লেখকের পক্ষেই দুঃসাধ্য : A good sherris-sack hath a two-fold operation in it. It ascends me into the brain; dries me there all the foolish and dull and crudy vapours which environ it, makes it apprehensive, quick, forgetive, full of nimble, fiery and delectable shapes; which deliver'd o'er to the voice, the tongue, which is the birth, becomes excellent wit. The second property of your excellent sherris is, the warming of the blood; which, before cold and settled, left the liver white and pale,...it illumineth the face, which, as a beacon, gives warning to all the

rest of this little kingdom, man, to arm (Henry IV, II) ; স্প্যানিশ মদ্য সম্বন্ধে হয়তো স্প্যানিয়ার্ডরাও এত তথ্য জানতেন না। আর সেকালের ট্যাভার্ণের খাদ্য-তালিকাও ফলস্টাফের (ঘুমন্ত অথবা মদ্যপানে অচেতন !) পকেট থেকে পাওয়া গিয়েছিল (Henry IV, 1) John Earle বলে এক ভদ্রলোক ১৬২৮ সালে ট্যাভার্ণ সম্বন্ধে জানাচ্ছেন : 'Men come here to make merry, but indeed make a noise...Men come hither to quarrel, and come hither to be made friends. It is the study of sparkling wit, and a cup of canary their book, where we leave them'.

মারমেড ট্যাভার্ণে শেকস্‌পীয়ার এবং বেন জনসনের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাঁদের বর্ণনা দিচ্ছেন Thomas Fuller, ১৬৬২ সালের একটি রচনাতে, 'Master Jonson was built far higher in learning, solid, but slow, in his performances. Shakespeare,...lesser in bulk, but lighter in sailing, could turn with all tides,.........and take advantage of all winds by the quickness of his wit and invention.' অবশ্যই স্বীকার্য, ট্যাভার্ণে দু চারবার গিয়ে আড্ডা দিলেও শেকস্‌পীয়ার প্রচলিত অর্থে 'বেসামাল মদ্যপ' বোধহয় ছিলেন না। উপরন্তু, তাঁর সংসারী জীবনের সংযম ও শান্তি তাঁকে এক মহৎ স্বকীয় ঔদার্য দান করেছিলো—যেকারণে তিনি সব কিছুর মধ্যে থেকেও এক সীমাহীন দূরত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং এজন্যেই, আমার মনে হয়, তিনি সেই 'wisdom' এর অধিকারী ছিলেন যার দ্বারা মানবচরিত্রের অন্তহীন অতলে নির্বিকারচিত্তে ডুব দিতে পারা যায়।

আমরা জানি, ১৫৯২ সাল থেকে শেকস্‌পীয়ার লণ্ডন শহরে রীতিমত অভিনেতা এবং নাট্যকার হিসেবে আসর জমিয়ে ফেলেছিলেন। সেকালের নাটক, থিয়েটার ইত্যাদি প্রসঙ্গ তাঁর রচনায় বারবার এসেছে। মানবজীবনের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের অভেদ কল্পনা করে' তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি আজ প্রবাদে দাঁড়িয়েছে। প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি, কত রকমের নাটক তিনি কল্পনা করেছেন যা অভিনীত হতে পারে :

Hamlet : Then came each actor...

Polonius : The best actors in the world, either for tragedy, comedy, history, pastoral, pastoral-comical, historical-pastoral, tragical-historical, tragical-comical-historical-pastoral, scene individable, or poem unlimited...এই তালিকা থেকে কয়েকটি বিষয় বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়। শেকস্পীয়ার নাটক রচনার 'পরিকল্পনা' সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, তাঁর 'creative' মনের সঙ্গে 'critical' মনের গভীর সংযোগ ছিল। এবং এও হতে পারে তৎকালীন যে সব অজস্র পাণ্ডুলিপি অভিনয়ের জন্য তাঁর দলের কাছে আসতো তিনি তা দেখতে দেখতে মজা পেতেন এবং অনেকটা যেন ঠাট্টাছলেই শেষ মন্তব্যটুকু করেছেন **tragical-comical-historical-pastoral** জাতীয় জগাখিচুড়ি নাটক সম্পর্কে। As You **Like It'**-এ ডিউক এবং জেকিস্ এর উক্তি :

Duke : Thou seest we are not all alone unhappy
This wide and universal theatre
Presents more oweful pageants than the scene
Wherein we play in.

Jaques : All the world's a stage,
And all the men and women merely players :
They have their exits and entrances ;
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages...
.........Last scene of all,
That ends this strange eventful history
Is second childishness and mere oblivion,···

ঘৃণ্য এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নায়ক ম্যাকবেথ যিনি, supt full with horrors', বলছেন :

.......out, out, brief candle !
Life's but a walking shadow, a poor player
. .. it is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury
Signifying nothing.

Stephen Gosson নামে একজন নাট্যরসিক ১৫৮২ সালে সাদামাঠা মন্তব্য করছেন,[৪৪] যা পুরো এলিজাবেথীয় যুগের নাটক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কাঁচা হাতে Hamlet লেখা হলে কি তাই হ'ত না? কিড্ এর The Spanish Tragedy কি গসন সাহেবের মন্তব্যের কাছাকাছি নয়? তথাপি প্রায় সে যুগেই শেকস্‌পীয়ার নাটক লিখেছেন, লিখে তিনি 'শেকস্‌পীয়ার' হয়েছেন। এ থেকে দেখা যাচ্ছে, নাটকে মালমশলা খুব বড় কথা নয়—সেই মালমশলাকে কি করে সুস্বাদু রান্নাতে পরিণত করতে হয়—সেই শিল্পরীতি, সেই মানসিকতাই সব কিছু; তাই Spanish Tragedy-র 'horror theme' Hamlet নাটকে কিভাবে 'tragic theme' এ রূপান্তরিত হতে পেরেছে। আর অভিনেতাদের সম্বন্ধে শেকস্‌পীয়ার নিজে কি বলছেন দেখা যাক, হ্যামলেট এর মুখে দিয়ে। পোলোনিয়াসকে[৪৫] হ্যামলেট বলছেন: They are the abstract and brief chronicles of the time.

মধ্যজীবনে যখন তিনি লণ্ডনে, শহরের রাজদরবারের হালচালে অভিজ্ঞ এবং অভ্যস্ত হয়েছেন, তখন courtly life, এর fashion সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন; রানী এলিজাবেথের সম্মুখে অভিনয় করেছেন ১৫৯৪ এর 'বড়দিন' এ। তাই তাঁর রচনায় 'the sceptre and the ball', the sword, 'the crown imperial', 'the intertissued robe of gold and pearl' (Henry V) এসব রয়েছে, রয়েছে উইণ্ডসর দুর্গের কথা। সভাসদ বয়স্য, টাচস্টোন, ফলস্টাফ—এসব অমর চরিত্র শেকস্‌পীয়ারের, একমাত্র শেকস্‌পীয়ারেরই সৃষ্টি। রাজদরবারে 'masque' পরিবেশিত হত, তারও উল্লেখ রয়েছে 'A Midsummer Night's Dream' এ, এথেন্সের ডিউক থেসিউস বলছেন 'Come now; what masks, what dances shall we have'; এডমাণ্ড হাওয়েস (Edmond Howes) এর Annales (1615 A. D.) থেকে জানা যাচ্ছে, রাজা প্রথম জেমস্ এর কন্যা এলিজাবেথের বিবাহ উপলক্ষ্যে 'a very stately masque' এর আয়োজন করা হয়।

এ ছাড়া শেকস্‌পীয়ারের শেষ জীবন ঘর-গৃহস্থালী, পরিপূর্ণ সংসার, সাজানো

বাগান, মেয়ে জামাই ইত্যাদির মধ্যে কেটেছে—তারও কি প্রতিফলন নেই ? গবেষকরা ইঙ্গিত দিয়েছেন সেদিকেও। নাট্যকারের বড় মেয়ে সুসান্নার বিয়ে হয়েছিল জন হলের সঙ্গে। জামাই ছিলেন পেশায় ডাক্তার। Macbeth এ দুটি পুরো দৃশ্যে (Act V. Sc. I & Sc. III), ডাক্তারের কথোপকথন পাই লেডী ম্যাকবেথ ও ম্যাকবেথের সঙ্গে। 'মনের অসুখ' সারাবার জন্য ডাক্তারের প্রয়োজন ছিল সেসময়। ডাক্তারকে কি করতে হবে তা ম্যাকবেথ বলছেন :

Cure her of that
Canst thou not minister to a mind diseased ;
Pluck from the memory a rooted sorrow ;
Raze out the written troubles of the brain ;
And with some sweet oblivious antidote
Cleanse the stuft bosom of that perilous stuff
Which weighs upon the heart ?

রান্নাঘরের বর্ণনা (Romeo and Juliet, The Comedy of Errors), গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব (The Taming of the Shrew), ফুলের বাগান (Henry IV এ Justice Shallow-র বাগান) এসব যেমন রয়েছে একদিকে, তেমনি রয়েছে অনন্ত এবং বিরাটের প্রতি নাট্যকারের আকর্ষণ। সমুদ্র। সমুদ্রের বাতাস। The Tempest এ ছড়িয়ে আছে তেমনি সব পংক্তি, নাবিকের জীবন, দ্বীপের কী অপূর্ব ছায়াঘন শীতলতা, 'How lush and lusty the grass looks ! how green !' অ্যাড্রিয়ান বলছে সেবাষ্টিয়ানকে 'The air breathes upon us here most sweetly'। এই নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যই তো কী আকর্ষণীয়! নির্দেশনায় রয়েছে : A Ship at Sea : a tempestuous noise of thunder and lightning heard ; আবার The Winter's Tale এর তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে রয়েছে সমুদ্রযাত্রার কথা।

আর সব শেষে আছে The Winter's Tale এর বৃদ্ধ রাজারানীর পুনর্মিলন। সারা জীবনের ঝড়ঝাপ্টার শেষে আনন্দ ও শান্তি। তখন চারিদিকে গান 'music, awake her, strike !' লিওনটেস বলছেন প্যলিনাকে :

—Good Paulina,

Lead us from hence ; where we may leisurely
Each one demand, and answer to his part
Perform'd in this wide gap of time ..

এই 'leisure' চেয়েছিলেন কবি, চেয়েছিলেন নাট্যকার। শেষ জীবনে স্ট্রাটফোর্ড-অন-অ্যাভন এ নিজের বাড়িতে সেই বিশ্রাম তিনি পেয়েছিলেন। প্রস্পেরো, The Tempest নাটকে, বলছেন অ্যালোনসোকে

And promise you calm seas...

সুতরাং আমাদের বক্তব্য Caroline Spurgeon এর কথাতে শেষ করি :

'The poet...lays bare his own innermost likes and dislikes, observations and interests, associations of thought and beliefs, in and through the images,' যদিও স্বীকার্য, শেকস্‌পীয়ার হচ্ছেন 'entirely objective in his dramatic characters and their views and opinions'—এই কবির, এই নাট্যকারের জীবনের হয়তো অনেক কিছুই এভাবে নাটকগুলির মধ্যে বিধৃত আছে, অস্বীকার করার উপায় নেই ; আর তাই সমস্ত নাটকগুলি পড়ার শেষে একটি সদাপ্রসন্ন মুখ, দুটি উজ্জ্বল চক্ষুতারকা সামনে দেখতে পাই—যাঁকে সময় কিছুটা স্থবির করলেও মানবজীবনের অভিজ্ঞতা মহনীয় করে তুলেছে।

১৫৯২ সালে প্রায় মৃত্যুশয্যা থেকে নাট্যকার রবার্ট গ্রীণ [শেকস্‌পীয়ারের প্রতিষ্ঠায় তিনি রীতিমত ক্ষেপে গিয়েছিলেন ; তাঁকে বলেছিলেন 'upstart crowe'] তৎকালীন নাটক, নাট্যকার এবং নাটুকে দলগুলি সম্বন্ধে যে বিতর্কিত দলিলটি লিখে যান শেকস্‌পীয়ার সে সময় সবে লিখতে শুরু করেছেন।[৪৬] স্যার চেম্বার্স জানাচ্ছেন ১৫৯২-৯৪ সালের মধ্যে Richard III, Titus Andronicus এবং Comedy of Errors রচিত হয়ে থাকবে। শেষোক্ত নাটকটি সম্ভবত ১৫৯৩ সালের ৫ই জানুয়ারী অ্যালেন কোম্পানী (Alleyn Company) দ্বারা অভিনীত হয়েছিল। ১৫৯৪ সালের ৫ই জুন হেনস্লোর ডায়েরীতে পাওয়া যাচ্ছে Titus Andronicus, (The) Taming of a (the) Shrew লর্ড চেম্বারলেন দ্বারা অভিনীত হয়েছিল। A Midsummer Night's Dream এর

অভিনয় সম্ভবত একটি বিবাহকে কেন্দ্র করে। ১৫৯১ সালের পর থেকে 'Shakespeare's success as a playwright appears to have terminated all other literary ambitions. His free handling of the dramatic form gave him ample scope for a wide variety of poetic expression'[৪৭]. এর পরপর শেকস্‌পীয়রের নাটকগুলি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হতে থাকে। ১৬০৩ সালে As You Like It, এবং চার পাঁচ বছর বাদে Macbeth যখন অভিনীত হয় সে সময় রাজা প্রথম জেমস্ স্বয়ং শেকস্‌পীয়রকে নিজ হাতে চিঠি লিখছিলেন। শেকস্‌পীয়রের প্রতিষ্ঠা সে সময় কতটা হয়েছিল এই ঘটনাটি থেকেও তা অনুমান করা যায়। শেকস্‌পীয়র হলেন সে যুগের (এবং চিরকালের) অবিসংবাদিত নাট্যকার। বস্তুত এই সময়েই Meres নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে-শিক্ষিত এক ক্ষুদে সমালোচক সর্বপ্রথম সাহসের সঙ্গে বলেন, শেকস্‌পীয়র হচ্ছেন একজন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার, যাঁর সঙ্গে একমাত্র প্রাচীন কালের প্রখ্যাত লেখকদেরই তুলনা করা যেতে পারে। তাঁর এই উত্থানের কাহিনী চমকপ্রদ নয়, নাটকীয় তো নয়ই; ধাপে ধাপে উঠেছেন তিনি, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন ক্রমশ, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে, জ্ঞানে (wisdom) নিজেকে বিকশিত করে', কলা এবং কৌশলের আশ্চর্য সমন্বয়-সাধনে শিল্পরীতিতে অভূতপূর্ব সামঞ্জস্য আনতে পেরেছিলেন, যার তুলনা দীর্ঘ সাড়ে তিন শ' বছর পেরিয়েও আমরা এখন পর্যন্ত দেখতে পাই নি।

শেকস্‌পীয়রের নাটকগুলির সারাৎসার বড় চমৎকার বলেছেন Wilson Knight: The total result is a harmony which enables us to survey ethical conflicts....without ethical confusion. All coheres.[৪৮] সম্ভবত এই শেষ কথাটিতেই শেকস্‌পীয়রকে ঠিকমত আমরা মূল্যায়ন করতে পারি।

শেকস্‌পীয়রের রচনা শুরু হয়েছিল ঐতিহাসিক নাটক দিয়েই। দেখা যাচ্ছে, ১৫৯২ তে Heny VI, ১৫৯৩ তে Richard III এবং ১৫৯৫ সালে Richard II লেখা হয়। মাঝখানে দু বছর ঐতিহাসিক নাটক নেই, আবার ১৫৯৭ থেকে ১৫৯৯ এর মধ্যে Henry IV Part I এবং Part II এবং Henry V লেখা হয়। অর্থাৎ নাটকরচনার প্রথমযুগে একদিকে রোমান্স-ধর্মী

ধর্মী প্রবণতা ও অন্যদিকে ইতিহাস-চেতনা তাঁর মধ্যে যুগপৎ কাজ করেছে বলে মনে হয়। তাঁর কিছু ট্রাজেডি এবং রোমান নাটকগুলির বিষয় আলোচনা করে উইলসন নাইট যে 'imperial theme' এর সুসংবদ্ধ চরিত্র লক্ষ্য করেছিলেন, নাট্যসৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়েও তা নিশ্চিতরূপেই কাজ করেছে, এ মন্তব্য সন্দেহাতীত। শেকস্‌পীয়ারের ঐতিহাসিক নাটকগুলি রচনার পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করতে গিয়ে একজন আধুনিক সমালোচক অত্যন্ত মূল্যবান প্রশ্ন তুলেছেন।[৪৯] তিনি বলতে চেয়েছেন, নাটকগুলি ইতিহাস-আশ্রিত হলেও তাঁর মধ্য দিয়ে কবির একটি জীবনদর্শন ফুটে উঠবে এবং সেই জীবনদর্শন যে ঘটনা এবং অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে গড়ে উঠবে তা হবে 'a tale of a world of clearly defined moral law' ; ঐতিহাসিক নাটক আলোচনার শুরুতেই এই সমালোচক তিনজন প্রখ্যাত লেখকের[৫০] দৃষ্টিভঙ্গির বিষয় মন্তব্য করেছেন। হোলিন্‌শেড মনে করেছেন, ইতিহাস-আশ্রিত নাটক-রচনার মূল প্রেরণা আসে স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতা এবং সমাজ-জীবন সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়নকে একটি জাতির সংহত চরিত্র দান করবার ভিত্তিতে। শেলিঙ সেখানে স্বদেশপ্রীতির ভাবাবেগকেই একমাত্র স্থির লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। বিশেষ করে, স্প্যানিশ আর্মাডার আশঙ্কা সেকালে প্রতিটি ইংরেজের মনে স্বাধীনতা এবং মুক্তি সম্বন্ধে আগ্রহ দৃঢ়-সন্নিবদ্ধ করেছিল। অধ্যাপক চার্লটনও (H B. Charlton) প্রায় এই অভিমত ব্যক্ত করে' স্প্যানিশ আমার্ডার সম্ভাব্য ভীতি প্রসঙ্গে জাতীয় চেতনাকে 'exuberant national sentiment' মনে করেছেন, এবং ইংল্যাণ্ডের ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত একটি অসাধারণ মন্তব্য রেখেছেন : Comedy and tragedy are concerned with the eternal or ephemeral fate of individual men. The history play is concerned with nations. The real hero of the English play is England. সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে শেকস্‌পীয়ারের ঐতিহাসিক নাটকের বিচার সমীচিন মনে হয়, যদিও স্বীকার্য, প্রকৃত শিল্পী হিসেবে, এবং সর্বকালের একজন মহৎ শিল্পী হিসেবে তিনি কোন সমসাময়িক ঘটনাকেই তাঁর নাটকীয় তাৎপর্য এবং মানবিক মূল্যবোধ থেকে বেশী গুরুত্ব দেন নি : he was too great an artist to allow contemporary

problems in politics to obtrude themselves directly into his drama.[৫১]

Henry IV (দু খণ্ড), Henry V এবং Henry VI (তিন খণ্ড) কে একটি trilogy বলা হয়ে থাকে, কিন্তু শেকস্‌পীয়ারের এজাতীয় নাটকেও যদি 'imperial theme' বিষয়টি বুঝতে যাই তবে রাজকাহিনীর এই গোলমেলে ধারাবাহিকতার সামান্য আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ইংল্যাণ্ডের রাজবংশাবলী বিষয়ে তিনি যে ক'টি নাটক লিখেছেন তা সন তারিখ হিসেবে এবং রচনার ক্রম অনুসারে সাজানো হ'ল :

রাজা	শাসনকাল	আনুমানিক রচনাকাল
King John	1199-1216	1595-96
Richard II	1377-1399	,,
Henry IV (Part I)	1399-1413	1598
(Part II)		1600
Henry V	1413-1422	1599
Henry VI (Parts I-III)	1422-61	1591
Richard III	1483-85	1592 (?)
Henry VIII	1509-47	1610-11

অর্থাৎ সাড়ে তিনশ' বছর প্রক্ষিপ্তভাবে এই রাজকাহিনীতে বিধৃত। এই নাটকগুলির প্রধান চরিত্র সম্বন্ধে সামান্য ঐতিহাসিক ইঙ্গিত দেওয়া যাক।

জন (King John) তাঁর ভাই প্রথম রিচার্ডের মৃত্যুর পর রাজা হন। ঐতিহাসিক মতে সে সময় 'The church and the baronage grew more powerful'[৫২] এবং এই রাজা সম্বন্ধে ইতিহাস বলছে, 'he is known as the worst of English kings', তাঁর শাসনকালের বিশৃঙ্খলা, পোপের সঙ্গে বিবাদ এবং শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজা ফিলিপের পুত্র লুইর সঙ্গে যুদ্ধে আকস্মিক মৃত্যু সব মিলিয়ে King John ঐতিহাসিকের কাছেও একটি 'tragic figure'; নাট্যকার বলেছেন, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে 'King John did fly' এবং মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে রাজার মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন :

Within me is hell and there the poison

Is, as a fiend, confined to tyrannize

On unreprievable condemned blood.

অথচ, রাজতন্ত্র যে কত দৃঢ়প্রতিষ্ঠ সেই মুহূর্তে আর্ল অব সলিসব্যারীর ঘোষণা থেকে বোঝা যাবে; রাজা জনের পুত্র, ভবিষ্যত রাজা তৃতীয় হেনরীকে তিনি বলছেন :

...You are born

To set a form upon that indigest

Which he hath left so shapeless and so rude. (V. vii)

এই নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই যুদ্ধের প্রস্তুতি, ঘনঘটা এবং রাজা জনের উক্তি, 'The thunder of my canon shall be heard' পাঠক এবং দর্শককে নাটকীয় পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। দ্বিতীয় অঙ্কেই দেখতে পাচ্ছি ফ্রান্সের রাজদূত রাজা ফিলিপকে জানাচ্ছেন :

England, impatient of your just demands,

Hath put himself in arms :

এবং 'adverse wind' এর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। King John শেকস্‌পীয়রের প্রথম যুগের শেষ সময়ে লেখা—তখন ছ' সাতটি নাটক তাঁর রচনা করা হয়ে গেছে। নাটকীয় উপস্থাপনা, ঘাতপ্রতিঘাত, দৃশ্যাবলী ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বেশ সচেতন বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু প্রিন্স হেনরীর তখন বয়েস কত? মাত্র ন'বছর। তাঁর মুখ দিয়ে শেকস্‌পীয়ার কি ইচ্ছে করেই প্রাপ্তবয়স্কদের মত কথা বলিয়েছেন? সে কি নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টির জন্য?

এর পর শেকস্‌পীয়ারের দ্বিতীয় রাজপুরুষ হচ্ছেন দ্বিতীয় রিচার্ড এবং সেই থেকে পরপর তিন হেনরীর রাজত্বকাল, মাঝখানে বাইশ বছর বাদ দিয়ে তৃতীয় রিচার্ড, আবার চব্বিশ বছর পরে অষ্টম হেনরী—শেকস্‌পীয়ারের সম্ভবত শেষ রচনা—এবং তাঁর অঙ্কিত রাজবংশাবলীর শেষতম চরিত্র, নিষ্ঠুরতম নায়ক যিনি পর পর পাঁচ বার 'বিবাহিতা' স্ত্রীদের হত্যা করেছেন, নয়ত ত্যাগ করেছেন এবং সার টমাস মোর এবং আর্ল অব সারের মত দুজন প্রতিভাদীপ্ত পুরুষকে নৃশংসভাবে খুন করেছেন। এই অষ্টম হেনরীর মৃত্যুর সতেরো বছর পর শেকস্‌পীয়ারের আবির্ভাব। অবশ্য নাট্যকার হেনরীর এই চরিত্র অঙ্কন করেন নি, তিনি সম্রাজ্ঞী

এলিজাবেথের পিতা হতে পারলেন, শেকস্‌পীয়ারের কাছে এইটেই ছিল তাঁর বড় পরিচয়।

ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড দেহত্যাগ করেন ১৩৭৭ সালে, তাঁর ছেলে এডওয়ার্ড, দি ব্লাক প্রিন্স রাজার জীবিতকালেই এক বছর আগে মারা যান। সুতরাং মাত্র এগারো বছরের বালক দ্বিতীয় রিচার্ডকে সিংহাসনে বসানো হয় ১৩৭৭ সালে। তাঁর অভিভাবক ছিলেন বয়োবৃদ্ধ কাকা জন অব গণ্ট (John of Gaunt, Duke of Lancaster), কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই যুবক রাজা ক্ষমতাগর্বে উদ্ধত হয়ে উঠেছিলেন : 'he had made himself both absolute and secure, but as a matter of fact he was preparing for his own downfall'—এর ফলস্বরূপ তাঁকে রাজত্বভার ত্যাগ করে চলে যেতে হয় এবং ল্যাঙ্কাস্টার বংশের জন অব গণ্টের পুত্র Duke of Hereford, Henry of Bolingbroke, (শেকস্‌পীয়ার পরবর্তী নামেই তাঁর চরিত্রাঙ্কণ করেছেন, Henry Bolingbroke বলে) রাজা হ'ন Henry IV নামে। সেই থেকে ল্যাঙ্কাস্টার বংশ শুরু। বস্তুত শেকস্‌পীয়ার ট্রিলজির শুরুতে দ্বিতীয় রিচার্ড এর কাহিনী এবং শেকস্‌পীয়ারের রূপায়ন অবশ্যপাঠ্য। Richard II এর শেষ অংকের শেষ দৃশ্যে সেই সূত্র আমরা পাবো। তার আগের দৃশ্যে রিচার্ড মারা যাচ্ছেন Exton এর হাতে, যদিও ইতিহাস বলছে 'A few months later he died in Pontefract Castle, in what manner is not known'; শেকস্‌পীয়ার কি এখানেও ইতিহাসকে রঞ্জিত করেছেন নাটক জমাবার জন্য, কল্পনার মালা গেঁথে? অবশ্য দ্বিতীয় রিচার্ডের রাজত্বকাল সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রাজত্বকালেই ইংল্যাণ্ডের প্রথম জাতীয় কবি জিওফ্রে চসার তাঁর রচনাবলী লেখা শেষ করেন, 'কৃষক বিদ্রোহ' তাঁর সময়েরই ঘটনা যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জন গাওয়ার লেখেন Vox Clamantis; 'উইক্লিফ বাইবেল' এর প্রথম সংকলন এই সময়েই এবং জন বারবুরের Bruce দ্বিতীয় রিচার্ডের রাজত্বের শুরু হবার মাত্র দু'বছর আগে রচিত হয়। সাহিত্য পাঠে এই তথ্যগুলি আমরা ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে নিই—নিয়ে অনেক সময় বেদনায় মন ভরে ওঠে। রাজকাহিনীর ঘটনাবলীকে নিয়তির নিষ্ঠুর লীলা বলেই মনে হয়, যদিচ রাজদণ্ড হচ্ছে 'sacred state' (Richard II, V. vi.) এর প্রতীক। এবং Henry IV

এর চরিত্রের একটি মানবিক দিক নাট্যকার ফুটিয়েছেন সুন্দরভাবে Richard II নাটকে, যখন বলিঙব্রোক (চতুর্থ হেনরী) বলছেন ;

Though I did wish him dead,
I hate the murder, love him murdered.
..............................my soul is full of woe
That blood should sprinkle me to make me grow (V. vi.)

ট্রিলজির প্রথম নাটক Henry IV, part I এর প্রথম দৃশ্য পড়লেই মনে হবে এটি Richard II এর ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত। এখানে আমরা রাজ-সিংহাসনের অন্যতম ন্যায্য দাবীদার Edmund Mortimer কে পাব, আর দেখতে পাব Earl of Northumberland এবং তাঁর পুত্র Henry Percyকে (Harry Percy বা Hotspur)। ইতিহাসে পাই, 'one of the chief rebellions of this reign was that of Welshman, Owen Glendower...A still more formidable rebellion was the work of the Earl of Northumberland and his son Harry Percy, nicknamed Hotspur'; শেকস্‌পীয়ারের নাটক এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে অনুসরণ করেই শুরু হয়েছে। আর্ল অব ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ড রাজা হেনরীকে সংবাদ দিচ্ছে :

........that the noble Mortimer
Leading the men of Herefordshire to fight
Against the irregular and wild Glendower,
Was by the rude hands of that Welshman taken...

আবার পরেই জানাচ্ছেন :

For more uneven and unwelcome news
Came from the north, and thus it did import :
On Holy-rood Day, the gallant Hotspur there
Young Harry Percy, and brave Archibald,
That ever-valiant and approved Scot,
At Holmedon met,......

এই থেকে শুরু হ'ল বিখ্যাত ট্রিলজির নাটকীয় কাহিনী যার মাঝে মধ্যে

Sir John Falstaff এনেছেন বৈচিত্র্য, শুধু 'dramatic relief' এর জন্য নয়; ফলস্টাফকে এনে নাট্যকার একটি চিরকালের জন্য অমর চরিত্র রূপায়িত করতে পেরেছিলেন। নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যেই এই মানুষটিকে রাজপুত্রের সঙ্গে একটি ট্যাভার্ণে দেখতে পাব; যুবরাজের সখা, বয়স্য, ভাঁড় এবং মাঝে মাঝে দার্শনিক এই লোকটি হ'চ্ছ, তাঁরই হিসেবে, 'fat-witted'.

নাটকটির শেষে রাজা হেনরী বলছেন, তাঁর জীবনে দ্বিমুখী বিদ্রোহ দমন করতেই হবে; তাই নির্দেশ দিচ্ছেন কোন্ সেনাবাহিনী কোন্ দিকে যাবে এবং "let us not leave till all our own be won (V. v); স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, নাটক শেষ হ'ল না। এর দ্বিতীয় খণ্ড আমরা এক্ষুনি দেখতে পাবো। উভয় পর্বেই আমরা ফলস্টাফ ছাড়াও ট্যাভার্ণের Mistress Quickly-কে পাচ্ছি। যুবরাজের অভিষেক দৃশ্যে নবীন রাজা তাঁর বয়স্য এবং বন্ধু ফলস্টাফকে চিনতে পারেন নি (ইচ্ছে করেই চেনেন নি, তাঁর মর্যাদার বিষয়ে তিনি তখনই সচেতন হয়ে গিয়েছিলেন), এই ঘটনাটি অন্যান্য ট্রাজিক ঘটনার মতই দর্শকদের কাছে অত্যন্ত ট্রাজিক। অভিষেকের পরপর একটু কথোপকথনের আভাষ দেওয়া যাক :

Falstaff. God save thee, my sweet boy !

King Henry V : My Lord Chief Justice, speak to that vain man.

Lord Chief Justice : Have you your wits ? Know you what 'tis you speak !

Falstaff : My king ! my Jove ! I speak to thee, my heart !

King Henry V : I know thee not, old man...(V. v) আমার তো মনে হয়, ফলস্টাফের এই ট্রাজেডি অন্য কোন ট্রাজিক চরিত্রের চেয়েই কম করুণ এবং বেদনাদায়ক নয়। Henry IV দ্বিতীয় পর্বে নাটকীয় ঘনত্ব নেই, কিন্তু ফলস্টাফের বহু উক্তি, আধা ঠাট্টা আধা দার্শনিক, তীরের মত দর্শক বা পাঠকের মনে গেঁথে যায়। রাজকাহিনী, দেখা যাচ্ছে এই নাটকে, কত স্বচ্ছ স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে চলেছে।

অসুস্থ পিতাকে যুবরাজ হেনরী (দি ফিফথ) বলছেন,

My gracious liege,

You won it, wore it, kept it, gave it me

Then plain and right my possession be : (IV. iv)

নাটকটির epilogue এ বলা হচ্ছে, 'Our humble author will continue the story' সুতরাং আমরা Henry V এ পৌঁছে যাই। Henry IV এর যুবরাজ এখন রাজা Henry V হয়েছেন, তাঁর স্বভাবচরিত্র বদলে গেছে, তিনি অত্যন্ত সচেতন যে তিনি হচ্ছেন 'A Christian king' এবং ফরাসী দেশের উপর ইংল্যাণ্ডের রাজার যে অধিকার রয়েছে সে সম্বন্ধেও তিনি নিশ্চিত : কথাচ্ছলে তিনি বলছেন 'my throne of France' ; ইংল্যাণ্ডের জনজীবন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। কোরাসের ঘোষণা :

Now all the youth of England are on fire (I. ii)

এজিনকোর্টের যুদ্ধ, ইংল্যাণ্ডের জয়লাভ, ফ্রান্সের রাজা ষষ্ঠ চার্লসের কন্যা ক্যাথারিনের (Kate) পানিগ্রহণ এবং শ্বশুরকুলের সঙ্গে এভাবে সন্ধিস্থাপন (Treaty of Troyes) এই হচ্ছে ঘটনাবলী। পুত্র ষষ্ঠ হেনরির মাত্র এক বছর বয়স, যখন তাঁর পিতা পঞ্চম হেনরী মারা যান। এবং তিনি যে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের 'crown'd king' হলেন সেকথা epilogue-এ ঘোষিত হয়েছে। ষষ্ঠ হেনরীর রাজত্বকালে ফ্রান্সের উপর ইংল্যাণ্ডের প্রভাব গেল কমে, কিন্তু শেকস্‌পীয়ার নতুন রাজাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিয়ে নাটক শেষ করলেন ; ল্যাঙ্কাস্টার এর সূর্য অস্তমিত হ'ল। ইয়র্ক বংশের চতুর্থ এডওয়ার্ড শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে বলেছেন :

'Once more we sit in England's royal throne.

Re-purchas'd with the blood of enemies (V. vii)

রাজতন্ত্রের ধারাবাহিকতা একটি 'moral order'—বার বার শেকস্‌পীয়ার তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে সেই ইঙ্গিত সুস্পষ্টভাবে দিয়েছেন। ষষ্ঠ হেনরীর রাজত্বকালের সঙ্গে সঙ্গে ল্যাঙ্কাস্টার বংশের প্রভুত্ব শেষ হয়ে গেল। এলেন ইয়র্ক বংশের এডওয়ার্ড দি ফোর্থ, কিন্তু শেকস্‌পীয়ার তাঁকে নিয়ে কিছু লিখলেন না। তাঁর কাছে নায়করূপে বৃত হলেন তৃতীয় রিচার্ড। রিচার্ডের ক্রূর অভিসন্ধি, উত্থান

ও পতনের মধ্য দিয়ে শেকস্‌পীয়ার রিচার্ডের তীব্র 'প্যাশন'কে রূপায়িত করেছেন। প্রথম থেকেই নাট্যকার তাঁকে এভাবে কল্পনা করেছেন। তাঁর স্বগতোক্তি

Dive, thoughts, down to my soul (I. i)

আবার অন্যত্র,

Shine out, fair sun, till I have bought a glass,
That I may see my shadow as I pass.

চতুর্থ দৃশ্যের চতুর্থ অঙ্কে এলিজাবেথের প্রতি তাঁর উক্তি

Relenting fool, and shallow, changing woman

শেকস্‌পীয়ারের একটি অসাধারণ বিশ্লেষণ—এখনো পর্যন্ত যা প্রবাদ-স্বরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। Richard III তাঁর প্রথম দিকের লেখা, কিন্তু শেষ গ্রন্থ Henry VIII রাজকাহিনীরও শেষ বংশাবলী-পরিচয়। এই নাটকে আমরা ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের দুজন বিখ্যাত ধর্মযাজককে নাটকের চরিত্র হিসেবে পাই, উল্‌সী এবং ক্র্যান্‌মার।

রাণীর সহচরী এন বুলেন (Anne Bullen, ইতিহাসে রয়েছে Anne Boleyn) রাজার সুনজরে পড়েন এবং উল্‌সীর সহায়তায় রাজা ক্যাথারিনকে 'ডির্ভোস' করেন। বুলেনকে বিবাহ করবার অল্পদিন পরেই এলিজাবেথ (নামকরণ করেন বিশপ ক্র্যানমার) জন্মগ্রহণ করেন, যে এলিজাবেথ

...shall be, to the happiness of England,
An aged princess ; many days shall see her,
And yet no day without a deed to crown it (V. iv)

এই ঘটনার মধ্য দিয়েই নাটকের পরিসমাপ্তি ; রাজবংশাবলীর ইতিহাস শেকস্‌পীয়ার এখানেই শেষ করেছেন তাঁর শেষতম রচনার মধ্য দিয়ে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, নাটকীয় সংঘাত বা চরিত্রচিত্রণের দিকে তিনি তাঁর শক্তি নিয়োগ করেন নি। এই নাটকটি যেন তাঁর একটি বৃহৎ পরিকল্পনার অন্তিম ভাগ—লিখতে হবে বলেই তিনি লিখেছেন। ইংল্যাণ্ডের প্রতি এটি তাঁর জাতীয় কর্তব্য ছিল, শিল্পীর প্রেরণা ছিল না, একথাই মনে হয়। এই নাটকটিতে পরিত্যক্তা ক্যাথারিন এর একটি বড় বেদনার্ত' চিত্র এঁকেছেন নাট্যকার, চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্যে ; ক্যাথারিন বলছেন :

tell him, in death I blest him,

For so I will—Mine eyes grow dim—Farewell

দর্শক বা পাঠকের মন বিষাদে ভরে ওঠে, অসাধারণ সংযমের সঙ্গে এই করুণ চিত্রটি শেকস্‌পীয়ার তাঁর পরিণত বয়সে আমাদের উপহার দিয়েছেন; আর সেই সঙ্গে তিনিও কি তাঁর অগণিত পাঠকদের কাছ থেকে বিদায় নেবার ইঙ্গিত দিচ্ছেন!

শেকস্‌পীয়ার আলোচনাকে আমরা সবশুদ্ধ দশটি ভাগে নিবদ্ধ রাখবো, মাত্র দশটি। এই লেখকের আলোচনাকে একশ'দশটি ভাগেও আলোচনা করা যায়, তাতে কিছুমাত্র যায় আসে না। প্রথমে আমরা ঐতিহাসিক নাটকের আলোচনা করেছি—পরপর এবার রোমান প্লে, ক্ল্যাসিক্যাল প্লে, প্রথম যুগের নাটক, মধ্য যুগ, চারটি বড় ট্রাজেডি, শেষ পর্ব, প্রব্লেম প্লে, শেকস্‌পীরীয় সমালোচনা, সর্বশেষে কবিতা এবং ভাষা। বস্তুত বিগত প্রায় পৌনে চারশ বছর ধরে দেশে দেশে শেকস্‌পীয়ারকে কেন্দ্র করে যে সমালোচনা হয়েছে শুধু তা পড়েই একজন পাঠক তাঁর জীবনকাল কাটিয়ে দিতে পারেন। এবং এর অনেকগুলোই সাহিত্যের রসসম্পদে এত বিশিষ্ট যে সৃষ্টিশীল রচনা হিসেবেই আমরা তা পৃথক পৃথকভাবে পড়ে থাকি।

রোমান নাটক বলতে 'জুলিয়াস সিজার' 'অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপাট্রা' এবং 'করিওলেনাস'কে ধরা হয়। জুলিয়াস সিজারকে ১৬০১ (?) সালে অভিনীত হতে দেখা যায়, প্লুটার্ক-অবলম্বনে এর কাহিনী। সেণ্টস্‌ব্যারী জানাচ্ছেন, এই নাটকটি 'is of the panoramic, if not of the kaleidoscopic order of drama – its appeal is of sequence rather than of composition' (CHEL, Vol. V), অন্য একজন সমালোচক একে 'passion drama' বলেছেন[৫৩]। সবাই জানেন, এই নাটকের মূল চরিত্র দুজন, সিজার এবং ব্রুটাস, কিন্তু আর একজন চরিত্র রয়েছে—যে তৃতীয় অঙ্কে তথাকথিত 'climax' ঘটে যাবার পরও শেষ পর্যন্ত অন্তরালে অভিনয় করে গেছে; সে-ই 'spirit of Caeser'. এডওয়ার্ড ডাউডেন এর সঙ্গে সবাই এবিষয়ে একমত হবেন। বস্তুত, ছাত্র-অবস্থায়, ডাউডেন পড়বার আগেই হয়তো অনেক পাঠকেরই, আমার মত, একথা মনে হয়ে থাকবে। সিজারের চরিত্র দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য এবং

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যতে সুন্দর ফুটে উঠেছে আর নাট্যকার ব্রুটাসকেও 'ট্রাজিক হিরো'র মর্যাদা দিয়েছেন পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে শুধু নয়, যখন তিনি 'runs on his sword and dies', চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যেই, যে সময় তিনি বলছেন তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি :

> There is a tide in the affairs of men,
> Which, taken at the flood, leads on to fortune
> Omitted, all the voyage of their life
> Is bound in shallows and in miseries.

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য এই নাটকে সবচেয়ে ছোট ; মাত্র ছ' পংক্তির, অথচ নাট্যকার কী আশ্চর্য নিপুণতায় ফুটিয়ে তুলেছেন যুদ্ধের একটি দুরন্ত চিত্র, তীব্র গতিবেগসম্পন্ন অসাধারণ পরিবেশ। চোখের সামনে শুধু দর্শক নয়, পাঠককেও যেন উজ্জীবিত করে। এই নাটকে মনে রাখবার মত অসংখ্য উক্তিগুলির মধ্যে ব্রুটাসের 'Between the acting of a dreadful thing/And the first motion' ইত্যাদি আমাদের শেকস্‌পীরীয় জগতে নিয়ে যায়।

'অ্যান্টনি এ্যাণ্ড ক্লিওপাট্রা' প্রসঙ্গে কোলরিজ এর প্রখ্যাত সমালোচনা[৫৪] আপনা থেকেই মনে আসে। এবং এই নাট্যকার বিষয়েই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁর প্রতিভার, 'Shakespeare can be complimented only by comparison with himself'; এই নাটকের ভিত্তিও প্লুটার্ক ; জানা যাচ্ছে 'licensed for publicaton in 1608'; এই নাটক প্রসঙ্গে সমালোচক দুটি অসাধারণ মন্তব্য করেছেন বলে আমার অন্তত মনে হয়েছে :

ক. Nowhere has even Shakespeare given such a pair, hero and heroine, as here. (লক্ষণীয়, নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রথম দৃশ্যেই স্বয়ং নাট্যকার 'such a mutual pair' উল্লেখ করেছেন।)

খ. ...the power of romantic tragedy in this direction can go no further (CHEL, Vol. V) ; ক্লিওপাট্রার চরিত্রের অনন্ত রহস্যের কথা দিয়ে শেকস্‌পীয়ার-আলোচনা শুরু হয়েছে—সেই নায়িকা নিজেই যখন 'riotous madness' এর কথা বলছেন তখন পাঠক হিসেবে আমার মনে হয়েছে, ক্লিওপাট্রাই সেই 'riotous madness'এর রহস্যময় প্রতিচ্ছবি ; অথচ

কী আকর্ষণীয়, যার শুধুমাত্র 'hand that kings/Have lipt, and trembled kissing (II. v) ; শেকস্‌পীয়রের চারটি বড় ট্রাজেডির সঙ্গে এই ট্রাজেডি শুধু তুলনীয়ই নয়, এর যে একটি নিজস্ব 'charm' রয়েছে, ছড়িয়ে আছে নানাস্থানে 'warmth and colour', 'diversity and intensity' এবং সর্বশেষে রয়েছে, 'the powers of the two great poetic motives, love and death' এতো আর সহজে কোথাও চোখে পড়ে না ! এই ট্রাজিক নাটকে কোথাও terror অথবা horror নেই, নেই বিভৎস বা ভয়ানক চিত্র, নেই অনাবশ্যক ghastly tension—অথচ উচ্চারণ করতে হয় আবার সেই কবি কোলরিজেরই কথা : he lives in and through the play ; অ্যাণ্টনি যখন বলছেন 'Let Rome in Tiber melt' (I. i) তখন ক্লিওপাট্রাও অনুরূপভাবে 'নাইল' নদের প্রসঙ্গ এনেছেন ! আর এই নাটকে, কবি ছাড়িয়ে গেছে নাট্যকারকে ; ভ্রান্তি হয় পাঠকদের পদে পদে, কেন যে শেকস্‌পীয়ারকে শুধুমাত্র কবি না বলে নাট্যকার বলা হয় ! নাটক দেখি নি বলে পাঠকের কোন আক্ষেপ থাকে না।

এই দুটি মহান ট্রাজেডির তুলনায় 'করিওলেনাস' কিছুটা নিষ্প্রভ, যদিও বহু সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এই নাটকটি—প্রধানত এর মুখ্য চরিত্রের জন্য, দ্বিতীয়ত, নাটকীয় ঘটনাবিন্যাস ও গতির জন্য। রচনাকাল ১৬০৮/৯ এবং বলাই বাহুল্য, রোমান নাটকগুলি সবই প্লুটার্ক-কেন্দ্রিক। এই নাটকের ট্রাজিক পরিণতি মহৎ, কিন্তু হয়তো ঠিক সেকারণেই নাটকটি দুর্বল। সমস্ত আখ্যান-ভাগে একমাত্র চরিত্র করিওলেনাস—বাকী সব তাঁরই জন্য যেন সৃষ্ট। তাই 'Coriolanus is a great figure, but rather narrowly great'—ব্রুটাস ছিল বলেই সিজার মহান, অ্যাণ্টনির জন্যই ক্লিওপাট্রা অমন রহস্যময়ী, কিন্তু এখানে এমন কিছুই নেই যা 'hardly as provocative of delight as of admiration' ; মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তের সুন্দর বর্ণনা করেছেন আধুনিক সমালোচক[৫৫]। করিওলেনাস নিহত হবার পর তাঁর হত্যাকারী বলছে শেষ দৃশ্যে, 'yet he shall have a noble memory'—স্যামুয়েল জনসন নাকি এই নাটক দেখে বড় তৃপ্তি পেয়েছিলেন, আধুনিক অন্য একজন সমালোচক বলছেন : Coriolanus is the consummation of Shakespeare's political wisdom [L. C. Knights] ; কিন্তু এই নাটকেই আবার 'flaw'

আবিষ্কার করেছেন অন্য একজন পাঠক[৫৬]। সব মিলিয়ে করিওলেনাস শেকস্‌পীয়ারের এমন একটি নাটক যাকে মহৎ সৃষ্টি না বলতে পারলেও কোনভাবেই উপেক্ষা করা যায় না।

ক্লাসিক্যাল পর্যায়ে তিনটি নাটককে ধরা হয় যেগুলি পরপর, রচনাকালের পারম্পর্য হিসেবে, তিনটি পৃথক যুগে পড়ে, 'টাইটাস্ অ্যাণ্ড্রনিকাস,' 'ট্রয়লাস অ্যাণ্ড ক্রেসিডা' এবং 'টাইমন অব এথেন্স'। সমালোচক বলছেন, 'with the classical plays, we come to a very new and interesting group' (CHEL, Vol. V); 'ব্ল্যাঙ্ক ভার্স' এর নৈপুণ্য এই পর্যায়ে প্রথম নাটকটি থেকেই লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় নাটকের সময় তিনি রীতিমত বড় কবি— যিনি নাট্যকারের পরিচিতি বাদ দিয়েই একমাত্র কবি হিসেবেই চিরকাল বেঁচে থাকতে পারতেন। টাইটাস্ এর অভিনয় ও রচনাকাল ১৫৯৪। এই নাটকের কাহিনীর জন্য শেকস্‌পীয়ার কার দ্বারস্থ হয়েছিলেন সঠিক জানা যায় না; একমাত্র এই নাটকটি সম্বন্ধে নিশ্চিত করে বলা যায় যে তিনি মার্লোর প্রত্যক্ষে প্রভাব এড়াতে পারেন নি। টাইটাস্ একজন 'noble Roman'; তাঁর কন্যা ল্যাভিনিয়াকে ভালোবাসতেন রোম সম্রাটের ভ্রাতা ব্যাসিয়ানাস। পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের 'horror theme' মনে করা যাক্। টাইটাস্ তাঁর প্রিয়তমা কন্যাকে খুন করছে, যুক্তি হচ্ছে, Die, die, Lavinia, and thy shame with thee'; কিছু পরেই তিনি খুন করেছেন গথদের রাণী ট্যামোরাকে, কারণ ট্যামোরার দুই ছেলে 'ravisht her'; এই দুটি ঘটনার ত্বরিৎগতি রোম সম্রাটকে হতচকিত করলেও তাঁকে বাধ্য করল টাইটাসকে জগৎ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য। ফলস্বরূপ, টাইটাসের ছেলে লুসিযাস মুহূর্তের মধ্যে রোম সম্রাট স্যাটারনিয়াসকে মেরে ফেলল। অভিনয় দেখতে গেলে কতটুকু সময় লাগতো! এই নাটকটিতে, একজন সমালোচক[৫৭] বলছেন, আমাদের নাট্যকার হাত-মক্স করেছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় নাটকের মুখ্য চরিত্র প্রেমিক-প্রেমিকা, ট্রয়লাস এবং ক্রেসিডা। পুরনো গল্প, প্রত্যক্ষ নিয়েছেন মনে হয় চ্যসার এবং লিড্‌গেট থেকে; নাটকটি 'ছাড়পত্র' পাবার পর অভিনীত হয় ১৬০২/৩ সালে। ক্রেসিডার দ্বন্দ্ব, একই সঙ্গে দুটি পুরুষের প্রতি তাঁর প্রেম-নিবেদন, ট্রয়লাসকে সর্বস্ব দান করেও ডায়োমেডেসের প্রতি তার আসক্তি, এই

love-triangle এর পাশাপাশি হেক্টর-কাহিনীকেও (মহাকাব্যের ঘটনাবলী) শেকস্‌পীয়ার সমান প্রাধান্য দিয়েছেন—মনে হয় এক এক সময়, ট্রয়লাস-ক্রেসিডার কথা যেন তিনি একপাশে সরিয়ে রাখছেন, অথচ চসার এঁদের প্রেমকেই সবচেয়ে মর্যাদা দিয়েছেন তাঁর কবি-কাহিনীতে। 'টাইমন অব এথেন্স' তৃতীয় পর্যায়ের রচনা। রচনার সময়কাল ১৬০৭ (?) ধরা হয়; প্রায় একই বিষয়ে একটি নাটক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হয়েছিল। পেইন্টার-কৃত লুসিয়ান এবং প্লুটার্ক -ভাষ্যই হয়তো নাট্যকারের কাহিনীর সূত্র। কিং লিয়ারের পরের রচনা, অথচ সমালোচক বলছেন, 'chaotic as Troilus and Cressida', কিন্তু টাইমনের চরিত্র অদ্ভুত ফুটিয়ে তুলেছেন; জীবনে যিনি ছিলেন ঘৃণ্য, মৃত্যুতে তিনি হলেন মহনীয়, 'Here lie I, Timon ; who, alive, all living men did hate', অথচ অ্যালসিবায়াডেস পরমুহূর্তেই বলছেন, Dead/Is noble Timon'.

আদি পর্বের নাটকগুলি সম্পর্কে শেকস্‌পীয়ারের প্রথম উল্লেখযোগ্য গবেষক ফ্রান্সিস মেরেস-এর একটি তালিকা আছে। পরবর্তীকালে অনেক গবেষকই সেই তালিকাকে কম বেশী গুরুত্ব না দিয়ে পারেন নি। মেরেস-এর তালিকাটিতে নাটকগুলি ঠিক এভাবে রয়েছে, বানান এবং নামগুলিও লক্ষণীয় : Gentlemen of Verona, (Comedy of Errors), Love Labors Lost, Love Labours Wonne (identified as All's Well That Ends Well), Midsummer Night dreame, Merchant of Venice, Richard II, Richard III, Henry IV, King John, Titus Andronicus, Romeo and Juliet ; অবশ্য সমালোচকরা জানাচ্ছেন, এই তালিকা থেকে রচনাকালের পারম্পর্য বোঝা যায় না। মেরেস নিজেও সেরকম দাবী করেন নি। প্রথম পর্বে এ ছাড়াও অবশ্যই অন্য নাটক রয়েছে; এর মধ্যে ঐতিহাসিক ও ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায়ের নাটকগুলি (যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে) বাদ দিলে বাকী চারটি নাটককে বিশেষভাবেই প্রথম দিকের রচনা বলে ধরা হয় : 'কমেডি অব এররস্‌', 'লাভস্‌ লেবরস্‌ লষ্ট', 'অলস্‌ ওয়েল দ্যাট এণ্ডস্‌ ওয়েল' এবং 'টু জেন্টলম্যান অব ভেরোনা'। সুতরাং আমরা প্রথম পর্বের নাটকগুলি আবার দুটি ভাগে আলোচনা করব, প্রথম পর্বের প্রথম যুগের এবং দ্বিতীয় যুগের। মনে হয়, বিষয়টি তাহলে আরো বিজ্ঞানসম্মত হবে, মনে রাখবার পক্ষেও সুবিধে হবে। প্লটাসের

Menaechmi অবলম্বনে 'কমেডি অব এররস্' রচিত একথা সকলেই স্বীকার করেছেন, ১৫৯৪ সালে অভিনীত হয়ে থাকবে। অ্যাড্রিয়ানার মুখ দিয়ে নাট্যকার অতি সুন্দর কবিতা বলিয়েছেন ; কিন্তু এছাড়া, সমালোচকদের ভাষায়, এই নাটকে রয়েছে চরিত্রচিত্রণের দুর্বলতা, কাঁচাহাতের রচনা, 'rough-hewn quality of prosody' এবং 'uncomely word-play' ; 'লাভস্ লেবরস্ লষ্ট' -এ লিরিক কবিতার আবির্ভাব ঘটেছে এবং এখানে একটি সুস্পষ্ট কাহিনী, 'প্লট' বললে ভালো হয়, পাওয়া যাচ্ছে। প্রখ্যাত সমালোচক গ্র্যানভিল-বার্কার বলছেন[৫৮], নাটকটি একটি 'স্যাটায়ার', 'a comedy of affectations...But there is life in it. Shakespeare, the poet had his fling', আরো সুস্পষ্টভাবে বলছেন, নাট্যকার যেন ক্রমশই 'learning his art' ; আলোচ্যমান পরবর্তী নাটক 'অলস্ ওয়েল দ্যাট এণ্ডস্ ওয়েল' এর কাহিনী বোকাচ্চিওর, পেইণ্টার অবলম্বনে। রোমাণ্টিক লক্ষণাক্রান্ত এই নাটকে সর্বপ্রথম যে চরিত্রটি পাচ্ছি, বৃদ্ধ লর্ড ল্যাফ্যুর, পরবর্তীকালে শেকস্পীয়ার সেই দিকে বহুদূর এগিয়েছেন। 'ব্ল্যাঙ্ক ভার্স' ক্রমশ সুসম্বদ্ধ হচ্ছে, কাহিনী এগিয়েছে আকর্ষণীয়ভাবে। 'টু জেণ্টলম্যান অব ভেরোনা'র কাহিনীর সূত্র Montemayor প্রণীত 'Diana' ; ভ্যালেণ্টাইন-সিলভিয়া এবং প্রটিয়ুস-জুলিযার যুগল প্রেম-কাহিনীতে রোমাণ্টিকতা স্পষ্ট ফুটেছে। জুলিয়ার চরিত্রটি আকর্ষণীয়, সংযম গাম্ভীর্য এবং কল্পনার সুন্দর মিশ্রণ। এই নাটকে কাহিনী আরো ঘনসন্নিবদ্ধ, চরিত্রগুলি জীবনের স্পর্শ লাভ করেছে মনে হয়।

প্রথম পর্বের দ্বিতীয় যুগের নাটকগুলি 'টেমিং অব দি শ্রু', 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট', 'এ মিডসামার নাইটস্ ড্রিম', 'দি মারচেণ্ট অব ভেনিস'। ১৫৯৪ সালে 'দি টেমিং অব এ শ্রু' নামে একটি নাটকের কথা জানা যায়। শেকস্পীযার-কাহিনীটির চরিত্রাংশ কিছুটা অঙ্কিত হয়েছে গ্যাসকয়েনের 'Supposes' অবলম্বনে ; সমালোচক বলছেন, এই নাটকের কাব্যধর্মিতা 'ইউনিভারসিটি উইটস্'দের কবিতাকে স্মরণ করায়। 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' চিরস্মরণীয় করুণ প্রেম-কাহিনী, প্রথম যুগের শেষ দিকে রচিত, বান্দেল্লোর (Bandello) উপন্যাস অবলম্বনে কাহিনীটাকে কিছুটা সাজিয়েছেন নাট্যকার ; এখানকার কবিতাতেও মার্লোর প্রভাব রয়েছে। একে 'lyric tragedy' বলা হয়ে থাকে। অনেক অসংগতি থাকলেও শেকস্পীয়ারের এই রচনায় স্বাক্ষর

রয়েছে 'astonishing power of vivification'এর। 'এ মিডসামার নাইটস্ ড্রিম' এর কাহিনীর সূত্র হয়তো ওভিড বা চসারে পাওয়া যাবে, কিন্তু নাট্যকার তাকে মৌলিকভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এই নাটকের Puck একটি অসাধারণ সৃষ্টি। এই নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য 'interlude' এর চরিত্রগুলির সংযোজন। পরীদের রাজা ওবেরন, বটম বা পাক, এরা কেউই রাজা-রানী বা প্রেমিক-প্রেমিকাদের চেয়ে কম উল্লেখযোগ্য নয়, বরং বেশী। 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই রচিত হয়ে থাকবে। গ্র্যানভিল-বার্কার এই নাটকে শেকস্‌পীয়ারের ক্ষমতার পরিচয় লক্ষ করেছেন, পাশাপাশি দুটি কাহিনী সমান্তরালভাবে এগোনো সত্বেও তার মধ্যে তিনি দেখেছেন একজন 'skilled playwright'কে, যিনি সক্ষম হয়েছেন 'to adjust and blend the two themes' ; ঘটনাবলীর নাটকীয় গতি সম্পর্কে আর একজন বলেছেন, 'the incidents provide a vivid wave-like change of intensity and relief', এবং সেখানে রয়েছে একটি সুন্দর 'system of tragic and comic interchange' (CHEL, Vol. V).

মধ্যপর্বে (দ্বিতীয়) যে কটি নাটক পাচ্ছি তার মধ্যে 'Much Ado About Nothing', 'Merry Wives of Windsor' এবং 'As You Like It' ব্যতীত বাকী পাঁচটি নাটক পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। 'মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং', 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' এবং 'টুয়েলফথ্ নাইট', এই তিনটিকে একত্রে 'রোমান্টিক কমেডির' একটি বিশেষ গ্রুপ (group) বলা হয়ে থাকে। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে রচিত 'মাচ এডো অ্যাবাউট নাথিং-এর কাহিনী কিছুটা অ্যারিয়োস্টো এবং বান্দেল্লোর কাছ থেকে ধার-করা। ১৫৮৩ সালে এ ধরণের একটি নাটকের কথা জানা যায়। তবে বেনেডিক-বিয়াত্রিচে প্রেমিকযুগল শেকস্‌পীয়ারের নতুন সংযোজন। প্রেমিক-যুগলের কথোপকথন একটু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :

Beatrice : I had rather hear my dog bark at a crow than a man swear he loves me. (I. i)

অথচ তার প্রেমিকের উক্তি বোধহয় তার ভালই লেগেছিল, যখন বেনেডিক তাকে বলছে :

Benedick : I will live in thy heart, die in thy lap and be buried in thine eyes (V. II)

কি আশ্চর্য প্রেমিকযুগল !

'মেরী ওয়াইভস্ অব উইণ্ডসর' নাটকটি অভিনয়ের ছাড়পত্র পায় ১৬০১ সালে এবং যেহেতু তৎকালে নাটক লেখা হলেই অভিনয়ের ব্যবস্থা হতো সে জন্য মনে হয় বছর খানেকের মধ্যেই এর রচনাকাল। ফলষ্টাফ-চরিত্র রানী এলিজাবেথের এতো ভালো লেগেছিল যে তিনি ফলস্টাফকে রীতিমত নায়কের ভূমিকায়, অর্থাৎ ফলস্টাফকে 'hero' সাজালে কেমন হয় এটা দেখতে চেয়েছিলেন। এই নাটকটি কি সে কারনেই লেখা ? হতেও পারে। এলিজাবেথীয় যুগে সকল লেখকেরই শেষতম উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল রানীকে খুশী করা, তাঁর অনুগ্রহ লাভ করা। শেকস্পীয়ারও তো মানুষ ছিলেন, আমাদেরই মত, কামনা বাসনার জগতের লোক বটে। কাহিনীর সূত্র ইট্যালীয়ান হতে পারে, যদিচ পাঁচ-মেশালী ব্যাপার বললেও আপত্তি করার কিছু নেই। সমালোচক জানাচ্ছেন, 'Everybody is alive and everything is vividly illuminated...The attractive grace of sweet Anne Page is masterly. (CHEL, Vol V); এই নাটকটির সঙ্গে কি মলিয়েরের রচনার কোথাও মিল আছে, অন্তত মেজাজে ! 'As You Like It' ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হয়। লজ্ এর Rosalynde, মধ্যযুগীয় Gamelyn কাহিনী রয়েছে নিঃসন্দেহে এই নাটকের পশ্চাৎপটে। 'Wit, wisdom and poetry are the only transfigurers (of the Arden)'। এই নাটকে শুধুই রৌদ্রালোকিত আকাশ, গাছপালা প্রচণ্ড সবুজ, চোখ-ঝলসানো মিষ্টত্ব। শেকস্পীয়ার যেন নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন, উপহার দিচ্ছেন দর্শকদের, বা বলছেন পাঠকদের, আমার এই নাটকটিকে যার যেমন ইচ্ছে দেখে নাও, সাজিয়ে নাও, তাতেই মন উঠবে ভরে, 'As you like it'— as you please , 'melancholy' জেকিস্ বা 'heavenly' রোজালিণ্ড ; আর টাচস্টোন, তাকে কোন্ বিশেষণে ভূষিত করবে সমালোচক !

'Ay, now am I in Arden , the more fool I' (II iv)

আর গানে গানে ভরে দিয়েছেন নাট্যকার যেমন, 'under the greenwood

tree'; পাঠক লক্ষ করুন, টমাস হার্ডি কী অনায়াসে নামটি তাঁর উপন্যাসে 'চুরি' করেছেন। এমনি আরো কতজনই যে শেকস্‌পীয়ারের কত নাম নিয়েছেন!

'টুয়েলফথ্‌ নাইট অর হোয়াট ইউ উইল' তৃতীয় পর্বের রচনা, এবং 'মেজার ফর মেজার' বাদ দিলে ('অলস্‌ ওয়েল দ্যাট এণ্ডস্‌ ওয়েল' কে আমরা মেরেস-এর তালিকা অনুযায়ী 'Love Labours Wonne' ধরে প্রথম পর্বেই আলোচনা করেছি) বাকী সব কটি এযুগের 'grim tragedy'; যাই হোক, 'টুয়েলফথ নাইট' কাহিনীর মুখ্য উপজীব্য কী হতে পারে নাট্যকার গোড়াতেই তার আভাষ দিয়েছেন :

If music be the food of love, play on

এই নাটক 'মিডল টেম্পল' এ ১৬০১/২ সালে অভিনীত হয় এবং আরও অনেক নাটকের মত এরও উৎস বারনাবে রিক্‌ (Barnabe Rich)-অনূদিত বান্দেল্লোর কাহিনী। প্রকৃতপক্ষে, 'purest comedy' বলতে যা বোঝা যায় 'টুয়েলফথ্‌ নাইট' তাই। এর মধ্যেও গানগুলি আজ গৃহপ্রবাদে দাঁড়িয়ে গেছে, 'hey, ho, the wind and the rain'—আর ভায়োলা, অলিভিয়া, স্যার টোবি বেলচ, ম্যালভোলিও, কে যে কার চেয়ে কম আকর্ষণীয় বলা মুস্কিল। 'মেজার ফর মেজার' অন্য ধাঁচের নাটক, ১৬০৪ (?) খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হয়েছে মনে হয়। সিনথিও আর হোয়েটস্টোন এর রচনা থেকে গল্পটি নিয়েছেন নাট্যকার। এই নাটকটি বেশ 'difficult play' বলে সমালোচক চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন : 'its power is unquestionable, and it contains some of the greatest things in Shakespeare..... he has lavished his nepenthe of poetry'—শুধু কি তাই, এই অপূর্ব কবিতার সঙ্গে মিশেছে শেকস্‌পীয়ারের অভিজ্ঞতা, মহান মানবজীবকে যিনি বিচ্ছুরিত শত সহস্র আলোকচ্ছটার মতই দেখতে পেয়েছেন :

Isabella ....but man, proud man
Drest in a little brief authority,
Most ignorant of what he's most assured,
His glossy essence.

শেকস্‌পীয়ারের 'great tragedies' বলতে আমরা বুঝি 'হ্যামলেট', 'ওথেলো', 'কিং লিয়ার', 'ম্যাকবেথ'। শেকস্‌পীরীয় ট্রাজেডি নিয়ে এতো গবেষণা, এতো আলোচনা হয়েছে যে সেগুলির উল্লেখ করতে গেলে এই সামান্য রচনা কোনদিনই শেষ হবে না—তথাপি দু চার জন বিশেষজ্ঞের মন্তব্য, যা প্রাসঙ্গিক মনে হবে এই মহান সৃষ্টিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। ব্রাডলের বিখ্যাত মন্তব্যের বা তাঁর ট্রাজিক পরিমণ্ডল সম্বন্ধে ধারণা অবশ্যই সকলের আছে ; তিনি কিভাবে ট্রাজিক নায়কদের চরিত্র বর্ণনা করেছেন, নাটকীয় ঘটনাসংঘাত ক্লাইম্যাক্সের দিকে গিয়েছে, নাটকীয় 'ইউনিটি'র প্রসঙ্গ এনেছেন, 'tragic flaw'র কথা বলেছেন, সেগুলি এক সময় শেকস্‌পীয়ারের ট্রাজেডি-আলোচনায় অবশ্যপাঠ্য ছিল।[৫৯] চার্লটন সাহেব ট্রাজেডি সম্বন্ধে একটি পুরনো কথা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের কিছু স্পষ্ট করে শুনিয়েছেন। 'ট্রাজেডি' করুণ রসাত্মক, বিয়োগান্ত নাটক-দর্শনে আমাদের হৃদয় বেদনায় ভরে ওঠে ; তবুও এক ধরণের আনন্দ পাই যার জন্য, যে 'pleasure' এর অন্বেষণে, আমরা বারবার হ্যামলেট বা ওথেলো, লিয়ার বা ম্যাকবেথ অভিনয় দেখতে যাই। কেন ? চার্লটন উত্তর দিচ্ছেন : Tragedy is a form of poetry and like all poetry, it came into being to gratify certain of the deeper instincts of human nature : it exists, as Aristotle pointed out, to provide its own particular kind of aesthetic pleasure".[৬০] এই বক্তব্য কি ভারতীয় রসতত্ত্বের ব্যাখ্যার কাছাকাছি যায় না !

শেকস্‌পীয়ারের ট্রাজেডিগুলি বিশ্লেষণ করলে কতগুলি সাধারণীকৃত বিষয় চোখে পড়তে পারে। ঘটনাটি কি ধরণের ঘটবে বা ঘটতে পারে তার একটি প্রত্যক্ষ আভাষ, প্রোলোগের বর্ণনার মধ্য দিয়েই হোক, বা ঝড়ের তাণ্ডবলীলাই হোক বা চরিত্রগুলির কথোপকথনের ভিতর দিয়েই হোক, আমরা প্রথমেই টের পাই। কিছু 'জনতা' থাকে, একেবারেই সাধারণ নগরবাসী, তারা সকলে মিলে যেন একটি যূথবদ্ধ চরিত্র। তারা ঘটনাকে এগিয়ে পিছিয়ে নিয়ে যায়, 'রোমান প্লে'গুলিতে তো এদের প্রত্যক্ষ প্রভাব আমরা লক্ষ করি। প্রেম একটি কেন্দ্রীভূত বিষয়, হয়তো ক্ষমতার লিপ্সা কিম্বা অন্ধ পিতৃস্নেহ অথবা ঈর্ষা, এজাতীয় মানবজীবনের গভীর রহস্যময় ঘনীভূত আবেগ যার অভিব্যক্তি

নাটকটিকে ট্রাজেডির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে, প্রায় অলঙ্ঘ্য নিয়তির মতো। এছাড়া রয়েছে 'conspiracy', এলিজাবেথীয় যুগেরই এটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, শেকস্‌পীয়ার তাকে কাজে লাগিয়েছেন মাত্র। আর ট্রাজেডির ঘনগম্ভীর রোমহর্ষক কাহিনীকে মাঝে মধ্যে রসালো করবার জন্য দু একটি প্রক্ষিপ্ত 'comic scene'; মনে হয় এমন একটি সাধারণ পরিকল্পনার ভিত্তিতেই শেকস্‌পীয়ার তাঁর ট্রাজেডি-রচনায় হাত দিয়েছিলেন। শেষতম রচনা 'ম্যাকবেথ' এর 'thunder and lightning' দৃশ্য কি প্রোলোগের ভূমিকা পালন করে না! হ্যামলেটের নিস্পৃহতা, ডেসডিমোনার প্রেম, ওথেলোর ঈর্ষা, ম্যাকবেথের উত্তুঙ্গ ক্ষমতা-লিপ্সা সবই যেন একটা বিশেষ পরিকল্পনার ধারায় বিকাশ লাভ করেছে; 'কিং লিয়ার' এ এডমাণ্ডের উপলব্ধি 'The wheel is come full circle' শুধু লিয়ার-ট্রাজেডির প্রসঙ্গে নয়, যে জীবনবীক্ষণে শেকস্‌পীয়ার ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ, আজও রয়েছেন প্রায় চারশ' বছরের ব্যবধানে, তাঁর ট্রাজেডিগুলির অন্তিম নির্দেশ ছিল এডমাণ্ডের এই উক্তি। এই হয়তো ছিল তাঁর 'design of tragedy'; ওথেলোর সেই বিখ্যাত উক্তি, 'Soft you : a word or two before you go' ইত্যাদি প্রসঙ্গে এলিয়ট যে মন্তব্য করেছেন, 'I do not believe that any writer has ever exposed...... the human will to see things as they are not, more clearly than Shakespeare,'[৬১] তাতে মানবচরিত্রের অতি সাধারণীকৃত অথচ অতি দুর্নিরীক্ষ্য দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন যার পরিপূরক উক্তি, আমার মনে হয়, একমাত্র হতে পারে পূর্বে-উদ্ধৃত এডমাণ্ডের বক্তব্যের যৌক্তিক অনুসরণে। শেকস্‌পীয়ারের নাটকে কার প্রভাব কী পরিমাণ পড়েছিল, 'Stoicism of Seneca' আলোচনায় এলিয়ট একান্তই কী প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, তা অনুচ্চারিত রেখেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শেকস্‌পীয়ারের ট্রাজিক পরিবেশ মানব-কল্পনার একটি মহাজগতের সঙ্গেই তুলনীয় যার মধ্যে বিশ শতকের এক মহিলা কবি প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর জীবনবেদের সমগ্রতাকে।[৬২]

যে চারটি ট্রাজেডি এই মুহূর্তে আলোচ্য বিষয় তাদের একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন উইলিয়াম হ্যাজ্‌লিট (William Hazlitt), ১৮১৭ সালে।[৬৩] এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি আমাদের আলোচনার সহায়ক হবে মনে

করে এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিচ্ছি। প্রথমে এই প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক ট্রাজেডির তিনটি লক্ষণ বর্ণনা করেছেন ১. Tragedy purifies the affections by terror and pity (বলা বাহুল্য, অ্যারিস্টটল এর বক্তব্যেরই সরলীকরণ মাত্র) ২. It opens the chambers of the human heart (হ্যাজ্‌লিট এবিষয়টি নতুনভাবে ভেবেছেন) ৩. Tragedy creates a balance of the affections (মিল্টন-বর্ণিত 'calm of mind, all passion spent' অথবা ভারতীয় রসতত্ত্ব ব্যাখ্যায় 'শান্ত' রস জাতীয় কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছেন হ্যাজ্‌লিট!)। এখন দেখা যাক্, এই তিনটি বক্তব্যের প্রেক্ষিতে চারটি নাটকের পারস্পরিক আলোচনা করতে গিয়ে তিনি কি বলেছেন: Othello furnishes an illustration of these remarks. It excites our sympathy in an extraordinary degree···The pathos of Lear is indeed more dreadful and overpowering: but it is less natural...we have not the same degree of sympathy with the passions described in Macbeth. The interest in Hamlet is more remote and reflex; এবং এই চারটি নাটকের বিচার-শেষে তিনি রায় দিয়েছেন· That of Othello is at once equally profound and affecting, শেক্‌স্‌পীয়ারের ট্রাজেডি-আলোচনায় 'ওথেলোর' স্থান যেখানে হ্যাজ্‌লিট নির্ণয় করেছেন, তা হয়তো বিতর্কাতীত। কিন্তু আধুনিক যুগে ট্রাজেডি-আলোচনায় এমনটি সাদামাঠা বিশ্লেষণে গবেষকরা বোধহয় তৃপ্ত হতে পারছেন না। হ্যাজ্‌লিটের পূর্ববর্তী সমালোচক আঠারো শতকের মরিস মর্গান (Maurice Morgann) এবং শেক্‌স্‌পীরীয় সমালোচনার উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি কোলরিজ থেকে আলোচনার ধারা নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। তথাপি হ্যাজ্‌লিটের মন্তব্যগুলি যেহেতু ঐতিহ্যবাহী, সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে আমাদের সকলের কাছেই তার একটি স্থিরনিশ্চয় মূল্য রয়েছে।

হ্যামলেট (Prince Hamlet অথবা Hamlet, Prince of Denmark) অভিনীত হয় ১৬০২তে, দু'এক বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। কাহিনীর সূত্র, সমালোচক জানাচ্ছেন, Belleforest অনুসরণে Saxo Grammaticus

থেকে নেওয়া।[৬৪] হ্যামলেট নাটকে হ্যামলেটের চরিত্রের 'indecision' বা 'vacillation' এবং অস্থিরতা, পাগলামি অথবা 'feigned madness' এবং ক্লডিয়াসকে খুন করতে তার অনাবশ্যক সময় নেওয়া, এগুলিই বিগত এক শতাব্দীর সমালোচকদের ভাবাচ্ছে। কিন্তু প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে হ্যামলেট যখন স্বগতোক্তি করছে :

How weary, stale, flat and unprofitable
Seem to me all the uses of this world !

তখন আমার তো মনে হয়েছে, এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শেকস্‌পীয়ার হ্যামলেট' সম্বন্ধে এই ভাবনাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কেউ বলেছেন এই গল্পে রয়েছে 'Primitive elements of story-telling.[৬৫] স্পারজন (Caroline Spurgeon) 'sickness' এর 'imagery' টেনে এনেছেন, রবার্ট ব্রিজেস্ শেকস্‌পীয়ারের রচনা-কৌশলকে বলেছেন, 'artful ambiguity', কিন্তু ডোভার উইলসনের মন্তব্য থেকে হ্যামলেট চরিত্রকে অনেকটা ধরা যায় : নাট্যকার 'creates this supreme illusion of a great and mysterious character'.[৬৬] শেকস্‌পীয়ার কি করতে চেয়েছিলেন, কেন চরিত্রটিকে এমন রহস্যময়তা দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন সেই সব গবেষকদের দীর্ঘ দীর্ঘ রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির কথা না ভেবে আমরা বরং শেষ অবধি কি পেলাম তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকি। সেদিক থেকে এই চরিত্রের প্রকাশে যে 'supreme interest' নাট্যকার দেখিয়েছেন তাই ঘটনাগুলিকে একটা আপাত সংহতির দিকে নিয়ে যায়, যদিও নাটকীয় গতির নিজস্ব রীতিতে নাটকে যেমনটি ঘটা উচিত এক্ষেত্রে তা অনেক সময় ঘটে নি। তার জন্য পাঠক হিসেবে আমাদের দুঃখ নেই। ক্লডিয়াস সম্বন্ধে আধুনিক সমালোচকরা কিছুটা সদয়, বলেছেন 'he is not pure villain, a villain, but he is a man', এই মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। হ্যামলেট চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক কাটাছেঁড়া হচ্ছে প্রচণ্ডভাবে, হ্যামলেট এর সঙ্গে ইডিপাস প্রসঙ্গ এসেছে (Ernest Jones : Hamlet and Oedipus), আবার কেউ কবির দৃষ্টি নিয়ে এগিয়েছেন যেমন লিউইস (C. S. Lewis : The Prince or the Poem)।[৬৭] প্রখ্যাত পরিচালক জন ব্যারিমুর তাঁর পরিচালনায় জর্জ বার্নাড শ'কে হ্যামলেট দেখতে অনুরোধ করেছিলেন। শ

নাট্যকার প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন 'Shakespear, with all his shortcomings, was a very great playwright' এবং হ্যামলেট সম্বন্ধে মন্তব্য করছেন, 'Hamlet—Shakespear's Hamlet can be done from end to end in four hours that way ; and it never flags nor bores', বার্ণার্ড শ মানুষটি যেমন, তাঁর উক্তিও তেমন। বেশ মজার !

'ওথেলো' ১৬০৪ সালের নভেম্বর (?) মাসে অভিনীত হয়। সিনথিও থেকে কাহিনী নেওয়া হয়েছে। এই নাটকটিকে গ্র্যানভিল বার্কার 'domestic tragedy' বলেছেন। এটি নায়ক-প্রধান, অর্থাৎ ওথেলোকে কেন্দ্র করেই সব কিছু। তাঁর প্রতিই আমাদের দৃষ্টি সদ-নিবদ্ধ, 'dominating all is the heroic figure of Othello himself, built to an heroic scale of expression and able to animate the noblest poetic form', তাঁর চরিত্রের 'honesty' সম্বন্ধেও প্রশ্ন নেই। উইলিয়াম এম্পসন (William Empson) এই শব্দটির বহু-ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছেন। ক্যাসিওর সঙ্গে সমস্ত শেকস্‌পীরীয় সমালোচকই বলছেন যেন, 'he was great of heart', কিন্তু এখানে Iago চরিত্র নাটকের দিক থেকে কম প্রয়োজনীয় নয়। ব্র্যাডলে বলছেন, 'Iago's longing to satisfy the sense of power is, I think, the strongest of forces that drive him on', এবং শুধু তাকেই নয়, নাটককেও এগিয়ে নিয়ে গেছে এই বিষয়টি, সুতরাং, তার চরিত্রের 'motiveless malignity' তত্ত্বকে পুরোপুরি স্বীকার করা যায় কি ? Iago-র উক্তি 'I bleed, sir, but not killed'—শেকস্‌পীয়ারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাক্‌-বিন্যাস। আর ডেসডিমোনা—সকালের প্রস্ফুটিত ফুল, 'the sweetest innocence',—যে জানে সে কোন অন্যায় করে নি, অন্যায়ভাবে তাকে তারই প্রিয়তম হত্যা করতে আসছে, সেই চরম মুহূর্তে তাঁর উক্তি, 'O, banish me, my lord, but kill me not...kill me to-morrow ; let me live to-night !...But half an hour'. এর রুদ্ধশ্বাস গতি, উত্তুঙ্গ নাটকীয় শীর্ষ, বেঁচে থাকবার অদম্য অত্যুগ্র কামনা (যেহেতু সে জানে সে নির্দোষ) দর্শককে পাঠককে আকুল করে। 'ওথেলো' নাটকে 'হিরো' এবং 'ভেভিল' প্রসঙ্গে একজন সমালোচক শেকস্‌পীয়ারের প্রতিভার সূত্র বিশ্লেষণ করেছেন[৬৮] : 'The whole of this

dialogue between Othello and Iago, at the very beginning of Iago's plot, shows the *uncanny insight of genius* (ইটালিকস্ লেখক-কৃত)। সম্ভবত, শেকস্‌পীয়ার-প্রতিভার বিচারে এই মিস্টিক ব্যাখ্যাই একমাত্র প্রযোজ্য বলে মনে হয়েছে।

'কিং লিয়ার' ১৬০৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর অভিনীত হয়। একটি 'folk tale', হলিনশেড-অবলম্বনে একটি নাটক, King Leir নামে, এক বছর আগেই অভিনীত হয়ে যায়। লিয়ার-এর ট্রাজেডিকে কেউ বলেছেন, 'terrible fate'-এর ফলস্বরূপ, আবার বক্রোক্তি (ব্যঙ্গনার্থে) করেছেন সমালোচক : 'That the tragedy is too tragical may be an argument against tragedy' , কথা যাই হোক, লিয়ারের ট্রাজেডির মূল উৎস লিয়ারের আশা-ভঙ্গে—শেষ পর্যন্ত তাঁর বেঁচে থাকবার একমাত্র কারণ ছিল :

We two alone will sing like birds in the cage (V. iii) কিন্তু পরেই যখন মৃত কার্ডেলিয়াকে দু'হাতে নিয়ে তিনি মঞ্চে প্রবেশ করলেন—সেই ঐতিহাসিক স্বগতোক্তি—Howl, howl, howl, howl !—O, you are men of stone অথবা, Cordelia, Cordelia ! Stay a little, Ha ! (Ha ! শব্দটি লক্ষ্য করুন)—তখন সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে ওঠে লিয়ারের একাকীত্বের যন্ত্রণা। সম্ভবত এই কারণেই একজন আধুনিক সমালোচক তাঁর সুন্দর ছোট্ট গ্রন্থটিতে 'কিং লিয়ার'কে 'tragedy of isolation'[৬৯] বলেছেন। উইলসন [৭০] ট্রাজেডিগুলিকে অন্যভাবে দেখেছেন—তাঁর বিচারে এই নাটকগুলি Order of Faith, Order of Nature-এর অনুষংগের মধ্য দিয়ে অবশেষে synthesis-এ পৌঁছেছে। 'কিং লিয়ারে' সেই synthesis-এর রূপান্তর পাওয়া যাবে—এই synthesis হচ্ছে, সমালোচকের ভাষায়, 'the symbolic reconciliation of man with himself, even, in a paradoxical way, with the inexorable powers that rule human life'.

চারটি বড় ট্রাজেডির শেষতম রচনা সম্ভবত 'ম্যাকবেথ', অভিনয় হয়েছিল ১৬১০ সালে ; এটিও হলিনশেড-বর্ণিত কাহিনীর সূত্রে গ্রথিত। রিচার্ড ফার্মার [Richard Farmer] জানাচ্ছেন, ১৬০৪ সালে রাজা জেমসের উপস্থিতিতে অক্সফোর্ড শহরে অপর একটি ছোট নাট্যানুষ্ঠানে এই বিষয়টিকে

কেন্দ্র করেই শেকস্‌পীয়ারের ভাবনা প্রথম এদিকে এগোয়। নাটকটির শুরুতে নাট্যকারের বর্ণনা, thunder and lightning', ডাইনীরা (witches-এর বাংলা কী হবে!) একসঙ্গে বলছে 'Fair is foul and foul is fair' এবং দু'টি দৃশ্য পরেই নায়ক ম্যাকবেথও বলছেন :

So foul and fair a day I have not seen (I. iii)

পুরো নাটকটিকে নাট্যকার কোথায় নিয়ে যাবেন তার সুস্পষ্ট আভাস এখানেই রয়েছে—শেকস্‌পীয়ারের ট্র্যাজেডি-পরিকল্পনার প্রাথমিক রূপ শেষতম নাটকেও অব্যাহত রয়েছে—সুতরাং লেডী ম্যাকবেথ যখন আতংকগ্রস্ত, তাঁর প্রায়শঃ মনে হচ্ছে, 'Here's the smell of blood still' এবং পঞ্চম অংকের শেষের দিকে ম্যাকবেথের সেই বিখ্যাত উক্তি : 'Out, out brief candle' ইত্যাদি—তখন বোঝা যায়, প্রথম থেকে শেষ অবধি তার সম্পর্কে ট্র্যাজেডির সুর বাঁধা। পরিকল্পনার দিক থেকে ঠিক এমনটি বোধহয় আর কোন ট্র্যাজেডিতে নেই।

শুধু হ্যামলেট প্রসঙ্গেই ঐতিহ্যকে টেনে আনেন নি সমালোচকরা, প্রখ্যাত কবি অডেন সফোক্লেসের 'ইডিপাস রেক্স'-এর সঙ্গে শেকসপীয়ারের 'ম্যাকবেথ' নাটকের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন মূলত এই কারণে যে, উভয় ক্ষেত্রেই ভবিষ্যদ্বাণী পুরোপুরি ফলে গিয়েছিল।[৭১] একজন সাম্প্রতিক সমালোচক যখন বলেন, ম্যাকবেথের evil results from a lust for power' তখন আমরা নতুন ব্যাখ্যা পাই না, কিন্তু শেষে যখন তিনি উপলব্ধি করেন, 'moral law has been made present...as the law of life itself তখন তার গভীর সত্যতা মনকে নিবিষ্ট করে।[৭২]

শেকস্‌পীয়ারের শেষ পর্যায়ের নাটক, কেউ বলেন, তিনটি, কারো মতে চারটি, এগুলি হচ্ছে 'পেরিক্লিস্', 'সিমবেলিন', 'দি উইনটারস্ টেল' এবং 'দি টেম্পেস্ট', CHEL. এর মতে শেষোক্ত তিনটি। 'পেরিক্লিস' এর কাহিনী বেশ কিছুটা 'crude', এরকম 'incest theme' নিয়ে লেখা নাটক যে কোন কালেই ধাক্কা দেয়। এমন হতে পারে, কোন কোন সমালোচক বলছেন, that the whole of Pericles is not Shakespeare's is extremely probable'; যাই হোক, পেরিক্লিস্ এর উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ :

For vice repeated is like the wandering wind,

Blows dust in others' eyes to spread itself,

'সিম্বেলিন' ১৬১০ বা তার পরের বছরে অভিনীত হয়। হলিনশেড এবং বোকাচ্চিও দুজনই নাট্যকারের সূত্র। নাটকের কাঠামোকে অনেকে 'loose and disorderly' বলেছেন, তথাপি এর অপূর্ব কাব্যসম্পদ এবং বিশেষ করে ইমোজেন চরিত্রের কল্পনা এই নাটকটিকে শেকস্‌পীরীয় রচনার মর্যাদা দান করেছে। গানের প্রসঙ্গ এনে একজন গবেষক বলছেন 'Music and verse are both attuned to Imogen's personality'.[৭৩] 'দি উইনটারস্‌ টেল' ১৬১১ সালের মে মাসে অভিনীত হয়, গ্রীণের উপন্যাস Pandosto এই কাহিনীর সূত্র বলে ধরা হয়। এর গোলমেলে আখ্যানভাগকে 'more romantic than dramatic' মনে করেছেন কেউ কেউ। এই নাটকে সিসিলির দৃশ্যাবলী, প্যাস্টোরাল চিত্র, ট্রাজি-কমেডির আভাস সব মিলে, সমালোচক মন্তব্য করেছেন, Coup de theatre of the end is very great' ; 'দি টেম্পেস্ট' ১৬১৩ সালের মে মাসে অভিনীত হয়েছে, যখন শেকস্‌পীয়ার নিশ্চিতভাবেই কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। এর কাহিনীর পশ্চাতে আছে Jacob Ayrer-এর 'Die Schone Sidea' ; ১৬০৯ সালে বামুর্ডার কাছে একটি জাহাজডুবির কাহিনীও জানা যায়। এই নাটকের মুখ্য আবেদন একদিকে এর কবিতায়, অন্যদিকে মিরাণ্ডা চরিত্রে। প্রস্পেরোও কম উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু নাটকীয় দীপ্তিতে ক্যালিবান এবং অ্যারিয়েলও সমান ভাস্বর। এই নাটকটিকে, বোধহয় একটু আবেগবশতই, সমালোচক বলেছেন, 'astonishing swan song' (CHEL Vol. V).

এই হ'ল সব ক'টি নাটকের সংক্ষিপ্ত সার—কাহিনী হিসেবে তিনি কমই মৌলিকত্ব দাবী করতে পারেন, এমন কি তাঁর গোড়ার দিকের অনেক রচনায় অন্য নাট্যকারদের হাত ছিল একথাও অবিশ্বাস্য নয়।[৭৪] কিন্তু তাই বলে আর একজন শেকস্‌পীয়ার কি আমরা বিশ্বসাহিত্যে এখন পর্যন্ত পেয়েছি! আমাদের সবচেয়ে বড় 'plagiarist' (?) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 'স্রষ্টা', এ গর্ব শুধু ইংরেজদের নয়, সারা পৃথিবীর মানবসমাজের, কেননা স্রষ্টার জাত নেই। শেকস্‌পীয়ার ততখানিই ইংরেজদের, যতখানি আমার মত ক্ষুদ্র বাঙ্গালী কবির।

শেকস্‌পীয়ার প্রসঙ্গ শেষ করবার পূর্বে আর কয়েকটি, সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক (এই ধরণের ছোট বই এর পক্ষে), আলোচনা করছি; হয়ত প্রয়োজনে নয়, কিছুটা আত্মসমীক্ষার জন্য, খানিকটা ছাত্রদের সুবিধার্থে। প্রসঙ্গগুলি শুধু প্রস্তাবাকারে থাকছে যাতে নতুন শিক্ষার্থী এই শেকস্‌পীয়ার-চর্চার বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে কোন সময় অনুসন্ধান করতে পারেন। প্রথম প্রসঙ্গটি 'প্রব্লেম প্লে' বিষয়ক। এই নাট্যকারের কয়েকটি নাটককে 'Problem play'[৭৫] বলে চিহ্নিত করবার একটা প্রবণতা আছে। কেন কয়েকটি নাটককেই বিশেষ করে 'Problem play' বলা হয় সে সম্বন্ধে একজন প্রখ্যাত সমালোচক বলছেন: Dramas so singular in theme and temper cannot be strictly called comedies or tragedies; সেজন্য তাঁকে had to 'borrow a convenient phrase, *problem plays*'[৭৬] (ইটালিকস্ লেখক-কৃত), আর একজন বলছেন: The essential characteristic of a problem play, I take it, that a perplexing and distressing complication in human life is presented in a spirit of high seriousness. (W. W. Lawrence: Shakespeare's Problem Comedies); বোয়াজের মতই অনুসরণ করেছেন টিলিয়ার্ড এবং নাটকগুলিকে দুটি ভাগে দেখিয়েছেন; প্রথম পর্যায়ে ১. 'অলস্ ওয়েল ছ্যাট এণ্ডস্ ওয়েল' ২. 'মেজার ফর মেজার'। এই দ্বিতীয় নাটকটিকে টিলিয়ার্ড বলেছেন 'Something radically schizophrenic' (E. M. W. Tillyard: Shakespeare's Problem Plays). দ্বিতীয় ভাগে ১. 'হ্যামলেট' ২. 'ট্রয়লাস এ্যাণ্ড ক্রেসিডা'। এ ছাড়াও আরও দুটি নাটক 'Problem play' আখ্যা লাভ করেছে, 'জুলিয়াস সিজার' এবং অ্যাণ্টনি এ্যাণ্ড ক্লিওপাট্রা'। শেষ পর্যন্ত 'Problem play' গুলির একটি পূর্ণ সংজ্ঞা দিচ্ছেন গবেষক: A play in which we find a concern with a moral problem which is central to it, presented in such a manner that *we are unsure of* our moral bearings, so that uncertain and divided responses to it in the minds of the audience are possible or even probable.[৭৫] (ইটালিকস্ লেখক-কৃত)

দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি শেকস্‌পীয়ার সমালোচনা। এলিয়ট মজা করে বলেছেন, শেকস্‌পীয়ার-সমালোচনার সংখ্যা প্রতিদিনই প্রায় 'কম্পাউণ্ড ইনটারেষ্ট' হিসেবে এমন বাড়ছে যে পাঠককে ভাবতে হবে, একান্তই সে এই সব বই একটিও পড়বে কিনা! তাঁরই সঙ্গে সুর মিলিয়ে আর একজন যেন কে বলেছিলেন, শুধু নাটকগুলি পড়ো, আর কিছু পোড়ো না। তবুও কবি এলিয়ট[৭৭] উৎসাহী পাঠককে অগাষ্টাস র‍্যালির দু' খণ্ড 'History of Shakespearean Criticism' পড়তে বলেছেন। কিন্তু শেকস্‌পীয়াবের প্রথম সমালোচক সত্যি কে? মনে তো হয় নাট্যকার নিজেই। নানাস্থানে তাঁব সৃষ্ট চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ কি নেই, ঘটনা কিভাবে এগিয়েছে তাঁর ইঙ্গিত কি তিনি নিজেই দেন নি! জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাঁর কি অভিজ্ঞতা ছিল তা কি ট্র্যাজেডি ও কমেডিগুলির ফাঁকে ফাঁকে লিখে যান নি? যাক্, এ বিতর্কিত প্রস্তাব। মেরেস নামক যুবকটি সাহসের সঙ্গে শেকস্‌পীয়ারেব আন্তর্জাতিক প্রতিভাব কথা প্রায় সমকালেই বলেছিলেন। আব, বেন জনসন বাদে, নাট্যকাবেব দুই বন্ধু এবং সহ-অভিনেতাদ্বয় (তাঁদের কেউ সমালোচক বলে মনে করেন নি, কিন্তু আমার মনে হয়েছে, তাঁবা নিছক বন্ধুকৃত্য করেন নি। দীর্ঘদিন শেকস্‌পীয়ারের সঙ্গে থেকে তাঁর মনের অন্তহীন জগতের সন্ধান, মেরেস ও বেন জনসনের মত, তাঁরাও পেয়েছিলেন) John Heminge এবং Henry Condell ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে যে প্রথম 'ফোলিও সংস্করণ' প্রকাশ করেন তার ভূমিকায় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দুটি মন্তব্য করেন ১. His mind and hand went together. ২. Reede him therefore; and againe, and againe; you will finde enough, both to draw, and hold you'—এমন কথা আর ক'জন বলেছেন! বেন জনসনের মন্তব্য তো ধ্রুবতারার মত শেকস্‌পীয়ারের প্রতিভাকে চিনিয়ে দিয়েছে। ড্রাইডেনের মন্তব্য, তাঁর রচনারীতির মতই, ক্লাসিক হয়ে আছে আজও। তারপর থেকে সপ্তদশ শতক এভাবেই কেটে যায়। আবার অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে নিকোলাস রো বলে এক ভদ্রলোক তাঁর জীবনী ইত্যাদি সম্বন্ধে মোটামুটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ লেখেন (Nicholas Rowe: Some Accounts of the Life &C. of Mr. William Shakespear)—সম্ভবত তিনিই শেকস্‌পীয়ারের প্রথম 'official

editor and biographer', তিনি বলেছিলেন, 'Art had so little and Nature so large a share' যে শেকস্পীয়ার যা ভাবতেন তাই ছিল 'মহান'। তারপর এলেন ডেনিস এবং কবি পোপ। সাংঘাতিক কথা বললেন এই কবি। পোপ বললেন, শেকস্পীয়ারের চরিত্রগুলিকে Nature এর 'copy' বললে 'injury' করা হবে, কারণ তিনি এতো 'original' ছিলেন যে 'Homer himself drew not his art so immediately from the fountains of Nature'। এর পর পর থিওব্যাল্ড, হ্যানমার ও ওয়ারবার্টনকে বাদ দিলে আমরা পণ্ডিতাগ্রগণ্য স্যামুয়েল জনসনকে পাই—যাঁর সমালোচনার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এলিয়ট সাহেব। বস্তুতঃ এলিয়ট বলেছেন, 'To pass from Dryden to Johnson is to make a journey from one oasis to another.' জনসনের একটি মন্তব্য আশ্চর্য মৌলিক, তিনি বলছেন, 'Shakespeare has no heroes, his scenes are only occupied by men'. কিন্তু সে যুগের শেষ অথচ সবচেয়ে উল্লেখ্য মরিস মর্গান ফলস্টাফ আলোচনা প্রসঙ্গে [১৮] শেকস্পীয়ারের 'dramatic art'-এর মূল অনুসন্ধান করলেন। তিনি নিজেই তাঁর রচনারীতিকে 'পরীক্ষামূলক' বলেছেন। তাঁর গবেষণার নীতি ছিল এই তত্ত্বে 'in dramatic composition the *Impression is the fact*' (ইটালিকস লেখক-কৃত), সুতরাং, আমরা এবার মনস্তত্ত্বের দোরগোড়ায় এসে পড়লাম।

এর পরে, উনিশ শতকে এলেন রোমান্টিকরা—যার মধ্যমণি স্যামুয়েল টেলর কোল্‌রিজ। মনস্তত্ত্ব পেরিয়ে তিনি নিয়ে গেলেন দার্শনিকতার উত্তুঙ্গ শীর্ষে। ল্যাম, হ্যাজ্‌লিট তো ছিলেনই, রয়েছে মাঝে মধ্যে কীটসের চিঠির টুকরো। এলিয়ট আবার কোল্‌রিজ প্রসঙ্গ এনে বলছেন: 'When Coleridge released the truth that Shakespeare already in Venus and Adonis and Lucrece gave proof of a 'most profound, energetic and *philosophic* mind' he was perfectly right'—কিন্তু সেই সঙ্গে ডি কুইন্‌সির উজ্জ্বল রচনা উল্লেখ করতে এলিয়ট ভোলেন নি, On the Knocking on the Gate in Macbeth; সাহিত্য-বিষয়ে গভীর প্রত্যয়ে আস্থাবান অথচ খামখেয়ালী এই লোকটি বিশেষ কিছু লেখেন নি, কিন্তু শেকস্-

পীয়ার সম্বন্ধে একটিমাত্র রচনাই তাকে শেকস্‌পীয়ার-চিন্তার ক্ষেত্রে অবশ্য-পাঠ্য করে রেখেছে। এসেছেন আরো, উইলিয়াম স্প্যালডিং, চার্লস নাইট, ডেভিড ম্যাসন। কিন্তু ডাউডেন-এর গ্রন্থ, Shakespere His mind and Art, উনিশ শতকের শেষদিকে অতি জনপ্রিয় গ্রন্থ। আর তার কিছু পরেই এলেন মোলটন (R. G. Moulton : Shakespeare as a Dramatic Artist)। বিংশ শতাব্দীর শেকস্‌পীয়ার সমালোচকদের কথা বর্তমান লেখাতে নানা স্থানেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। উৎসাহী পাঠক তা থেকেই মোটামুটি এযুগের শেকস্‌পীয়ার চিন্তার হাওয়া অনুভব করতে পারবেন। তবে এ সম্পর্কে আর একটি পংক্তি সংযোজন করেই এই প্রাসঙ্গিক আলোচনা শেষ করব, অর্থাৎ যে নতুন গবেষণার দিকটি আমাদের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে, কতভাবে কত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই মহান লেখকের লেখাকে আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে 'text' মিলিয়ে চুলচেরা বিচার করতে পারি— সে বিশেষ বিষয়টির সাম্প্রতিক নাম 'Shakespearian Scholarship : জি, আইজাকস্‌ [G. Isaacs : Shakespearian Scholarship] ইদানীং কালে একটি চমকপ্রদ তালিকা প্রকাশ করেছেন, ইংরাজী আদ্যাক্ষর 'a' থেকে শেষ অক্ষর 'z' পর্যন্ত এই 'ছাব্বিশটি ধারায়' আমরা শেকস্‌পীয়ার বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার কাজ করতে পারি (ছাব্বিশটা ছত্রিশও হতে পারে ' ছাপার হলেই বা কী ক্ষতি !) বলে তিনি মনে করেছেন , এর মধ্যে মূল Text স্থির করা প্রাথমিক কর্তব্য এবং শেষ কাজ হচ্ছে নাট্যকারের শিল্পকৌশল কি রাস্তায় অগ্রসর হয়েছে তা দেখা। শেকস্‌পীয়ার-'Text' নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে অবশ্যই পোলার্ড, চেম্বার্স, গ্রেগ, ম্যাককেরো (A. W. Pollard, Sir E. K. Chambers, W. W. Greg, R. B. Mckerrow) উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। জন বার্টলেট' (John Bartlett) এর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ পেয়েছি A Complete Concordance ; তৎসত্ত্বেও ওয়াল্টার র‍্যালে এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে কথাটি ৭৮ক উচ্চারণ করেছেন শেকস্‌পীয়ার-আলোচনায় সেইটি বোধহয় কেন্দ্রবিন্দু। দেশে দেশে শেকস্‌পীয়ার নিয়ে গবেষণা হয়েছে, ভারতবর্ষেও প্রায় দু'শ বছর শেকস্‌পীয়ার-চর্চা শুরু হয়েছে রীতিমতভাবে, বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে।

১৭৮০ থেকে ১৭৮৪ সালের মধ্যে কলকাতা শহরে সর্বপ্রথম শেকস্‌পীয়ারের নাটক অভিনীত হয়, প্রথম যে ক'টি নাটক অভিনীত হয় তাদের নাম যথাক্রমে ওথেলো, হ্যামলেট, দি মারচেণ্ট অব ভেনিস, রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট।[৭৯] সেই থেকে আজ পযন্ত এই নাট্যকারকে কলকাতার দর্শক অভিনন্দন জানিয়ে এসেছে। ১৮৯৩ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে বাংলায় ম্যাকবেথ নাটক অভিনয় করান গিরিশচন্দ্র।[৮০] বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই শেকস্‌পীয়ার সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১০, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, বাগবাজারে। সেই সোসাইটি এখনও রয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্র লাহিড়ী [৮১] কয়েকজন স্বনামধন্য শেকস্‌পীয়ার-অধ্যাপকেব কথা স্মরণ কবেছেন, David Richardson, J. C. Scrimgeour, E. M. Wheeler, L. K. Banerjee, K. L. Nag, J. L. Banerjee, Monomohan Ghosh এবং P. C. Ghosh; অরবিন্দ পোদ্দার [৮২] একটি প্রবন্ধে 'জন কোম্পানীর' কলকাতায় শেকস্‌পীয়ার-চর্চার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। ভবতোষ দত্ত শেকস্‌পীয়ার-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য নিয়ে দুটি নিবন্ধ লিখেছেন।[৮৩] এটা ঠিক, রবীন্দ্রনাথ শেকস্‌পীয়ার-বিষয়ে খুব বেশী কিছু বলেন নি, কিন্তু একথা স্পষ্টই বলেছেন, তাঁর রচনাবলী আমাদের কাছে 'বরাবর নাটকের আদর্শ'। উল্লেখিত লেখাগুলি সবই তথ্য-নিভর। কিন্তু শেকস্‌পীয়াবের সমুদ্র-বেলায় যাঁরা নুড়ি কুড়িয়েছেন এবং বিশিষ্ট মন্তব্য রেখেছেন বর্তমান শতকে তাঁদের মধ্যে, আমার কাছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে, অমলেন্দু বসুকে। তাঁর মন্তব্য,[৮২] 'শেকস্‌পীয়ার কমেডির প্রেম প্রাকৃত its প্রেম' ২......in Shakespeare there is no *finis*, every action has in womb the embryo of another[৮১] ('অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপাট্রা' প্রসঙ্গে) এই দু'টি মন্তব্য বিশদ আলোচনা দাবী করে। হাল-আমলে বেশ কিছু কবি এবং প্রাবন্ধিক শেকস্‌পীয়ার নিয়ে ভেবেছেন [৮২]: বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আলোক সরকার, শিবনারায়ণ রায়, অসিত দত্ত, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সবাই নতুন করে এই বিস্ময়কর প্রতিভার অম্লান সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রেখেছেন। বর্তমান লেখক শেকস্‌পীয়ার বিষয়ে একটি মন্তব্য[৮৩] রেখেছিলেন এইমত, 'যে চিরন্তন মানবমনের বিকাশ হিসেবে আমরা শেকস্‌পীয়ারের প্রধান চরিত্রগুলি দেখতে অভ্যস্ত, সেগুলি সবই নাট্যকার শেকস্‌পীয়ারের সৃষ্টি নয়,

কবি শেকস্‌পীয়ারের সৃষ্টি।' বস্তুত, কবি শেকস্‌পীয়ারই নাট্যকার শেকস্‌-পীয়ারের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করেছে বলে বর্তমান লেখক মনে করেছেন। বলাই বাহুল্য, এটি সবিশেষ তর্ক-সাপেক্ষ। এই তর্ক-সাপেক্ষ উক্তির কিছুটা সমর্থনে বর্তমান লেখক George Rynalds-এর বক্তব্য উদ্ধার করতে পারে, 'Shakespeare was a poet before he was a dramatist'—এই মন্তব্য হয়ত সমালোচক আক্ষরিক অর্থেই করেছেন, কিন্তু বর্তমান লেখক মনে করেন, তাঁর কাব্যধর্মিতার মৌল রূপটি দ্বারাই, অন্তত ট্রাজেডির মহান্ নাটকীয় চরিত্রগুলির দিকনির্ণয় সম্ভব হয়েছিল। তাঁর কবিসত্তা যে আর সব কিছুকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছিল সেকথার স্বীকৃতি আর একজন গবেষকের মন্তব্যেও পাচ্ছি[৮৪] যিনি বলছেন, 'The sublimest quality of Shakespeare's genius, the poetry', এবং আরো জানাচ্ছেন, 'Shakespeare was above all things a poet' এবং কিছু কিছু নাটকে poetry is inseparable from the characters' যেহেতু শেকস্‌পীয়ার-সমালোচনায় কারু ক্লান্তি নেই হয়তো এই সব তর্ক-সাপেক্ষ উক্তি চিরকাল অমীমাংসিত থেকেই যাবে, কেননা কে যেন বলেছিলেন, শেকস্‌পীয়ার সম্বন্ধে শেষ কথা বলা কোনদিনই সম্ভব হবে না।

আমাদের শেষতম আলোচনা শেকস্‌পীয়ারের ভাষা : গদ্য এবং পদ্য। এ দু'টি বিষয় নিয়েই এযাবৎ বিশদ আলোচনা হয়েছে। শেকস্‌পীয়ার খুব একটা পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন না সবাই জানেন, তথাপি তাঁর ব্যবহৃত শব্দের সংখ্যা ২৪,০০০ ; তাঁর সময়ে, জানাচ্ছেন একজন ভাষ্যকার,[৮৪] ইউরোপের সব ভাষাই সমানতালে এগুচ্ছিল, গ্রহণে মিশ্রণে সমন্বয়ে এমন কি শব্দ-ব্যবহার রীতি বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত হয়েছিল শাখা প্রশাখায় ; আর শেকস্‌পীয়ার সেই সব 'formal speech, affected Latinized diction, slang, snatches of popular song, coarseness' ইত্যাদির ভেতর দিয়েই উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন বিশুদ্ধ কবিতার জগতে, 'His attitude is that of a poet who has an extremely sensitive instrument with a wide range of tones.'[৮৫] ড্রাইডেন, জনসন ইত্যাদি পণ্ডিত ব্যাখ্যাতা ছাড়াও ইদানীংকালের জনপ্রিয় লেখক আইফর ইভান্স শেকস্‌পীয়ারের নাটকগুলির ভাষা বিষয়ে একটি সাদাসিধে মন্তব্য রেখেছেন, 'language so delighted him that he loved words

for their own sake'—যদিও তিনি, নাট্যকারের ভাষার বিবর্তন দেখাতে গিয়ে, নাটকগুলিকে নিজের মত সাজিয়ে নিয়েছেন L. L. Lost থেকে The Tempest অবধি, পর্যায়ক্রমে।[৮৬] এমন কথাও বলেছেন আর একজন, 'Shakespeare was to do what he liked with English grammar, and drew beauty and power from its imperfection.[৮৭] কিন্তু আমার মনে হয়েছে, ভাষা বিষয়ে সম্প্রতি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন Hilda Hulme; তাঁর দু'খানি বই[৮৮] পড়বার সুযোগ হয়েছিল আমার। তিনি, তাঁর আলোচনায়, শেকস্‌পীয়ারের সমকালের ভাষা, উচ্চারণ, ব্যাকরণ ইত্যাদি তৎকালীন নানা সূত্র থেকে উদ্ধার করেছেন, এই সমালোচক শেকস্‌পীয়ারের ভাষার রহস্য সম্বন্ধে সর্বপ্রথম একটি বিতর্কিত মন্তব্য রেখেছেন যা আমার কাছে উল্লেখ্য মনে হয়েছে। তিনি বলেছেন, এই নাট্যকারের ভাষার মধ্যে পাওয়া যায় spirit of 'Aggression'; মনে পড়ছে কোন আধুনিক কাব্য-সমালোচক বড় কবির প্রাথমিক শর্ত বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন এই বলে যে তাঁর লেখা অবশ্যই হবে 'disturbing to his own generation' (লেখক-কৃত 'কবিতার ধর্ম' দ্রষ্টব্য); ভাষা প্রসঙ্গেও শেকস্‌পীয়ারের এই 'Aggression' এর ভাষাই আমাদের সঙ্গে তাঁর রচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে যায়, ভয়ানকভাবে 'disturb' করে। শেকস্‌পীয়ারের ভাষা, মনে হয়, শুধু তাঁর সমকালেই পাঠক বা শ্রোতৃবৃন্দকে 'disturb' করে নি, প্রায় চারশ' বছর পেরিয়ে আমাদেরও করে। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি তাঁর গদ্য পদ্য, এর গ্রাম্যতা, শহুরেপনা, এর শালীনতা অশ্লীলতা, বেদনার আনন্দের ভাষা, ঠাট্টা-ইয়ারকি পাগলামির ভাষা, দুরন্ত প্রেমের ভাষা, প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাস বা বার্ধক্যের অভিজ্ঞতার মর্মকথা সব, সব রয়েছে এই ক'টি নাটকে বিধৃত। এ শুধু 'disturb' করে বললে সব বলা হবে না, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নৌকোর মত আমাদের আথালিপাথালি করে দেয়, দুমড়ে মুচড়ে দেয় বুকের ভিতর সবটা।

কিন্তু শেকস্‌পীয়ারের গদ্য তো প্রবন্ধের নয়, উপন্যাসেরও নয়—তা' হলে সে গদ্যকে কি বলা যায়? সমালোচকরা বলছেন, তার নাম 'dramatic prose'—এই গদ্য হচ্ছে 'indispensable element in the creation of atmosphere'[৮৯] কিন্তু লেখক কি এটা দেখেন নি, শুধু 'atmosphere' নয়, 'character'-ও ফুটে

ওঠে এই 'dramatic prose'-এরই জন্য। যাই হোক্, আবার এই গদ্যও দুরকমভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—কমেডিতে একরকম, ট্রাজেডিতে অন্যভাবে। কমেডিতে realism, wit, common sense make up the quintessence of comedy, and the characteristic idiom of comedy is prose' ৮৯, এক সময়ে, বিশেষ করে 'দি মেরী ওয়াইভস্ অব উইণ্ডসর'-এ তিনি গদ্য ব্যবহার করেছেন সবচেয়ে বেশী এবং অনায়াসে বলা যায়, তাঁর রচনাকালের মধ্যপর্বে গদ্যের ব্যবহার ছিল ইচ্ছেমত, অথচ সংযত। কিন্তু ট্রাজেডির লক্ষণ অন্য, সেখানে 'কবিতা' চলে আসে স্বাভাবিকভাবে, অন্তত সে যুগের নাটকে আসতো, কিন্তু এই গবেষক মনে করছেন, 'prose is quite as essential to Shakespeare's tragedy as to Shakespearean comedy'; শুধু তাই নয়, তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত হচ্ছে, 'Prose in Henry VI or in Richard III is an intrusion, however skilfully effected, prose in Romeo and Juliet and in virtually every tragedy thereafter is an *integral part* of the play'৮৯ (ইটালিকস্ লেখক-কৃত)। বস্তুত ক্রেন সাহেব কমেডি এবং ট্রাজেডির 'dramatic prose'-এর ভেতর একটা 'harmony' বা সুসঙ্গতি লক্ষ্য করেছেন, যা ছিল নাট্যকারের ঈপ্সিত।

শেকস্‌পীয়ারের পদ্য verse), অথবা পরিচ্ছন্ন ভাষায় কবিতা যাকে বলি, সে সম্বন্ধে বর্তমান লেখক তাঁর নিজস্ব বক্তব্যের সাথে অনেকের কথাই বলেছেন এই আলোচনায়। ন্যাপিডে বলছেন তারও পর, 'poetry is inseparable from the characters', এমন কথাও বলেছেন, 'poetry is the play'৯০, কিন্তু এই গবেষকের একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া একজন কবির পক্ষে অসুবিধে—এই সামান্যীকরণ—'Poetry, then is the image of visionary experience'—কবিতা কি শুধু 'visionary experience'-এরই ফলপ্রসূত? নাটকের কবিতা কিছুটা হয়তো তাই, কারণ সেখানে এই 'visionary experience'-এর প্রয়োজন। কিন্তু তাও সব সময় নয়। যে সব বিখ্যাত স্বগতোক্তি-গুলির মধ্য দিয়ে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নাট্যকার অমূল্য সব কবিতা উপহার দিয়েছেন সেই সব অভিজ্ঞতা কি সবই 'visionary'? এ বিষয়ে তর্ক থেকে যায় [প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, George Rynalds বলছেন, 'The first soliloquy

of Hamlet is the first piece of essentially dramatic verse]। তবে একথা ইতিহাসগতভাবে সত্য, যেখানে এই গবেষক বলছেন, 'Shakespeare was a lyric poet before he was a dramatic poet', [প্রায় একই তথ্য জানিয়েছেন George Rynalds]—তবে, স্পারজন বা ক্লেমেনের মত, তিনিও [৯০] মনে করেছেন: 'Spontaneous and illuminating imagery is one of the most potent forces in poetry' [এ বিষয়ে ক্যারোলিন স্পারজনের গ্রন্থের মত ক্লেমেনের 'দি ডেভেলপমেন্ট অব শেকস্‌পীয়ার'স ইমেজারি' অবশ্যপাঠ্য]। হ্যালিডে সাহেবের অপরিসীম নিষ্ঠার ফলে আমরা একটি তথ্য জানতে পারছি। তিনি জানাচ্ছেন, নাট্যকারের আটত্রিশটি নাটকে ['The Two Noble Kinsmen' যে অংশত শেকস্‌পীয়ারের রচনা এ বিষয়ে হ্যালিডে সাহেব নিশ্চিত] সবশুদ্ধ পংক্তি হচ্ছে, 'exactly 100,000', এর মধ্যে ২৮,০০০ গদ্যে, ৭,০০০ মিল-কবিতায় এবং ৬৫,০০০ 'ব্লাঙ্ক ভার্সে'। এ তথ্যটি শেকস্‌পীয়ারের কবিতা আলোচনায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, যদিও হিসেব ঘাঁটতে সত্যি কারো ভালো লাগে না। এবং এই 'ব্লাঙ্ক ভার্স' এই মূলত তিনি, আমার মনে হয়েছে, পৌঁছেছেন 'greatest achievement of man's genius'-এ[৯১] দার্শনিকতা নয়, চরিত্র-চিত্রণে নয়, সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার অন্তহীন ঐশ্বর্য।

এ পর্যন্ত শেকস্‌পীয়ার-পূর্ববর্তী এবং কয়েকজন সমকালের নাট্যকার এবং স্বয়ং শেকস্‌পীয়ার আলোচিত হ'ল। এবারে সমকাল এবং তাঁর পরবর্তী সময়ের নাট্যকারদের প্রসঙ্গ আসবে। একটি সাধারণ প্রশ্ন এ সময়ে অপ্রাসঙ্গিক হবে না—যে কথা অনেক সমালোচকই উত্থাপন করেছেন। নাটক তৎকালে ট্রাজেডি-প্রধান ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং এই ট্রাজেডি—যা প্রায় সমস্ত এলিজাবেথীয় যুগ ধরেই পরিব্যাপ্ত ছিল—তার সাধারণ সংজ্ঞা অথবা সেকালের ট্রাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে নানা আলোচনা অনেকেই করেছেন। সাধারণতঃ 'pity' এবং 'terror' উত্তেজিত হবে দর্শকের মনে, এমন অ্যারিস্টটেলীয় ধারণা থেকে এলিজাবেথীয় যুগ সরে এলো যেখানে তার বর্ণনা দিচ্ছেন একজন:

The central paradox of Elizabethan tragedy in particular seems to be that it sees the good and the valuable as—at least in part—actually nourished and supported by chaos and evil. [৯২] এ বক্তব্য আমাদের অনেকদূর ভাবায়। এই 'tragic world' বা 'tragic universe' প্রসঙ্গে 'indifferent universe'[৯৩]-এর প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ। একথা স্বীকার্য, এই ধরণের চিন্তা ভাবনা প্রায় সকলেই শেকস্‌পীয়ার প্রসঙ্গে এনেছেন, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না এই নাট্যকারের আশেপাশে যাঁরা ছিলেন কমেডি-রচনায়, বা এই 'tragic universe' পরিকল্পনায় তাঁদের অবদানও কম ছিল না। বস্তুত বোয়াজ্‌ তাঁর গ্রন্থে' [৯৪] শেকস্‌পীয়ার ও তাঁর সমকাল এবং পরবর্তীকালের নাট্য-রচনাকে বলেছেন, 'stands unrivalled in England's theatrical annals and must be considered the culmination of that mighty dramatic movement which gathered head in the eighties of the sixteenth century' ; এই নাট্যকে গোষ্ঠীর মধ্যে বোয়াজ্‌ সাহেব অবশ্য জর্জ চ্যাপম্যানের কথা প্রথমেই উল্লেখ করেছেন। কবি হিসেবে আমরা তাঁর কথা আগেই বলেছি। হেনস্লো'র ডায়েরীতে উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে যে ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 'The Blind Beggar of Alexandria' অভিনীত হয়। চ্যাপম্যানের আরেকটি নাটক হচ্ছে, 'An Humourous Day's Mirth' ; 'All Fools' বস্তুত রচিত হয়েছে Terence-এর কাহিনী অবলম্বনে। আর একটি কমেডি 'May-Day' প্রায় গদ্যে রচনা এবং এর কাহিনীও ধার-করা। 'The Gentleman Usher' নাটকে রোমান্টিক কল্পনা বেশ দানা বেঁধেছে। কিন্তু তাঁর 'Bussy d'Ambois' ট্র্যাজেডি-কল্পনার দিক থেকে তৎকালেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই নাটকের কাব্যাংশ স্মরণীয়।

বেন জনসন (পুরো নাম Benjamin Jonson) জন্মেছিলেন ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে। পাণ্ডিত্যের জন্য সমকালে তাঁর খ্যাতি ছিল অসাধারণ এবং তাঁর মতামতের ওপর অনেকেই নির্ভর করতেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত উইলিয়াম ক্যামডেন-এর বদান্যতার জন্যই তিনি প্রকৃত লেখাপড়া শিখেছিলেন—সেকথা তিনি চিরদিন স্মরণ করেছেন। নাটক লিখেছেন, সম্ভবত ২৫ বছর বয়সে, টমাস ন্যাশ-এর সহযোগিতায় 'The Isle of Dogs' ; অল্প বয়সে তাঁর জীবনেও নানা ঝড়ঝঞ্ঝা গিয়েছে—

দ্বন্দ্বযুদ্ধে একজনকে মেরে ফেলছিলেন। বিচারের সময় দোষ স্বীকার করেছিলেন, পরে জেলখানায় বন্দী অবস্থায় রোমান ক্যাথলিক হয়ে যান। এর পরই তিনি নাটকের জগতে সম্পূর্ণরূপে জড়িত হয়ে পড়েন। 'Every Man in His Humor' ১৫৯৮ সালে অভিনীত হয়, এই নাটকের প্রধান উপজীব্য, সমালোচক বলছেন, 'exhibition of follies' ; ছেলের idle poetry'র প্রতি ভালোবাসা পিতা ভালো চোখে দেখছেন না—বেন জনসন 'state of poesy'-র কথা বলেছেন 'blessed, eternal' ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করে'। এক বছর বাদেই 'Every Man out of His Humor' গ্লোব থিয়েটারে অভিনীত হয়, লর্ড চেম্বারলেনের দল এই নাটকের অভিনয় করে। নাট্যকার নিজেই নাটকটিকে 'comical satire রূপে ইঙ্গিত করেছেন। পরবর্তী নাটক 'Cynthia's Revels' সম্বন্ধে টাকার ব্রুক বলছেন 'a slighter piece, but even more aggressive' ; একটি সুন্দর গান এই নাটকের অলঙ্কার। মার্স্টন ও ডেকার, অপর দুই নাট্যকার—এঁদের সঙ্গে বিবাদ করলেন জনসন বেশ কিছুদিন। ফলস্বরূপ লিখেছেন 'Poetaster' , কিন্তু এই নাটকের পর তিনি ক্লাসিক ঘটনাবলীর দিকে মন ফেরালেন এবং তারপরেই লেখা হ'ল Sejanus' (Sejanus His Fall), অভিনীত হয় ১৬০৩ সালে।

এই ট্র্যাজিক নাটকে রোমান জগৎকে সুন্দর ধরা যায়—শুধু তাই নয়, তাঁর প্রতিভার সম্যক স্ফুরণ হয়েছে এই নাটকে। সমালোচক বলছেন : Long and involved as is the 'argument, Jonson never loses his grasp of it, and all its parts fall fitly into his designed plan[৯৫] কিন্তু নাটক হিসেবে 'Volpone or The Fox' চমকপ্রদ যার সম্বন্ধে টাকার ব্রুক বলছেন, 'this magnificent if rather dreadful comedy' এবং অনেক সমালোচকই এই নাটকটিকে 'finest of his plays' বলেছেন। কিন্তু পরবর্তী নাটক 'Epicoene , Or The Silent Woman' verges upon farce, as Volpone does upon tragedy' (টাকার ব্রুক) ; শেষ উল্লেখ্য রচনা 'The Alchemist,' যেখানে ক্লাসিকধর্মিতা ইংরেজ পরিবেশের সঙ্গে সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম হয়েছে। ভারী সুন্দর বলেছেন সমালোচক, লণ্ডন প্লেগের সম মুহূর্তে লেখা এই নাটকটির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে, 'the

desire to get something for nothing' ; বেন জনসন কিছু কিছু masque লিখেছিলেন, রাজসভায় সেগুলি অভিনীত হয়েছিল। বোয়াজ্‌ সাহেব শেকস্‌পীয়ারের পরেই তাঁর স্থান নির্দেশ করেছেন ; বলেছেন, পূর্ববর্তী নাট্যকার যদি 'অলিম্পিয়ান' শীর্ষে অধিষ্ঠিত থাকেন, বেন জনসন তাহলে 'টাইটানদের' প্রথম সারিতে। 'Volpone ; Or, The Fox' নাটকে মস্‌কার চরিত্র বা 'Sejanus' নাটকের মূল চরিত্র—এরা কেউই বেন জনসনের অবাস্তব সৃষ্টি নয়, চরিত্রচিত্রণে তাঁর হাত যে দক্ষ ছিল তাঁর প্রমাণ বহু নাটকীয় চরিত্রে ছড়িয়ে আছে। 'Epicoene or The Silent Woman'-এ প্রতীক চরিত্র Morose-এর বর্ণনা হচ্ছে : a Gentleman that loves no noise, বেন জনসনের নাট্যধর্মিতার আর একটি দিককে ফুটিয়ে তোলে। আর মাঝেমধ্যে শেকস্‌পীয়ারের অন্তর্দৃষ্টি কি ফুটে ওঠে না অনেক অনেক ছড়ানো পংক্তিতে, যদিও প্রকাশভঙ্গি সম্পূর্ণই জনসনীয় !

Fame and rumour are but toys.

অথবা, Take heart and love to study 'em ; Mischiefs feed
Like beasts, till they be fat, and then they bleed.

(Volpone)

অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত জন মার্স্টন (John Marston)-এর প্রতিভা সম্বন্ধে সমকালে বা পরবর্তীকালেও বিশেষ আলোচনা হয় নি, কিন্তু সম্প্রতি তাঁর বিষয়ে কিছু গবেষণা শুরু হয়েছে। তাঁর দু'টি নাটক 'Antonio and Mellida' এবং 'Antonio's Revenge' যে সময় রচিত হয়েছিল তখন শেকস্‌পীয়ার তাঁর জনপ্রিয়তার প্রায় শীর্ষে। বেন জনসন তাঁর 'The Poetaster' নাটকে দু'টি নাটককেই বিদ্রূপ করেন। স্যাটায়ারের ভঙ্গিতে লেখা 'The Malcontent' (জন ওয়েবষ্টার সহযোগী নাট্যকার ছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে !) একটি 'bitter play'—নাটকের একটি চরিত্রই সেকথা বলছে। 'The Dutch Courtesan' একটি সম্ভাবনাপূর্ণ নাটক—যার একটি স্মরণীয় পংক্তি হচ্ছে : 'I give thought words, and words truth, and truth boldness'। টমাস ডেকার (Thomas Dekker) এই সময়েই নাটকে একটি নতুন দিক-নির্ণয় করতে[৯৬] পেরেছিলেন 'The Shoemaker's Holiday' নাটকের মধ্য দিয়ে। মূল

চরিত্র Simon Eyre, the 'true shoemaker and a gentleman of the gentle craft', শেষ পর্যন্ত Lord Mayor হলেন, চরিত্রটির উত্থান হার্ডির The Mayor of Casterbridge-কে স্মরণ করায়, যদিও দু'টি কাহিনীর আবেদন একেবারেই পৃথক। বাস্তবানুগ এই নাটকটি এলিজাবেথীয় যুগের প্রতিনিধিস্থানীয়। ডেকারের অন্যান্য নাটকের মধ্যে 'The Honest Whore' প্রসিদ্ধ। এর কাহিনী জটিল হ'লেও বেলাফ্রন্ট চরিত্রটিতে নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। হেনস্লো'র ডায়েরীতে পাওয়া যাচ্ছে মিডলটনের নাম, যুগ্ম-রচয়িতা। 'Old Fortunatas' এবং 'Satiromastix' উল্লেখের দাবী রাখে। ফোর্ড (John Ford) এবং রাওলে (William Rowley)-এর সঙ্গে লেখেন 'The Witch of Edmonton' এবং ম্যাসিঞ্জারের সঙ্গে (Philip Massinger) 'The Virgin Martyr'; আরো কিছু কিছু অধুনালুপ্ত নাটকের সন্ধান পাওয়া গেছে, গবেষণা চলেছে তাই নিয়ে।[৯৬] টমাস হেউড (Thomas Heywood) কে পরিচিত করান ফ্রান্সিস মেরেস (Francis Meres), শেকস্পীয়ার প্রসঙ্গে যাঁর সাহসিক উক্তি আগেই বর্ণিত হয়েছে। কমেডি রচনায় তাঁর হাত সবচেয়ে দক্ষ ছিল বলে মেরেস জানাচ্ছেন তাঁর Palladis Tamia রচনায়। হেউডের সবচেয়ে পরিচিত নাটক 'A Woman Killed with Kindnesse'; নাটকটির প্রায় শেষ দৃশ্যে স্বামী ফ্রাঙ্কফোর্ডের কাছে স্ত্রীর অনুতাপজনিত মিনতি সে যুগের নাটকে একটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্য বলে পরিগণিত হোত। 'The Captives, or The Lost Recovered' নাটকের সূত্র ক্ল্যাসিক্যাল ঘটনাবলী, প্রাচীন কাহিনী গ্রথিত। অথচ তৎকালীন লণ্ডন শহর, তার হালচাল ইত্যাদির বর্ণনায় হেউড ছিলেন সাহসী চিত্রকর। 'King Edward the Fourth', 'The Royall King and the Loyall Subject', 'A Challenge for Beauty' প্রভৃতি হেউডের বহু নাটক তৎকালে থিয়েটারগুলিতে নিয়মিতই অভিনীত হ'ত।

সমকালে জন ওয়েবস্টারের (John Webster) খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা অনস্বীকার্য ছিল। বিশেষত, মার্লো এবং শেকস্পীয়ার বাদ দিলে তাঁর নাটকের কাব্যাংশ আর সকল নাট্যকারদের চাইতে অনেক বেশী সমৃদ্ধ ছিল কল্পনা ও ভাবলাবণ্যে উচ্চারিত অথচ স্নিগ্ধ। হেনস্লো'র ডায়েরীতে দেখা যাচ্ছে, ১৬০২ সালের মে মাসে তাঁকে 'Caesar's Fall' নামক একটি নাটকের জন্য পাঁচ

পাউণ্ড দেওয়া হয়েছিল। জানা যায়, মার্স্টনের 'Malcontent' নাটকে সহযোগিতা করেছেন ১৬০৪ সালে। কিন্তু ১৬৩৪ সালের পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়েছে একথা, হেউডের একটি মন্তব্য থেকে, নিশ্চিত জানা যায়। ব্য-সম্পাদিত গ্রন্থে অবশ্য তাঁর জন্ম-মৃত্যু তারিখ দেওয়া হয়েছে ১৫৮০-১৬৩৮। জন ওয়েবস্টার মুখ্যত 'The Duchess of Malfi' এবং 'The White Devil' নাটক দু'টির জন্যই স্মরণীয় হয়ে আছেন।

মিডলটন, ফোর্ড প্রভৃতি সমকালীন নাট্যকার 'The Duchess of Malfi' সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করে গেছেন। কুইনস কোম্পানীর অভিনেতৃবৃন্দ ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে 'The White Devil' অভিনয় করে। উত্তর ইট্যালীর সুন্দরী রমণী ভিট্টোরিয়ার আবেগবহুল জীবনী অবলম্বনে নাটকটির কাহিনী আচ্ছাদিত। কিছুটা নিরুত্তাপ স্বামীর সংসর্গে বীতস্পৃহ নায়িকার পরপুরুষের প্রতি আসক্তি প্রকাশ্যে উন্মোচিত হলেও সে কুণ্ঠিত হয় না, 'সিনি্যকাল' চারিত্র্য-গত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অন্যকে সে উপেক্ষা করতে জানে। স্বামী নিহত হবার পরও

She comes not like a widow : she comes armed
With scorn and impudence :

'The Duchess of Malfi'-র ঘটনাবলীতে উত্তেজনা তত নেই, কিন্তু নায়িকার চরিত্রে একটা অদ্ভুত 'stoicism' আছে, আর একই সাথে রয়েছে জীবন্ত রক্তমাংসের স্বাভাবিক প্রাণের লক্ষণ

This is flesh and blood, sir,
'Tis not the figure cut in alabastor
Kneels at my husband's tomb.

দু'টি নাটকের নায়িকাকে—এঁদের উক্তির মধ্য দিয়ে—হঠাৎ একই চারিত্রিক গঠনের বলে মনে হবে—কিন্তু দ্বিতীয় নাটকের নায়িকা আরো বেশী কাব্যিক মহিমায় অনুরঞ্জিত

I have youth
And a little beauty.

নিজের ভাইকে যখন তিনি এমন কথা বলছেন তখন তাকে প্রায় শেকস্‌পীয়ারের

নায়িকা বলে মনে হয়—আর অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে, তার ভাই-এর মত, পাঠক বা দর্শকও বোধহয় উচ্চারণ করে থাকে

Cover her face : mine eyes dazzle : she died young

তখন মনে হয় এই নাট্যকার কাব্যের প্রসাদগুণে সহজেই মার্লোর সঙ্গে একাসনে বসতে পারেন। অবশ্য আরো দুটো নাটক ওয়েবস্টারের নামে চলে আসছে, 'The Devil's Law Case' এবং Rowley-র সহযোগিতায় 'A Cure for a Cuckold', প্রথমোক্ত নাটকে তৎকালীন যুগের একটি অতি প্রসিদ্ধ গান আছে 'Court adieu' বলে।

ফ্রান্সিস ব্যমণ্ট এবং জন ফ্লেচার (Francis Beaumont and John Fletcher) এর মত নাট্যকে জুড়ি ইংরেজী সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নেই। অ্যব্রে (John Aubrey) জানাচ্ছেন, they 'lived together in the Bank side, not far from the playhouse, both bachelors', এমনকি তাঁদের সাজ-পোষাকও প্রায় একরকম ছিল। এঁরা পৃথকভাবে এবং একত্র, কম করেও, পঞ্চাশ বাহান্ন খানা নাটক লিখেছেন। এর মধ্যে ব্যমণ্ট রচিত 'The Woman Hater' এবং ফ্লেচারের 'The Faithfull Shepheardesse' (ফ্লেচার এটি.ক বলেছেন 'pastoral tragi-comedy) পৃথক রচনা দুটি উল্লেখযোগ্য। এঁদের মিলিত অবদানই সাহিত্যে স্মরণীয়। বিশিষ্ট নাটকগুলি হচ্ছে 'A King and No King', 'The Knight of the Burning Pestle', 'The Scornful Ladie', 'The Coxcomb', 'Philaster', 'The Maid's Tragedy', শেষ দুটি নাটক, বলাই বাহুল্য, ইতিহাসে নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে। 'The Knight of the Burning Pestle'এ রয়েছে কুইক্জোটিক ঘটনার অনুপ্রবেশ, হাল্কা কৌতুকের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। অবশ্য 'Philaster' নাটক থেকেই, ড্রাইডেনের বক্তব্য অনুযায়ী, এঁদের প্রকৃত ক্ষমতা সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই। এই নাটকটির অসাধারণ জনপ্রিয়তা আমাদের বিস্মিত করে। কবি স্যুইনবার্ণ মন্তব্য করেছেন, Philaster seems to be 'the loveliest though not loftiest of tragic plays which we owe to the comrades or successors of Shakespeare'; এই নাটকের মতই 'The Maid's Tragedy'র কাহিনীও দর্শক বা নাটককে ভয়ানকভাবে স্পর্শ করে। অ্যামিণ্টর বা ইভাড্নের চরিত্র,

এই নাটকের উচ্ছৃঙ্খল কামনাবহ্নি—সমালোচক যাকে বলেছেন 'volcanic passion',—সব মিলে এখানে যেন শেকস্‌পীরীয় যুগের হাওয়া এলোমেলো ঘোরাফেরা করে।

বাকী নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন টমাস মিডলটন (Thomas Middleton), ফিলিপ ম্যাসিঞ্জার (Philip Massinger), জন ফোর্ড (John Ford) এবং জেমস শার্লে (James Shirley)। মিডলটনের প্রথম নাটক 'A Game of Chess' নিয়ে নাট্যকার বিপদে পড়েছিলেন, কেননা উক্ত নাটকে তৎকালীন কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিককে তিনি চরিত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁর 'serious' নাটকের মধ্যে রাওলে-র সহযোগিতায় 'The Changeling' সবচেয়ে সুন্দর, এর ঘটনাবিন্যাস এবং চরিত্রের সংঘাত সেযুগের নাটকীয় আদর্শের সুষ্ঠু প্রতিফলন। মিডলটনের নাটকের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। পোষাকী, 'টাইপ' চরিত্র সৃষ্টিতে এবং আদবকায়দা-দুরস্ত সমাজ-জীবনকে মজা করে ফুটিয়ে তোলবার প্রবণতার জন্য সমালোচক বলেছেন 'He is an admirable painter of manners, a vigorous forerunner of the Restoration comedy'; তাঁর অন্যান্য নাটক 'The Spanish Gypsy', এটিও রাওলে-র সহযোগিতায়, 'A Mad World, My Masters', ডেকারের সহযোগিতায় 'The Roaring Girl' উল্লেখযোগ্য। ডেকারের সহযোগিতাতেই ম্যাসিঞ্জারও তাঁর বিশিষ্ট নাটক The Virgin Martyr' রচনা করেন। বেশ কয়েকটি নাটক লিখলেও তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা 'A New Way to Pay Old Debts'; কাহিনীসূত্রের দুর্বলতা সত্ত্বেও ঘটনার বৈচিত্র্য, চমৎকারিত্ব ও নাটকীয় সংস্থানের জন্য ম্যাসিঞ্জারের নাটক একটি বিশিষ্টতার দাবী রাখে।

জন ফোর্ডের দুটি নাটক তৎকালেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, এবং দীর্ঘ শতাব্দী পেরিয়েও আজ পর্যন্ত তাঁর খ্যাতি এই দুটিতে অক্ষুণ্ণ রয়েছে—'Tis Pity She's a Whore' এবং 'The Broken Heart'; নাটকে নানা জায়গায় 'melancholy'র সুর, 'humour' একেবারেই অনুপস্থিত; সেকারণে একজন কবি John Suckling তাঁর সম্বন্ধে মজা করে লিখেছেন :

> In the dumps John Ford alone by himself sat
> With folded arms and melancholy hat.

সবশুদ্ধ ছ'টি নাটক বোধহয় ফোর্ড একলা লিখেছিলেন, বাকী সব নাটক অন্যান্যদের সঙ্গে। ব্যমণ্ট এবং ফ্লেচারের নাটক 'A King and No King'-এর মারাত্মক ঘটনার মতই 'Tis Pity She's a Whore' নাটকে ভাই বোনের আসক্তির প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু নাট্যকার সাধারণ কামাসক্তি থেকে একে উত্তীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন: The pair are driven into each other's arms not by sensual desire but by an irresistible dynamic force, 'The Broken Heart' নাটকটিতে তিনি শিল্পকৌশলে অভিজ্ঞতার ছাপ আরও বেশী রাখতে পেরেছেন। ফোর্ডের জীবনজিজ্ঞাসা এবং কাব্যকুশলতার পরিচয়ও মিলবে এই নাটকে :

> Love only reigns in death, though art
> Can find no comfort for a broken heart.

শার্লে সম্বন্ধে বলা হয়, ট্রাজেডি এবং কমেডি, দুটিতেই তাঁর হাত বেশ খুলত, তবে 'pure comedy'র দিকেই ছিল তাঁর প্রবণতা বেশী। 'The Traitor'-কে যদি 'delightful' নাটক বলা যায়, তবে 'The (A) Lady of Pleasure'-কে 'রেস্টোরেশান কমেডি' বলতে কারু আপত্তি হবে না। ট্রাজেডি হিসেবে 'The Cardinal' উল্লেখযোগ্য শুধু নয়, 'The Duchess of Malfi'-কে অনেকাংশেই স্মরণ করায়। আর দু'জন নাট্যকার এই গোষ্ঠীর সঙ্গে অবশ্যই স্মর্তব্য। তাঁরা হলেন সিরিল টুর্ন্যুর (Cyril Tourneur) এবং স্যার উইলিয়াম ডাভেনান্ট (Sir William Davenant), টুর্ন্যুর এর দুটি নাটক ইতিহাসে স্থান লাভ করেছে, 'The Revenger's Tragedy' এবং 'The Atheist's Tragedy'; টুর্ন্যুর-এর খ্যাতি যেমন পূর্বে আলোচ্য নাট্যকারদের ছাড়িয়ে যায় নি, এই নাট্যকারের প্রতিভা সম্বন্ধে স্যুইনবার্নের বাড়াবাড়ি তেমনি কেউই মেনে নেন নি, তাকে 'the most striking dramatist' বলে সমালোচক সম্মান দিয়ে গেছেন। ডাভেনান্টের খ্যাতি মূলত তাঁর অপেরা-জাতীয় নাটক '(The) Siege of Rhodes'-এর জন্যই, নাটকটি ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হয়েছিল—তাই ব্য-সম্পাদিত গ্রন্থে সময়কাল হিসেবে স্যার ডাভেনান্টকে 'রেস্টোরেশান ড্রামা'র যুগে ধরা হয়েছে, কিন্তু বোয়াজ তাঁর গ্রন্থে শেকস্‌পীয়ারের অব্যবহিত পরবর্তী নাট্যকারদের দলের সর্বকনিষ্ঠ

লেখক বলে মনে করেছেন। ড্রাইডেন এই নাটকটিকে 'heroic play'-র প্রকৃষ্ট উদাহরণ মনে করেছেন; শুধু তাই নয়, স্পষ্টত স্বীকার করেছেন, 'the noblest use of rhymed verse was made by Davenant'; অনেকের মতে, এই সর্বকনিষ্ঠ নাট্যকারের সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের নাট্য-আন্দোলনের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় শেষ হ'লো।

আবার কবিতায় ফেরা যাক। মনে রাখতে হবে এই অধ্যায়ে, স্পেন্সার ছাড়াও রয়েছেন দুই দিকপাল, কবি জন ডান ও জন মিল্টন। এছাড়া নাট্যকারদের নাটকে অঙ্গীভূত কবিতার প্রসাদগুণও কম নয়। কিন্তু স্পেন্সারে যেখানে শেষ করেছি সেখান থেকেই আবার সূত্র ধরতে হবে আমাদের। স্কেলটন এবং গ্যাসকয়েনের পথ ধরে এলেন জোসেফ হল (Joseph Hall); শেষে উনি নরউইচের বিশপ হয়েছিলেন। ১৫৯৭ ও ১৫৯৮ সালে পরপর তিনি যে দু'টি কাব্যসংগ্রহ লিখে উঠলেন তাদের মজা করে বলা হয় 'toothless satires' এবং 'biting satires'; হল অবশ্যি দাবী করেছেন তিনিই প্রথম স্যাটায়ারের প্রবর্তক :

> I first adventure,—follow me who list
> And be the second English satirist.

জন মার্স্টনও এই জাতীয় কাব্য লিখলেন, তাঁর কবিতাও ১৫৯৯-তে পাওয়া যাচ্ছে। জন ডানের কাব্যে স্যাটায়ার-ধর্মিতা অবশ্যই লক্ষ্যণীয়, কিন্তু ডান-প্রসঙ্গে পৃথক আলোচনা প্রয়োজন। শেকস্‌পীয়ার-পূর্ববর্তী নাট্যকারগণ সবাই কবিতায় দক্ষতা দেখিয়েছেন, বিশেষ করে কিড, তবু পৃথকভাবে মার্লোর আলোচনা সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। মার্লোর কবিতা মূলত তাঁর 'Hero and Leander'-এর মধ্য দিয়েই বেঁচে আছে। ব্য-সম্পাদিত গ্রন্থে টাকার ব্রুক বলছেন : The subject of this fragment, the last thing Marlowe did, is one of the most beautifully sensuous stories in all the pagan literature of Greece, and the treatment Marlowe gives it is one of the purest things in Elizabethan poetry; এমন কথাও বলেছেন কম্পটন-রিকেট, যুবক শেকস্‌পীয়ারের Venus and Adonis-এর চেয়ে

Hero and Leander-এর কবিতায় 'fresh, sensitive beauty' অনেক বেশী উজ্জ্বল। ব্র'ডব্রুক (M. C. Bradbrook) তাঁর Shakespeare and Elizabethan Poetry গ্রন্থে এই দুই লেখকদের কাব্যের প্রসাদগুণ বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সেই বিখ্যাত পংক্তিটি যে কোন যুবকের মনোহরণ করে

Who ever loved that loved not at first sight ?

অথবা,

Doctor Faustus নাটকে ফস্টাসের প্যাশন এবং আবেগধর্মিতা কি সহজে ভোলা যায় ?

Sweet Helen, make me immortal with a kiss.

এই কবিতার মধ্যে প্রাণপ্রাচুর্য, উচ্ছলতা এবং তীব্র প্যাশন, শব্দচয়নে একটা মাতাল-করা আবেগপ্রবণতা আমাদের মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে অসম্ভব ধাক্কা দেয়।

শেকস্পীয়ারের কবিতাবলীর উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। Venus and Adonis এবং The Rape of Lucrece লেখবার পরই ইংল্যাণ্ডের কাব্যরসিকরা বুঝতে পারলেন যে একজন ক্ষমতাশালী কবি আসরে নামছেন। এটা ঠিক, এ দুটি কাব্যে পরিণতির খুব ছাপ নেই—কিন্তু স্পেন্সার এবং মার্লোর কথা বাদ দিলে, এই কাব্যের অন্যান্য চরিত্র-লক্ষণ নিঃসন্দেহে তৎকালীন কাব্যধারার চাইতে উজ্জ্বল এবং প্রাণবন্ত। এছাড়াও আর একটি প্রসাদগুণের কথা সমালোচক বলছেন : 'Only their detached beauties are in a language few living writers could have matched [Kenneth Hopkins : English Poetry]. শেকস্পীয়ারের সনেটগুলিই অবশ্য সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। সবশুদ্ধ ১৫৪টি সনেট একই ভঙ্গিতে লেখা অর্থাৎ ৪।৪।৪।২ এই পংক্তি-বিন্যাসে abab, cdcd, efef, gg এই অন্ত্যমিলের লক্ষণাক্রান্ত কবিতাগুলি মুখ্যত প্রেম-বিষয়ক। কবিতাগুলির নায়ক কোন এক Mr. W. H. (তাঁকেই উৎসর্গীকৃত) অবশ্যই কবির বন্ধু, যার 'crime' সম্বন্ধে ১২০ সংখ্যক সনেটে কবি উল্লেখ করছেন —কে তিনি ? লেসলি হট্‌সন (Leslie Hotson), যিনি মার্লোর বিতর্কিত মৃত্যু-রহস্য নিয়ে গবেষণা করেছেন, এই Mr. W. H.-কে নিয়েই একটি পূর্ণাঙ্গ

গ্রন্থ লিখেছেন। হট্‌সন বলছেন, 'this friend, younger than the poet, is a most graceful and glorious young gentleman, excellent in beauty' এবং তাঁর নামের অংশটুকুও Will, কবির সঙ্গে এ বিষয়ে মিল রয়েছে তার। জন ডোভার উইলসন (John Dover Wilson) সনেটগুলি সম্পাদনা করতে গিয়ে এদের বিশেষভাবে সাজিয়েছেন। প্রথমে তিনি দু'টি 'section'-এ ভাগ করেছেন ১-১২৬ সংখ্যক এবং ১২৭-১৫৪; আবার ১-১২৬ সংখ্যক সনেটগুলিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন ১-১৭ 'marriage sonnets' এবং পরবর্তীগুলি 'Coming of love'; অবশ্য মৃত্যুর পদধ্বনি আছে, রয়েছে 'black beauty'র প্রসঙ্গ; এমন কথা বলেছেন 'Love's not Time's fool'... (১১৬ নং) রয়েছে এপ্রিলের কথা (৯৮ নং), 'Muse' এর প্রসঙ্গ নানা কবিতায় (১০০, ১০১ ইত্যাদি), আবার ১৪২ সংখ্যক সনেটের শুরুতে তির্যকভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন :

Love is my sin, and thy dear virtue hate,
Hate of my sin, grounded on sinful loving,

১৫৪ সংখ্যক সনেটে Love-god এর কথা রয়েছে (১৫৩ সংখ্যক সনেটেও Cupid-প্রসঙ্গ আছে) এবং শেষতম পংক্তিতে শেকস্‌পীয়ার, কবি শেকস্‌পীয়ার, প্রেম-সম্বন্ধে-বিচক্ষণ সাংসারিক শেকস্‌পীয়ার বলছেন :

Love's fire heats water, water cools not love,

সম্পাদক ডোভার উইলসন মুখবন্ধে বলেছেন, এই সনেটগুলি 'The finest love poetry in the world' (অবশ্য জানি না উনি সংস্কৃতে কালিদাসের মেঘদূত পড়েছেন কি না। অথবা 'শকুন্তলা'!) যাই হোক, সনেটগুলির প্রসঙ্গে উনি একটি সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন : The main contrast in the sonnets is between the two loves, that 'of comfort' and that 'of despair'; এই সনেটগুলি সম্বন্ধে সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডের পাঠকবর্গ জানতে পারেন পূর্বে-উল্লেখিত ফ্রান্সিস মেরেস (Francis Meres)-সংকলিত Palladis Tamia : Wits Treasury গ্রন্থে, ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই সনেটগুলির বিষয়ে দুটি সমস্যা পাঠকদের চিন্তিত করে। প্রথমত, বন্ধুটি কে এবং কবির সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ছিল, দ্বিতীয়ত, এই 'dark lady'-ই বা কে? অবশ্য লরেন্স ডুরেল (Lawrence

Durrell) বলেছেন, এলিজাবেথীয়-যুগ-বিষয়ে-পারদর্শী গোয়েন্দারা যেদিন সনেটগুলির রহস্য উদ্ধার করবে সেদিন অবশ্যই স্মরণীয়, কিন্তু সেই সঙ্গে 'It will also be an unlucky one, since it will deprive us of one of the most enjoyable of literary pastimes'.

সমকালে আরো দুচারজন কবির কথা আমরা ইতিহাসপাঠে জানতে পারি; স্যার জন ডেভিস (Sir John Davies) 'অর্কেষ্ট্রা' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন, স্যার এডওয়ার্ড ডায়ার (Sir Edward Dyer) অপর কবি, সিডনীর বন্ধু। জর্জ উইদার (George Wither), উইলিয়াম ব্রাউন (William Browne), স্যার হেনরী ওটন (Sir Henry Wotton) এবং ফ্লেচার ভ্রাতৃদ্বয় (Phineas and Giles Fletcher) এই সমকালের কবি। উইলিয়াম ড্রামণ্ড (William Drummond) স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী। তাঁর একটি 'pastoral elegy' ১৬১৩ সালে প্রকাশিত হয়, পরের বৎসর দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয়, এ থেকে তাঁর তৎকালীন জনপ্রিয়তা বোঝা যাবে। সেসময় অন্যান্য স্কটিশ কবিদের মধ্যে রবার্ট অ্যাইটন (Robert Ayton), যাঁর ইংরেজী কবিতায় কোন স্কট 'dialect' পাওয়া যাবে না, আর্ল অব স্টার্লিং (Earl of Stirling), অ্যালান রামসে (Allan Ramsay) যাঁর কবিতার স্বাভাবিক আবেগপ্রবণতা ও প্রকৃতি প্রেম, অনেকে বলেন, রবার্ট বার্ণস এর কাব্যকে উদ্বুদ্ধ করেছিল,—প্রভৃতি উল্লেখ্য।

জন ডান ও মেটাফিজিক্যাল কবি-গোষ্ঠী

আমরা ছোটবেলায়, প্রাক্-যৌবনে, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ভালো করে প্রথম জানলুম জন ডানের কবিতার একটি বিখ্যাত পংক্তি :

For God's sake hold your tongue, and let me love

সেই কবিতাটিতেই, The Canonization, তাঁর Songs and Sonnets-এর অন্তর্ভুক্ত, রয়েছে মানবিক, ভীষণভাবে জৈবিক প্রেমের তীব্রতা, রয়েছে 'merchant's ship' এর উল্লেখ, (কবি সমুদ্র গিয়েছিলেন, আমরা জানি)

যে কবির কাছে 'Love was peace, that now is rage' আর সেই কবিই আমাদের বিভ্রান্ত করেছেন তাঁর জীবনের আশ্চর্য ধারাবদলে, কবিতার একান্ত নিজস্ব শৈলীতে। বিদ্রূপের কবিতায়, প্রেমের কবিতায়, ঈশ্বরমুখী অতিপ্রাকৃত কবিতায় কোন একটি বিশেষ চৈতন্যকে ধরা ছোঁয়া যায় না—এই অশান্ত অস্থির অথচ কোথাও যেন গভীর প্রত্যয়ী এক উজ্জ্বল বিমূর্ততায় তাঁকে ভাবতেও ভালো লাগে।

ড্রাইডেন বলেছেন তাঁর সম্বন্ধে, He affects the metaphysics, এবং ডক্টর জনসন অনেকটা কৌতুক করেই নাকি তাঁর দলের নাম দিয়েছিলেন 'metaphysical race' কিন্তু ডানের ৭ নম্বর এলিজিটি পড়া যাক, অন্তত দুটো পংক্তি :

Fool, thou didst not understand
The mystic language of the eye nor hand

আবার অন্যত্র

O cure this loving madness, and restore
Me to me

সম্ভবত এই কবিকে ধরা ছোঁয়া যায় এখানে এই মনে করে, যে চিরাচরিত প্রথার কবি ইনি নন। স্পেন্সার পর্যন্ত কবিতার যে ধারা তা যেন কোথায় মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল! এই কবি সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এপর্যন্ত রীতিমত 'আধুনিক' থেকে গেলেন। তাই আমাদের কালকেও এর প্রভাব স্বীকার করতে হয়েছে, উদ্ধার করতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে, প্রেম সম্বন্ধে, একমাত্র ডান থেকেই অমন মাতাল-করা একটি পংক্তি।

১৫৭৩ (১৫৭২!) সালে এক ধনী লৌহ ব্যবসায়ীর ঘরে জন্মেছিলেন; মার পরিচয় : স্যার টমাস মোর এর বোনকে বিবাহ করেছিলেন ইন্টারলুড লেখক জন র‍্যাসটেল। এঁদের কন্যার সঙ্গে নাট্যকার জন হেউড-এর বিবাহ হয়। এবং ডান এর মা এলিজাবেথ ছিলেন এই হেউডেরই কন্যা। সুতরাং বংশ পরিচয়ের গৌরব ছিল কবির। মাত্র তিন চার বছর বয়সে বাবা মারা যান। মা আর এক ডাক্তার ভদ্রলোককে বিবাহ করেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এবং সেই ডাক্তারবাবু মারা গেলে মা এলিজাবেথ তৃতীয়বার বিবাহ করেন এক

ক্যাথলিক ভদ্রলোককে, যখন ডানের বয়স আঠারো উনিশ। অক্সফোর্ড এবং কেম্‌ব্রিজ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়াশুনো করেছেন, শেষ করেন নি, সম্ভবতঃ Lincoln's Inn এ যোগ দেন কুড়ি বছরে, বাবার এবং পরে মৃত ভাই এর কিছু সম্পত্তি পান, প্লিমাউথ থেকে সমুদ্র যাত্রা করেন তেইশ বছর বয়সে, পরের বছর 'Azores expedition' এ যান, শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের লর্ড কীপার স্যার টমাস ইগারটনের দপ্তরে কাজ নিয়ে জীবনকে সুস্থির ভাবে চালাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এখানেও এল এক নতুন বিপত্তি। স্যার ইগারটনের শালার মেয়ে এ্যান মোর-কে চুপিচুপি বিবাহ করায় শুধু চাকরিটি গেল তাই নয়, প্রতিপত্তিশালী কন্যাপক্ষের ব্যবস্থায় হাজত বাস হ'ল। কোর্ট থেকে বিবাহ সিদ্ধ বলে ঘোষিত হওয়ায় শেষরক্ষা হল এবং তিনি মুক্তি পেলেন। পরে অবশ্য শ্বশুরকুলের সঙ্গে সদ্ভাব হয়েছিল এবং স্ত্রীর দিক থেকে কিছু সম্পত্তিও পেয়েছিলেন। ইতিমধ্যে পার্লামেণ্টের সদস্য হয়েছিলেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেলেন সম্মানজনক এম. এ. ডিগ্রী। অথচ পারিবারিক জীবন দেখা যাচ্ছে ঘোর সংসারী—নটি ছেলেমেয়ের পিতা কবি ডান শেষ পর্যন্ত অর্থকষ্টে পড়লেন, স্ত্রী মারা গেলেন, শেষ সন্তান (মৃত) প্রসবের পর। এবারে জীবনের মোড় ঘুরল। ধর্ম-সংক্রান্ত পড়াশুনো এবং আলোচনা শুরু করলেন এবং শেষ পর্যন্ত হলেন 'ডীন অব সেণ্ট পল্‌স্‌'। ১৬১৮ থেকে ১৬৩১-এ মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর ধর্ম জীবন, বা বলা যায় আধিদৈবিক জীবন অব্যাহত ছিল—বহু বক্তৃতা দিলেন নানা স্থানে, গদ্য রচনা হিসেবে সেগুলির মূল্য স্বীকার করেছেন বহু সমালোচক। কবির মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বছর বাদে তাঁর জীবনী বেরোয়, 'The Compleat Angler'-এর লেখক আইজাক ওয়াল্টন (Izaak Walton) রচনা করেন The Lives of Donne, Wotton, Hooker and George Herbert ; ডান এর জীবনী ও কাব্যের 'পর এই সর্বপ্রথম আলোকপাত, সে সময়েই সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর একটি নিজস্ব স্থান হ'ল। দিনে দিনে ডানের খ্যাতি, উইলিয়াম ব্লেকের মতই, বাড়ছে। ১৯৭৮ সালে তিনি রীতিমত বিস্ময়কর সৃজনী প্রতিভার কবি।

তাঁর সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ বিংশ শতাব্দীতে অনেকেই সংকলন করেছেন। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত সম্ভবত শ্রেষ্ঠতম সংকলন গ্রন্থের সম্পাদক স্মিথ সাহেব (A. J. Smith) জানাচ্ছেন, কবি ডানের সময় থেকে বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া প্রায়

পঁয়তাল্লিশটি পাণ্ডুলিপি এখন পর্যন্ত রয়েছে। কিন্তু নানা কারণেই ডানের কাব্যের সন-তারিখ সাজিয়ে কবিতাগুলির চয়ন সম্ভব হয় নি। কবির সম্পূর্ণ কবিতার পর্যায়গুলি যথাক্রমে Songs and Sonnets, Elegies, Epithalamions, Epigrams, Satires, The Progress of the Soul (Metempsychosis বা পুনর্জন্মবাদ), Verse Letters, Epicedes and Obsequies, The Anniversaries, Divine Poems (Divine Meditations বলে পৃথকভাবে একগুচ্ছ কবিতা রয়েছে); অন্য একটি সংকলন গ্রন্থে[১৭] An Anatomie of the World, Infinitati Sacrum পর্যায় দু'টি পৃথকভাবে গ্রথিত হয়েছে ; কবি-কৃত দুটি ল্যাটিন কবিতার অনুবাদ এতে সংযুক্ত হয়েছে (প্রথম কবিতাটি জর্জ হার্বার্টকে নিবেদিত)।

'মেটাফিজিক্যাল' কবিতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সম্পাদকদ্বয় বলছেন, 'English metaphysical poetry is the richest and the most wide ranging in the language' (বলাই বাহুল্য, এমন অতিশয়োক্তি সবাই মেনে নেবেন না) ; কিন্তু পরে এই কবিতার রূপশৈলী বিষয়ে মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : 'The features of the metaphysical style are well-known : analytic and self-conscious, colloquial in tone, dramatic in emphasis. It is also notorious for wild imagery, hyperbole, scrupulous intellectual construction, elaborate and ingenious working out of tropes'.[১৭] তবুও মজা এই, এঁদের কাব্যেই, ডানের তো বটেই, একই সঙ্গে 'the best erotic poetry and the best devotional poetry'র সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ডানের সঙ্গে সঙ্গে এই গোষ্ঠীর অন্যান্য কবিরা হলেন জর্জ হার্বার্ট, রিচার্ড ক্রশ'অ, অ্যাণ্ড্রু মার্ভেল, হেনরী ভগান, রবার্ট হেরিক, টমাস ক্যারু, জন সাক্‌লিঙ, আব্রাহাম কাউলে (George Herbert, Richard Crawshaw, Andrew Marvell, Henry Vaughan, Robert Herrick Thomas Carew, John Suckling, Abraham Cowley) ; এছাড়াও ডাভেনাণ্ট, লাভলেস (Sir William Davenant, Richard Lovelace) এর নামও এই কবি-গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত। বলাই বাহুল্য, জন ডানই এঁদের মধ্যমণি।

ডানের কবিতায় কেউ পেয়েছেন 'restless vitality', এবং কেউ তাঁর কবিসত্তায় খুঁজে পেয়েছেন এক 'pleasure-loving youth'-কে, যিনি 'like St. Francis d'Assisi passed from one extreme to another', আবার আইজাক ওয়াল্টনের মতে, ছিলেন 'an angel leaning from a cloud'; তাঁর কবিতায় হয়ত বাহুল্য ছিল, ছিল দুর্বোধ্যতার ক্লান্তি, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি উপহার দিয়েছেন অসাধারণ সংগীত, শব্দে, ব্যঞ্জনায় এবং ধ্বনিমাধুর্যে। তিনি এমন কবিতা একদা লিখেছেন, এরোটিক-ধর্মিতার চূড়ান্ত, যা শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াতে পারেন না (To his Mistress going to Bed), অথচ দৈহিক বাসনার উত্তুঙ্গ শীর্ষে কখনো কখনো পৌঁছে দিয়েও নিরাসক্ত থেকেছেন :

Here let me war , in these arms let me lie ;
Here let me parley, batter, bleed and die.
(Love's War)

নববধূর সম্বন্ধে বলছেন 'Powder thy radiant hair'—মনে হবে যেন এই বছরের কোন আমেরিকান কবি এমত শব্দ ব্যবহার করেছেন। আবার অন্যত্র, যে ক'টি স্যাটায়ার আছে, তার উপলক্ষ্য ব্যক্তিবিশেষ ছাড়িয়ে সার্বজনীন বোধে —তাই তাঁর কবিতা জ্বালা ধরায় না শত্রুর দেহে। সম্ভবত তাঁর স্যাটায়ারের মূল সূত্র ছিল এই ক'টি পংক্তিতে :

Sir , though (I thank God for it) I do hate
Perfectly all this town, yet there's one state
In all ill things so excellently best,
That hate, towards them, breeds pity towards the rest (Satire 2)

কিন্তু শুধু এরোটিক কবিতায় নয়, প্রেমের কবিতাতেও নয়, স্যাটায়ার তো নয়ই—সব নদী পার হয়ে তিনি এলেন সমুদ্রসঙ্গমে, যখন পাঠক 'finds a mystery, a hiding of some deep thing which the world would gladly know and share' এবং এই সূত্র ধরেই তাঁর সম্বন্ধে শেষ কথা বলা যায়, 'While Donne played havoc with Elizabethan style, he nevertheless influenced our literature in the way of boldness

and originality' (William J. Long : English Literature) ; সেগুই এবং ক্যাজামিয়াঁ 'The Ecstasy' কবিতাটিকে ডানের সবচেয়ে সুন্দর কবিতা বলেছেন কারণ, 'Although Donne's love is always profoundly sensuous, it is sometimes expressed with singular force and grandeur' ; কিন্তু মনে হয়, শুধু 'force and grandeur' এই কাব্যের প্রসাদগুণ নয়, তাঁর এই কবিতাটিতে একদিকে রয়েছে জৈবিক থেকে অতীন্দ্রিয় জগতে উত্তরণের ইঙ্গিত, আবার দেহ কামনার প্রজ্বলিত স্তুতি

Love's mysteries in souls do grow,
But yet the body is his book.

এবং এই দেহজ এবং অতীন্দ্রিয় প্রেমের সন্ধি-স্থাপনাই তাঁর প্রেম-বিষয়ক কবিতাবলীর মূল সুর, কেননা, তিনি 'soul's language' এ বারবার আস্থা রেখেছেন। সম্ভবত এই কারণেই একজন আধুনিক সমালোচক তাঁর সিদ্ধান্তে এসেছেন 'Donne's dramatic use of time and place—with well-defined characters and situations creating a momentary, intense experience—gradually accommodates and then *yields to other treatments* ; [১৮] (ইটালিকস্ লেখক-কৃত) পংক্তির পর পংক্তি উদ্ধার করেও আশা মেটে না কোন লেখকের, তবু একটি ছোট্ট মেয়ে, এলিজাবেথ ড্রুরির মৃত্যুতে (যাকে কবি সম্ভবত দেখেন নি) তিনি যে কবিতাগুচ্ছ লিখেছেন—An Anatomy of the World নামে পরিচিত—তার থেকে একটি ছোট স্তবক, শেষ করবার আগে, পাঠকদের উপহার দিই :

For the world's subtlest, immaterial parts,
Feel this consuming wound, and age's darts.
For the world's beauty is decayed, or gone,
Beauty, that's colour, and proportion.

এই সেই কবির লেখা একদা যিনি ভয়ানক 'erotic' কবিতা লিখেছিলেন, এও যে তাঁরই লেখা বিশ্বাস করতে মন চায় না—প্রজ্ঞা এবং সুস্থিতিবোধে, জীবন ও জগতের ক্ষয়ে-যাওয়া অবলুপ্তির মধ্যে চিরকালের সত্য খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি, আজও !

'মেটাফিজিক্যাল' নামে চিহ্নিত অপর কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য জর্জ হার্বার্ট, রিচার্ড ক্রশঅ এবং অ্যাণ্ড্রু মার্ভেল। হার্বার্ট মানুষটি ছিলেন শান্ত প্রকৃতির, তাঁর কবিতাতেও সেই প্রকৃতিরই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর মা ছিলেন 'a woman of extraordinary sensibility', কবি ডান তাঁর মা সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উক্তি করেছেন। আইজাক ওয়াল্টন হার্বার্ট সম্বন্ধে লিখেছেন 'benevolent, saintly country parson' এবং আলডুস হাক্সলির এমত বর্ণনা স্মরণীয়, 'he is the poet of England's inner weather'; কেমব্রিজ এর ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষাসমাপনান্তে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মযাজক হবার বাসনায় ঐদিকেই নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে বেমারটনের রেক্টর পদে অধিষ্ঠিত হন। 'The Temple' কাব্যগ্রন্থের জন্যই তিনি আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর সমকালে বইটি জনপ্রিয় হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর লেখাকে পাঠকবর্গ নিষ্প্রভ মনে করেছিলেন। আবার কবি কোলরিজের বিদগ্ধ সমালোচনার পর থেকে তাঁর কবিখ্যাতি স্থায়িত্ব লাভ করে।

'The Temple' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হয়েছে প্রভুর কাছে, কবি বলছেন, 'Lord, my first fruits present themselves to thee'; 'The Agonie' নামক গুচ্ছ কবিতা থেকে তাঁর মানসিক পরিমণ্ডল সুন্দরভাবে প্রকাশিত হবে :

> Philosophers have measur'd mountains,
> But there are two vast, spacious things
> .... ; Sinne and Love

ছোট ছোট কবিতাগুলির নাম দেখলেই বোঝা যাবে [The Major Metaphysical Poets by Edwin Honig and Oscar Williams] তাঁর কাব্যধর্মিতা কোন্ বিষয়ে নিবিষ্ট হতে চায়। Repentance, Faith, Sinne aster, Sepulchre, The Sinner, Love, Grace, Prayer, Humilitie, Frailtie, উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। তাঁর Elixir এবং Virtue কবিতা দুটি বহু প্রশংসিত। একটি শান্ত, নম্র, বিনীত আত্মোপলব্ধি এবং নিবেদনের সুর ছড়িয়ে রয়েছে প্রতি পংক্তিতে—কখনো সমাহিতির স্তরে পৌঁছে গেছে। এই কাব্যগ্রন্থের শেষে কবি বলছেন 'Blessed be God alone. / Thrice blessed

Three in one'; হার্বার্টের অবদান, বিশেষ করে এই কবিগোষ্ঠীর মধ্যে, খুবই বৈশিষ্ট পূর্ণ, বলেছেন একজন আধুনিক সমালোচক।[৯৯]

রিচার্ড ক্রশ মাত্র ৩৭ বছর বেঁচেছিলেন [১৬১২-১৬৪৯]; ছোটবেলায় ক্ল্যাশিক্যাল ভাষা সাহিত্য পড়বার পর কেম্‌ব্রিজ-এ যান। পরবর্তী জীবনে ধর্ম-প্রচারক হ'ন। তাঁর বক্তৃতাগুলি হৃদয়গ্রাহী ছিল এবং জানা যায়, রবিবার ছুটির দিনগুলিতে লোকেরা দলে দলে তাঁর বক্তৃতা শুনতে আসত। ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁর জীবন সমস্যাসংকুল হয়ে ওঠে, দেশ ছেড়ে ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান, অর্থকষ্টের মধ্যে শেষ জীবন কাটে এবং ইট্যালীর কোন শহরে বিস্ময়জনকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর কবিতার প্রথম সংকলন 'Delights of the Muses'; অন্য কাব্যগ্রন্থ 'Steps to the Temple' হার্বার্টের গ্রন্থকে স্মরণ করায়। তাঁর কাব্যে যদিও হার্বার্টের কিছুটা নিরুত্তাপ শান্তিপ্রিয়তার পরিবর্তে রয়েছে 'voluptuous exaltations' তথাপি মেটাফিজি-ক্যালদের মধ্যে প্রথম দিকে হার্বার্ট ও ক্রশ এবং শেষে ভন এবং ট্র্যাহার্ণের (Thomas Traherne)[১০০] কাব্যে একটি ব্যক্তিগত ঐকান্তিক সুর বার বার ধ্বনিত হয়েছে যা ডান এবং অন্যান্যদের মধ্যে বিশেষ ছিল না। হার্বার্টের চেয়ে ক্রশর কবিতা 'less intellectual' হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কবিতায় অবশ্যই ছিল 'more warmth, colour and harmony'; কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করা যাক তাঁর 'Steps to the Temple' থেকে

Could not once blinding me, cruell, suffice ?
When first I look't on thee, I lost mine eyes.

(Sampson to his Dalilah)

অথবা অন্যত্র

Dost laugh ? proud Babel's Daughter ! do, laugh on,
Till they ruine teach thee Teares, (Psalm 137)

বসজ্ঞ পাঠককে বলে দিতে হবে না, এই দুই কবির উদ্ধৃত পংক্তিগুলি পরপর পাঠে, এঁদের কাব্যধর্মিতায় কোথায় পার্থক্য।

জন মিল্টনের বন্ধু, স্যামুয়েল বাটলারের ভক্ত এবং জন ড্রাইডেনের তুমুল বিরোধী অ্যাণ্ড্রু মার্ভেল ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মেছিলেন। কেম্‌ব্রিজে শিক্ষা শেষ

করে ইউরোপ ঘুরেছেন, পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই উত্তুঙ্গ রাজনীতি ও ধর্মনীতির যুগে নিজের মতামতকে ['liberal and humane'] সুপ্রতিষ্ঠ রেখেছিলেন, জন অ্যুব্রে যাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, 'a great master of the Latin tongue , an excellent poet in Latin or English' , ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগের পর তাঁর গৃহকর্ত্রী মেরী পামার [তাঁর স্ত্রীও হতে পারেন (?)] এর জন্যই তাঁর কবিতা উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়। কোন কোন সমালোচক বলেছেন, কবিতার সঙ্গে তাঁর চেহারা মিলিয়ে নেওয়া যায়, সেই চেহারা কেমন ? a man thirty-seven years old, with brilliant, living eyes, a laughing, mocking mouth and a calm brow, or as we read the verses which the poet wrote in his thirtieth year' , কিছু কবিতা তাঁর কবি-বন্ধু রিচার্ড লাভলেসকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবিতা 'Upon Appleton House', লর্ড ফেয়ারফ্যাক্সকে নিবেদিত। কবিতাটির মূল সুর এই দুটি পংক্তিতে পাওয়া যাবে :

> But all things are composed here
> Like Nature orderly and near .

কেউ কেউ এমন বলেছেন 'he anticipates Wordsworth' (লেগুই ও কাজামিয়াঁ) , হয়তো একথা একটু অতিশয়োক্তি, তথাপি মেটাফিজিক্যাল কবিদের মৌলিক জিজ্ঞাসার পরিবর্তে মার্ভেলের কবিতায় প্রকৃতিকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখতে পাই। 'Young Love' অথবা 'To his Coy Mistress' কবিতায় হার্বার্টের কোন ছাপ নেই। প্রেম সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ঈশ্বরমুখী এবং বেশ মজার, Love is the Conjunction of the Mind, / And Opposition of the Stars এই সকল কবিতায় একটা ঔজ্জ্বল্য আছে, আছে বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণের সহজ প্রকাশ। বেশ কিছু 'satire' লিখেছিলেন তিনি, কিন্তু মিল্টনের 'Paradise Lost' প্রসঙ্গে লিখিত কবিতাটিতে একটি শান্ত গাম্ভীর্য রয়েছে যা নিছক ভক্তির প্রকাশ নয়, বরং সূক্ষ্ম সহৃদয় সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত, 'a work so infinite he spann'd' এবং যে কাব্যে রয়েছে 'a vast expanse of Mind' , মার্ভেলের কবিতায়, বিশেষ করে 'The Garden কবিতাটিতে, স্থানে স্থানে মনে হবে রোমান্টিকদের স্পর্শ, বা বলা যায় তিনি

রোমান্টিকদের অগ্রদূত, Society is all but rude / To this delicious Solitude ; আবার এইসব বিশেষণ ব্যবহারে যেমন 'Luscious clusters' 'Ripe Apples', 'cruel as their flame' অথবা গ্রীক পুরাণের অ্যাপলো-ডাফ্‌নে, প্যান-সিরিঙ্কস্ ইত্যাদির উল্লেখে কোথাও যেন কবি কীটস্ এর পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

রবার্ট হেরিক (Robert Herrick) কবি ডান-এর মতই মুখ্যত তিন রকমের কবিতা লিখেছেন, যদিও প্রেমের কবিতাতেই তাঁর হাত খুলত বেশী। Hesperides' এর অন্তর্গত প্রায় বার শ' ছোট কবিতাগুচ্ছই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবি-কৃতি। এছাড়া লিখেছেন 'Wit's Recreation' ; 'Hesperides' এর বেশ কিছু কবিতায় গানের নরম সুর এবং ভক্তিভাবের সমন্বয় ঘটেছে। অনেকে তাঁর প্রেমের কবিতায় মার্লোর কাব্যের প্রতিধ্বনি শুনেছেন, আবার এলিজাবেথীয় যুগের গান রচয়িতা, যেমন ক্যাম্পিয়ন, তাঁর কাব্যে প্রভাব বিস্তার করেছে।[১০১] তবে ডানের প্রভাব অনেক বেশী পড়েছে টমাস ক্যারুর ওপর। হেরিক কেমব্রিজে পড়াশুনো করেছিলেন, কিন্তু ক্যারু ছিলেন অক্সফোর্ড এর ছাত্র। গীতিকবিতায় তাঁর শক্তির যথাযথ স্ফুরণ ঘটেছে বলা চলে। শব্দ ব্যবহারে তাঁর যত্ন ছিল, তথাপি কোথাও যেন একটা কৃত্রিমতা তাঁর কাব্যকে ঘিরে রেখেছে।

Give me more Love or more Disdain

তাঁর একটি বিশিষ্ট পংক্তি ; 'The Rapture' কবিতাটি সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলেছেন, a poem of audacious sensuality' ; তবে এ জাতীয় কবিতা ক্যারু বিশেষ লেখেন নি।

হেনরি ভন ছিলেন ওয়েলস্ এর অধিবাসী, অক্সফোর্ডের ছাত্র, আইন পড়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশে গিয়ে ডাক্তারী করেছেন। তাঁর প্রথম কবিতা ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়, কিন্তু পরবর্তীকালের লেখা 'Silex Scintillans' (Sparks from the Flint) সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। The Retreate,[১০২] Beyond the Veil প্রভৃতি কবিতাগুলিতে চিরকালের কবিকথা রয়েছে যেন :

O how I long to travell back
And tread again that ancient track !

And when this dust falls to the urn

In that state I came return.

'Easy, natural Suckling has won for himself, an assured place......as the typical cavalier lyrist',—এই হল একজন ইতিহাসকারের[১০১] মন্তব্য। কেম্‌ব্রিজের ছাত্র স্যার জন সাক্লিঙ বহু বিদেশ ঘুরেছেন, কৌতুকপ্রিয় বিচক্ষণ এই কবি সম্ভবত নিজের হাতেই মৃত্যুবরণ করেন, প্যারিসে। তাঁর প্রেমের কবিতাতেও মজার আস্বাদ পাওয়া যায়:

I have loved

Three whole days together

তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন:

My dearest Rival......

Thou first shall sigh, and say shee's fair;

And I lle still answer, past compare.

এমন কবিকে 'metaphysical' আখ্যা দিয়ে গ্রিয়ারসন সাহেব কতটা বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন ভাবতে হবে। রিচার্ড লাভলেস সম্বন্ধে বলা হয় 'the most amiable and beautiful person that ever was beheld': অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত এই কবি মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে অসীম দারিদ্র্যের মধ্যে মারা যান। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'Lucasta', 'To Althea, from Prison প্রভৃতি। তাঁর কবিতায় একটা বিষাদ এবং ঘনগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। নীচের কবিতাটি সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে:

Stone Walls doe not a Prison make,

Nor Iron bars a cage

Mindes innocent and quiet take

That for an Hermitage; (To Althea, from Prison)

এই গোষ্ঠীর শেষ আলোচ্যমান কবি আব্রাহাম কাউলে ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মেছিলেন, তাঁর কবিতায় একদিকে মেটাফিজিক্যাল যুগের শেষ লক্ষণের চিহ্ন পাওয়া যায়, অন্যদিকে নতুন কবিতার পদধ্বনি শোনা যায় পরিণতি যার ড্রাইডেনের কাব্যে। প্রথমে কেম্‌ব্রিজ এবং পরে অক্সফোর্ডে-পড়া এই ছাত্র প্রথম

জীবনে ল্যাটিনে একটি কমেডি লিখেছিলেন। বাজকার্যে তাঁর জীবন মধ্যপর্বে অশান্তির ছিল, কিন্তু পরে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। ১৬৬৭ সালে, ৪৯ বছর বয়সে, মারা যান। তাঁর পরিচিত কবিতার মধ্যে 'The Mistress' উল্লেখ্য যা নাকি তাঁর প্রস্তাবিত চার খণ্ড কাব্যগ্রন্থের একটি খণ্ড। এছাড়া রয়েছে 'Miscellanies', 'Odes' প্রভৃতি। কবি ডানের প্রভাব তাঁর কাব্যে নানাভাবেই পড়েছে বলা চলে, বিশেষত প্রেমের তীব্রতা ও আবেগের অনুভূতি তাঁর কবিতাতেও এক নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে, যা ডানের প্রথম দিকের রচনায় আমরা পাই :

Oh take my Heart, and by that means you'll prove
Within too stor'd enough of Love
Give me but Yours, I ll by that change so thrive,
That Love in all my parts shall live.

অথবা তাঁর কবিতায় 'metaphysical conceit' পাওয়া যাচ্ছে যেমন

Love thou'rt a Devil , if I may call thee One,

এই আলোচ্য কবি-গোষ্ঠী ছাড়াও সমকালে কবিপরিচিতি লাভ করেছিলেন স্যার হেনরি ওটন (Sir Henry Wotton), জন ক্লিভল্যাণ্ড (John Cleveland), স্যার উইলিয়াম ডাভেনাণ্ট (Sir William Davenant), টমাস ত্র্যাহার্ন (Thomas Traherne), ফ্রান্সিস কোয়ার্লেস (Francis Quarles), এডমাণ্ড ওয়ালার (Edmund Waller) এবং স্যার জন ডেনহাম (Sir John Denham)। এই কবিদের, যুগলক্ষণ হিসেবে, অনেকে জেকোবিয়ান কবি-গোষ্ঠী বলেও চিহ্নিত করেছেন। এঁদের মধ্যেই অনেকে আবার ক্যাভালিয়ের এবং পিউরিটান বলেও পরিচিত ; কেউ হয়ত মিল্টনের পূর্বসূরি, অনেকে পরবর্তীকালের কবি।

জন মিল্টন

লণ্ডন শহরের যে মারমেড ট্যাভার্নে শেকস্‌পীয়ার বেন জনসনের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে আড্ডা দিতেন তার খুব কাছেই চিপসাইড-এর একটি বাড়িতে অবস্থাপন্ন ঘরে ১৬০৮ সালে জন মিল্টন জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে শেকস্‌পীয়ার সম্বন্ধে যিনি বলেছিলেন 'Thy easie numbers flow' তাঁর রচনায় কিন্তু ছিল অর্জিত বিদ্যার ছাপ ; বহু রাত্রি জাগরণের অক্লান্ত পরিশ্রমে একে একে গ্রীক,

ল্যাটিন, বহু ইউরোপীয ভাষা এমন কি কিছুটা হিব্রু (তাঁর শিক্ষক টমাস ইয়ং তাঁকে একটি 'হিব্রু বাইবেল' উপহার দিযেছিলেন, তাই থেকেই গবেষকরা তাঁর হিব্রু ভাষাজ্ঞানের বিষযে নিঃসন্দেহ হন) শিখেছিলেন, কবিতার মধ্যে যার পরিচয় ছিল স্পষ্ট। সুন্দর সুপুরুষ, নিযমনিষ্ঠ, কর্তব্যপরাযণ, নৈতিক বুদ্ধিতে দৃপ্ত, ধর্মে অবিচল এই যুবক সম্বন্ধে কবি ওযার্ডসওযার্থ লিখেছিলেন :

.........with his rosy cheeks

Angelical, keen eye, courageous look,

And conscious step of purity and pride

সম্ভবত এই কবিকে, মানুষ হিসেবে, বোঝা যাবে তাঁর উত্তরসূরি এই কবির ক'টি পংক্তিতে। শিল্পী বর্ণেলিযাস জ্যানসেনের যে পেইনটিং আছে কবির, তাতেও এই চরিত্র ফুটে উঠেছে। ছোটবেলা থেকেই তিনি নিজেকে আত্মমগ্নতার মধ্যে রাখতে চেযেছিলেন, পড়াশুনো, বিশেষত ক্লাসিক গ্রন্থপাঠে তাঁর ছিল না ক্লান্তি। তিনি নিজেই স্বীকারোক্তি করেছেন.. ...all my mind was set, serious to learn and know, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে এম. এ. পাশ করেন, কিন্তু তারপর ছ' বছর ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ অবধি পিতৃদেবের সঙ্গে লণ্ডন এবং কেমব্রিজ থেকে দূরে হর্টন-এ চলে আসেন। এখানেই, নির্জনে তিনি পড়াশুনোয় নিজেকে এমনভাবে নিয়োজিত করেন যে 'His learning thus became part and parcel of himself',[১০৩] তাই হার্টলে কোলরিজ মন্তব্য করেছিলেন, তাঁর রচনার মধ্যে পাণ্ডিত্য বড় সহজভাবে মিশে গিযেছে,—তাঁর রচনায় নেই কোন 'pedantic spirit', কেননা, it was for him a natural instrument of expression'. এই সময়েই তিনি আমরা জীবনীপাঠে জানি, অন্যান্য বিষযের সঙ্গে অঙ্কের বই, গানের বই সংগ্রহ করে চলেছেন। তাঁকে সবাই 'scholar poet' বলে থাকেন, কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে 'his poetry is everywhere interpenetrated by his scholarship and enriched by it'.

১৬৩৯ সালে কবি ফ্রান্স হয়ে ইট্যালী ভ্রমণে যান। সেখানে প্রখ্যাত গাযিকা Leonora Baroni এবং বিশিষ্ট লেখক Giovanni Baptista Manso-র সঙ্গে পরিচিত হন। কিন্তু ক্রমশঃ তিনি তৎকালীন রাজনীতি

ধর্মনীতি, শিক্ষানীতি প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন, পরবর্তী জীবনে ক্রমওয়েলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা,[১০৪] কারো অজানা নয়। যাই হোক, চৌত্রিশ বছর বয়সে বিবাহ করেন মেরী পাওয়েলকে; এক মাসেই হাঁফিয়ে ওঠেন এই বালিকা বধূ; এমন একটি পরিবেশ যেখানে স্বামীর মন 'moved habitually upon the highest planes of thought', সেখানে সতেরো বছরের চঞ্চলমতি বালিকা কি করে বাস করবেন এই বিরাট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে! বাপের বাড়ি চলে গেলেন (পালিয়ে বাঁচলেন বলা যায়!) আর ফিরলেন না। অবশ্য এমনও হতে পারে, যেমন বলছেন সমালোচক, 'Milton's attitude to women is peculiar'; প্রায় তিন বছর পরে শুভানুধ্যায়ীদের প্রচেষ্টায় তাঁদের পুনর্মিলন হয়। এই ঘটনার ইঙ্গিত কি রয়েছে তাঁর কবিতায়!

... Eve

Not so repulst with tears that ceas'd not flowing,

And tresses all disorder'd, at his feet

Fell humble, and imbrcaing (embracing) them, besought

His peace. ...

As (At) once disarm'd, his anger all he lost,[১০৫] ইত্যাদি।

১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম, অত্যাধিক পড়াশুনার চাপে, চোখের অসুখ শুরু হয়। দুই মেয়ে অ্যান এবং মেরী দুবছর পরপর জন্মগ্রহণ করে। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হোয়াইট হল-এ অবস্থিত Council of State-এ ল্যাটিন সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেন, তখনই মাইনে ছিল বছরে ২৮৯ পা: ১৪শি: ৮½ পেন্স, (কোন হিসেব অনুযায়ী ২৮৮ পা: ১৩ শি: ৬ পেন্স) একটি ছেলে হয়ে সে বছরেই মারা যায়। ১৬৫২ সালে কবি অন্ধ হয়ে যান। স্ত্রীও মারা যায়। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর ঠিক পূর্বে তৃতীয় কন্যা ডিবোরার জন্ম হয়। দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন, কিন্তু তিনিও, একটি মেয়ে হবার পর, মারা যান। পঞ্চান্ন বছর বয়সে পঁচিশ বছরের মেয়ে এলিজাবেথকে বিবাহ করেন। ১৬৬৫ তে প্লেগের উৎপাতে গ্রামদেশে চলে যান, ছেষট্টি বছর বয়সে ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁর অন্যতম জীবনীকার এই কবি এবং মানুষটির অন্তরঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন: Austere, uncompromising, exacting often stern, sometimes stiff-necked,

he had too little tolerance....large as was his intellectual vision, generous as was his scholarship, his moral outlook was narrow, his temper hard and inflexible, তথাপি এই জীবনীকারকে স্বীকার করতে হয়েছে 'Next to Shakespeare's, his is the greatest name in the long and glorious annals of our English poerty'.[১০৩] মানুষটি তিনি যাই হোন, কবিকৃতিতে তাঁর স্থান যেখানেই স্থিরীকৃত হোক, তাঁর ন্যায়নীতি ও সত্যনিষ্ঠা আশ্চর্য! তাঁর কথা দিয়েই তাঁর আদর্শের পরিচয় দেওয়া যাক: Error supports Custome, Custome count'nances Error. And these two between them would persecute and chase away all truth and solid wisdome,[১০৬] মিল্টনের বিস্তৃত জীবনীর জন্য আমরা ডেভিড ম্যাসনের (David Masson) কাছে ঋণী।

ম্যাথু আর্নল্ড (Matthew Arnold) তাঁর 'Culture and Anarchy' গ্রন্থে যা বলেছিলেন মিল্টনের কবিতার সামগ্রিক ভূমিকা হিসেবে তা অতি প্রাসঙ্গিক। আর্নল্ড বলেছিলেন: Hebraism and Hellenism, between these two points of conflict, moves our world, মিল্টনের কবিতাতেও, হাডসন যেমন মনে করেছেন, The Hebrew and the Hellene, as we may therefore say, were always present together in Milton's poetry, ইংল্যাণ্ডে সেসময় একদিকে রাজতন্ত্র, অন্যদিকে উঠতি রাজন্যবর্গের ক্ষমতালিপ্সা', আবার রিফর্মেশন এবং পাশাপাশি পিউরিটানিজম্ এর তীব্রতা সব মিলিয়ে মিশিয়ে রাজনীতি এবং ধর্মনীতির (চার্চনীতি!) একটা গোলমেলে হাওয়া বইছিল। পিউরিটানিজম্ সম্বন্ধে সংক্ষেপে সাহিত্য-ভাষ্যকারের উক্তি হচ্ছে 'God-fearing, high-principled, courageous and earnest the Puritan was, but he was austere, exacting and uncharitable ..... puritanism was thus fatal to art' এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই মিল্টনকে বলা হয়েছে, এই কবি, 'not only the highest but completest type of puritanism' এবং কবি মিল্টনের জন্মলগ্নে 'Puritanism began to exercise a direct power over English politics and English

religion' এবং বলাই বাহুল্য, মধ্যবয়েস থেকে কবি ছিলেন এই প্রচণ্ড পরিবেশের মধ্যে 'a direct party to all events'.

এতদ্‌সত্ত্বেও, বা-সম্পাদিত গ্রন্থে এই কবিকে চিহ্নিত করা হয়েছে, 'The last Elizabethan' বলে। বর্তমান লেখকও এই মতের সমর্থক, সে হিসেবে মিল্টন নব আলোচনা এই অধ্যায়েই সংযুক্ত হলো। কিন্তু শেকস্‌পীয়ার যা করেন নি, মিল্টন তাই করেছেন, অর্থাৎ 'like Dante . ...Milton gives us his life and work to explain each other' (CHEL Vol. vii); তীব্র রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতামত পোষণ করা সত্ত্বেও, পিউরিটানিজম্‌ এর প্রবক্তা হয়েও এই মানুষটি ফুলের বাগান ভালোবাসতেন, প্রৌঢ় বয়সেও সাজ পোষাকে পরিচ্ছন্ন সৌখিন ছিলেন, এই 'austerest puritan' ভারতবর্ষের তামাক-পাতা (বিড়ি !) খেতেন। নিজের মেয়েদের 'পর চটেছিলেন তার কারণ, এই অন্ধ বই-পাগল কবিকে তারা পড়ে পড়ে শোনাতে চাইতো না ! আশ্চর্য মানুষটি !

কলেজ-জীবনে দু একটি কবিতা-রচনার সন্ধান পাওয়া যায়, একটি ছোট্ট শিশুর মৃত্যুতেও ('infant niece') একটি কবিতা লেখেন, কিন্তু তাঁর প্রথম সার্থক কবিতা, সবাই স্বীকার করেছেন, 'On the Morning of Christ's Nativity', ১৬২৯ এর রচনা। এই কবিতার বিশেষত The Hymn অংশে কবি-ক্ষমতার পরিচয় আছে, কিন্তু নেই ভবিষ্যৎ মিল্টনের আভাস। বরং ইতালীয়ান কাব্যের 'naive sensibility' এই কবিতাটির আকর্ষণ :

With turtle wing the am'rous clouds dividing ;

And, waving wide her myrtle wand,......ইত্যাদি

মিল্টনের প্রথম কাব্যসংগ্রহ অবশ্য ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, 'Poems of Mr. John Milton, both English and Latin' এই নামে। কবির তেইশ বছর বয়সকে একটি কবিতায় তিনি ধরে রেখেছেন যেখানে সময়কে বলেছেন, 'the subtle thief of youth' ; নাইটিঙ্গেল পাখির প্রতি সনেট প্রথম বয়সে উল্লেখযোগ্য ; তিনি বেশ কিছু সনেট লিখেছেন যা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়। শেকস্‌পীয়ারের প্রতি, সাইরিয়াক স্কিনারের জন্য, এমন কি নিজের অন্ধত্বের প্রতি—যেখানে সেই বিখ্যাত পংক্তিটি রয়েছে

'They also serve who only stand and wait': উল্লেখ্য দ্বিতীয় কবিতাটি থেকে মিল্টনের আদর্শের কিছুটা বোঝা যাবে:

What supports me, dost thou ask?
The conscience, Friend, to have lost them overplied
In Liberty's defence, my noble task,
Of which all Europe rings from side to side.

এই ব্যক্তিগত 'conscience' মিল্টনের জীবনের কেন্দ্রীভূত বিন্দু। তিনি সারা জীবনে যে অজস্র pamphleteering করেছেন তার পেছনের ইতিহাসেও সেই স্বাক্ষর মিলবে।

এর পরে L'Allegro এবং Il Penseroso কবিতা দুটি তাঁর কাব্যজীবনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই কবিতাদ্বয়কে, সমালোচকেরা বলছেন, পড়তে হবে 'as studies in contrast'; সারাদিবসের দুটি বিভিন্ন mood কে যুবক কবি ধরে রেখেছেন, আনন্দ এবং বেদনার (বেদনা ঠিক নয়, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'pensive melancholy' অনেকটা তাই); প্রথম কবিতাটিতে আভাস রয়েছে 'Jest and youthful Jollity'; এই কবিতাতেই রয়েছে শেক্স্পীয়ারের উল্লেখ 'sweetest Shakespeare, Fancy's child'—কবি বলছেন, 'Lap me in soft Lydian airs'[১০৭] অথচ দ্বিতীয় কবিতায় রয়েছে বিষাদের সুর, কবি-জীবনের পৃথক একটি সত্তা এখানে সারাক্ষণ উপস্থিত রয়েছে। সুন্দর পাখিটি যদিও 'most musical', তবুও একই সঙ্গে 'most melancholy', এই সব জায়গায় এই ক্লাসিক-ধর্মী কবিকে কি রোমান্টিক কবিদের অগ্রজ বলা যায় না! তিনি আবাহন করছেন

'Come, pensive Nun, devout and, pure.'—

অবশ্য, কবিতার শেষে তিনি ফিরে গিয়েছেন সুখদুঃখের অতীত যে আনন্দ-লোক তাইতে, 'Dissolve me into ecstasies/And bring all Heave'n before mine eyes' এর পর উল্লেখযোগ্য কবিতা 'Comus'—একটি masque জাতীয় রচনা। এই নামটি কবি নিজে দিয়ে যান নি, রচনাকালের সময় কবিতাটি এভাবে ছিল 'A Masque presented at Ludlow Castle, 1634, before the Earl of Bridgewater, the President of Wales';

মিল্টন ছোটবেলা থেকেই গান ভালোবাসতেন, সেই সূত্রে তৎকালীন নামী সুরকার হেনরি লয়েস-এর সঙ্গে তাঁর রীতিমত সখ্যতা ছিল [লয়েসের সুর -আরোপিত গানের ওপর মিল্টনের একটি চতুর্দশপদী আছে]; লয়েস সংগীত বিষয়ে আর্ল-অব-ইগারটনের বাড়ীতে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। লর্ড ইগারটন যখন লাডলো দুর্গে চলে যান ওয়েলস্ এর লর্ড প্রেসিডেন্সীর কার্যভার গ্রহণ করে', তখন একটি আনন্দানুষ্ঠান হয় এবং একটি masque প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়। লয়েসের অনুরোধে কবি মিল্টন 'Comus' রচনা করেন, মুখ্যত masque হিসেবেই। রচনাকাল এবং অভিনয়কাল ১৬৩৩। লক্ষ্যনীয় যে গোড়া পিউরিটান নেতা William Prynne masque-জাতীয় রচনার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করলেও পিউরিটান কবি মিল্টন masque লিখে প্রমাণ করলেন, বর্ণিব জ ত নেই, এবং এও প্রমাণ করলেন, শিল্পের যে কোন প্রকার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের স্তুতি করা চলে, শুদ্ধতা এবং সুনীতির উচ্চারণে কোন বাধা নেই :

Oh, welcome, pure-eyed Faith, white-handed Hope,
Thou hov'ring Angel, girt with golden wings,
And thou, unblemished form of chastity!

এই কবিতাতেই সেই বিখ্যাত উক্তিটি রয়েছে 'Beauty is Nature's coin'; এ প্রসঙ্গে কবি বারবার যে 'chastity'র কথা বলছেন, 'Sabrina fair' এর গানটি রচনা করেছেন তাতে কি পূর্বসূরি স্পেন্সারকে মনে করায় না! প্রায় এক হাজার পংক্তির এই masque (mask) টি আগাগোড়াই উঁচু সুরে বাঁধা, মিল্টনের ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতিফলন অবশ্যই রয়েছে এই রচনায়।

এই সময় থেকেই তাঁর মনের মধ্যে একটা বড় কিছু করার পরিকল্পনা স্পষ্ট দানা বেঁধে ওঠে। তিনি নিজেকে তো সারাজীবন এভাবেই গড়ে তুলেছিলেন, তার উপর Comus রচনাটির প্রসাদগুণে তিনি নিজের মধ্যে একটা জোর পেলেন। কিন্তু তখনও সেই বৃহৎ রচনার প্রেরণা আসছিল না। লিখলেন তার পরিবর্তে Lycidas, বলা হয়েছে A Monody; Lycidas চরিত্রটি হচ্ছে Virgil-এর Ninth Eclougue-এর একজন মেষপালক। কবিতা-রচনার উৎস হিসাবে কবি স্মরণ করছেন তাঁর এক বিদগ্ধ বন্ধুকে, যিনি ১৬৩৭ সালে আইরিশ সমুদ্রে জলে ডুবে মারা যান। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে 'corrupted clergy'র কথা টেনে

এনেছেন। এই এলিজিটিও শোক-গাথার ধরণে, তাঁকে pure classicist বলা চলে না, রোমান্টিক কবিদের শোক-গাথার বিবরণের সঙ্গে নানা স্থানে মিল রয়েছে। ইতিহাসকার বলছেন, এই কবিতার সঙ্গে সঙ্গে মিল্টনের কাব্যের প্রথম সৃষ্টিশীল যুগ শেষ হ'লো। এবার প্রস্তুতি শুরু হ'ল শেষ তিনটি বৃহৎ এবং মহৎ কাব্য Paradise Lost, Paradise Regained এবং Samson Agonistes রচনার জন্য।

১৬৪৫ সালে তাঁর যে কাব্যখণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রায় বাইশ বছর বাদে ১৬৬৭ সালে Paradise Lost প্রকাশের ঘোষণা আমরা জানতে পারি। এই দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর প্রস্তুতি চলছিল। শুধু এটুকু ছাড়া আর কিছু জানা যায় না তাঁর কাব্যচর্চার ইতিহাস। এই মহাকাব্য লিখে মিল্টন তাঁর প্রকাশকের কাছে কত পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক বেশ মজা করে বলছেন: আঠারো হাজার পাউণ্ড কোন কবিকে দিলেও Paradise Lost পাওয়া যাবে না, কিন্তু মাত্র আঠারো পাউণ্ড দেবার চুক্তি হয়েছিল প্রকাশকের সঙ্গে কবির। আর তাই কি তিনি সবটা জীবিতকালে পেয়েছিলেন? মিল্টন-গবেষকরা বহু পরিশ্রম করে কতগুলি বই-এর তালিকা দিয়েছেন[১০৮] যেগুলি তাঁর মহাকাব্য রচনার সূত্র হতে পারে, কিন্তু এই কবিতা একান্তভাবেই মিল্টনের, অন্ততঃ ইংরেজী কাব্যসাহিত্য মন্থন করলে দেখা যাবে 'it is qiute alone in its kind of greatness' (CHEL, Vol. vii); অন্য একজন সমালোচক[১০৯] মহাকাব্য প্রসঙ্গ আলোচনায় একটি নতুন সিদ্ধান্তে এসেছেন। তিনি হোমারের কাব্যকে এবং বেওউল্ফকে 'primary epic' এবং ভর্জিল এবং মিল্টনের কাব্যকে 'secondary epic' আখ্যা দেবার পক্ষপাতী। এবং মিল্টনের কাব্যকে 'secondary epic' বলতে গিয়ে মন্তব্য করছেন: The secondary epic aims at even higher solemnity than the primary [এখানে লক্ষণীয়, লেখক মধ্যযুগের ইংরেজী 'solempne' শব্দটির সঙ্গে আধুনিক 'solemn' শব্দটির পারিপার্শ্বিকগত পার্থক্য টেনেছেন, যদিও দ্বিতীয় শব্দটি প্রথম শব্দটি থেকেই আহৃত হয়েছে]। এবং Paradise Lost-এ কবি যে প্রকৃতই মহাকাব্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন তার পরিচয় প্রথম ছাব্বিশটি পংক্তি পড়লেই বোঝা যাবে, মনে হবে পাঠকের 'some great thing is now about to begin'[১০৯]

এ প্রসঙ্গে David Diaches এর 'The Opening of Paradise Lost' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। প্রথমে দশটি সর্গে, প্রকৃতপক্ষে ১২টি সর্গে, বিস্তৃত এই মহাকাব্যে দশ হাজারেরও বেশী পংক্তি সন্নিবিষ্ট, এবং আশ্চর্য এই, কবি আগাগোড়া এক 'sustained magnificence of poetic conception' বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন, যদিও পরবর্তী প্রচেষ্টা, Paradise Regained-এর চারটি সর্গ এই তুলনায় কিছুটা নিষ্প্রভ। প্রথম মহাকাব্যের পরিচিতি স্বরূপ লেখা রয়েছে . 'The measure is English heroic verse, without Rime' এবং কবি স্বয়ং 'The Argument' অংশে জানাচ্ছেন, 'This first Book proposes, in brief, the whole subject, man's disobedience, and the loss thereupon of Paradise wherein he was plac't' : এবং প্রথমেই কবি তাঁর উদ্দেশ্য বর্ণনা করছেন, উদ্দেশ্য : to 'Justific the wayes of God to men' ; কাব্যের যে উজ্জ্বল আলোকে মিল্টন 'transcendent brightness' এর কথা প্রথম সর্গে বলেছেন, ঠিক সেই উঁচু তারে তিনি দ্বাদশ সর্গের শেষে একটি অসাধারণ চিত্র তুলে ধরেছেন

The world was all before them,
They hand in hand with wandring steps and slow,
Through Eden took their solitarie way.

এ যেন বিসর্জনের বাজনা, কিন্তু এই বাজনায় কোন উচ্চকিত ধ্বনি নেই, শান্ত অটল গাম্ভীর্য অথচ এক আশ্চর্য প্রশান্তির মধ্য দিয়ে মিল্টন মানব-মানবীর পতন এবং ট্রাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। বস্তুতঃ এই কবির পূর্বে 'non-dramatic blank verse'-এ এমন কল্পনা-মাহাত্ম্য ইংরেজী কাব্যে আর সম্ভবত দেখা যায় নি।

এই মহাকাব্যটির বেশীর ভাগ অংশই আদম এবং ইভকে নিয়ে ; দ্বাদশ সর্গের শেষ অংশ প্রকৃতই মহাকবির রচনার লক্ষণাক্রান্ত এবং তৃতীয় সর্গের প্রারম্ভিক পংক্তিগুলিও প্রথম সর্গের মতই উদাত্ত এবং বৈদিক সামস্তোত্রগুলির মতই আবরণীয়। প্রসাদগুণে এই কবিতাতে চিরকালের শ্রেষ্ঠ এবং মহনীয় লক্ষণগুলি বর্তমান :

Then feed on thoughts, that voluntarie move

Harmonious numbers , as the wakeful Bird
Sings darkling, and to shadiest covert hid
Tunes her nocturnal Note. (P. L. Book III)

'non-dramatic' হলেও এই কাব্যের প্রথম দুটি সর্গে প্রচুর dramatic element রয়েছে বলে সমালোচক[১০] মনে করছেন। আর একজন সমালোচক[১১১] এই মহাকাব্যকে খুব সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন আধুনিক মনোভঙ্গি থেকে। Satan প্রকৃতই 'hero' কিনা এই বিতর্কে না গিয়ে সমালোচক মন্তব্য করছেন যে এই চরিত্রটিকে জন মিল্টন ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন 'as readers' identification with Satan, our feeling of being caught up in and swept away by his passion, energy, and courage'—এবং কবি ভেবেছেন যে তাঁর কাব্যের পাঠক এভাবেই চরিত্রটিকে বুঝতে চাইবে। 'Paradise Lost' রচনার পশ্চাৎপটে মহাকবির মূল বক্তব্যকে এক নতুনরূপে[১১২] প্রত্যক্ষ করেছেন একজন নবীন সমালোচক তাঁর 'Paradise Lost' : 'The Relevance of Regeneration' প্রবন্ধে। এই আলোচ্যমান মহাকাব্যের গঠনভঙ্গিমা সম্পর্কে এই সমালোচকই অন্য একটি প্রবন্ধে[১১৩] মন্তব্য করেছেন যে পূর্ব-কল্পিত দশটি সর্গে এই কাব্যের কাঠামো আমাদের নাটক-রচনার পরিকল্পনাকে স্মরণ করায়। এবং 'it also implies that the structure of Paradise Lost owes much to the neo-classical theory. ...However the 1667 edition of P. L. presents a firmly-organized five-act epic, perfectly exemplifying what were thought to be the Aristotelian requirements for structure', বাকাবের অনুসন্ধান অনুযায়ী প্রথম অঙ্ক-এ ১ম ও ২য় সর্গ দ্বিতীয় অঙ্ক-এ ৩য় ও ৪র্থ সর্গ এবং তৃতীয় অঙ্ক-এ ৫ম ও ৬ষ্ঠ সর্গ, চতুর্থ অঙ্ক-এ ৭ম, ৮ম এবং ৯ম সর্গ এবং পঞ্চম অঙ্ক-এ ১০ম থেকে দ্বাদশ সর্গ বিস্তৃত। অন্য একজন সমালোচক এই কাব্যের মূল সমস্যাটিকে খুব একান্তে দেখেছেন, ঈশ্বরের বিধান না মানলে যেমন স্বর্গচ্যুত হতে হয়, তেমনি the world can be lost through similar disregard of those laws'[১১৪] এবং 'In Milton's view, man was originally destined to ascend gradually, through a progressive spiritual refinement to the level of angels', এই

নবীন সমালোচক ইভ-এর 'sin' কে যথোচিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরো কয়েকজন প্রখ্যাত সমালোচকের মূল বক্তব্যকে উদ্ধার করেছে—যাঁরা হচ্ছেন Bowra, Hanford, Diekhoff, Rajan, Green [উৎসাহী পাঠক, বর্তমান লেখকের মতই, এঁদের মূল রচনাপাঠে অবশ্যই উপকৃত হবেন]। কবি মিল্টনের কাব্যদর্শন কি ছিল—যা এই মহাকাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে তা হয়তো অনেকটা ধরেছেন John M. Steadman তাঁর অমূল্য গ্রন্থে[১১৫]; তিনি বলেছেন: The imbalance between human and divine virtues and between man's works and God's is specially pronounced in Milton's transformation of the coventional epic machinery, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ In Milton's hands the heroic poem became, in the fullest sense of the words, a 'divine poem'.

এই মহাকাব্যের বস্তু এবং বক্তব্য, মিল্টনের ধারণা এবং ভাবনা নিয়ে যত না আলোচনা হয়েছে তার চেয়ে কিছু কম হয় নি এর আঙ্গিক এবং ব্যঞ্জনা নিয়ে। এই কাব্যের ধ্বনিসুষমায় অলংকারের বিচ্ছুচ্ছটা, বহিরঙ্গ এবং উপমা উৎপ্রেক্ষা—এক কথায় Milton's grand style[১১৬] আমাদের তিনশ' বছরেরও বেশী ভাবাচ্ছে এবং সমপরিমাণেই আকর্ষণ করছে। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় ছোট গল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন বোধহয়, যা ছোট হবে আর যা গল্প হবে তাই ছোট গল্প। রিক্‌স্ সাহেবও মিল্টনের grand style বলতে অনেকটা তাই বলতে চেয়েছেন যে মিল্টনের style একই সঙ্গে powerful এবং grand —সুতরাং Milton's grand style' নামক বই লিখতে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। ব্যাপারটা অবশ্য মোটেই অত সরলীকৃত নয়। বহু পরিশ্রম করে তিনি এই মহাকাব্যের rhythm, music, syntax, word-play, metaphor ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বার করে বলার চেষ্টা করেছেন যে বিংশ শতাব্দীতে কবি মিল্টনের 'style' কে নস্যাৎ করবার চেষ্টা হ'লেও এই স্টাইল কোনদিনই নস্যাৎ হবার নয়—কেননা যে শব্দ দিয়ে এবং শব্দ-ব্যবহারের অলৌকিক কৌশলে সার্থক কাব্যরচনা সম্ভব—সেই অলৌকিকত্ব এই মহাকবির আয়ত্তে ছিল। এবং একজন মহাকবির grand style শেষ পর্যন্ত নির্ণীত হয় তাঁর সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতার 'পর। এ বিষয়ে মিল্টন ছিলেন সিদ্ধপুরুষ—তাই

Paradise Lost মহাকাব্যে শুধু কবির 'কল্পনা'র পরিচয় পাই না, পাই তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতির স্বাক্ষর—এই দু'টি মহৎ গুণাবলী, একদিকে 'strength' অন্যদিকে 'delicacy'—এদের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধানের পরই ফুটে উঠেছে 'the balance of Milton's Grand Style'.

'Paradise Regained' সম্বন্ধে এককথায় সমালোচক বলেছেন, এই গ্রন্থ 'completes and answers Paradise Lost'[১১৭]—তবে ঘটনা পারম্পর্য বিবৃত করতে গিয়ে বলছেন ইতিহাসকারদ্বয় : It's theme is taken from the first verses of the fourth chapter of St. Luke's Gospel . Milton traces the Redemption back to this triumph. Paradise was lost by Eve when she yielded to Satan's temptation regained by Chirst when He got the better of the same temper, and thereby ended the reign of Satan upon earth—কিন্তু এর পরই কিছুটা বিতর্কিত মন্তব্য রেখেছেন এঁরা : Milton, the great heretic, did not see God in Christ, but only superior humanity ; পরবর্তী এই মহাকাব্য রচনার উদ্দেশ্য কবি স্বয়ং তাঁর গ্রন্থে বলছেন, 'Myself/...born to promote all truth/All righteous things' , কবির আত্মজীবনীমূলক আখ্যানভাগ এবং ব্যক্তিগত আদর্শের রূপায়ন এই মহাকাব্যটির নানাস্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

শুধু তাই নয়, এই কাব্যগ্রন্থেই পূর্বে-উল্লেখিত Hellenic spirit-এর স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাবে। 'Here we are in the full spirit of the Renaissance with its love of Greek philosophy, poetry, art ,'[১১৮] এই মহাকাব্যের চতুর্থ সর্গে 'Aegian shore', 'olive grove of Academe', 'Aeolian charms and Dorian lyric odes' ইত্যাদির উত্তপ্ত উল্লেখ রয়েছে, বর্ণনার মাধুর্যে, ছন্দের ঝঙ্কারে। কল্পনার ঐশ্বর্যে কাব্যগ্রন্থের এই সর্গে স্থানে স্থানে Paradise Lost-কে স্মরণ করায়। ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'Paradise Regained' প্রকাশিত হয় এবং সেই গ্রন্থেই অন্তর্ভুক্ত ছিল 'Samson Agonistes'—যে রচনাটিকে কবি ভূমিকায় বলছেন, 'Of that Sort of Dramatic Poem called Tragedy' এবং পাঠক হিসেবে আমরা নিঃসন্দেহ

যে নাটকটি 'modelled faithfully upon the lines of Greek tragedy'; এই গ্রন্থই তাঁর শেষতম রচনা', অনেকটাই আত্মকাহিনীর প্রতীকস্বরূপ; পক্ষান্তরে Paradise Regained -এর তুলনায় শিল্প-রচনা হিসেবে অনেক উঁচুদরের। কেউ কেউ বলেছেন, সফোক্লোস-কে তিনি অনুসরণ করেছেন এই নাটকে, তাঁর আদর্শ হিসেবে। এই নাটকে কাব্যের প্রসাদগুণ বরণীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু নাটকের মূল বস্তু,—ঘটনার সংঘাত এবং গতি—প্রায় অনুপস্থিত, অন্তত নাটকটির প্রথম দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। স্যামসনের উচ্চারিত উক্তিতে নিশ্চয়ই কবির মহত্ত্ব উপস্থিত, কিন্তু চরিত্রচিত্রণে তিনি নাট্যকারের ক্ষমতা দেখাতে পারেন নি। স্বীকার্য অবশ্যই যে মিল্টন নাট্যকার ছিলেন না, কবিই ছিলেন, যদিও Paradise Lost -এর ঘটনাবিন্যাসে নাটকীয়ত্বের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কোন কোন সমালোচক বলেছেন, The drama is all Samson—কিন্তু মাঝে মধ্যে এমন দৃশ্যাবলী আছে, বিশেষত Delilah প্রসঙ্গে, যখন আমাদের মন অনেকটাই বিষাদে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। স্যামসনের কাছে ডিলাইলার (ডেলিলা) আগমন-দৃশ্য খুবই সুন্দর, কবির 'stately ship'এর কল্পনা একই সঙ্গে রোমান্টিক ও ক্লাসিকধর্মিতার মিলনস্বরূপ মনে হয়। আর স্যামসনের উক্তি এই কবিকে কি স্মরণ করায় না যিনি জীবনযুদ্ধে পরাজিত, আশাভঙ্গে নিরুৎসাহ, রোমান্টিক কবির মতই বিষাদগ্রস্ত অথচ ক্লাসিক কবির মতই আদর্শে অবিচল আচরণে 'stoic'

Now blind, disheartened, shamed, dishonored, quelled
To what can I be useful? Wherein serve
My nation, and the work from Heaven imposed?

তাই মনে হয় মিল্টনের জীবন-কাহিনীই একটি মহৎ ট্রাজিক নাটকের মূল্য নির্ধারণ হতে পারে যে পরিবেশের নিঃসঙ্গ একাকীত্ব এবং যন্ত্রণা আধুনিক পাঠক হিসেবে, নিয়ত অনুভব করতে পারি মাত্র।

গ্রীয়ারসন[১১৯] একটি বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থে মিল্টন এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থকে কবি তো বটেই, 'prophet'ও বলতে চেয়েছেন, কিন্তু একই সঙ্গে এমন কথা উচ্চারণ করেছেন, 'His justification of God's ways to men is didactic, not prophetic'; এমন আশা অবশ্যই সমালোচক পোষণ করেছেন, 'didactic'

কবিতা 'prophetic' কবিতায় একাত্ম ('merged') হলেই প্রকৃত সৃষ্টি সম্ভব। সপ্তদশ শতাব্দীর কবিতার একটি বিখ্যাত সংকলন-গ্রন্থে[120] মিল্টনের কবিতা বর্জিত, কারণ এই নয় যে সম্পাদক মিল্টনের কাব্য পছন্দ করেন না আদৌ। তিনি জানাচ্ছেন : There are no essays on Milton, because he is to have a volume to himself in this series, ('essays' অর্থে বোধহয় লেখক কবিতা' বোঝাতে চাইছেন।), এই মন্তব্যটি থেকে ইংরেজী কাব্যে মিল্টনের প্রকৃত স্থান নির্ণয় করা সম্ভব। একদিকে সপ্তদশ শতাব্দীর সমগ্র কবিতা, অন্যদিকে একা মিল্টনের কাব্যগ্রন্থগুলি। এই কবি জীবনে শান্তি চেয়েছিলেন, শান্তি পান নি, পড়াশুনো নিয়ে শেষ জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন, ঈশ্বর বাদ সাধলেন, অন্ধ হয়ে মনকে আত্মমগ্নতার দিকে নিয়ে গেলেন। তিনি কী পেয়েছিলেন আমরা জানি না, কিন্তু আমরা তাঁর কাছে যা পেয়েছি তা বহু শতাব্দীর ঐশ্বর্য। তিনি নিজে যদিও স্যামসনের মত অনুভব করেছেন :

> O dark, dark, dark, amid the blaze of noon,
> Irrecoverably dark, total Eclipse
> Without all hope of day !

তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন, 'transcendent brightness' (P L Bk. I) এবং এনেছেন আমাদের জন্য

> ...and from Heavenly Feast refresht
> Brought on his way with joy ;

যে আনন্দ-সুধা আমরা নিরবধি কাল পান করছি। (P R. Bk iv)

সমকালের গদ্য

নাট্যকারদের মধ্যে অনেকেই গদ্য-রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ন্যাশ্ এবং জজের গদ্য রচনা বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। রবার্ট গ্রীণ বেশ কয়েকটি রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাকে লাইলির শিষ্য বলে ধরা যেতে পারে, রচনাশৈলীতে। বিশুদ্ধ প্রেম সম্পর্কে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন,

'Mamillia' গ্রন্থে। 'Pandosto' তাঁর রোমান্টিক ধাঁচের লেখা—'উইনটার্স টেল্'কে আমরা স্মরণ করি। অন্য রচনা বোকাচ্চিও থেকে ধার-করা Perimedes ; লাইলির 'style' এবং সিডনীর 'theme' এর মিশ্রণ হচ্ছে গ্রীণের রচনা, মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ।

টমাস ডেলোনেকে (Thomas Deloney) ইদানীংকালে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে উপন্যাস-রচনার অন্যতম জনক হিসেবে। জাতে ছিলেন তাঁতি এবং তাঁদেরই জীবনযাত্রা নিয়ে 'Jacke of Newbury' লেখেন, বেশ ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টির সঙ্গে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং সরসতা মিলে তাঁর রচনা লাইলির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর অন্য গ্রন্থ 'The Gentle Craft' মুচিদের জীবনকে কেন্দ্র করে'—এবং এই বই -এর চরিত্র Simon Eyre কেই ডেকার তাঁর নাটকে নায়করূপে বৃত করেছেন। এছাড়াও সমকালে 'serious' গদ্য-লেখক হিসেবে জন স্টিফেনস (John Stephens), স্যার টমাস ওভারব্যারী Sir Thomas Overbury) ও জন আর্ল (John Earle) খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, বিশেষত সর্বশেষ লেখক। আর রয়েছে সবচেয়ে বিশিষ্ট রচনা রাজা জেমসের Authorized Version of the Bible, ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে যা প্রকাশিত। মোট সাতচল্লিশ জন পণ্ডিত এই কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিশপ ল্যান্সেলট অ্যাণ্ডরুজ ছিলেন প্রধান সম্পাদক। এই গ্রন্থের ভাষা, কাব্য-মাধুর্য এবং সাবলীল গতি সাহিত্যের ইতিহাসে একে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। বহু লেখক তাঁদের ভাষা এবং শৈলীর জন্য এই মহান গ্রন্থের কাছে ঋণী। শোনা যায় জন ব্যানিয়ন (John Bunyan) পুরোপুরি এই বাইবেল্ এর গদ্যভঙ্গিকে অনুসরণ করতেন, যদিও অবশ্য তাঁর রচনায় নিশ্চয়ই রয়েছে এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও নতুন স্বাদ। এই গ্রন্থ সম্পর্কে দুজন সাহিত্যের ইতিহাসকার যে সুন্দর মন্তব্য [১২১] করেছেন তা সর্বজনগ্রাহ্য হবে বলে মনে করি।

এই সময়েই পরপর কয়েকজন চিন্তাশীল গদ্যলেখকের আবির্ভাব হয়—এঁদের অবদান এখনো পর্যন্ত ইংরেজী ভাষাকে এবং মানবের চিন্তার জগৎকে সমৃদ্ধ করছে—এঁরা হলেন রিচার্ড হুকার (Richard Hooker), রবার্ট বার্টন (Robert Burton), ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon), টমাস হবস্ (Thomas Hobbes), স্যার টমাস ব্রাউন (Sir Thomas Browne) এবং

আইজাক ওয়াল্টন (Izaac Walton) ; শেষোক্ত লেখকের কথা কবি ডান প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে।

রিচার্ড হুকারের বিখ্যাত গ্রন্থ 'Of the Laws of Ecclesiastical Polity' 'episcopacy'-কে সমর্থন জানিয়েছে। ভারী চালের গদ্য, চিন্তার বৈশিষ্ট্যের জন্য হুকারকে আমরা এখনো মনে রেখেছি। রবার্ট বার্টনের 'The Anatomy of Melancholy' ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত (রচিত !) হয়। এই গ্রন্থ-পাঠে আমরা তাঁর প্রচণ্ড বিদ্যাবত্তার বিষয়ে অবহিত হই, এমন কি ড. জনসনের মত পণ্ডিত ব্যক্তিও এই লেখকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন মনে হয়, চার্লস ল্যামও এই লেখকের রচনারীতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর রচনার একটি নিজস্ব ধারা ছিল—যার জন্য হঠাৎ অন্য কোন গদ্য লেখকের সঙ্গে তুলনা করা খাপছাড়া মনে হবে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখক, বা প্রাবন্ধিক বলব সেকালে, ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon, Baron Veluram, Viscount, St. Albans) ; কেমব্রিজে অধ্যয়ন, গ্রে'জ ইন্‌এ যোগদান, বিদেশ ভ্রমণান্তে পার্লামেণ্টের সদস্য-পদ গ্রহণ, নাইট উপাধিপ্রাপ্ত এই পণ্ডিত ব্যক্তি শেষ জীবনে কয়েদখানাও ঘুরে এসেছেন ; অর্থদণ্ডে দণ্ডিতও হয়েছেন—এবং হয়তো এ কারণেই জীবনের শেষ ক'বছর নির্জন একাকীত্বে শুধু পড়াশুনো করেছেন এবং লিখে গেছেন জীবনের অভিজ্ঞতার সারাৎসার। তাঁর যে প্রবন্ধচয়ন বিখ্যাত তার নাম হচ্ছে, 'Essays or Counsels Civil or Moral' ; [১২২] সম্পাদক বলছেন, বেকন আমাদের কাছের মানুষ, কেননা 'he comes amongst us and talks freely', এই গ্রন্থের ছোট ছোট প্রবন্ধগুলি, Of Truth, of Death, Of Envy, Of Love, Of Atheism, Of Superstition—অজস্র মুক্তোর মত সমুদ্রবেলায় ছড়িয়ে আছে, পাঠক হিসেবে আমরা তা কুড়িয়ে শেষ করতে পারি না। পড়াশুনো সম্বন্ধে বলছেন 'Studies serve for delight, for ornament, for ability', বন্ধুত্ব-কে বলছেন এমন একটি সম্পদ যা আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে দেয়। এই প্রবন্ধগুলি সমকালেই পরপর তিনটি সংকলনরূপে প্রকাশিত হয়। দশটি, পরে আটত্রিশটি, এবং তারও পরে আটচল্লিশটির সমষ্টি এই গ্রন্থ বেকনকে সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন দান করেছে। এছাড়া রয়েছে তাঁর 'The Advancement of Learning',

'New Atlantis' (অসম্পূর্ণ), এবং ল্যাটিনে রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'Novum Organum', তর্কবিদ্যা বিষয়ে তাঁর সম্পূর্ণ নতুন চিন্তাবলী ; 'Sylva Sylvarum' নামক ইতিহাস দর্শন ইত্যাদি বিষয়ক আর একটি অসম্পূর্ণ রচনা পাওয়া যায়।

স্যার টমাস ব্রাউন ছিলেন পেশায় ডাক্তার, নেশায় ভবঘুরে। লেডেন শহর থেকে ডক্টর অব মেডিসিন উপাধি-প্রাপ্ত এই গদ্যলেখক সর্বশুদ্ধ পাঁচটি গ্রন্থ লিখেছিলেন, তার মধ্যে 'Religio Medici' এবং 'Hydriotaphia : Urne Buriall', এই দুটি গ্রন্থ সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। Urne Buriall (অর্থাৎ Urn Burial) থেকে একটু উদ্ধৃতি দিলে তাঁর চিন্তাধারা এবং দার্শনিক ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাবে : 'To live, indeed, is to be again ourselves, which being not only an hope, but an evidence in noble believers, 'tis all one to lie in St. Innocent's churchyard, as in the sands of Egypt' ; এই লেখকের ভঙ্গি যদিও ল্যাটিন প্রভাবযুক্ত, অলঙ্কারবহুল তবুও ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ এবং কোথাও যেন এর শব্দসম্ভারের দৃঢ়তা ও ঋজুরেখা আমাদের আঘাত করে, অনুভব করতে পারি এই চিন্তাশীল মানুষটির ঐশ্বর্যকে। আইজাক ওয়াল্টন্ এর 'The Compleat Angler or The Contemplative Man's Recreation' একটি চমকপ্রদ বই। এই গ্রন্থের সরলতা এবং প্রকাশভঙ্গির মনোরম অথচ হাল্কা মেজাজ সেকালে বিস্ময়কর বলেই মনে হবে। লেখক বলছেন : Doubt not therefore, sir, but that angling is an art, and an art worth your learning,...angling is somewhat like poetry, men are to be born so—I mean with inclination to it. তিনটি মানুষের খেয়ালখুশী ভ্রমণ-কাহিনী, মাছ-ধরার বিষয়ে দার্শনিক তত্ত্ব আমাদের এক নস্টাালজিক জগতে নিয়ে যায়। এরই ঠিক বিপরীতধর্মী গদ্য লেখক, কবি জন মিল্টন—তাঁর 'Areopagitica' ভাষা ও চিন্তাভাবনার দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ; তিনি একসময় গাদা গাদা pamphlet লিখেছেন তাঁর বিশ্বাস ও আদর্শের খাতিরে। এই ছোট পুস্তিকায় তিনি এমন একটি কথা বলেছেন আজকের দিনেও যার সত্যতা আমাদের প্রচণ্ড ভাবায় : If we think to regulat(e) Printing thereby to rectify manners we must regulat

all recreations and pastimes, all that is delightfull to man; উইলিয়াম ড্রামণ্ড (William Drummond) গদ্যলেখক, তাঁর 'A Cypress Grove' ১৬২৩ সালে প্রকাশিত হয়। টমাস ফুলার (Thomas Fuller) এবং জেরেমি টেলর (Jeremy Taylor) তৎকালে যথেষ্ট খ্যাতকীর্তি হয়েছিলেন তাঁদের চিন্তাভাবনার জন্য। ফুলার ছিলেন মিল্টনের সমবয়সী। 'The Worthies of England', 'The Church History of Britain' তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ। টেলর-এর চিন্তাধারাও ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে, 'The Liberty of Prophesying', 'Holy Living', 'Holy Dying' প্রভৃতি রচনার নামগুলিতেই তাঁর মানসিকতার আভাস মিলবে। রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য টমাস হবস্ এর (Thomas Hobbes) এর 'Leviathan' সপ্তদশ শতকের চিন্তাজগতে যা আলোড়ন এনেছিল।

এছাড়া তৎকালে বেশ কিছু অনুবাদ হয়েছে, হয়েছে উপদেশাবলী সংকলন, প্রচার-পুস্তিকা রচনা। স্যার টমাস নর্থ (Sir Thomas North) প্লুটার্কের Lives অনুবাদ করেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। জেমস্ আশার, জোসেফ হল, রিচার্ড ব্যাক্সটার (James Ussher, Joseph Hall, Richard Baxter) সমকালে উপদেশাবলী লিখেছেন, লোকশিক্ষার জন্য লেখা হয়েছে কিছু প্রচার-পুস্তিকাও। কবিতায় অনুবাদ হিসেবে চ্যাপম্যানের হোমার-অনুবাদের কথা আগেই বলা হয়েছে, গোল্ডিং অনুবাদ করেছিলেন অভিডের কাব্য।

সংযোজন ১ : ইউফিউইজম্

জন লাইলির যে গদ্য ভঙ্গির জন্য তিনি আজও সাহিত্যের ইতিহাসে অবশ্যমান্য, যে গদ্যভঙ্গি ইউফিউইজম্ বলে একদা চিহ্নিত হয়েছিল এবং সমকালে ও তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে বহু গদ্য লেখকই যে ভঙ্গির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার একটু নমুনা দেওয়া হ'ল :

But wert thou in comeliness Alexander, and my Thirsus, Thersites, wert thou Ulysses, he Midas, thou Croesus, he Codrus, I would not forsake him to have thee : no not if I might thereby prolong thy life, or save mine own, so fast a

root hath true love taken in my heart, that the more it is digged at the deeper it groweth, the oftener it is cut the less it bleedeth, and the more it is loaden the better it beareth.

[Euphues, His England]

১. পেত্রার্কান সনেট ১৪ পংক্তির, ৮ এবং ৬ পংক্তিতে বিভক্ত (octave and sestet) abba abba, cdcdcd ; ওয়্যাট অবশ্য অনেক সময়ে একটি couplet অর্থাৎ দু' পংক্তির একটি স্তবক দিয়ে শেষ করেছেন। চার পংক্তির তিনটি স্তবকের শেষে দু পংক্তির স্তবক রেখেছেন। এখানেই Elizabethan sonnet পেত্রার্কের নমুনা থেকে পৃথক হয়েছে।

২. To the student of English literature it is a revelation of a great though faulty character and a monument of noble utterance : Sampson (The Concise CHEL)

৩. কোন কোন গ্রন্থে Defense of Poesie এমত বানান রয়েছে।

৪. অধ্যাপক মোহিনী ভট্টাচার্য-কৃত স্পেন্সার ও কীটস্‌ বিষয়ে বিদগ্ধ আলোচনা উল্লেখের দাবী রাখে।

৫. C. S. Lewis তাঁর 'The Allegory of Love' গ্রন্থে 'দি ফেয়ারী কুইন' প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় বহু বিতর্কিত মন্তব্য রেখেছেন, যা অবশ্যই আমাদের মনযোগ আকর্ষণ করে।

৬. Prothalamion

৭. এ প্রসঙ্গে Frank Kermode তাঁর স্পেন্সার-বিষয়ক বইটির ভূমিকায় R. Ellrodt রচিত 'Neoplatonism in the Poetry of Spenser' বইটি বিশেষ করেই পড়বার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, যদিও Ellrodt স্পেন্সারের কাব্যে নিওপ্লেটোনিজমের খুব বেশী চিহ্ন দেখতে পান নি।

৮. Sonnets of Du Bellay and a canzone by Petrarch. সনেটগুলি 'The Ruins of Rome' নামে প্রকাশিত।

৯. নিজের বিবাহ উপলক্ষে এমন সুন্দর কবিতা আর কেউ রচনা করেছেন বলে জানা যায় না। এলিজাবেথ বয়েলের রূপবর্ণনা এরূপ :

Her long loose yellow locks lyke golden wyre
Sprinckled with perle...

Seeme lyke some mayden Queene.

১০. Literature in Perspective Series : Spenser by Elizabeth A. F. Watson.

১১. Edmund Spenser : ed. by Paul J. Alpers.

১২. Observations on 'The Faerie Queene' of Spenser.

১৩. G. Wilson Knight : The Spenserian Fluidity

১৪. এই কাব্যগ্রন্থ সর্বপ্রথম E. K., অর্থাৎ কেম্ব্রিজের পেমব্রোক হলে স্পেন্সারের বন্ধু Edward Kirke সম্পাদনা করেন, কিন্তু সম্পাদনার অসঙ্গতির জন্য স্থানে স্থানে 'veil of mystery' রয়েছে বলে কোন কোন গবেষক মনে করছেন।

১৫. Complaints, containing Sundry Small Poems of the World's Vanity—ed. by W. L. Renwick (1928).

১৬. W. J. Courthope : The Poetry of Spenser [CHEL Vol. 3].

১৭. 'Spenser's Britomart is notable for her constancy... In the story of Britomart and Artegall, the English poet, wishing to overgo Ariosto, has given us his own discussion of the morality of love' : Mark Rose [Heroic Love].

১৮. Tucker Brooke : The Renaissance [A Lit. His. of England].

১৯. E. Legouis and L. Cazamian.

২০. Ibid.

২১. Paul J. Alpers : Narrative and Rhetoric in the Faerie Queene [Elizabethan Poetry].

২২. Martha Craig : The Secret Wit of Spenser's Language [Elizabethan Poetry].

২৩. M. Pauline Parker : The Allegory of the Faerie Queene ; স্পেন্সারের রূপক এবং প্যাস্টোরাল বিষয়ে উৎসাহী পাঠক আরো দুটি বই পড়তে পারেন,—A. C. Hamilton : The Structure of Allegory in Faerie Queene এবং Patrick Cullen : Spenser Marvell and Renaissance Pastoral.

২৪. A. C. Hamilton : The Structure of Allegory in Faerie Queene

২৫. এই নাটকটি থেকেই শেক্‌সপীয়ার তাঁর 'Measure for Measure' নাটকের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন বলে সমালোচকরা মনে করছেন।

২৬. Edward Albert.

২৬ ক. ১৫৯৭ খ্রীঃ প্রকাশিত একটি গ্রন্থে Thomas Beard বলে এক ভদ্রলোক জানাচ্ছেন: His death was 'an horrible and fearfull terrour to all that beheld him' .. 'he stabbed his owne dagger into his owne head'.

William Vaughan ১৬০০ খ্রীঃ লিখছেন, লণ্ডন থেকে তিন মাইল দূরে ডেটফোর্ডে Ingram Frizer বলে এক বন্ধু 'stabd this Marlow into the eye'—মামলা উঠলে জানা যায় যে সে 'self-defence'-এ মার্লোকে মেরেছিল। যাই হোক্, এই ঘটনাটিকে সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে পরবর্তীকালে এই নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। বিশেষ করে Dr. Leslie Hotson এবিষয়ে একজন পথপ্রদর্শক বলে J. B. Steane তাঁর 'Marlowe : A Critical Study' গ্রন্থে জানাচ্ছেন।

২৭. মার্লো সম্ভবত শেকস্‌পীয়ারের Richard III এবং Titus Andronicus রচনায় সহযোগিতা করেছিলেন। এমন অনুমান করেছেন William J. Long ; কিন্তু Titus Andronicus রচনার সম্ভাব্য তারিখ দেখা যাচ্ছে ১৫৯৪, আর মার্লো মারা গিয়েছেন ১৫৯৩ সালে। সুতরাং, এই নাটক রচনায় তাঁর কতটা হাত ছিল তা বিচার্য। তবে একথা সত্য, শেকস্‌পীয়ারের নাটকের বহু পংক্তিতে মার্লোর প্রতিভার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

F. P. Wilson তাঁর 'ক্লার্ক বক্তৃতামালায় 'Marlowe and the Early Shakespeare'-এর প্রসঙ্গ এনে সুন্দর তন্নিষ্ঠ আলোচনা করেছেন।

২৮. ইংরেজী সাহিত্যে এই বইটি থেকেই euphuism or euphuistic style কথাটি প্রচলিত হয়ে এসেছে।

২৯. শেকস্‌পীয়ার বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে একসময় Sidney Lee রচিত Life of William Shakespeare কে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হ'ত। তিনি বলেছেন, he was singularly industrious...endowed with that practical common sense...ইত্যাদি। অবশ্যি পরবর্তীকালে শেকস্‌পীয়ার-গবেষকগণ বইটির অনেক তথ্যকেই সন্দেহজনক মনে করেছেন।

৩০. 'Nothing is more remarkable in his work than its

silence concering the religious life and violent theological controversy of his time : J. Dover Wilson [Preface to 'Life in Shakespeare's England'].

৩১. 'A Shakespeare Companion' ed. by F. E. Halliday.

৩২. We are told by Rowe, presumably on the authority of enquiries made by Thomas Batterton at Stratford, that his father bred him at a free school, but withdrew him owing to the narrowness of his circumstances, and the want of his assistance at home : Sir Edmund Chambers.

৩৩. এ সময়কার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হচ্ছে 'Diary and Papers' of Philip Henslowe (1592-1602) ed. by J. Payne Collier, and later by Dr. W. W. Greg.

৩৪. 'While his imagination ranged far, his affections remained close to him.' The Reader's Encyclopaedia of World Drama, ed. by John Gassner and Edward Quinn.

৩৫. এই ১৬টি নাটক হচ্ছে : Arden of Feversham, Locrine, Edward III, Mucedorus, Sir John Oldcastle, Thomas Lord Cromwell, The London Prodigal, The Puritan, A Yorkshire Tragedy, The Merry Devil of Edmonton, Fair Em, The Two Noble Kinsmen, The Birth of Merlin, Sir Thomas More : The Shakespeare Apocrypha ed. with intro. by C. F. Tucker Brooke.

৩৬. ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই বইটির নামপত্রে লেখা ছিল : The Lamentable and True Tragedie of M. Arden of Feversham in Kent, Who was most wickedlye murdured, by the meanes of his disloyall and wanton wyfe, who for the love she bare to one Mosbie, hyred two desperat ruffins Blackwill and Shakbag to kill him. etc.

৩৭. Mr. Fleay and Mr. Charles Crawford have argued with a considerable amount of plausibilty that Arden of Feversham was written by Thomas Kyd : C. F. Tucker Brooke.

৩৮. মসবি-র উক্তি :

A womans loue is as the lightning flame :
Which even in bursting forth consumes itselfe.

জাতীয় সুন্দর পংক্তি।

৩৯. এবিষয়ে তৎকালীন রচনাগুলি আমাদের উপহার দিয়েছেন W. B. Rye তাঁর 'England as seen by foreigners in the days of Elizabeth and James' গ্রন্থে।

৪০. Stratford had…much garden ground · It was embosomed in elms . And all around was fair and open land with ... a shining river : Sir Edmund Chambers.

৪১. 'All her excellencies stand in her so silently, as if they had stolen upon her without her knowledge : Sir Thomas Overbury ('Characters' quoted in 'Life in Shakespeare's England').

৪২. Joseph Hall, quoted in 'Life in Shakespeare's England'.

৪৩. শিকাগো শহর থেকে প্রকাশিত 'The Shakespeare Newsletter' (April, 1977) নামক মাসিক পত্রিকার একটি বিবরণে জানা যাচ্ছে, শেকস্‌পীয়ারের জন্মসময়ের কাছাকাছি লণ্ডনের লোকসংখ্যা ছিল ১, ৫৭, ৫০০ (১৫৬৭ খ্রী.) আর মৃত্যুর বছরে বেড়ে হয়েছিল ২, ৮৮, ০০০ (১৬১৬ খ্রী:)। সুতরাং আন্দাজ করা যায়, নাট্যকারের যৌবনে লণ্ডন শহরের লোকসংখ্যা ছিল ২, ০০,০০।

৪৪. 'The argument of tragedies is wrath, cruelty, incest, injury, murder, either violent by sword or voluntary by poison...The ground-work of comedies is love, cozenage flattery, bawrdry sly conveyance of whoredom ; the persons, cooks, queans, knaves, bawds, parasites courtezans, lecherous old men, amorous young men'.

৪৫. ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের একটি বইতে (The Rich Cabinet) জানা যাচ্ছে অভিনেতাদের কি কি গুণাবলী থাকা দরকার : dancing, activity, music, song, elocution. ability of body, memory, vigilancy, skill of weapon, pregnancy of wit, and such like—বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে।

৪৬. কিন্তু নিকল সাহেব জানাচ্ছেন : He stands out as a central figure in the swift dramatic movement between 1587 and 1592 : Allardyce Nicoll [British Drama].

৪৭. Sir Edmund Chambers : A Study of Facts and Problems, abridged by Charles Williams.

৪৮. G. Wilson Kinght : The Golden Labyrinth.

৪৯. Lily B. Campbell : Shakespeare's Histories.

৫০. S. T. Coleridge (Literary Remains), Prof. Schelling- (The English Chronicle Play), Prof. H. B. Charlton (Shakespeare, Politics and Politicians), এই তিনটি লেখকের গ্রন্থ থেকে ক্যাম্পবেল উদাহরণ তুলেছেন।

৫১. J. A. R. Marriott : English History in Shakespeare quoted in Lily B. Campbell's 'Shakespeare's Histories'.

৫২. Carter and Plaskitt : Groundwork of English History

৫৩. Richard G. Moulton (Discussions of Shakespeare's Roman Plays ed. by Maurice Charney), উইলসন (Harold S. Wilson) বলেছেন ; In Julius Caesar Shakespeare makes a fresh start in tragic form (ibid)

৫৪. ...'the most wonderful is the Antony and Cleopatra... notion of giant strength...he lives in and through the play. [Coleridge's Shakespearean Criticsm ed. by Thomas Middleton Raysor]

৫৫. 'a long agon between self and world, the unremitting struggle for integrity of being' : Ruth Nevo [Tragic Form in Shakespeare].

৫৬. Coriolanus' tragic flaw in 'commanding peace / Even with the same austerity and garb / As he controlled the war. Paul A. Jorgensen : Discussions of Shakespeare's Roman Plays ed. by Maurice Charney.

৫৭. H. B. Charlton : Shakespearian Tragedy

৫৮. Harley Granville-Barker : Prefaces to Shakespeare Vol. II

৫৯. A. C. Bradley : Shakespearean Tragedy

৬০. H. B. Charlton : Shakespearian Tragedy :

৬১. T. S. Eliot : Shakespeare and the Stoicism of Seneca (Selected Essays)

৬২. In these gigantic works, there are differences in nature, in matter, in light, in darkness, in movement, that we find in the universe : Edith Sitwell [A Notebook on William Shakespeare].

৬৩. William Hazlitt : Characters of Shakespear's Plays.

৬৪. A. H. Bullen : The Times, 3. XII. 1913 (CHEL. vol. V থেকে উদ্ধৃত) ।

৬৫. Harold S. Wilson : On the Design of Shakespearian Tragedy.

৬৬. J. Dover Wilson : What Happens in Hamlet.

৬৭. British Academy Shakespeare Lecture, 1942, quoted in Shakespeare's Tragedies ed. by Laurence Lerner.

Gunnar Bokland-রচিত Judgment in Hamlet প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। হ্যামলেট-ট্র্যাজেডিতে লেখক পরপর তিনরকম অনুভূতির স্পর্শ পেয়েছেন ১. Feeling of waste ২. Feeling of relief ৩. Feeling of victory [Essays on Shakespeare, presented as Lectures at the University of Denver, 1964 ed. by Gerald W. Chapman]

৬৮. Maud Bodkin : Archetypal Patterns in Poetry.

৬৯. Northrop Frye : Fools of Time. এই গ্রন্থে সমালোচক ট্র্যাজেডিগুলিকে তিনটি ভাগে সাজিয়েছেন, The Tragedy of Order, The Tragedy of Passion, The Tragedy of Isolation.

৭০. H. S. Wilson : On the Design of Shakespearian Tragedy.

৭১. Broadcast Talks of W. H. Auden, published in the Listener, quoted by L. Lerner.

৭২. L.C. Knights : Macbeth [Shakespeare : The Tragedies ed. by Alfred Harbage.]

৭৩. Jean Jacquot : The Last Plays and the Masque [Shakespeare 1971, Proceeding of the World Shakespeare Congress, Vancouver, 1971]

৭৪. M. C. Bradbrook : Shakespeare and His Collaborators (ibid)

৭৫. Earnest Schanzer : The Problem Plays of Shakespeare

৭৬. F. S. Boas : Shakespeare and his Predecessors

৭৭. T. S. Eliot : Shakespearian Criticism, from Dryden to Coleridge ; শেকস্‌পীয়ার সমালোচনা প্রসঙ্গে আরো দুটি প্রবন্ধ অবশ্যপাঠ্য :

ক. এম. এ. শ্যাবার-রচিত Shakespeare Criticism : Dryden to Bradley.

খ. স্ট্যানলি ওয়েলস্‌-রচিত Shakespeare Criticism Since Bradley [A New Compånion to Shakespeare Studies ed. by Kenneth Muir and S. Schoenbaum.]

৭৮. Maurice Morgann : An Essay on the Dramatic Character of Sir John Falstaff.

৭৮ক. Shakespeare's plays are works of art not chronicles of facts. There is always a centre of interest : Walter Raleigh [Shakespeare]

৭৯. Shekaspeare in Calcutta Theatres : Pallab Sengupta [Calcutta Essays on Shakespeare]

৮০. Shakespeare Societies in Calcutta : Sitansu Maitra (Ibid)

৮১. Calcutta Essays on Shakespeare ed. by Amalendu Bose. কবি জগন্নাথ চক্রবর্তী শেকসপীয়ার-গবেষণায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অধ্যাপক এস. পি. সেনগুপ্ত শেকস্‌পীয়ার-সমালোচনা বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

৮২. উত্তরসূরি, শেকস্‌পীয়ার সংখ্যা, ১৩৭১

৮৩. উত্তরসূরি, শেকস্‌পীয়ার সংখ্যা [১. ভবতোষ দত্তের প্রবন্ধ ২. শেকস্‌পীয়ার : আধুনিক কবির চোখে : অরুণ ভট্টাচার্য]

৮৪. Frank E. Halliday : The Poetry of Shakespeare's Plays.

৮৫. E. F. C. Ludowyk : Understanding Shakespeare

৮৬. Ifor Evans : The Language of Shakespeare's Plays

৮৭. George Gordon : Shakespeare's English

৮৮. Hilda Hulme : Exploration in Shakespeare's Language ; Yours That Read Him : An Introduction to Shakespeare's Language.

৮৯. Milton Crane : Shakespeare's Prose.

৯০. F. E. Halliday : The Poetry of Shakespeare's Plays.

৯১. Ibid.

৯২. T. B. Tomlinson : A Study of Elizabethan and Jacobean Tragedy.

৯৩. Clifford Leech quoted by Tomlinson.

৯৪. F. S. Boas : An Introduction to Stuart Drama.

৯৫. Ibid.

৯৬. C. J. Sisson : Lost Plays of Shakespeare's Age, quoted by F. S. Boas.

৯৭. The Major Metaphysical Poets of the Seventeenth Century, An Anthology ed. by Edwin Honig and Oscar Williams.

৯৮. Earl Miner : The Metaphysical Mode from Donne to Cowley.

৯৯. Because of the strange meditative strain from Herbert on, the lyric relation is rather to the speakar himself than to any but a distaint reader' : Earl Miner [The Metaphysical Mode from Donne to Cowley]

১০০. এই 'minor metaphysical' কবির উল্লেখ এবং আলোচনা করেছেন Earl Miner.

১০১. F. W. Moorman : Cavalier Lyrists (CHEL Vol. vii)

১০২. Metaphysical Lyrics and Poems of the Seventeenth Century ed. H. J. C. Grierson.

১০৩. W. H. Hudson : Milton and His Poetry

১০৪. 'To Oliver Cromwell' সনেট স্মরণীয়, ক্রমওয়েল প্রসঙ্গে মিল্টনের উক্তি 'Guided by faith, and Matchless Fortitude'.

১০৫. 'Milton, Complete Poetry and Selected Prose' ed. E. H. Visiak.

১০৬. Quoted by Arnold Wilson in his Foreword to 'Milton, Complete Poetry and Selected Prose' ed. by E. H. Visiak.

১০৭. 'Lydian music was proverbially tender and voluptuous' : Hudson.

১০৮. Adamo by Giambattista Andreini, Lucifer by Vondel, Adamus Exul by Grotius, Du Bartas by Sylvester প্রভৃতি গ্রন্থ। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নাকি 'Adam Unparadised' বলে একটি ট্রাজেডি রচনার পরিকল্পনাও করেছিলেন। ফ্রাঙ্ক কারমোড (Frank Kermode) তাঁর সম্পাদিত The Living Milton' গ্রন্থে স্বয়ং যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তার নামও হচ্ছে 'Adam Unparadised'.

১০৯. C. S. Lewis : A Preface to Paradise Lost.

১১০. Studies in Philology সংকলনে (1917, xiv) J. H. Hanford এর রচনা 'The Dramatic Element in Paradise Lost' ; দ্রষ্টব্য : Tucker Brooke-এর প্রবন্ধ।

১১১. Alan Rudrum : A Critical Commentary on Milton's Paradise Lost.

১১২. ...His conception of progressive regeneration, natural and spiritual, through the rhythmic and repeated operation of repentance and faith, contrition and conversion to good, and his conception of the human works of faith demand dramatic constitutions of their adequate expression. [Arthur E. Barker : Paradise Lost, A Tercentenary Tribute, ed. by B. Rajan]

জন মিল্টন

স্যামুয়েল জনসন

১১৩. Structural Pattern in Paradise Lost : Arthur E. Barker.

১১৪. Central Problem of Paradise Lost : E. L. Marilla [Milton and Modern Man]

১১৫. Milton and the Renaissance Hero : John M. Steadman.

১১৬. Christopher Ricks -এর গ্রন্থের নামটিই হচ্ছে 'Milton's Grand Style.'

১১৭. E. Legouis and L. Cazamian.

১১৮. W. H. Hudson : Milton and His Poetry.

জন মিল্টনের কবিতাব বহু বিস্তীর্ণ দিক নিয়ে অলোচনা গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন Arthur E. Barker : Milton, Modern Essays in Criticism ; বিশেষত Arnold Stein -রচিত 'Milton's War in Heaven —An Extended Metaphor' প্রবন্ধটি একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে।

১১৯. H. J. C. Grierson : Milton and Wordsworth.

১২০. Seventeenth Century English Poetry Hed. by William R. Keast.

১২১. The Bible was the great force which perpetuated in English, even in English prose, elements of poetry and of quaintness and a certain chiaroscuro ; and which also maintained in thought a mysticism and an imaginative ferment increasingly threatened by strict rationalism : E. Legouis and L. Cazamian.

১২২. Ed. by Frederic Harrison.

রেস্টোরেশান এবং অগাস্টান যুগ

মিল্টনের পর এবং ব্লেক-এর পূর্ববর্তী সময়কালকে সাহিত্যের ইতিহাস -বিচারে দুটি ভাগে সাধারণত ভাগ করা হয়ে থাকে, রেস্টোরেশান এবং অগাস্টান যুগ। এই দুটি যুগের প্রতিভূ জন ড্রাইডেন এবং আলেকজাণ্ডার পোপ। কিন্তু এ দুজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ছাড়াও এই সময়েই গদ্যের প্রসার, বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনা, সংবাদপত্রের উত্থান, উপন্যাসের নিশ্চিত লক্ষণগুলির অভিক্ষেপ, নাট্যরচনার নতুন ভঙ্গি, কবিতার ক্লাসিকধর্মিতা, স্যাটায়ার-রচনার পরিপূর্ণ বিকাশ ইত্যাদি বিষয়গুলি দুটি যুগের সেতুবন্ধ হিসেবে সাহিত্যের মিলিত ধারারূপে কাজ করেছে। সেজন্য, এবং কিছুটা এই গ্রন্থের পরিসরের স্বল্পতা হেতু, দুটি যুগের আলোচনা একই অধ্যায়ে করা হ'ল।

অলিভার ক্রমওয়েল-এর মৃত্যু হয় ১৬৫৮ সালে। দ্বিতীয় চার্লস ফিরে এলেন দুবছর বাদে। রাজতন্ত্রের সমর্থকরা আনন্দে উৎসবে মেতে উঠলেন। জন ড্রাইডেন, তখন তাঁর প্রায় ত্রিশ বছর, Astraea Redux কবিতায় এর উল্লেখ করেছেন। এই সময় থেকে একটি নতুন ধারা সাহিত্যে প্রতিভাত হতে শুরু করল; অনেকাংশেই রাজসভার চালচলন, কথাবার্তা, মেজাজ ইত্যাদি বুদ্ধিজীবী-কুলকে আংশিক ভাবে আকৃষ্ট করল বলা চলে। এককালের 'ইউনিভার্সিটি উইটস্'দের মত এঁরাও হলেন 'কোর্ট উইটস্' (Court Wits) ; এ বিষয়ে David Daiches[২] এর একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : Charles set the tone for the court wits, and the court wits set the tone...for...... dramatic comedy ; কিন্তু ড্রাইডেন নাটক লিখলেও, মূলত তাঁর কবিতা এবং সাহিত্য-সমালোচনার মধ্য দিয়েই আমরা তাঁর প্রতিভার সম্যক স্ফুরণ দেখতে পেয়েছি সেকারণেই তিনি তাঁর সমকালে নায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন। উনিশ শতকে তাঁর প্রভাব কমলেও আবার বিশ শতকে, প্রধানত এলিয়টের জন্যই, তাঁর প্রতিভার নব মূল্যায়ন হয়েছে। ড্রাইডেনের সমকালে বুদ্ধিজীবীদের রুচির নমুনা পাই যখন জানতে পারি তাঁরা মেটাফিজি-ক্যাল কবিদের বর্জন করেছিলেন, আর বেন জনসন ও শেকস্পীয়ারের নাটক তাঁদের

কাছে মনে হ'ত 'insipid, ridiculous' ; স্যামুয়েল পেপিস্ (Samuel Pepys) তাঁর বিখ্যাত ডায়েরীর পাতাতেই 'মিডসামার নাইটস্ ড্রীম' প্রসঙ্গে উপরোক্ত বিশেষণ দুটি ব্যবহার করেছেন। এভেলিন বলে এক ভদ্রলোকও তাঁর ডায়েরীতে মন্তব্য করেছেন : I saw Hamlet played ; but now the old plays begin to disgust this refined age ; আজকের দিনে শেকস্পীয়ারের নাটক সম্বন্ধে এমন মন্তব্য শুনলে কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে করবে যে কোন রুচিবান সাহিত্যপাঠকের। কিন্তু এ থেকে বোঝা যাবে, ফরাসী 'court life' এবং চালচলন কী অসাধারণ প্রভাব ফেলেছিল রেস্টোরেশান যুগের রুচির ওপর।

আর একটি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন যা থেকে জানা যাবে সেকালের সাহিত্যের আদর্শ। শেকস্পীয়ারের নাটক 'ট্রয়লাস অ্যাণ্ড ক্রেসিডা'তে ক্রেসিডা সম্বন্ধে ট্রয়লাসের উচ্ছ্বাসকে বরদাস্ত করেন নি ড্রাইডেন, এক জায়গায় নায়কের যোলটি পংক্তিকে তিনি কাটছাঁট করে মাত্র ছ' পংক্তিতে দাঁড় করিয়েছেন। এ দুঃসাহস আর কোন শতাব্দীর কোন সাহিত্যিকের কী হবে! অথচ ড্রাইডেনের সেই ব্যক্তিত্ব ছিল। সত্যি কথা বলতে কী, ট্রয়লাসের অলঙ্কার-বহুল, উচ্ছ্বাসময় আবেগপ্রবণ কথাবার্তাকে তিনি আরও সংহত করেছিলেন। তিনি যে প্রকৃত কবির মানসিকতার অধিকারী তার প্রমাণ রেখেছিলেন, 'knife' বদলে 'sword' শব্দটি ব্যবহার করে। ড্রাইডেন 'retains, in fact, only the easiest (because the most obvious) metaphor, and so brings the passage closer to the language of discourse.[৩] এবং এ কারণেই মনে হয়, রেস্টোরেশান যুগের দুটি বৈশিষ্ট্য একজন ইতিহাসকার[৪] প্রকৃতই চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলছেন যে ড্রাইডেন একটি নতুন শিল্পরীতির 'খসড়া' তৈরী করছিলেন, যা তিনি নিজে নিজেই অনুভব করেছিলেন, কেউ তাকে শিখিয়ে দেন নি,—এবং এই শিল্পরীতি 'developed two marked tendencies of their own,—the tendency to realism, and the tendency to that preciseness and elegance of expression which marks our literature for the next hundred years' ; এবং ক্রমশঃ এই দুটি ধারা থেকেই আস্তে আস্তে এমন একটি রীতির উদ্ভব হ'ল যার বিরুদ্ধে আবার এক শতাব্দী

বাদে রোমান্টিক যুগের লেখকরা সোচ্চার হয়ে উঠলেন—সেই রীতি হল, 'formalism'; এই 'ফর্মালিজম্' সবচেয়ে বেশী পরিস্ফুট হয়েছে শুধু সমকালের গদ্যে নয়, কবিতাতেও, যে রচনার পথিকৃৎ ছিলেন স্বয়ং ড্রাইডেন। তাই তিনি 'হিরোয়িক কাপলেট'[৫] বেছে নিয়েছিলেন তাঁর কবিতার জন্য, ভাষায় এনেছিলেন 'precise, almost mathematical elegance'; ফরাসী রীতির প্রভাব এমনভাবে ইংলণ্ডের সংস্কৃতির সব ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করছিল যে বিখ্যাত 'রয়্যাল সোসাইটি'ও নাকি তাদের সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন 'to use a close naked natural way of speaking...as near to mathematical plainness as they can'[৪]; বস্তুত, এই হচ্ছে রেস্টোরেশান যুগের মূল লক্ষণগুলি, যা মোটামুটি অগাস্টান যুগেও অব্যাহত ছিল এবং গড়িয়ে গড়িয়ে রোমান্টিক-পূর্ব কবিদের কাল পর্যন্ত অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

১৬৩১ সালে জন ড্রাইডেন একটি স্বচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, কেমব্রিজে ভালোভাবে ক্লাসিক সাহিত্য অধ্যয়ন করেন, কিন্তু ত্রিশ বছরের আগে পর্যন্ত বিশেষ কিছু লেখেন নি। ধর্মবিশ্বাসে পিউরিট্যান এই কবি, নাট্যকার এবং সমালোচক ক্রমওয়েল -এর মৃত্যুতে প্রথম একটি ভালো কবিতা লেখেন। ১৬৬৭ সালে 'Annus Mirabilis' নামে একটি দীর্ঘ বর্ণনামূলক কাব্য লিখে সাহিত্য-জগতে পরিচিত হন, কিন্তু সে সময় নাটক লেখার একটা নতুন হুজুগ পড়ে যায় এবং এথারেজ, উইচারলির মত তিনিও নাটক লেখা শুরু করেন। প্রায় পনেরো কুড়ি বছর নাটক লেখার চেষ্টা চলেছিল তাঁর। বেশীর ভাগ নাটকই সেকালের রুচিকে সন্তুষ্ট করবার জন্য। শুধু 'All for Love' নাটকটিতে পরিশীলিত বিদগ্ধ রুচির এক লেখককে চিনতে পারা যায়। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে, পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে তিনি নাটক-রচনা ছেড়ে নিবিষ্টভাবে পদ্যচর্চা শুরু করেন এবং ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর মৃত্যুর বছর পর্যন্ত সাহিত্য-সেবা করে যান। চসারের সমাধির কাছেই ওয়েষ্টমিনস্টার অ্যাবিতে ড্রাইডেন এর সমাধি রয়েছে।

কাব্যসাহিত্যের প্রবহমান ধারায় ড্রাইডেন যে নিজস্ব সুর সংযোজন করেছিলেন তার সঙ্গে স্যাটায়ার প্রসঙ্গে কবির চিন্তাভাবনাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। ড্রাইডেনের ব্যাখ্যাতা জেমস্ কিন্সলে বলছেন: Satire itself, Dryden came to believe...is a species of heroic poetry gainingits subtlest

effects not by abuse but by irony ;[৬] কবি নিজেই বলছেন, 'Satire consists in fine Raillery', আরো বলছেন, 'it must proceed from a Genius'[৭]. সুতরাং, ড্রাইডেনের কাছে বিদ্রূপাত্মক কবিতা নিছক বিদ্রূপের বিষয় ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর কাব্যগুলির বিচার প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হয়েছে, ক্রমওয়েল স্মরণে এবং দ্বিতীয় চার্লস -এর রাজ্যভার গ্রহণে দুটি কবিতা লিখেছিলেন, ১৬৫৯, '৬০ সালে; তারপর চলেছিল তাঁর নিরবচ্ছিন্ন নাটক-রচনা, ১৬৭৭ অবধি। মাঝখানে অবশ্য লিখেছেন বিখ্যাত গ্রন্থ, 'Of Dramatic Poesy'—যে রচনায় তিনিই প্রথম পথ দেখালেন বিশ্লেষণমূলক সমালোচনার, শুরু হল সম্ভবত সাহিত্যের আধুনিক ব্যাখ্যা। কিন্তু তার পরেই তিনি লিখলেন 'Mac Flecknoe' ১৬৭৮ এ, যদিও প্রকাশিত হয়েছে চার বছর বাদে। এই কবিতাটিকে বলা হয়েছে 'mock-heroic satire'; 'হিরোয়িক কাপলেট' এর অপূর্ব নিদর্শন দেখা যাচ্ছে এই কবিতাটিতে :

> All human(e) things are subject to decay,
>
> And, when Fate summons, Monarchs must obey :

বেন জনসনের রচনার উৎকর্ষ নিয়ে কবি টমাস শ্যাডওয়েলের (Thomas Shadwell) সঙ্গে ড্রাইডেনের মতানৈক্যই হচ্ছে এই কবিতার ভিত্তি। রিচার্ড ফ্লেকনো (Richard Flecknoe) তৎকালে একজন নাট্যকার ও কবি ছিলেন। ১৬৮১ সালে প্রকাশিত 'Absalom and Achitophel' (দু' খণ্ড) কাব্যই ড্রাইডেনের বহু আলোচিত গ্রন্থ। কবি নিজেই তাঁর এই কবিতাকে রোমান কবি ভারো (Varro, the Satirist)-র রচনার আদর্শে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত মনে করেছেন ; ড. জনসন থেকে আধুনিক সময়ে এলিয়ট, এমন কি সমসাময়িক জর্জ ওয়াটসন (George Watson) ড্রাইডেনের কাব্য সম্বন্ধে যে উৎসাহ দেখিয়েছেন, এই কাব্যগ্রন্থ-পাঠে তা নিরর্থক মনে হয় না। এই কবিতায় রয়েছে, একই সঙ্গে, 'all the excellences of which the subject is susceptible ; acrimony of censure, elegance of praise, artful delineation of characters, variety and vigour of sentiment, happy turns of language'......হুইগদের পরাজয়কে কেন্দ্র করে একটি স্যাটায়ার লেখবার জন্য স্বয়ং রাজা নাকি ড্রাইডেনকে বলেছিলেন। সমালোচক তাঁর রচনায়

বলছেন : The main purpose of Absalom and Achitophel is the vindication of Charles II.[৮] এই কবিতায় Lord Shaftesbury হচ্ছেন Achitophel এবং Duke of Monmouth হচ্ছেন Absalom—লর্ড শ্যাফট্স্ব্যারী রাজার বিপক্ষ দল হিসাবে কাজ করছিলেন, পরবর্তী রাজা কে হবেন তাই নিয়ে। কিন্তু কবি স্বয়ং বলেছেন যে তিনি যাই লিখুন না, চরিত্র-গুলিকে যে ভাবেই আঁকুন না কেন, ঘটনার আবর্ত যেমন-খুশি মোড় ঘুরুক, সব কিছুই 'exalted above the level of common converse, as high as the imagination of the Poet can carry them', রাজার পোষকতা করলেও তিনি এমন কথা বলেছেন :

The people have a Right Supreme
To make their Kings ; for Kings are made for them.

এই কবিতাটি ছাড়াও তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে 'The Medall', (a satire against sedition) 'Religio Laici,' 'The Hind and the Panther' প্রভৃতি। 'A Song for St. Cecilia's Day, 1687' এবং 'Alexander's Feast, or The Power of Musique' পৃথক স্বাদের কবিতা। আর প্রেমের কবিতা কি ড্রাইডেন লিখতে পারতেন না ? ভালোই পারতেন, প্রমাণ রয়েছে 'Song to a Fair, Young Lady, going out of the Town in Spring' নামক কবিতাটিতে। এছাড়াও আর একটি কবিতায় বিশেষ উল্লেখ করেছেন সমালোচকরা। কবিতাটির পুরো নাম 'Ode to the Memory of Mrs. Anne Killigrew' ; এখানে অন্য এক ড্রাইডেনকে পাওয়া যাবে যিনি 'strikes his most touching chords',[৮] এই কবিতাটি সম্বন্ধে টিলিয়ার্ড [৯] বলছেন, 'a masterpiece of a major poet' ; তথাপি ড্রাইডেন তাঁর স্যাটায়ার রচনায় সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেতেন, কেননা, 'Absalom and Achitophel' কাব্যে পাঠকদের লক্ষ্য করে তিনি বলছেন, 'The Design, I am sure, is honest' এবং অন্যত্র, 'The true end of Satire, is the amendment of Vices by correction' [জেমস্ এবং হেলেন কিনস্লে-সম্পাদিত 'Absalom and Achitophel' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য]

ড্রাইডেন ব্যতীত আর যে কবি উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন তাঁর অগ্রজ স্যামুয়েল বাটলার (Samuel Butler); একটিমাত্র গ্রন্থই তাঁকে সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত করে রেখেছে। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত 'Hudibras' -এর আরো দুটি পরবর্তী অংশ কয়েক বছরের মধ্যেই লেখা হয়। স্যাটায়ার রচনাকে ড্রাইডেন জনপ্রিয় করলেও বাটলারই সেকালে এই কাব্যশৈলীর প্রকৃত জনক ছিলেন। পিউরিট্যানদের তীব্র আক্রমণ করা হয় এই কাব্যগ্রন্থে। স্যার হুডিব্রাস ও তাঁর অনুচর রালফো যেন ডন কুইক্সোট এবং স্যাঙ্কো পাঞ্জার অনুরূপ দুটি চরিত্র। তীব্র বিদ্রূপাত্মক হলেও কবির সংযম এবং মাত্রাবোধ কোথাও ছাড়িয়ে যায় নি, 'the humour, though keen and caustic, is never absolutely brutal in expression';[১০] দুটি ছোট পংক্তি দেখা যাক্:

> He could distinguish, and divide
>
> A hair 'twixt south and south-west side.

বাটলার একসময়ে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন ক্রমওয়েলের অধীনে পদস্থ রাজকর্মচারী স্যার স্যামুয়েল লিউক এর কাছে, সম্ভবত সেই অভিজ্ঞতাই তাঁকে Hudibras লেখবার মালমশলা জুগিয়েছে। স্যামুয়েল জনসনের আলোচনার মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে একজন আধুনিক সমালোচক[১১] বাটলারের লেখা সম্বন্ধে বলছেন: 'Hudibras is a poem of inexhaustible wits', যদিচ সমালোচক স্বীকার করছেন, এ রচনার চিরকালীন সাহিত্যমূল্য খুব বেশী নেই।

সমকালে cavalier poets, কেউ কেউ বলেছেন court poets, পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন; তাঁদের মধ্যে অনেককে আবার মেটাফিজিক্যাল কবি-গোষ্ঠীর মধ্যে ধরা হয় যাঁদের আলোচনা আগেই হয়ে গিয়েছে। এছাড়া ছিলেন জন ক্লিভল্যাণ্ড (John Cleveland), পুরোপুরি রয়্যালিষ্ট কবি, লেখার মধ্যে বিদ্রূপের ভঙ্গি ছিল উচ্ছকিত, 'The Rebel Scot' তাঁর জনপ্রিয় রচনা। ফ্রান্সিস কোয়ার্লেস (Francis Quarles) বাইবেল্ অনুসরণে লিখেছিলেন 'Emblemes'; তিনি ছিলেন অন্য মেজাজের কবি, ক্যাভালিয়ার বলতে যা বোঝায় তা মোটেই নন তিনি। এডমাণ্ড ওয়ালার (Edmund Waller) ছিলেন সে যুগের একটি বিশিষ্ট নাম, 'হিরোয়িক কাপলেট' মূলত তিনিই সাহসের সঙ্গে

ব্যবহার করেন। এমন কি কবি পোপও ওয়ালারের বিখ্যাত কবিতা 'Go, lovely rose' অনুসরণে কবিতা লিখেছেন।[১২] পার্লামেণ্টের সদস্য এই বিত্তবান কবি খেয়ালখুশি মত কাব্যচর্চা করেছেন। তিনি বেশ মজা করে বলেছিলেন, 'Methought, I never saw a good copy of English verses; they want smoothness; then I began to essay'; এবং সত্যিই তিনি প্রসাদগুণে তাঁর কবিতাগুলিতে সে যুগে সরলতা, পরিচ্ছন্নতা, মসৃণ গতিধারা আনতে সক্ষম হয়েছিলেন: His imagery is clear and well sustained; এমনকি স্বয়ং ড্রাইডেনকে এমন স্বীকার করতে হয়েছে: the excellence and dignity of it (rhyme) were never fully known till Mr. Waller taught it: he first made writing easily an art'; এই হচ্ছে কবি ওয়ালারের অবদান। এছাড়া সেকালে ছিলেন জন ডেনহ্যাম (John Denham), বড় বংশের ছেলে। রয়্যালিষ্ট কবি, 'Cooper's Hill' রচনার জন্যই তিনি পরিচিত হয়ে আছেন; এই কবিতাকে ড্রাইডেন বলেছিলেন, 'an exact pattern of good writing'। পোপকেও তিনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ডাভেনাণ্ট (Sir William D'Avenant) মূলত নাট্যকার, কিন্তু তাঁর রোমান্স-ধর্মী রচনা 'Gondibert' উল্লেখের দাবী রাখে। বারনাবে বার্ণস (Barnabe Barnes) ছিলেন অন্য এক কবি, এঁদের পূর্বসূরি, যাঁর রচনার নানাবিধ চমকপ্রদ প্রকাশের জন্য তাঁকে সমালোচক 'frenzied poet' আখ্যা দিয়েছেন। ড্রাইডেনের সমকালে যে কয়েকজন কবি লিরিকধর্মিতার পরিচয় রেখেছেন তাঁরা হলেন চার্লস স্যাকভিল (Charles Sackville), জন উইলমট (John Wilmot), আফ্রা বেন (Mrs. Aphra Behn), স্যার চার্লস সেডলে (Sir Charles Sedley); সেডলের কথাই বুঝি উল্লেখ করেছেন স্যামুয়েল পেপিস্ তাঁর ডায়েরীতে, এপসম্-এ বেড়াতে গিয়ে পাশের বাড়িতে দেখেছিলেন কবি সেডলেকে। এছাড়া নাম করতে হয় নাহাম টেট এর (Nahum Tate), যিনি ড্রাইডেনের 'Absalom and Achitophel' এর দ্বিতীয় পর্ব রচনায় সহায়তা করেছিলেন বলে জানা যায়; তাঁর রচনাতে ভাবীকালের যেন একটি পূর্বাভাষ লক্ষ্য করা যায়। ফ্লাটম্যান (Thoma Flatman) এর কবিতায় প্রতিভার পরিচয় তৎকালে পাওয়া গেছে, বিংশ শতকে এই 'minor poet' বিষয়ে দু' একজন সমালোচক[১৩] উৎসাহ

প্রকাশ করেছেন। এই কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে আর একজনের নাম করা প্রাসঙ্গিক, যদিও মেজাজে তিনি ছিলেন পুরোপুরি রোস্টোরেশান যুগের স্যাটায়ার রচয়িতাদের মতই; তিনি জন ওল্ডহাম (John Oldham); কেউ কেউ বিখ্যাত লেখক জুভেনাল -এর (Juvenal) সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য লক্ষ্য করেছেন। তাঁর 'Satires on the Jesuits' প্রকৃত কাব্যধর্মিতায় সুবিন্যস্ত। মাত্র ত্রিশ বছরে অকালপ্রয়াত এই কবি ইংরেজী কাব্যধারায় নিজের একটি স্পষ্ট চিহ্ন রেখে যেতে পেরেছিলেন। রেস্টোরেশান যুগের কবিদের এই হ'ল সংক্ষিপ্ত পরিচয় যার মধ্যমণি ছিলেন ড্রাইডেন। উনবিংশ শতাব্দীর সমালোচকগণ ড্রাইডেনের প্রতি যথোচিত মর্যাদা দেখান নি। The Sewanee Review নামক একটি পত্রিকায় সর্বপ্রথম, জানাচ্ছেন Bernard N. Schilling[১৪] তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকায়, 'Dryden after Two Centuries' বলে একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ফলস্বরূপ, এই শতাব্দীতে ড্রাইডেনের কবিতার নব মূল্যায়ন হচ্ছে। 'ড্রাইডেন কি সত্যি কবি ছিলেন'?[১৫] ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে নিকল সাহেবের এমত সহানুভূতিশীল প্রশ্নের উত্তর মিলবে এলিয়টের রচনায়,[১৬] অসবর্ণের গবেষণায়,[১৭] মর্গানের যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনায়;[১৮] শেষোক্ত সমালোচক ড্রাইডেনের 'Mac Flecknoe'-কেই 'masterpiece in the genre' বলে মন্তব্য করেছেন। এবং একথাও বলেছেন, অনেকের মতে তাঁর রচনায় 'drudgery' থাকা সত্ত্বেও, 'the qualities of his verse are worth study'; ড্রাইডেন-চর্চার এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, তাঁর কবিতার দিক থেকে।

ড্রাইডেনের মত আলেকজাণ্ডার পোপও (Alexander Pope) বিশ শতকে আবার স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। পোপ সম্বন্ধে একটা কৌতূহল, একটি বিতর্ক, এক ধরণের অনিশ্চয়তা পাঠক এবং সমালোচকদের মধ্যে আজও রয়েছে। এর কারণ সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন বনামি ডব্রি।[১৯] পোপের জীবিতকালেই দুজন তৎকালীন পরিচিত লেখকের মতামত দেখা যাক। নাট্যকার জন ডেনিস[২০] বলছেন: 'I have always looked upon the little gentleman...as one absolutely without merit'; অন্য একজন[২১] বলছেন: To this writer we chiefly owe the revival of the noble art of numbers and the method of signifying

motions, and actions, and all that vast variety of our passions, by sounds ; এ অবস্থায়, এই বিতর্কিত কবি সম্বন্ধে হঠাৎ কোন রায় দেওয়া কারু পক্ষেই সম্ভব নয়। ১৬৮৮ সালে ইংল্যাণ্ডের রাজনীতির নতুন যুগের হাওয়াতে এই ক্ষুদে কবি জন্মগ্রহণ করেন, মাত্র চার ফিট ছ' ইঞ্চি ছিল উচ্চতা, ঐটুকু শরীরও আবার ছিল নুয়ে পড়া, কিন্তু চোখ দুটি ছিল তীব্র, উজ্জ্বল। ছোটবেলা থেকেই বাবা তাঁকে উৎসাহ দিতেন ; আর এই বালক, মাত্র পনেরো-ষোল বছর বয়সে এক বন্ধু পেয়েছিলেন যাঁর বয়স প্রায় ষাট বছর, নাম স্যার উইলিয়াম টার্ণবুল, ছিলেন সেক্রেটারী অব স্টেট। তাঁর সঙ্গে নিরন্তর চালিয়ে যেতেন কবিতার আলোচনা! আর ছিলেন ওয়ালশ্ বলে এক প্রবীণ ভদ্রলোক, যিনি পোপকে অনবরত বলতেন 'correct' কবিতা লেখো। পোপ অবশ্য 'correct' শব্দটির বদলে 'perfect' শব্দটি পছন্দ করতেন। যাই হোক, ওয়ালশ্ নামক ভদ্রলোকটির এই উপদেশ পোপ স্মরণ রেখেছেন। একটু বয়েস হতেই চুপি চুপি কভেণ্ট গার্ডেনে 'উইলস্ কফি হাউসে' ড্রাইডেনকে দেখে আসেন, একটু-আধটু লিখতে শিখেই লণ্ডনে সাহিত্যিক আড্ডায় ভিড়ে যান—সেকালের নামী নামী নাট্যকার, কবি এঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যান। ১৭০৬ সালের ২০শে এপ্রিল তাঁর কৈশোরের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। জেকব টনসন বলে এক প্রকাশক তাঁকে চিঠি দিলেন যে ওয়ালশ্ ও কনগ্রিভের কাছে পোপের একটি 'প্যাস্টোরাল' কবিতা দেখে তিনি উৎসাহ বোধ করছেন এবং পোপের কাব্যগ্রন্থ ছাপতে তিনি রাজী আছেন। তিন বছর বাদে টনসন -সম্পাদিত 'Poetical Miscellanies' গ্রন্থে পোপের কবিতা স্থান পেয়েছে। পোপ রীতিমত কবি বনে গেলেন একুশ বছর বয়সে। সেই থেকে, ১৭৪৪ -এ মৃত্যুকাল পর্যন্ত, পোপ অক্লান্ত কাব্য-চর্চা করে গেছেন—মাত্র বারো বছর বয়সেই যে-কবি ভাবতে পেরেছেন, বনামি ডব্রির ভাষায়, 'he was going to live the life of a poet—and write poetry, always write poetry' তিনি যে সাহিত্য-জগতে তাঁর স্মরণীয় অবদান রেখে যাবেন তা তো মোটেই অবিশ্বাস্য নয়। এই কবিই লিখেছিলেন, কেন তিনি কবির জীবন, একমাত্র কবিরই জীবন বেছে নিলেন—কেন 'Pope's work was his life' বলেছেন তাঁর কবিতাগ্রন্থের সম্পাদক ডাগলাস গ্রাণ্ট। পোপ নিজেই তার উত্তর দিচ্ছেন :

I lisp'd in numbers, for the numbers came.

(An Epistle to Dr. Arbuthnot)

স্যামুয়েল জনসন তাঁর অমূল্য গ্রন্থ 'ইংরেজ কবিদের জীবনী'তে বলছেন, কবিতা লেখাই ছিল পোপের প্রাথমিক কাজ, আর কবিতাকে সুস্থির রূপ দেওয়া ছিল শেষতম দায়িত্ব। এ হেন কবির স্থান ইংরেজী কাব্যধারায় সঠিক কোনখানে, তা নির্ধারণের চেষ্টা না করেও এটা বলা যায়, উক্ত সম্পাদকের ভাষায় : he is essential to the tradition ; সুতরাং তাঁর কবিতাবলীর আংশিক পরিচয় জানা আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য।

পোপের কবিতা থেকে কিছু কিছু পংক্তি শুরুতে উদ্ধার করা যাক, কেননা এইসব পংক্তি থেকেই এই গ্রন্থের পাঠক নিজেই একটি স্পষ্ট ধারণা করতে পারবেন এই কবি বিষয়ে :

১. Here shall I try the sweet Alexis' strain,
That call'd the list'ning Dryads to the Plain ?
Thames heard the numbers as he flow'd along,
And bade his willows learn the moving song.

(Winter : The Fourth Pastoral, or Daphne)

২. First follow Nature, and your judgment frame
By her just standard, which is still the same
Unerring Nature, still divinely bright,
One clear, unchang'd, and universal light,
Life, force, and beauty, must to all impart,
At once the source, and end, and test of art.

(An Essay on Criticism)

৩. Be Homer's works your study and delight,
Read them by day, and meditate by night ;

৪. A little learning is a dang'rous thing,
Drink deep, or taste not the Pierian spring (ibid)

৫. True wit is Nature to advantage dresse'd (ibid)

৬. To err is human, to forgive, divine (ibid)

৭. For Fools rush in where ngels fear to tread (ibid)

৮. Beware of all, but most beware of Man

(The Rape of the Lock)

৯. Her eyes half-languishing half-drown'd in tears (ibid)

১০. Hope springs eternal in the human breast.

(An Essay on Man)

১১. Born but to die, and reas'ning but to err (ibid)

উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই, এরকম অজস্র পংক্তি তাঁর রচনাবলী থেকে খুঁজে বার করা যায় যেখানে বুদ্ধি, জ্ঞান, ছন্দকৌশল, শব্দ-ব্যবহারে অসাধারণ দক্ষতা এবং শিল্প-বোধ একই সঙ্গে সমাশ্রিত হয়েছে। বিদ্রূপাত্মক পংক্তি আমি ইচ্ছে করেই বাদ দিয়েছি। পোপ যে Dunciad লিখেছেন বা তাঁর কবিতার নানা স্থানে তির্যক ভঙ্গি, স্যাটায়ারের রেশ রয়েছে এটাই তাঁর পরিচয় নয় উদ্ধৃতিগুলি তা প্রমাণ করবে; ৪, এবং ৬ থেকে ৮ এবং ১০, সংখ্যক উদ্ধৃতিগুলি, আমার তো ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, স্বচ্ছন্দে শেকস্‌পীয়ারের বলে চালিয়ে দেওয়া যায়! এই কবির একটি সুস্থির প্রত্যয় ছিল, কিন্তু সেই প্রত্যয় কারো ওপরে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা তিনি করেন নি।

১৭০৯ সালে যখন টনসন পোপের চারটি 'প্যাস্টোরাল' কবিতা প্রকাশ করলেন তখনই পাঠকবর্গ বুঝতে পেরেছিলেন একজন নতুন কবির আবির্ভাব ঘটেছে সাহিত্যের আসরে। পরবর্তীকালে এই কবিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন জনসন[২২], পোপের ষোল বছরের লেখা 'প্যাস্টোরাল'গুলি পড়ে।

প্রথম দিকের রচনা 'উইণ্ডসর ফরেস্ট' কবিতাটিতে রয়েছে বর্ণনামূলক স্মৃতিচারণ —যেখানে টার্ণবুলের সঙ্গে রাস্তায় ঘাটে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তিনি কবিতা আলোচনা করতেন। আর এই কবিতায় রয়েছে একটি freshness of atmosphere[২৩]; 'An Essay on Criticism' 'The Rape of the Lock' কাছাকাছি সময়ের রচনা। 'An Essay on Criticism' কবিতায় তিনি শুধু কাব্যের কথা বলেন নি, 'men and manners' এর পর যে আলোকপাত করেছেন ওই বয়েসেই, তা প্রায় অবিশ্বাস্য বোধির পরিচয় দেয়। শিল্পরচনায় নিষ্ঠা, সংযম এবং

আদর্শবাদ তথাকথিত 'প্রেরণা'র চেয়ে সম্ভবত কম মূল্যবান নয়, এমন একটি ধারণা গড়ে ওঠে এই কাব্যপাঠে।

হোমার পাঠে পোপের ক্লান্তি ছিল না একথা তিনি তাঁর কবিতাতেই স্বীকার করেছেন, কিন্তু শুধুমাত্র সেকারণেই তাঁকে (এবং ড্রাইডেনকেও) neo-classicist আখ্যা দেওয়া হয় নি। এই বিশেষণ প্রদানের পেছনে আরও গূঢ় তাৎপর্য ছিল—যা অনবরত প্রকাশময় হয়েছে তাঁর কবিতাবলীতে। ঋজু পংক্তির সুসম ভিত্তি, মাত্রাবিন্যাসের আঙ্গিকে নিটোল পরিচ্ছন্নতা, ভাব-কল্পনার সুস্থির জ্ঞান-চেতনা, জীবন জগৎ সম্বন্ধে একটি দার্শনিক প্রজ্ঞা সব মিলিয়ে যে নব্যদর্শনের ইঙ্গিত তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় তা একজন কবির সমস্ত জীবনব্যাপী মানস-চর্চারই ফলপ্রসূত। তাই হোমারের কাব্য-অনুবাদে তাঁর ক্লান্তি নেই। উৎসমুখে তাই তিনি পেয়েছেন ঝরনার জল। পরবর্তী জীবনের রচনা 'An Essay on Man', 'Epistles and Satires' অথবা 'Dunciad' তাঁর পরিণতির স্বাক্ষর রেখেছে; বলাই বাহুল্য, 'they are also the summit of English classical poetry;' সমালোচক বলছেন আরো, এই সব কবিতায় পাওয়া যাচ্ছে, 'a beauty severe and still intellectual' এবং এ সব কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে ফুটে উঠেছে, লেগুই ও ক্যাজামিয়াঁর ভাষায়, 'precision of the thought, the aptness of the terms, and the strong regularity of rhythm'; পোপের কাব্যে চিন্তাভাবনার বিষয় এবং দার্শনিক প্রত্যয় সম্বন্ধে সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ টিলটসনের।[২৪] বিশ্বপ্রকৃতি, মানবসন্তান, সত্যের ধারণা, 'Secondary Nature', কবিতা এবং মানবজীবনের অঙ্গীভূত সব কবিতার বিষয়—এই সকল পরম তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে টিলটসন অবশেষে বলছেন:

The only thing that we can properly demand of him is that the scheme of morals offered in his writings is a sound scheme, that what he 'stooped to' was indeed 'truth......

পোপ মানুষটি কেমন ছিলেন তা অনেকটা তাঁর কবিতা থেকেই জানা যায়, তা সত্ত্বেও Ian Jack[২৫] রচিত ছোট পুস্তিকাটির গোড়াতেই যে সুন্দর প্রতিকৃতিটি রয়েছে তা দেখলে এবং নির্দেশিকাটি পড়লে (Pope, with his dog Bounce) এই কবির সম্বন্ধে একটি মানবপ্রত্যয়ী ধারণা জন্মে। জ্যাক সাহেব একটি প্রশ্ন

তুলেছেন—তা হচ্ছে, এই কবি, যাঁর ছন্দের হাত অত পাকা ছিল, সমস্ত কাব্যরচনা শুধুমাত্র 'so-called heroic couplet' এই বা করলেন কেন ? উত্তরে তিনি বলছেন, এই ছন্দোরীতির সুবিধে হচ্ছে 'endless adaptability' এবং দ্বিতীয়ত, পরবর্তী কালে হপ্‌কিন্স যেমন 'sprung rhythm' আবিষ্কারের নেশায় মশগুল হয়েছিলেন পোপও তেমনি, প্রায় দেড়শ' বছর আগে, 'হিরোয়িক কাপলেট' এর 'rhythmical possibilities' টের পেয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। লিটন স্ট্রাচে 'heroic couplet' এর মধ্যেই পোপের জীবনদর্শন খুঁজে পেয়েছিলেন, এডিথ সিটওয়েলের মত কবি এই 'misunderstood poet' কে 'great and —at his best—flawless poet' বলতে দ্বিধা করেন নি, যাঁর কাব্যের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য ছিল 'subtle and sensitive feeling for beauty of form' এবং সমালোচক এম্পসন[২৬] বলতে চেয়েছেন, তাঁর কাব্যে প্রতিভাত হয়েছে 'an intuitive intimacy with nature', একেবারে হাল আমলে এই কবি নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হচ্ছে, হচ্ছে আঠারো শতকের একদা-নির্বাসিত কবিদের নিয়ে, অধ্যাপক স্যদারল্যাণ্ড[২৭] যাঁদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা।

সমকালে আর যাঁরা কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন গল্পলেখক জন গে, যাঁর অপেরার কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে, জেমস্‌ টমসন (James Thomson), ম্যাথ্যু প্রায়র (Matthew Prior)। অ্যামব্রোজ ফিলিপস্‌ (Ambrose Philips) বলে এক কবি কয়েকটি 'প্যাস্টোরাল' ও 'ব্যালাড' লিখেছিলেন, আর ছিলেন স্কচ কবি অ্যালান র‍্যামসে (Allan Ramsay), যিনি সেসময় স্কটল্যাণ্ডের কবিমহলে রীতিমত স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। সমকালে পরিচিতি লাভ করেছিলেন আইরিশ কবি টমাস পার্নেলও।

'কমেডি অব ম্যানারস্‌' ও সমকালের নাটক

রেস্টোরেশান যুগে নাটকের একটি নতুন ধারা লক্ষ্য করাযায়, যার কিছুটা ইঙ্গিত বোধহয় জনসনের (Ben Jonson) কমেডিতে ছিল। সাধারণভাবে তৎকালীন কমেডিগুলিকে 'Comedy of Manners' বলা হ'ত। প্রথমেই আমরা যে 'কোর্ট

উইটস্'দের কথা বলেছি, তাঁদের চালচলন, পড়াশুনো, ফরাসী 'কালচারের' প্রতি যেন একটা নাড়ির টান, এসব মিলিয়ে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠছিল। জন উইলমট, জর্জ ভিলিয়ের্স (George Villiers), জর্জ এথারেজ (George Etherege), উইলিয়াম উইচারলি (William Wycherley) ছিলেন কোর্ট উইটস্দের প্রধান নায়ক। এছাড়া ছিলেন জন ড্রাইডেন, এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, উইলিয়াম কনগ্রিভ (William Congreve), টমাস অটওয়ে (Thomas Otway), স্যার জন ভ্যানব্রু (Sir John Vanbrugh), জর্জ ফার্কুহার (George Farquhar), অবশ্য কবি শ্যাডওয়েল (Thomas Shadwell) এবং শ্রীমতী আফ্রা বেনও নাটক লিখতেন। এঁদের মধ্যে অনেক নাট্যকারই সময় সুযোগ পেলে কবিতাও লিখেছেন। এই সব নাটক নিয়ে, যাকে 'কমেডি অব ম্যানার্স্' বলা হচ্ছে, হাল আমলে বেশ নরম গরম সমালোচনার ঢেউ উঠেছে। নাইটস্[২৮] বলেছেন, এই নাটক 'trivial, gross and dull', আবার বেটসন বলছেন, 'Something important is being said',[২৯] নিকল সাহেব অবশ্য একটি মধ্যপন্থা গ্রহণ করেছেন তাঁর রেস্টোরেশান কমেডির আলোচনায়, something brilliant about a man or a woman' ফুটিয়ে তোলা হয়ত নাট্যকারদের ঈপ্সিত ছিল। কে একজন ক্ষুদে লেখক সুন্দর বলেছিলেন, 'Wit is refined, and ingenuity made bright'; বস্তুত রেস্টোরেশান যুগের 'কমেডি অব ম্যানারস্'এর মূল লক্ষণ ছিল এইসব চিন্তাভাবনা।

বয়সে অগ্রজ হলেও ড্রাইডেন নাট্যকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন এথারেজ এবং উইচারলির পর। ১৬৬৪ সালে এথারেজের নাটক 'The Comical Revenge, or Love in a Tub' অভিনীত হয়; অবশ্য এক বছর আগেই ড্রাইডেনের প্রথম নাটক 'The Wild Gallant' দর্শকরা দেখতে পান; প্রকৃতপক্ষে ১৬৭০ সালের পর থেকেই ড্রাইডেন নাট্যকার হিসেবে রীতিমত স্বীকৃতি লাভ করেন। এথারেজের সবচেয়ে ভালো নাটক 'The Man of Mode, or Sir Fopling Flutter'; এই নাটকের কথোপকথনে কিছু কিছু অংশের বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশময়তা শেকস্পীয়ারের 'মাচ অ্যাডো, অ্যাবাউট নাথিং' এর প্রেমিকযুগল বিয়াত্রিচে-বেনেডিকের কথা মনে করিয়ে দেয়; এথারেজের নাটকগুলিতেই 'comedy of manners' এর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

উইচারলির নাটকের মধ্যে 'কমেডি অব ম্যানারস,' এর টাইপ-চিত্রণ ঠিক পাওয়া যাবে না। সমালোচক[২৯] বলছেন : The play (The Plain Dealer) is a strange mixture of savage indignation and Restoration wit ; মলিয়েরের 'Misanthrope' নাটকের একটি চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন অনেকে এর মুখ্য চরিত্রের। অন্য নাটক 'The Country Wife' অবশ্য সাজানো-গোছানো, ঝরঝরে, ছিমছাম। ড্রাইডেনের প্রথম নাটকটির কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর হিরোয়িক প্লে 'The Indian Queen' এবং 'The Indian Emperour' ১৬৬৪ এবং ৬৬৫তে অভিনীত হয়, মাঝে মধ্যে শেকস্‌পীয়ারের নাটক ঘষামাজা করতেন, আগেই বলা হয়েছে। ডাভেনাণ্টের সঙ্গে মিলে 'The Tempest' নাটকটিও এভাবে 'edit' করেছিলেন। এরপর লিখলেন একটি ট্রাজেডি 'Tyrannick Love', আর একটি ট্রাজেডি 'Aureng-zebe' ; এই দুটি নাটকের মধ্যিখানে রয়েছে দু' খণ্ডে 'The Conquest of Granada' এবং অন্য একটি উল্লেখযোগ্য কমেডি 'Marriage A-la-Mode' ; একটি অপেরা লিখেছিলেন সেসময় 'The State of Innocence', কিন্তু অভিনীত হয় নি। কিন্তু তাঁর নাটক হিসেবে শ্রেষ্ঠ শেকস্‌পীয়ারের 'Antony and Cleo-patra'র ছায়ায় রচিত 'All for Love or The World Well Lost', যেটি ১৬৭৭ সালে অভিনীত হয়। এই নাটকটির গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে সমালোচক[৩০] বলছেন : 'All for Love' shares with most heroic plays the simplification of psychology in the interests of emotional conflict'।[৩১] যুগের চাহিদা অনুযায়ী ড্রাইডেন নাটক লিখেছিলেন, হয়তো কখনো সখনো প্রেরণা কাজ করেছে। কিন্তু তাঁর স্বক্ষেত্র ছিল স্যাটায়ার রচনা ও সমালোচনায়। তথাপি এটা স্বীকার্য, নাটকের তীব্র গতিবেগ এবং উত্তুঙ্গ শীর্ষে কি করে পৌছুতে হয় তিনি জানতেন। তার প্রমাণ রয়েছে এই নাটকেই, যখন ভেনটিডিয়াস, ডোলাবেলা, অক্টাভিয়া এবং অ্যাণ্টনির সন্তান দুটি অ্যাণ্টনির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ সম্রাট বলে, কেউ বন্ধু বলে, স্বামী বলে, পিতা বলে সম্বোধন করছে, সেসময় অ্যাণ্টনির উক্তি : I am vanquished, তখন ড্রাইডেনের নাটক-রচনার ক্ষমতা সম্বন্ধে আমাদের রীতিমত ভাবায়। ছ'জন অভিনেতা মাত্র বারোটি শব্দ উচ্চারণ করছে, কিন্তু কী প্রচণ্ড তার অভিক্ষেপ।

উইলিয়াম কনগ্রিভ এর রচনায় এই ধারার নাটকের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। বয়স্ক ড্রাইডেন এই তরুণ নাট্যকারকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, তিনিই 'Tamed us to manners, when the stage was rude,/ And boist'rous English wit with art imbued' এই মন্তব্য রেখেছেন তিনি কনগ্রিভের কমেডি 'The Double Dealer' প্রসঙ্গে। তাঁর সর্বপ্রথম রচনা 'The Old Bachelor'; পরবর্তীকালে রচিত 'Love for Love' এবং 'The Way of the World'[৩২] নাটক দুটি আরো পরিণত বলে মনে হয়। তাঁর লেখায় রয়েছে 'brilliant wit, a hard finish', চরিত্রগুলি নিপুণ হাতে বর্ণিত হয়েছে যদিও তাঁর লেখার 'tone is one of cynical vivacity'; এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, সে যুগে তিনি ছিলেন সবচেয়ে 'polished artist', এবং সম্ভবত তিনিই এথারেজের আদর্শকে পরিপূর্ণ রূপ দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরিচ্ছন্ন রুচিবান এই নাট্যকার একবার নাকি ভলতেয়ারকে বলেছিলেন, সাহিত্যিক হবার চেয়ে বরং আমি একজন একজন যথার্থ ভদ্রলোক হয়ে বাঁচতে চাই; এই একটি মাত্র উক্তি থেকেই কনগ্রিভের চারিত্রিক আদর্শ বোঝা যায়। স্যার জন ভ্যানব্রুর সবচেয়ে পরিচিত নাটক 'The Relapse'; তাঁর লেখায় 'humour' অনেক সময় farce' এবং 'cariacture' কে কেন্দ্র করে উৎসারিত হয়েছে. ঔজ্জ্বল্য সবসময়ে না থাকলেও প্রাণপ্রাচুর্য তাঁর লেখাকে এক নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে। 'The Provok'd Wife' এবং 'The Confederacy' তাঁর অন্যান্য দুটি নাটক। টমাস শ্যাডওয়েলকে বিখ্যাত করেছেন কবি ড্রাইডেন তাঁর 'Mac Flecknoe'-তে। কুড়ি বছর ধরে তিনি অনেক নাটক লিখেছেন, তার মধ্যে বিশিষ্ট হচ্ছে 'The Sullen Lovers', ভূমিকায় তিনি দাবী করেছেন: he had 'observed the three unities of time place and action'; শ্যাডওয়েলের নাটকে আমরা বেন জনসনের ছাপ পাই, প্রকৃত 'wit' কখনো সখনো তাঁর লেখায় আমাদের চমৎকৃত করে। জর্জ ফার্কুহার এর রচনায় আমরা 'রেস্টোরেশান কমেডি'র আচরিত লক্ষ্য থেকে একটু দূরে সরে যাই। তিনিই সম্ভবত প্রথম 'আইরিশম্যান' যিনি ইংল্যাণ্ডের নাটকে তাঁর অবদান রেখেছেন। 'কমেডি অব ম্যানারস্' এবং পরবর্তী সময়ের 'সেন্টিমেন্টাল কমেডি'র মধ্যবর্তী সেতুবন্ধ হচ্ছে ফার্কুহারের নাটক। মাত্র ঊনত্রিশ বছরে ফার্কুহার মারা যান,

কিন্তু অল্প সময়েই তাঁর বহুমুখী জীবনের বৈচিত্র্যের ছায়াপাত রয়েছে তাঁর নাটকে। অভিনেতা, সৈনিক, 'ক্লার্জিম্যান' এই নাট্যকারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাটক হচ্ছে 'The Beaux' Stratagem' এবং 'The Recruiting Officer.' প্রথমটি তাঁর শেষতম এবং শ্রেষ্ঠ নাটক। 'কমেডি অব ম্যানারস্' এর আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না, যদি না আমরা জেরেমি কলিয়ের (Jeremy Collier) -এর একটি বিতর্কিত রচনার উল্লেখ না করি, সেটি হচ্ছে 'Short View of the Immorality and Profaneness of the English Stage'; সমকালে ওই বিরূপ সমালোচক বেশ উত্তাপ সৃষ্টি করেছিলেন।

'রেস্টোরেশান ট্র্যাজেডি' খুব উঁচু স্বরে দাঁড়ায় নি। টমাস অটওয়ে এলেন এই ধারায়, ডাভেনান্ট এবং ড্রাইডেনের এর পথ অনুসরণ ক'রে। ডাভেনান্টের 'The Siege of Rhodes' এই ধারাতে সম্ভবত প্রথম দিকের নাটক যেখানে তিনি মেলাতে চেয়েছিলেন 'the ideas of greatness and vertue', প্রথম চার্লস এর রাজদরবারের রাজকবি ডাভেনান্ট ফরাসী দেশে বাস করেছিলেন, যৌবনে তাঁর নাটকে অপেরার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় রীতিমতভাবে। আরো কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন তিনি। অটওয়ে সেই ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন বলে মনে হয়, 'Alcibiades' অটওয়ের প্রথম রচনা, কিন্তু তিনি স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর প্রতিভার 'Venice Preserv'd' নাটকে, যার সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'a unique achievement···a solitary work, unequalled in the half-century which precede it or the century which came after'; লেগুই এবং ক্যাজামিয়ার এই বক্তব্য একটু অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে, কিন্তু এমন নয়। 'The tragic temperament of Otway is a last emergence of the Elizabethan vein' ঐতিহাসিকের কাছে সত্য। আরো দুটি উল্লেখ করবার মত নাটক 'Don Carlos' এবং 'The Orphan', যদিও 'Venice Preserv'd' এর মত সংহতি এদের নেই। অন্যান্য নাট্যকার হচ্ছেন এই ধারায় নিকোলাস রো (Nicholas Rowe) —যাঁর কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে শেকস্পীয়ার প্রসঙ্গে—ন্যাথানিয়েল লী (Nathaniel Lee) প্রভৃতি।

'রোস্টোরেশান কমেডি'র পদাঙ্ক অনুসরণ করেই 'সেন্টিমেন্টাল ড্রামা'র জন্ম হয়েছিল একথা সত্য, কিন্তু এই নতুন নাটকের প্রথম প্রতিভূ স্যার রিচার্ড স্টীল

(Sir Richard Steele) এর নাটকে রেস্টোরেশান কমেডির সাধারণ লক্ষণগুলি পেলেও 'they are without the grossness and impudence of their model' ; এই নাটকগুলি ছিল 'avowedly moral and pious in aim and tone', কাছাকাছি বর্ণনা দিচ্ছেন একজন সমালোচক।[৩৩] তাঁর নাটকগুলির মধ্যে 'The Funeral', 'The Lying Lover', 'The Tender Husband' এবং 'The Conscious Lovers' পরিচিত। নাটকগুলির নামে বিশেষণের ব্যবহার দেখেই এই রচনার উদ্দেশ্য খানিকটা বোঝা যাবে। 'সেন্টিমেন্টাল কমেডি'র অন্য প্রবক্তা সিব্বার (Colley Cibber), এঁর নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'The Careless Husband', 'The Non-juror' (তার্তুফের অনুসরণে) ইত্যাদি। জোসেফ অ্যাডিসন (Joseph Addison), গদ্য লেখক হিসাবে যিনি সমধিক প্রসিদ্ধ, একটি ট্রাজেডি লিখেছিলেন 'Cato', বহু পরিশ্রম করে 'ব্ল্যাঙ্ক ভার্স' এ রচিত এই নাটক তৎকালীন রাজনীতির হাওয়াতে কিছুটা জনপ্রিয় হয়েছিল। একটি অপেরা 'Rosamond' এবং গদ্যে-রচিত একটি কমেডি 'The Drummer' তাঁর রচনা বলে স্বীকৃত। কবি ঔপন্যাসিক গদ্য-লেখক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী গোল্ডস্মিথ (Oliver Goldsmith) দুটি নাটক আমাদের উপহার দিয়েছেন। তার মধ্যে 'She Stoops to Conquer' একাধিক কারণে জনপ্রিয় হয়েছিল। ঘটনাবিন্যাসে, জীবন্ত চরিত্রাঙ্কণে স্বচ্ছ রীতিভঙ্গিতে এই নাটকটি একটি পরিচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। অন্য নাটকটি, 'The Good-natur'd Man', শিল্প হিসাবে তত উন্নত নয়।

এযুগে, আমাদের শেষতম আলোচ্য নাট্যকার, সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বটে, হলেন রিচার্ড শেরিডান (Richard Brinsley Sheridan); ফার্কুহার ও গোল্ডস্মিথের মত তাঁরও মাতৃভূমি আয়ার্ল্যাণ্ড। মাত্র তেইশ বছরে 'The Rivals' লেখেন এবং উনত্রিশ বছরে শেষ নাটক 'The Critic' লিখে সাহিত্যের আসর থেকে বিদায় নিয়ে রাজনীতিতে নেমে পড়েন। টাকা পয়সা বেশ করেছিলেন, বিখ্যাত থিয়েটার কোম্পানীর অংশীদারও হয়েছিলেন। 'The Rivals' কে কেউ কেউ 'কমেডি অব ম্যানারস্' বলেছেন,—যেমন রীজ্ সাহেব (R. J. Rees)। 'ডুয়েল' লড়বার চিত্রটিকে,—শেরিডানও নাকি দুবার দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন,—ভারী সুন্দর ফুটিয়েছেন। অন্যান্য নাটক হচ্ছে 'St. Patrick's

Day', অপেরা-জাতীয় নাটক 'The Duenna', 'A Trip to Scarborough', এবং সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাটক 'The School for Scandal'। এই নাটকে অঙ্কিত হয়েছে অবিস্মরণীয় চরিত্র লেডি টিজল্। বিশেষ করে, এর সংলাপ-অংশ আজকের দিনেও আমাদের রীতিমত বিস্মিত করে। মিস্ ভারমিলিয়ন্ এর গায়ের রঙ 'goes off at night, and comes again in the morning'—এধরণের কথাবার্তা বিশ শতকেও আমাদের কাছে অতি আধুনিক ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। এছাড়া রয়েছে সব অবিস্মরণীয় চরিত্র, মিসেস ম্যালাপ্রপ বা বব একারস্ যাঁদের সহজে ভোলা যায় না।

এছাড়া দু একটি নাটক যা যা অভিনীত হোত তা সবই সাধারণ শ্রেণীর। জন গে (John Gay) -রচিত 'Beggar's Opera' সেকালে এক নতুন স্বাদ এনেছিল। জর্জ লিলো (George Lillo) এবং এডওয়ার্ড মুর (Edward Moore) যা লিখতেন তাকে সাধারণভাবে 'domestic' নাটক আখ্যা দেওয়াই ভালো। হেনরি ক্যারে (Henry Carey) -এর আক্রমণাত্মক নাটক 'Chrononhotonthologos', স্যামুয়েল ফুট (Samuel Foote) -এর 'The Englishman in Paris' এবং জর্জ কোলম্যান (George Colman) -এর 'The Clandestine Marriage', সম্ভবত তৎকালীন বিখ্যাত অভিনেতা গ্যারিকের সহযোগিতায় রচিত,—সেকালে পরিচিতি লাভ করেছিল। বলা চলে, এঁদের নাটকগুলি যেন শেরিডানের মত একজন প্রতিভাবান নাট্যকারের রচনাবলীর ভূমিকা।

গদ্যসাহিত্য

আলোচ্য সময়ে ইংরেজী গদ্যভাষার নতুন দিকচিহ্ন সূচিত হয়েছে বললে অন্যায় হবে না। চিন্তাধারার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, ভাষার কখনো তির্যক, কখনো শ্লেষ, কখনো সরলীকৃত উপস্থাপনায়, বক্তব্যের তন্নিষ্ঠ সুচারু প্রয়োগে একালের গদ্যকে বিশ শতকীয় গদ্যের কাছাকাছি মনে হবে। সমকালেই সাংবাদিকতার জন্ম হয়,—এবং ইংরেজী উপন্যাস সাহিত্যের প্রবল ধারাবেগে এক নতুন ইঙ্গিত বহন করে। চিন্তাশীলতার দিক থেকেও এযুগ একাধিক কারণে স্মরণীয়।

টমাস হবস্ এর কথা, তাঁর Leviathan গ্রন্থের প্রসঙ্গ আগেই এসেছে। পরপরই জন লক (John Locke) -এর দর্শন-চিন্তার সারাৎসার 'An Essay Concerning Human Uuderstanding' প্রকাশিত হয়। আরো কিছু পরে এলেন জর্জ বার্কলে (George Berkeley) ও ডেভিড হিউম (David Hume)। জন টিলটসন (John Tillotson) এর বক্তৃতাবলী, আব্রাহাম কাউলের (Abraham Cowley) কিছু গদ্য রচনা, স্যর উইলিয়াম টেম্পল (Sir William Temple) -এর বিবিধ রচনাবলী, শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে এঁদের সুষ্ঠু চিন্তাধারার অবদান অবশ্যই ভাবায়। জর্জ স্যাভিল বা হ্যালিফ্যাক্স (George Savile or Halifax) রাজনৈতিক রচনাধারার জন্য বিশিষ্ট। কিন্তু সব ছাড়িয়ে এসময়ে জন ব্যানিয়ানকে (John Bunyan) আমরা একটি বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকি। না উপন্যাস, না গল্প, না প্রবন্ধ—তাঁর রচনাকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলবে পাঠক! জেলখানায় বসে 'The Pilgrim's Progress' লিখেছেন ব্যানিয়ান ১৬৭৬ সালে, যদিও আরো পূর্বেকার লেখা 'Grace Abounding' কল্পনাশক্তিতে হৃদয়গ্রাহী। অন্যান্য রচনার মধ্যে 'The Life and Death of Mr. Badman' রূপকের লক্ষণাক্রান্ত। 'The Pilgrim's Progress', বলছেন একজন সমালোচক, 'shows the way to the Eternal city'; তাঁর রচনায় গল্প-বলার ভঙ্গি, নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি, অথচ সরল হৃদয়াবেগ সব মিলে একটি নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে রেস্টোরেশান গদ্যে। পাদটীকায় ব্যানিয়নের গদ্যের সামান্য উদ্ধৃতি দেওয়া গেল।[৩৪]

ধর্মনীতি সমাজনীতি রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় একশ' বছর ধরে বহু বিদগ্ধ আলোচনা হয়েছে ইংরেজী সাহিত্যে। হবস্, লক, বার্কলে ও হিউমের চিন্তাধারা এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে দর্শনচিন্তা এবং জীবন-চর্যাতে। ফলত গদ্যরচনা হয়ে উঠেছে পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্ঞানমার্গীয়। তথ্যের পরিবর্তে তত্ত্বের দিকে মানুষের মন নিবিষ্ট হয়েছে। জন টোলাণ্ড (John Toland), স্যামুয়েল ক্লার্ক (Samuel Clark), উইলিয়াম ওয়ারবার্টন (William Warburton) এবং জোসেফ বাটলার (Joseph Butler) এ সময়ের চিন্তাশীল প্রতিনিধি। বলিঙব্রোক বা হেনরি সেন্ট্-জন (Bolingbroke, Henry Saint-John) এবং বার্ণার্ড ম্যাণ্ডেভিল (Bernard Mandeville) রাজনীতি বিষয়ে কুশলী

লেখক। ধর্ম, সাহিত্য, সমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে হাত চালিয়েছিলেন রিচার্ড বেণ্টলে (Richard Bentley)।

জন ডেনিস (John Dennis) সপ্তদশ শতাব্দীতে শেকস্‌পীয়ারের অন্যতম সমালোচক, যিনি সমকালের আধুনিক কবিতা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন 'The Advancement and Reformation of Modern Poetry'; স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী জন আরবুথনট (John Arbuthnot) লণ্ডনে অঙ্ক শেখাতেন, তাঁর রচনা সুইফ্‌ট্‌কে মনে করিয়ে দেয়, অনেকে বলেন 'Gulliver's Travels' আরবুথনটের 'Martinus Scriblerus' এর কাছে ঋণী। তাঁর 'The History of John Bull' স্মরণীয় গ্রন্থ। 'The Art of Political Lying' প্রচার পুস্তিকা (Pamphlet) বটে, কিন্তু এই রচনায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ফুটে উঠেছে।

সৃষ্টিশীল গদ্যরচনায় জন ব্যানিয়ানের পরেই নাম করতে হয় জোনাথন সুইফ্‌ট্‌ এর (Jonathon Swift ; ১৬৬৭ সালে ডাবলিনে জন্মেছিলেন, রাজকার্যে তাঁর সুনাম হয়েছিল। তাঁর জীবনে দুজন মহিলার প্রভাব পড়েছিল অসাধারণ, যতদূর জানা যায়, যাঁরা তাঁকে ভালোবেসেছিলেন। একজন মহিলার নাম সম্ভবত ভানেসা (Vanessa)। তাঁর রচনাবলীতে ব্যক্তিগত জীবনের এ দিকটি সূর্যালোকের মত উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর তিনটি রচনা সাহিত্যে চিরস্থায়িত্ব লাভ করেছে। 'Gulliver's Travels', 'A Tale of A Tub' এবং 'The Battle of the Books', তাঁর আর একটি রচনাও তৎকালে চায়ের কাপে তুফান তুলেছিল, 'The Drapier's Letters'; ডাবলিনে জন্মেছিলেন তিনি এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য আজীবন আপোষহীন সংগ্রাম করেছেন। তাঁকে শুধু 'গ্যালিভারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত'র জন্যই আমরা চিনি বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন 'the writer of the most savage bitter and utterly damning satire ever written in English ;[৩৫] সুইফ্‌ট্‌ এর গদ্যরচনার ভঙ্গিতে কয়েকজন সমালোচক লক্ষ্য করেছেন 'that conciseness which gave such concentrated force and perfect clarity to his style'[৩৬] ক্ল্যাসিক্যাল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ এই গদ্য লেখকের শেষজীবন বিষাদময়। দেহে এবং মনে তিনি নিঃস্ব হয়ে

গিয়েছিলেন ভাবলে আজও আমাদের কষ্ট হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে—১৭৪৫ সালে মারা যান তিনি—খোদাই করা ছিল ল্যাটিন থেকে রূপান্তরিত ইংরেজীতে তাঁর কবরের উপর স্মৃতিফলক (সুইফ্‌ট্‌ নিজেই 'উইল' করবার সময় এটি লিখে যান) Go, passerby, and do if you can as he did A man's part in Defense of Human freedom', সুইফ্‌টের 'Journal to Stella' পড়তে পড়তে এই প্রতিভাবান লোকটির চরিত্র বোঝা যায়, দাম্ভিক, অসহিষ্ণু, অথচ আত্মমর্যাদায় সুস্থির এবং সত্যনিষ্ঠ এই মানুষটির ভারাক্রান্ত জীবনে সুন্দরী রমণীও আনন্দের বার্তা বয়ে আনতে পারে নি। এক ধরণের intellectual pride' তাঁকে বাকী সকলের চাইতে একটি অলঙ্ঘনীয় দূরত্বে ঠেলে রাখতো। এই জীবনের সঙ্গে মিলিয়েই তাঁর রচনার জন্যও যেন মনে হয় তাঁকে 'the most original writer of his time.'

The Spectator [Sir Roger de Coverley সংক্রান্ত রচনাগুলিকে পৃথকভাবে বলা হয় 'Coverley Papers'] এর ১লা মার্চ ১৭১০-১১ সংখ্যায় জোসেফ অ্যাডিসন লিখেছেন, 'wherever I see a cluster of people I always mix with them .....I live in the world rather as a spectator of mankind than as one of the species',[৩৭] এই কথাটুকু থেকেই অ্যাডিসনের চরিত্র এবং মেজাজ বোঝা যাবে। ছোটবেলা থেকেই তিনি ক্লাসিক সাহিত্যপাঠে আগ্রহ পেতেন, সেজন্য তার জীবনেও অনেকটা ক্লাসিকধর্মিতার প্রতিফলন দেখতে পাই। তাঁর সমবয়সী এবং Tatler-এর সম্পাদক রিচার্ড ষ্টীল ছিলেন তাঁর স্কুলজীবনের বন্ধু। The Tatler -এর পরেই জন্ম হ'ল The Spectator -এর, এবং এদুটি পত্রিকার মধ্য দিয়েই ইংরেজী সাহিত্যে সাংবাদিকতা শুরু হল—ষ্টীল এবং অ্যাডিসন দুই বন্ধু মিলে সাহিত্যে এক নতুন স্বাদ নিয়ে এলেন। ইংরেজী গদ্যে এল সহজ রমণীয়তা—নানা বিষয়ে হালকা ছাঁদের গদ্যরচনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজজীবনকে ধরে রাখা যেতও কবি-নাট্যকার এবং ক্লাসিক সাহিত্যে পারঙ্গম অ্যাডিসনকে আমরা আধুনিক গদ্যের অন্যতম জনক বলতে পারি অনায়াসেই। একটি ছোট্ট লেখার প্রথম দুটি পংক্তি পড়া যাক : There is not so variable a thing in nature as a lady's head dress : within my own memory I have known

it rise and fall above thirty degrees. (The Spectator No. 98)। বলে না দিলে অনায়াসেই মনে হতে পারে এটি ১৯৭৮ সালের ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্রের কোন রবিবাসরীয়তে প্রকাশিত একটি নিখুঁত রম্যরচনা। লর্ড মেকলের প্রখ্যাত উক্তি, অ্যাডিসনের রচনা 'will live as long as the English language' উল্লেখ করে ভার্জিনিয়া উলফ্ তাঁর 'The Common Reader' গ্রন্থে বলেছেন, এই গদ্য লেখকের রচনাবলীর 'metal is pure silver'; রিচার্ড ষ্টীল জন্মেছিলেন ডাবলিনে; ১৭০১ সালে 'The Christian Hero' নামে একটি 'treatise' প্রকাশ করেন, 'সেন্টিমেণ্টাল কমেডি'র প্রবর্তক এই নাট্যকার কিন্তু সংবাদ সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্য অ্যাডিসনের সঙ্গে যুক্তভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর গদ্যরচনায় অ্যাডিসনের সহজাত মাত্রাবোধ ততটা নেই, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও পরিচ্ছন্ন চিন্তাভাবনার একটি ছাপ রয়েছে। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগের করুণ স্মৃতিচারণা করেছেন ষ্টীল, পিতার মৃত্যু কী তা ঠিক বুঝতে পারে নি বালক, কিন্তু তাঁর মাতার শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে যেন তিনি মুহূর্তে বুঝতে পারলেন, যা 'seized my very soul' এবং তারপর মন্তব্য করছেন, 'The mind in infancy is, methinks, like the body in embryo' (The Tatler).

জেমস্ বসওয়েল (James Boswell) যদি দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে 'The Life of Dr. Samuel Johnson' না লিখে যেতেন—সম্ভবত বসওয়েলই প্রথম আধুনিক 'রিপোর্টার'—আমরা স্যামুয়েল জনসন নামক প্রখর ব্যক্তিত্বশালী পুরুষটিকে ঠিকমত জানতে পারতুম না। জীবনে এই পণ্ডিত ব্যক্তিটি যা সৃষ্টিশীল রচনা লিখে গেছেন তাতে তঁকে বড়জোর একজন মাঝারি সাহিত্যিকের সম্মান দেওয়া যেতে পারতো। কিন্তু তাঁর প্রতিভার সম্যক প্রকাশ তাঁর লিখিত রচনায় নেই, রয়েছে তাঁর কথাবার্তায়, চালচলনে, সর্বোপরি অনমনীয় ব্যক্তিত্বের স্বতস্ফূর্ত ঔজ্জ্বল্যে। দুটি কবিতা লিখেছিলেন যা উল্লেখযোগ্য : 'London' এবং 'The Vanity of Human Wishes'; 'The Rambler' 'The Idler' নামে দুটি সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন কিছু দিন, একটি বিয়োগান্ত নাটক 'Irene' ব্যতীত 'Rasselas' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। শেকস্পীয়রের নাটকাবলীর একটি সংস্করণও সম্পাদনা করেন।

আট বছর অক্লান্ত পরিশ্রমে অভিধান (Dictionary of the English Language) রচনা করেন, এবং জীবনের শেষ পর্বে, বাহান্ন জন কবির জীবন-ভিত্তিক সমালোচনা-গ্রন্থ রচনা করেন 'The Lives of the Poets'; কিন্তু মানুষটিকে এসবের মধ্যে পুরোপুরি চেনা যাবে না, চেনা যাবে তাঁর আড্ডায়, কফি হাউসে, কথাবার্তায়, চালে চলনে। বসওয়েলের বইটি সমালোচনা প্রসঙ্গে মেকলে জানাচ্ছেন: There is the gigantic body, the huge face seamed with the fears of the disease, the brown coat...the dirty hands...We see the eyes and mouth moving with convulsive twitches. We see the heavy form rolling; we hear it puffing. অভিনেতা গ্যারিক ছিলেন তাঁর বন্ধু, শিল্পী জশুয়া রেনল্ডস্ অন্য এক সুহৃদ, যাঁর সঙ্গে Literary Club' গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে আসতেন বার্ক, গিবন, গোল্ডস্মিথ এবং তৎকালীন আরো সব খ্যাতকীর্তি পুরুষ। সমালোচক জনসনকে আমরা ইদানীংকালে রীতিমত সম্মান দিয়ে থাকি; এ প্রসঙ্গে তাঁর রচনা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না; এখানেও তাঁর চরিত্রের সহজাত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাবে:

ক. Dryden may be properly considered as the father of English criticism, as the writer who first taught us to determine upon principles the merit of composition......To judge rightly of an author, *we must transport ourselves to his time.* (Life of Dryden; ইটালিকস্ বর্তমান লেখক-কৃত)

খ. Great thoughts are always general, and consist in positions not limited by exceptions, and in descriptions not descending to minuteness. (Life of Cowley)

এই পণ্ডিত লোকটি মায়ের বয়েসী এক ভদ্রমহিলাকে বিবাহ করবার পর বলেছিলেন 'a genuine love match,' নিমন্ত্রিত হয়ে গৃহকর্ত্রীকে বলতেন 'madam, talk no more nonsense', বাড়িতে আপ্যায়ন করবার পর অতিথিকে বলেছেন, 'Sir, I perceive you are a vile Whig'; তথাপি কোথায় কী এক আকর্ষণ ছিল, প্রখর ব্যক্তিত্বের ছায়াতপে কী যেন দুর্নিবার

টান অনুভব করা যেত যার জন্য সবাই তাঁকে ঘিরে থাকতেন, তাঁর একটু কথা শোনবার জন্য, সাহিত্য বিষয়ে মতামত জানবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতেন সবাই অনেক অনেক মুহূর্ত !

গদ্যলেখক হিসেবে সমবয়েসী দুজন, অলিভার গোল্ডস্মিথ এবং এডমাণ্ড বার্ক (Edmund Burke) স্ব স্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। গোল্ডস্মিথের অবদান নানাদিকে, সাহিত্যের নানা শাখায়, তাঁর 'The Citizen of the World' ভবিষ্যৎ কালের জন্য একটি অসাধারণ রচনা, আর বার্ক ছিলেন মূলতঃ বাগ্মী। এঁরা দুজনেই আয়ার্ল্যাণ্ডের মানুষ। প্রথম জীবনে 'A Vindication of Natural Society' বলে একটি পুস্তিকা লেখেন, তার পরেই সৌন্দর্যতত্ত্ব বিষয়ে বার্কের একটি রচনা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ১৭৬৫ সালে পার্লামেন্টের সদস্য হবার পর থেকে তাঁর বক্তৃতাবলী ইংলণ্ডের জনসাধারণকে সচকিত করে তোলে। 'On American Taxation' এবং 'On Conciliation with America' (The Colonies) দুটি বক্তৃতা তার বাগ্মিতার চরম উদাহরণ। ফরাসী বিপ্লবকে তিনি অবশ্য ভাল চোখে দেখেন নি ; 'Reflections on the French Revolution' গ্রন্থ থেকে কিছুটা উদ্ধার করা যাক : But the age of chivalry is gone. That of sophisters, economists, and calculators has succeeded and the glory of Europe is extinguished for ever. Never, never more shall we behold that generous loyalty to rank and sex, that proud submission, that diginfied obedience, that subordination of the heart, which kept alive, even in servitude itself, the spirit of an exalted freedom...এই দর্শনের সঙ্গে বিশ শতকের চিন্তাধারা মিলবে না, কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই, এই চিন্তানায়কের একটি নিজস্ব যুক্তি-পদ্ধতি ; এর ভাষা আমাদের দূর দিগন্তে টেনে নিয়ে যায়, মনে হয়, কবিতার মত আবৃত্তি করি, মনের গোপন কুঠুরীতে ধাক্কা দেয় এর আবেদন, উচ্ছ্বাস, উত্তাপ এবং সৌকুমার্য। অতীত ইউরোপের গরিমার কথা মনে করে পাঠক হয়ত একবার স্মৃতিচারণ করবেন। বার্কের রচনার সঙ্গেই স্মরণীয় এডওয়ার্ড গিবনের (Edward Gibbon) এঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'The Decline and Fall of the Roman Empire'

ইতিহাসের ছাত্র এবং সাহিত্যের ছাত্র উভয়ের কাছেই একটি সুস্থির দিকনির্ণয়। এই গ্রন্থের ত্রুটি হচ্ছে বিশ্বজনীন দার্শনিকতার অভাব, কিন্তু তা পূরণ হয়েছে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য দ্বারা, 'he is singularly just and discriminating in the use of all documents and authorities at his command, এই নিরপেক্ষ বাস্তববাদিতাই গিবনের রচনার বৈশিষ্ট্য।

উপন্যাসের প্রথম পর্ব

স্যামুয়েল রিচার্ডসন (Samuel Richardson) এর 'Pamela' ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয়, ইংরাজী উপন্যাসের প্রথম পর্ব সেই তারিখটি থেকেই শুরু হ'ল। কিন্তু আরম্ভের আরম্ভ হয়েছে, তাই ড্যানিয়েল ডিফোর (Daniel Defoe) কথা স্মরণ করতে হয়। এটা সত্যি, তাঁর 'Robinson Crusoe' তে উপন্যাসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খুব বেশী নেই, মনে হবে একটি 'adventure story', কিন্তু এই কাহিনীর 'intense reality', চিন্তা-ভাবনা, ঘটনাবিন্যাস এবং স্থানকালপাত্র ইত্যাদির বিবরণে পাঠক তার নায়কের জীবনযাত্রাকে তারই জীবনে প্রতিবিম্বিত দেখাতে পারেন। রুশো নাকি এই বইটি পড়ে বলেছিলেন, অ্যারিষ্টটল শিক্ষা বিষয়ে আমাদের যা বলেছেন ডিফো এই গ্রন্থে তাঁর চেয়ে মূল্যবান কথার ইঙ্গিত দিয়েছেন, এবং অনেক সুন্দরভাবে। ভার্জিনিয়া উলফ্ মজা করে বলেছেন, ডিফো শব্দটি এই গ্রন্থের নামপত্রে থাকা উচিত নয়। অর্থাৎ রবিনসন ক্রুশোই সব কিছু—লেখক এখানে অবান্তর, কে লিখেছে বইটি আমরা জানতে চাই না। এই গ্রন্থ এমনই একাত্ম করে দেয় স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টিকে—বোধ হয় উলফ্ তাই বলতে চেয়েছিলেন। ডিফোর অন্য রচনাগুলিকে সমালোচকরা 'picaresque' উপন্যাসের খসড়া বলেছেন, যেমন 'Captain Singleton', 'Moll Flanders', 'Lady Roxana' ইত্যাদি। কিন্তু উলফ্ এবিষয়ে নিঃসন্দেহ যে এই উপন্যাসগুলিও 'stand among the few English novels which we call indisputably great'; ডিফোর প্রকৃত নাম ছিল Foe, চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নামটিকে শত্রুমুক্ত করলেন, Defoe নামটি নিয়ে। 'The Shortest way with the Dissenters' পুস্তিকা লেখার জন্য তাঁকে কারাবাস করতে হয় এবং সেই সময়েই

তিনি পরিচিত হন 'with rogues, pirates, smugglers and miscellaneous outcasts'—তাই 'picarseque' জাতীয় রচনা তাঁর কাছে অসম্ভব কল্পনা নয়, 'Jonathan Wild', 'Captain Avery or Colonel Jack' (Jacque) সবই তাঁর কাছে বাস্তব। আর একটি রচনা উল্লেখের দাবী রাখে, 'Journal of the Plague Year', নিখুঁত চিত্রণ এটি শিল্পের পর্যায়ে পড়ে। স্যামুয়েল রিচার্ডসনের প্রখ্যাত বইটির পুরো নাম 'Pamela, or Virtue Rewarded' ; ছোটবেলা থেকেই রিচার্ডসনের চিঠি লেখার শখ ছিল। শেষ পর্যন্ত কিশোরী মেয়েদের হয়ে প্রেমপত্র লিখে রীতিমত নাম করে ফেলেন, এর ফলে মেয়েদের জীবনযাত্রার গোপন দিকটি তাঁর কাছে ধরা পড়ে যায়। এই সব চিঠিপত্র লেখার ফল হ'ল তাঁর একটি গ্রন্থ 'Familiar Letters'—বস্তুত এই রচনাই 'Pamela' লেখার উৎস, যদিও পূর্ববর্তী বইটি 'Pamela' প্রকাশের পরের বছর বেরোয়। একটি মিষ্টি স্বভাবের মেয়ের আন্তর জীবনের আনন্দ বেদনা আশা আকাঙ্ক্ষার কাহিনী এবং পরিশেষে মিলনের শঙ্খধ্বনি এই বইটির চালচিত্র। এজাতীয় আর একটি গ্রন্থ 'Clarissa Harlowe or the History of a young Lady' ; 'sentimental novel' হিসেবে এই রচনাকে অনেকে শিল্পভাবনায় প্রথমটি থেকে উত্তীর্ণ মনে করেছেন। তাঁর শেষ উপন্যাস, চিঠির আকারেই, 'Sir Charles Grandison' খুব উঁচু-দরের শিল্প নয় ; একটি 'moral purpose' তাঁর লক্ষ্য ছিল বার বার। বইগুলি অনাবশ্যক দীর্ঘ, ক্লান্তিকর, কিন্তু চরিত্রচিত্রণে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন অসাধারণ। তাঁর রচনায় 'sentimental' সুর অযথা পাঠকের চোখে জল আনে না, অনেক সময় তা প্রকৃতই করুণরসে অভিষিক্ত।

পরের নামটি হেনরি ফিল্ডিং (Henry Fielding) এর। ১৭২৮ সালে লীডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী লাভ করবার পর বেশ কিছুদিন রঙ্গমঞ্চের জন্য নানাবিধ নাটক লেখেন, তাতে বেশ দুপয়সা হয়, ১৭৩৫ সালে এক সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বিবাহ করেন। রীতিমত বড়লোকের মেজাজে কিছুদিন জীবনযাপন করে লণ্ডনে এসে আইন পড়াশুনা করতে থাকেন। কিছুকাল ওকালতি করবার পর ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন, ফলে জগৎ সংসারের বিবিধ লোকজনের সঙ্গে মিশবার সুযোগ হয়। উপন্যাস লেখবার সময় তাঁর এই অভিজ্ঞতা কাজে

লেগেছিল। রিচার্ডসনের 'সেন্টিমেন্টাল' ধরণের বিপরীত-ধর্মী রচনা 'Joseph Andrews' ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; এই রচনাতেই ফিল্ডিং এর ক্ষমতা এবং সৃষ্টিধর্মিতা'র পরিচয় পাওয়া যায়।

রিচার্ডসনের 'পামেলা' উপন্যাসকে বিদ্রুপ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ফিল্ডিং উপন্যাস রচনায় এক নতুন দিক খুঁজে পেলেন। যোশেফ এবং তার বন্ধু পার্সন অ্যাডামস্ এর কার্যকলাপ আমাদের এক ভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতার জগতে নিয়ে যায়। বিশেষ করে তাঁর উপন্যাসে পরিহাসপ্রিয়তা কৌতুক এবং কিছুটা ব্যঙ্গ সব মিলে রিচার্ডসনের উপন্যাসের 'sentimental tone' এর সম্পূর্ণ পৃথক এক মানসিকতার সন্ধান দেয়। তাঁর পরবর্তী তিনটি উপন্যাস 'Jonathan Wild the Great', 'The History of Tom Jones, a Foundling' এবং শেষ রচনা 'Amelia' ১৭৪৩ থেকে ১৭৫১ সালের মধ্যে রচিত। 'Tom Jones' কেই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলা হয়ে থাকে। জোনাথন ওয়াইল্ড একটি কুখ্যাত লোক, নিউগেট-এ তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়, তারই জীবনকাহিনী। কিন্তু এই কাহিনীতে ফিল্ডিং যেন ইচ্ছে করেই প্রচলিত নীতিবোধকে উল্টে পাল্টে বিচার করেছেন। 'Tom Jones'-এ এসে ফিল্ডিং তাঁর ছোটখাট ত্রুটি ঢেকে দিয়েছেন। কাহিনীর সুসম্বদ্ধ বিন্যাস, মানবজীবন সম্বন্ধে সুস্থির দৃষ্টি, নানাবিধ চরিত্রের ভীড়ে সাজানো চারিচিত্র এ সবই 'Tom Jones' এ পরম উপভোগ্য। 'Amelia' উপন্যাসে তাঁর নিজের বিবাহিত জীবনের প্রতিচ্ছবি রয়েছে মনে হয়। ফিল্ডিং এর উপন্যাসে বাস্তবতা, কৌতুকপ্রিয় ঘটনাবলী, সহজ স্বতোৎসারিত গদ্যভঙ্গি রিচার্ডসনের লেখা থেকে এক ভিন্ন স্বাদ পরিবেশন করে। কোলরিজ নাকি বলেছিলেন, রিচার্ডসনের উপন্যাস পড়বার পর ফিল্ডিং এর লেখা পড়লে মনে হবে রোগীর বদ্ধ ঘর থেকে খোলামেলা বাগানে বেড়াতে গিয়েছি। টোবিয়াস স্মলেট (Tobias Smollett) ছিলেন পেশায় ডাক্তার, কিন্তু কিছুটা বিদ্ঘুটে চরিত্রের লোক। অপ্রাকৃতও বটে, যুদ্ধজাহাজে এক ডাক্তারের সহকারী রূপে নৌবাহিনীর জীবনযাত্রা সম্পর্কে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ফলস্বরূপ লেখা হয় 'The Adventures of Roderick Random'—যা 'picaresque উপন্যাস বলে চিহ্নিত। 'The Adventures of Peregrine Pickle', The Expedition of Humphry Clinker' তাঁর অন্য দুটি

পরিচিত রচনা, যদিও আরো বেশ কিছু উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি। নাবিকের জীবনযাত্রা নিয়ে তাঁর আগে আর কেউ লেখেন নি। এই কটি উপন্যাসে অবশ্যি বেশ কিছু চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন যা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। লরেন্স স্টার্ন (Laurence Sterne) এর দুটি বই সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে, 'Tristram Shandy' এবং 'A Sentimental Journey through France and Italy'; অবশ্য এগুলিকে উপন্যাস পর্যায়ভুক্ত করা যায় কিনা এবিষয়ে সমালোচকদের যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বিশেষত দ্বিতীয় গ্রন্থটি। তা ছাড়া, এর বেশ কিছু অংশ অনেকের কাছ থেকে হুবহু ধরা-করা। আর একজন ঔপন্যাসিকের নাম করা যেতে পারে, তিনি হোরেস ওয়ালপোল (Horace Walpole), তাঁর 'The Castle of Otranto' তে বিভীষিকার ছায়া রয়েছে যেখানে তিনি একটি ভুতুড়ে দুর্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সমালোচক বলছেন : as a return to the romantic elements of mystery and fear the book is noteworthy ; এছাড়াও রয়েছে অ্যান র‍্যাডক্লিফ (Mrs. Ann Radcliffe) যাঁর 'The Mysteries of Udolpho' একটি বিশিষ্ট রচনা। ফ্রান্সিস বার্নে (Frances Burney) ঘর সংসারের চিত্র এঁকেছেন 'Evelina' এবং 'Cecilia' উপন্যাস দুটিতে। সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় রচিত লেখাগুলি তাঁর শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডক্টর জনসনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

সংযোজন ১ : Pepys' Diary

জন ইভলিন তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন ১৭০৩ সালের ২৬শে মে তারিখে : This day died Mr. Samuel Pepys a very worthy, industrious and curious person ;' এবং এই ভদ্রলোকটির নৌবাহিনীর জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান, ইভলিনের মতে, কারু চাইতে কম ছিল না। ইভলিনের ডায়েরী থেকেই বিখ্যাত ডায়েরী-লেখক স্যামুয়েল পেপিসের জীবনের অনেক কিছু জানা যায়। তিনি ছিলেন সঙ্গীতে রীতিমত দক্ষ—আর 'universally belov'd, hospitable, generous, learned in many things' ; তাঁর গ্রন্থ সংগ্রহ ছিল অমূল্য, ইভলিন আরও জানাচ্ছেন যে স্যামুয়েল পেপিস প্রায় চল্লিশ বছর ধরে

তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। সত্তর বছর বেঁচেছিলেন তিনি, আর ইভলিনের আয়ু ছিল আরো বেশী, ছিয়াশি বছর।

পেপিসের ডায়েরী থেকে নানা ছোটখাট সংবাদ জানা যাচ্ছে, তৎকালীন ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধে। আহার বিহার রঙ্গমঞ্চ, জুড়ি গাড়ী, লণ্ডনের 'Great fire' কত বিচিত্র তথ্য পেপিসের ডায়েরীতে রয়েছে। দিনের পর দিন নিরলসভাবে তিনি এই সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। একটি নাটক সম্বন্ধে এমত খবর দিচ্ছেন and at noon home to dinner, and then abroad again, with my wife, to the Duke of York's playhouse and saw The Unfortunate Lovers'; a mean play I think but some parts very good, and excellently acted এই পথ দিয়ে পেপিসের সমালোচনা-বোধ বেশ স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ মনে হয়। রেস্টোরেশন যুগের প্রথম দশ বছরের বহু ঘটনা এই ডায়েরী থেকে জানা যায়। সমস্ত ডায়েরীটি 'Short hand এ নাকি লেখা ছিল। বহু কষ্ট করে সমস্ত পাঠ উদ্ধার করা হয় ১৮২৫ সালে। সমালোচকরা বলেছেন, 'Pepys is a writer of unique interest', কেননা তিনি বহু বিষয়ে সরল স্বীকারোক্তি করেছেন, সত্যনিষ্ঠা ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান গুণ। ভাষা স্বতোৎসারিত, যদিও অনেক সময় দ্রুত-লিপিতে লেখার জন্য মাত্রাবোধের অভাব বোধ হয়। মাঝে মধ্যে খাপছাড়া মনে হবে পাঠকের, তথাপি সমালোচকের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি এ বিষয়ে যে there is a certain order in this irregular sequence, ঈষ্টারের দিনে চার্চে গিয়ে বক্তৃতা শুনবার পরিবর্তে তিনি ঘুমিয়ে নিয়েছিলেন বেশ কিছুক্ষণ, ডক্টর ক্রিটনের ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা যদিও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আসলে তা 'comicall'—এই ধরণের উক্তি লেখাটিকে একই সঙ্গে সরস এবং বস্তুনিষ্ঠ করে তুলেছে। সমস্ত ডায়েরীটি ভালো করে পড়বার পর আমাদের এমন ধারণা হবে 'Pepys is a man of the world keenly interested in his material development .. The diary has no pretentions to literary style—its greatness and charm lie in the unaffected naturalness of the writing and its narrative skill, বস্তুত নিছক ডায়েরীও যে সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেতে পারে তা পেপিসই প্রথম প্রমাণ করলেন, যদিও ইভলিনের ডায়েরীও আমরা একই সঙ্গে স্মরণ করে থাকি।

১. In May 1660, invited by Parliament, King Charles II returned from exile, and the Restoration of monarchy in England became a fact. Amidst the spontaneous outbursts of joy, poets and others were not slow in asserting a parallel between this Restoration and the imperial establishment, after civil wars, of Octavius Augustus Caesar in Rome (31 B. C.). George Sherburn : The Restoration and the Eighteenth Century [A Literary History of England].

২. David Daiches : A Critical History of English Literature (Vol. III)

৩. James Sutherland : A Preface to Eighteenth Century Poetry.

৪. William J. Long : English Literature.

৫. 'Two iambic pentameter lines which rime together'; অবশ্য এডমাণ্ড ওয়ালারই (Edmund Waller) হচ্ছেন কবিতার এই ছন্দোবন্ধের জনক, প্রথম ব্যবহার করেন ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে।

৬. Dryden, Selected Poems ed. by James Kinsley.

৭. Discourse Concerning the Origin and Progress of Satire, 1693.

৮. E. Legouis and L Cazamian.

৯. E. M. W. Tillyard : 'Ode on Anne Killigrew' [Dryden ed. by Bernard N. Schilling]

১০. Edward Albert : A History of English Literature.

১১. William R. Keast : Johnson's Criticism of the Metaphysical Poets [Eighteenth Century Eng. Lit. ed. by James L. Clifford]

১২. James Sutherland : A Preface to Eighteenth Century Poetry.

১৩. F. A. Child : Life and Uncollected Poems of Thomas Flatman. (Quoted by Legouis and Cazamian)

১৪. Dryden : A Collection of Critical Essays ed. by Bernard N. Schilling.

১৫. Allardyce Nicoll : Dryden and his Poetry, quoted by Schilling.

১৬. 'He (Dryden) remains one of those who have set standards for English verse which it is desperate to ignore' : T. S. Eliot ; এলিয়ট সাহেব এ প্রসঙ্গে Mark Van Doren -রচিত John Dryden গ্রন্থটিকে প্রতিটি কবির জন্য অবশ্যপাঠ্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন।

১৭. James M. Osborn এর The Medal of John Bayes প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য [Schilling-সম্পাদিত গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত]

১৮. Edwin Morgan : Dryden's Drudging [The Cambridge Journal VI. 7. 1953 quoted by Schilling]

১৯. Nobody has ever seen Pope plain. This is partly because people either love or hate him so much that their view is coloured one way or the other : Bonamy Dobrée [Alexander Pope]

২০. পোপের কয়েকটি প্রাথমিক রচনা সম্বন্ধে ডেনিসের উক্তি অনেকটাই ব্যক্তিগত কারণপ্রসূত, কেননা পোপ তাঁর 'An Essay on Criticism' কাব্যে ডেনিসের নাটক Appius and Virginia' কে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন।

২১. Joseph Spence, quoted in 'Critics on Pope' ed. by Judith O'Neill.

২২. 'It is surely sufficient for an author of sixteen not only to be able to copy the poems of antiquity with judicious selection, but to have obtained sufficient power of language, and skill in metre, to exhibit series of versification, which had in English poetry no precedent, nor has since had an imitation' : Samuel Johnson.

২৩. ম্যাথু আর্নল্ডের বক্তব্য, ড্রাইডেন এবং পোপ হচ্ছেন 'Classics of our prose', খণ্ডন করে W. P. Ker তাঁর 'The Art of Poetry' প্রবন্ধে বলেছেন : he aims at beauty, and The Rape of the Lock, a poem

with no substance at all, is nothing but grace ; গ্রা'ণ্ট বলছেন, Its morality might be denied, but it brilliance was beyond question.

২৪. Geoffrey Tillotson : Pope and Human Nature.

২৫. Ian Jack : Pope

২৬. William Empson : Seven Types of Ambiguity.

২৭. James Sutherland : A Preface to Eighteenth Century Poetry এবং Early Eighteenth Century Poetry. (An Anthology)

২৮. L. C. Knights : Explorations

২৯. F. W. Bateson quoted by Sarup Singh in his 'Theory of Drama in the Restoration Period' ,

৩০. David Daiches : A Critical History of Eng. Lit. Vol III.

৩১. উৎসাহী পাঠক ড্রাইডেনের 'All for Love' প্রসঙ্গে R. J. Kaufmann এবং Moody E. Prior এব বচনা প'ঠে উপকৃত হতে পারেন।

৩২. 'The Way of the World' সম্বন্ধে Daiches মন্তব্য ক·ছেন : The plot contains...standard situations of the restoration comedy—the witty pair of lovers, the amorous widow, the would-be wit...intrigues and adulteries and all the usual tensions between desire and reputation.

৩৩. A sentimental comedy was one written with the intention of expressing moral sentiments : R.J. Rees : [English Literature.]

৩৪. When the day that he must go hence was come many accompanied him to the riverside, into which as he went he said 'Death, where is thy sting !' And as he went down deeper he said, 'Grave, where is thy victory ?' So he passed over, and all the trumpets sounded for him on the other side. (The Pilgrim's Progress, Part II)

৩৫. Annette T. Rubenstein : The Great Tradition in English Literature from Shakespeare to Jane Austen.

৩৬. 'The Conciseness of Swift' প্রবন্ধে Herbert Davis উক্ত মন্তব্য করতে গিয়ে আর একজনের বক্তব্য রেখেছেন, তাঁর মতের সমর্থনে, যা উল্লেখযোগ্য বলে এখানে উদ্ধৃত হ'ল : 'We shall find a certain masterly conciseness in their style that has never been equalled by any other writer : Lord Orrery [Eighteenth Century English Literature ed. James L. Clifford]

৩৭. 'The Coverley Papers' from 'The Spectator' ed. by O. M. Myers ; সম্পাদক বলছেন, 'The Spectator has a permanent value as a human document !'

রোমাণ্টিক আন্দোলনের ধারা

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বিতর্কিত অথচ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়টি রোমাণ্টিক যুগ বলে চিহ্নিত, বিশেষতঃ এই যুগের কবিরা যেমন বিশ্ববন্দিত হয়েছেন তেমনি এই গোষ্ঠির কোন কোন কবিকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বস্তুত, ড্রাইডেন পোপ জনসনের সাহিত্যচিন্তার প্রায় বিপরীত-ধর্মী এক মনোভাব অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশক অবধি প্রায় সমস্ত লেখককে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই সমকালে রাজনৈতিক উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে একটা যুক্তিবাদী মনোভঙ্গির ছাপ লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব-জনিত একটা মুক্তির হাওয়া সারা বিশ্বেই বইতে শুরু করে। দ্বিতীয় ধাপে, রোমাণ্টিক আন্দোলনের 'পর রুশোর প্রভাব অনস্বীকার্য বলে আরভিং ব্যাবিট (Irving Babbitt) জানাচ্ছেন। আবার সেই সঙ্গেই মধ্যযুগের আবহাওয়া থেকে রোমাণ্টিক কবিরা কী যেন এক স্বপ্নময় ধ্বনি শুনতে পেলেন, যার প্রতিফলন অনেকেরই লেখার নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শহুরে বুদ্ধিদীপ্ত বৈঠকী আড্ডার পরিবর্তে, প্রায় প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, প্রকৃতি-প্রেম কবিদের অস্থিমজ্জায় মিশে গেল, তাঁরা যেন গাছপালা পাহাড়পর্বত অরণ্যানীকে নতুন চোখে দেখলেন, সমুদ্র আকাশ, নক্ষত্রলোক ইত্যাদির মধ্যে আদিম এবং অনন্তের আভাস পেলেন, আধিদৈবিক ঘটনাবলীতে পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন না করলেও কবিতা লেখার মালমশলা হিসেবে এসব ব্যবহার করতে কারু আপত্তি হল না; কেননা ঈপ্সিত স্বপ্নলোক-সৃজনে 'এঞ্জেল' বা 'ওরাকল্' প্রভৃতির অস্তিত্ব আবশ্যকীয় শর্ত বলে তাঁদের মনে হল। এই সমস্ত লক্ষণগুলি যে যুগপৎ অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই পুরোপুরি অনুভূত হতে থাকলো তা নয়—তবুও সমকালীন কবিদের রচনায় একটা নতুন কিছুর ইঙ্গিত স্পষ্টতই পাওয়া গেল, যে জন্য সমালোচকরা[১] সেকালের কবিদের মধ্যে শুনতে পেয়েছেন 'new voices in poetry'; আর 'রোমাণ্টিক' এই শব্দটিই বা প্রযোজ্য হ'ল কেন এই কবিদের ক্ষেত্রে এটাও ভেবে দেখবার। আমরা জানি (ভাষা অধ্যায় দ্রষ্টব্য) 'romance'

[অথবা কেউ কেউ বলছেন, romans] একটি ভাষা-গোষ্ঠী যা ল্যাটিন থেকে উদ্ভূত হয়ে ইউরোপের নানা প্রান্তে, বিশেষত দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি 'romantic' শব্দটির ব্যবহার[২] পাওয়া যাচ্ছে 'the fabulous, the extravagant, the ficticious and the unreal' বিষয়গুলিকে বোঝাবার জন্য। কিন্তু এই ব্যঞ্জনা ক্রমশই দূরীভূত হতে লাগলো এবং শেষ পর্যন্ত 'romantic' লেখকের ভাগ্যে একটু সম্মানজনক অভিধা আরোপ করা হ'ল : Gradually the term came to be applied to the resurgence of instinct and emotion.[৩]

নতুন যুগের মানুষেরা যখন এই সব নতুন ভাবনার কথা আমাদের উপহার দিচ্ছেন তার অব্যবহিত পরেই দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে যায় যা বিশেষ করেই এই আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে এডওয়ার্ড কেভ (Edward Cave) 'The Gentleman's Magazine' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন ; পত্রিকাটিতে এই সব কবিতা-ভাবনার কথা সম্পাদক মহাশয় সাহসের সঙ্গে প্রকাশ করতে থাকেন। বিশেষ করে প্রকৃতি যে মানবমনের নিগূঢ় রহস্যের এক অমূল্য চাবিকাঠি তা সম্ভবতঃ একালের কবিরা অস্পষ্টভাবে অনুভব করতে শুরু করেন।[৪] প্রায় কাছাকাছি সময়েই রবার্ট ডড্‌সলে (Robert Dodsley) নামে আর এক ভদ্রলোক ছ'খণ্ডে একটি কাব্যসংকলন প্রকাশ করেন। সংকলনটির নাম হচ্ছে 'Collection of Poems, by Several Hands' ; ১৭৪৮ থেকে ১৭৫৮ এই দশ বছর ধরে বইএর সবক'টি খণ্ড একে একে প্রকাশিত হয়। এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল লিটলটন, শেনস্টোন, অ্যাকেনসাইড, কলিন্স, গ্রে (Lyttleton, Shenstone, Akenside, Collins, Gray) প্রভৃতির কবিতা। অস্পষ্টভাবে এরাই হলেন রোমান্টিক কবিতার প্রথম অগ্রদূত এবং আরো অনেকেই যাঁদের কথা এই মুহূর্তেই স্মরণ করা হচ্ছে।

লিটলটন, এ্যাকেনসাইড বা ফকনোর (Falconer) -এর নাম সাহিত্যে উল্লেখ্য শুধু যুগবদলের ইতিহাসকে ধরে রাখবার জন্যই, কিন্তু টমসন (James Thomson) এলেন প্রকৃতই একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাঁর সঙ্গে পোপ-এর কাব্য-ভাবনা একেবারেই পৃথক। শীতকাল থেকে শুরু করে নানা ঋতু নিয়ে ইনি বেশ জমিয়ে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করলেন 'The Seasons', ১৭৩০ সালে।

বস্তুত, আমরা তাঁর কবিতায় এমন একটি ভাবপ্রবণ মনের সাক্ষাৎ পেলুম যা বীণার ঝংকারের মতই সূক্ষ্ম, অনুভূতিপ্রবণ। বেশ বোঝা গেল, ইংরেজী কাব্যে রোমান্টিকতা বলে যে বিপুল ঐতিহ্য গড়ে উঠতে চলেছে তারই পূর্বাভাষ যেন। স্পেন্সারের অনুকরণে এই কবি 'The Castle of Indolence' লেখেন, তাঁর মৃত্যুর ঠিক পূর্বে এটি প্রকাশিত হয়, তবে এই কাব্যে সেই প্রাণের দীপ্তি অনেকাংশেই নিষ্প্রভ। জন ডায়ার (John Dyer)-এর Grongar Hill' সমকালে উল্লেখের দাবী রাখে। কিন্তু এডওয়ার্ড ইয়ং (Edward Young) -এর কাব্যে আমরা রোমান্টিক চেতনার সারাৎসার পাই। স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি লেখেন 'Night Thoughts on Life, Death and Immortality' ; নামটিতে অন্তত মনে হয়, তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর সহমর্মী কবি। জীবনের বিষাদময় চিত্রগুলি, মধ্যরাত্রির স্বপ্ন, কবরখানার হিমশীতলতা সব মিলিয়ে আচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে উঠেছে এই কাব্যে। রবার্ট ব্লেয়ার (Robert Blair) লিখেছিলেন 'The Grave'; ইয়ং-এর 'Night Thoughts' কে মনে পড়ে। ওয়ার্টন ভ্রাতৃদ্বয় (Joseph and Thomas Warton) কিছু ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন এসময়। সমকালে আর তিনখানি কাব্যগ্রন্থ উল্লেখের দাবী রাখে, উইলিয়াম শেনস্টোনের 'The Schoolmistress', ক্রিষ্টোফার স্মার্ট (Christopher Smart) -এর 'A Song to David' এবং চার্লস চার্চিলের (Charles Churchill) 'Rosciad' ; শেষোক্ত কবির লেখায় মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির একটা ক্ষীণ রেখা লক্ষ্য করা যায়, যার সঙ্গে মিশে আছে একদিকে কল্পনাপ্রবণতা, অন্যদিকে নৈতিক উজ্জীবনবাদ।

রোমান্টিক কাব্যের পূর্বসূরিদের মধ্যে এবার এমন দুজন কবি এলেন যাঁদের লেখায় প্রকৃতই এই যুগের হাওয়ার আভাস বিশেষভাবে পাওয়া গেল। তাঁরা হলেন গ্রে এবং কলিন্স (Thomas Gray, William Collins) ; গ্রে-র কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৪২ সালে, কিন্তু ১৭৫১ সালে প্রকাশিত তাঁর কবিতা 'An Elegy Written in a Country Churchyard' তাঁকে খ্যাতি এনে দেয়। পরপর তখন তাঁর লেখা চলল, বিশেষত 'Odes' ; এছাড়া রয়েছে তাঁর রচনা 'The Progress of Poesy' এবং 'The Bard' ; 'The Descent of Odin' ও এইসঙ্গে উল্লেখ্য। একটি বিষাদের সুর তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে আছে আগাগোড়া, মর্জিত রুচি এবং শিক্ষার ছাপ রয়েছে। ডক্টর জনসন বলেছেন, তাঁর

'judgement cultivated', মধ্যযুগ এবং প্রত্নতত্ত্বের 'পর তাঁর আকর্ষণ বেশ বোঝা যায় কবিতাগুলি পড়লে। স্কটল্যাণ্ড এবং লেক অঞ্চলের দৃশ্যাবলী তাঁকে কাছে টানতো—বারবার তিনি বেড়াতে গিয়েছেন। প্রাচীন নর্স ও কেল্টিক উপাখ্যানের মধ্যে তিনি রোমান্সের উপকরণ সন্ধান করে বেড়াতেন। কিন্তু কলিন্স-এর চরিত্রে, গ্রে-র বিপরীতধর্মী একটি অশান্ত ভাব ছিল। অক্সফোর্ডে ছাত্র অবস্থাতেই তিনি লিখেছিলেন 'Persian Eclogues'; শেকস্পীয়ার-সম্পাদক টমাস হ্যানমার সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অবিচল। ফলে লিখেছিলেন 'Epistle to Thomas Hanmer'; বর্ণনামূলক কবিতায় তাঁর হাত বেশ দক্ষ ছিল। যা কিছু লিখতেন, বেশ বোঝা যেত, তাতে আত্মবিকার একটা ছাপ থাকতো। উইলিয়াম ম্যাসন (William Mason) ছিলেন একজন ক্ষুদে কবি, গ্রে-র বন্ধু, 'The English Garden' বলে একটি বর্ণনাবহুল কাব্যের রচয়িতা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ঠিক মধ্যপর্ব থেকে প্রায় ১৭৯০ পর্যন্ত তিনজন কবি সেকালে এমন কিছু কবিতা আমাদের উপহার দিয়ে গেলেন, এমন একটি ধারার সূত্রপাত করলেন যে সমালোচকেরা এবারে নিশ্চিত হলেন, ইংরেজী কাব্যের বহতা নদীতে বেশ একটা বড় ঢেউ এসে পড়ল বলে। এই তিনজন কবি হলেন নাট্যকার গোল্ডস্মিথ, উইলিয়াম কাউপার (William Cowper) এবং গীতি-কাব্যের অন্যতম জনক রবার্ট বার্ণস্ (Robert Burns)। সাহিত্যের ইতিহাসকার এঁদের 'transitional figures' বলে কিছু অন্যায় করেন নি। ১৭৬৪ সালে 'The Traveller' এবং ১৭৭০-এ 'The Deserted Village' প্রকাশিত হলে গোল্ডস্মিথ সেকালে রীতিমত খ্যাতিবান কবি হয়ে পড়েন। কবি গ্রে এই কবিতাটি ভয়ানক প্রশংসা করেছিলেন। বস্তুতঃ, তাঁর এই পরবর্তী কবিতাতে যে 'nostalgia'-এর সুর আমরা পাই রোমান্টিক কবিতার জন্মকালে তাই হচ্ছে অন্যতম প্রধান চরিত্র-লক্ষণ। সাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীকে, তুচ্ছ ঘটনাকে অসামান্য দরদ দিয়ে দেখবার প্রবণতা ছিল এই কবির—যার পরিপূর্ণ বিকাশ আমরা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এ পাই। যে কোন করুণ পরিস্থিতিতেই তিনি কাতর হয়ে পড়তেন, কিন্তু কবিতায় তাঁর প্রকাশ হ'ত গভীর সংবেদনে। এই কবি ইউরোপ ঘুরেছেন নিঃসঙ্গ হয়ে; ভাবলে অবাক লাগে, তাঁকে বাঁশি বাজিয়ে মাঝে মধ্যে জীবিকা অর্জন করতে হয়েছে।

আর কাউপার -এর জীবনী এক করুণ অধ্যায়। এই তীব্র আবেগপ্রবণ কবি বারবার বিষাদগ্রস্ত হয়ে মানসিক ব্যাধিতে ভুগেছেন, শ্রীমতী আনউইন নামে এক দয়াবতী মহিলার আজীবন সাহচর্য এবং পাদরী জন নিউটনের সহানুভূতি না পেলে এই কবির জীবন কীভাবে শেষ হ'ত কে জানে! ওলনে বলে একটি ছোট্ট জায়গাতে আনউইন -পরিবারের সঙ্গে কাউপার শেষ জীবন অবধি কাটান। জন নিউটন প্রকাশিত 'Olney Hymns'-এ অন্তর্ভুক্ত কাউপারের সাতষট্টিটি কবিতা এখানেই রচিত হয়। 'The Task' এবং 'John Gilpin' তাঁর অতি বিখ্যাত কবিতা। 'Poems 1782' কাব্যসংকলনে আটটি আপাতবিচ্ছিন্ন কবিতা রয়েছে। আর সবচেয়ে বেদনার্দ্র কবিতা 'On the Receipt of My Mother's Picture', প্রচ্ছন্ন মানবিক বোধ কী অসাধারণ মাধুর্যের সঙ্গে ফুটে উঠেছে এই কাব্যে! একমাত্র ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের রচনার সঙ্গেই এই কবিতাটির তুলনা চলে। ১৮০৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Letters' ইংরেজী সাহিত্যে অনবদ্য।

অন্য ধাতুতে গড়া স্কচ কবি রবার্ট বার্ণস্ সত্যি সত্যি 'son of the soil'; তাঁর প্রথম কবিতাগুচ্ছ 'Poems, Chiefly in the Scottish Dialect' ১৭৮৬ সালে প্রকাশিত হলে বোঝা যায় এ কবির প্রেরণা সহজাত, ভাষার একটা নিজস্ব শক্তি আছে যা পাঠককে আকর্ষণ করে। ছোট ছোট শব্দ এবং বাক্-বিন্যাস, স্কচ ভাষার হোঁচট-খাওয়া ধ্বনিগুচ্ছের ভেতর থেকে ফুটে-ওঠা সরল কাব্য-সুষমা বার্ণস্ এর কবিতাকে এক রীতিমত নতুন সাজ পরিয়েছে। এর সঙ্গে অবশ্যই রয়েছে প্রেম এবং মানবিক বোধের উজ্জ্বল চিত্র :

O, my luve's (love is) like a red, red rose

যা নাকি জুন মাসে প্রস্ফুটিত হয়েছিল, যে প্রেমের সুষমা একমাত্র সুরের মধ্য দিয়েই ধরে রাখা যায় বার্ণস্ একই সঙ্গে উচ্ছল এবং গভীর হয়ে বুঝতে পেরেছিলেন। 'The Cotter's Saturday Night' কী জীবন্ত মানবিক সংসারের ছবি—আর তেমনি উল্লেখযোগ্য, রীতিমত গল্প 'Tam O'Shanter'; 'The Jolly Beggars' প্রথম শ্রেণীর রচনা না হলেও এ থেকে বার্ণস-এর কবি-চরিত্রটিকে বেশ ধরা যায়। সর্বসাকুল্যে তিনি প্রায় দুশ'টি গানও লিখেছিলেন যা ইংরেজ জাতির অমূল্য সম্পদ।

এই সময়কালে আর তিনজন কবিতা-পাগল ব্যক্তির নাম অবশ্যই প্রাসঙ্গিক : টমাস পার্সি, জেমস্ ম্যাকফারসন এবং টমাস চ্যাটারটন (Thomas Percy, James Macpherson এবং Thomas Chatterton)। পার্সি তাঁর 'Reliques of Ancient English Poetry'-র জন্য বিশিষ্ট হয়ে আছেন। ১৭৬৫ সালে এই কাব্যগ্রন্থের তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। স্কান্দেনাভিয়ার কাব্য সম্বন্ধে তাঁর ছিল অসীম উৎসাহ। 'ব্যালাড' জাতীয় কাব্যে তিনি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। ম্যাকফারসন ছিলেন পাহাড়ে অঞ্চলের লোক পেশায় শিক্ষক। 'Ossian' এর জন্য তিনি আজো সাহিত্যের আসরে পরিচিত। খ্রীষ্টীয় ৩য় শতকের আয়ার্ল্যাণ্ডের পৌরাণিক চরিত্র ওসিয়ান -এর কাহিনীকে তিনি ধরে রেখেছেন। চ্যাটারটন ছোটবেলা থেকেই রহস্যময় জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। সমালোচক বলছেন : His childhood is one long series of obsessing dreams ; নিজের কবিতাগুলিকে তিনি রাওলে নামক ১৫ শতকের এক কবির লেখা বলে চালান। পুরনো চার্চের রহস্যময়তা তাঁর জীবনে এক গভীর প্রভাব ফেলেছিল। রাওলে-বিষয়ক ব্যাপারটি প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায় এই কিশোর কবি প্রচণ্ডভাবে মর্মাহত হন এবং মাত্র আঠারো বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন। কীটস্ ১৮১৫ সালে এই কবির ওপর একটি সনেট লেখেন 'To Chatterton' এবং আর একটি কবিতাতেও, 'To George Felton Mathew', চ্যাটারটনের উল্লেখ করেন 'and sit and rhyme, and think on Chatterton' (The Poems of John Keats ed. by Miriam Allott). অপর উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন জর্জ ক্র্যাব, (George Crabbe) সেকালে 'The Village' বলে কবিতার জন্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

রোমান্টিক যুগের প্রধান প্রধান কবিদের আলোচনা করবার আগে 'রোমান্টিক মুভমেণ্ট' ব্যাপারটির দার্শনিক এবং ইতিহাসগত কিছু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একথা অবশ্য সত্যি, যেমন বার্ট্রাণ্ড রাসেল মন্তব্য করেছেন তাঁর গ্রন্থে,[৫] যে রোমান্টিক আন্দোলন প্রথম দিকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল, বিশেষত রুশোর চিন্তাধারার মাধ্যমে, এর দার্শনিক ব্যাখ্যা অথবা দার্শনিক প্রেক্ষিত আমরা বুঝতে পারলুম বেশ কিছু পরে। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার পূর্বেই ফরাসী দেশের রুচিবান শিক্ষিত জনমানসে, রাসেল মনে করছেন, একটা সূক্ষ্ম

অনুভূতির হাওয়া বইছিল। তিনি বলছেন: Cultivated people in eighteenth century France greatly admired what they called *la sensibilite'*, which meant a proneness to emotion and more particularly to the emotion of sympathy......the emotion must be direct and violent and quite uninformed by thought,[৬] কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, নিপীড়িত জনগণের প্রতি একধরণের করুণা উদ্বেলিত হওয়া ছাড়া এই শিক্ষিত রুচিবান নাগরিকদের আর কোন প্রত্যক্ষ অভিঘাত দেখা যেত না। এই সময় রুশো কি করলেন! তিনি 'appealed to the already existing cult of sensibility and gave it a breadth and scope that it might not otherwise have possessed; রাসেল দেখাতে চেয়েছেন, এই *sensibilite'* কি করে ক্রমশ একটি নান্দনিক ধারণায় পর্যবসিত হ'ল। বস্তুত, এই পট-পরিবর্তনই হচ্ছে 'রোমান্টিক মুভমেণ্ট'-এর মূল কথা—এর প্রধান দার্শনিক ভিত্তি[৭]: The romantic movement is characterised, as a whole, by the substitution of aesthetic for utilitarian standards; উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলছেন, কেঁচো সুন্দর নয় কিন্তু প্রয়োজনীয়, বাঘ সুন্দর কিন্তু অপ্রয়োজনীয়। বিজ্ঞানী ডারউইন কেঁচোর প্রশংসা করেছেন, কবি ব্লেক করেছেন বাঘকে। বস্তুত ব্লেক-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমরা রোমান্টিক ভাবনার মূল সুরটি খুঁজে পাবো। এই প্রসঙ্গে দর্শন-চিন্তার আলোকে আমরা ক্রমশঃ জার্মান রোমান্টিকদের বিষয়ে অবহিত হই। এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই প্রধানত কোলরিজ এবং কিছুটা শেলী রোমান্টিক কাব্যভাবনার অন্তরে প্রবেশ করলেন বলা চলে। ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীর চোখে: The romantic movement, in its essence, aimed at liberating human personality from the fetters of social convention and social morality, কিন্তু এই সঙ্গেই রাসেল romantic decadence-এর লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যা সত্যি বেদনাদায়ক: By encouraging a new lawless Ego, it made social co-operation impossible. তাই রোমান্টিক আন্দোলনের সামগ্রিক চেহারা উদ্দীপিত এবং কিছুটা উত্তেজিত

করলেও শেষ পর্যন্ত সামাজিক সুস্থিরতায় পৌঁছে দেয় না, যদিও সাহিত্যের ইতিহাসে এই আন্দোলন একটি বিরাট অধ্যায় রূপেই চিহ্নিত হয়ে এসেছে।

এবারে দেখা যাক এ যুগের প্রধান কবিরা কবিতা বিষয়ে কী বলছেন। ব্লেক সরাসরি বিশেষ কিছু বলেন নি, তবে তাঁর বন্ধু টমাস বাট্‌স কে (Thomas Butts) জানিয়েছিলেন, কবিতা এবং চিত্রকলাকে তিনি 'ফ্যাশন' মনে করতে রাজি নন, বিশেষ করে তাঁর কাছে কবিতার ভূমিকা হচ্ছে 'Visionary studies'; 'লিরিক্যাল ব্যালাডস্' এর ভূমিকায় ওয়র্ডস্‌ওয়ার্থ জানাচ্ছেন, অতি সাধারণ মানুষের জীবনকাহিনীই তাঁর কাব্যের উপজীব্য, কেননা in that condition of life our elementary feelings co-exist in a state of greater simplicity',[৮] কোলরিজ তাঁর 'Biographia Literaria' তে বলছেন, 'লিরিক্যাল ব্যালাডস্' রচনার পরিকল্পনায় দু'টি উদ্দেশ্য কাজ করেছিল; প্রথমত, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ লিখবেন এমন কবিতা যা এনে দেবে 'charm of novelty to things of everyday' এবং দ্বিতীয়ত, তিনি স্বয়ং লিখবেন সেই কবিতা যা 'should be directed to persons and characters supernatural,or at least romantic'; লর্ড বায়রন তাঁর কবিতায় বলছেন: There is a very life in our despair / Vitality of poison' অথবা 'I stood in Venice on the Bridge of Sighs/A palace and a prison on each hand', তাঁর অতি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'Childe Harold থেকে উদ্ধৃত এই সব পংক্তিতে রোমান্টিসিজম্ এর অন্য একটি সুর পাওয়া যাবে শুধু 'romantic melancholy' র পর্যায়ে পড়ে না, ক্রমশ এক ধরনের 'romantic morbidity' তে আশ্রয় লাভ করেছে, যার আনুপূর্ব বিশ্লেষণ করেছেন মারিও প্রাজ্ (Mario Praz) তাঁর 'The Romantic Agony' নামক গ্রন্থে এবং উনিশ শতকের মধ্যদিনে ফরাসী কবিতায় যার প্রকাশ তীব্র এবং আবেগময়। অবশ্য এই সঙ্গে এমন কথাও বায়রন বলছেন Man, being reasonable, must get drunk / The best of life is but intoxication; তাঁর জনপ্রিয় কাব্য Don Juan এর এ-সকল পংক্তিতে খাঁটি রোমান্টিক কবিকে খুঁজে পাই। শেলী কাব্যবিচারে ভাবগম্ভীর, কবিতাকে তিনি যুক্তিবাদিতা থেকে অবিচ্ছেদ্য কল্পনা করেন নি,[৯] যদিও কল্পনাশক্তির প্রকাশের মধ্য দিয়ে চিরকালীন সত্যদৃষ্টিকে, একটি 'indestructible order'

কে প্রকাশ করাই পরম লক্ষ্য মনে করেছেন। বেঞ্জামিন বেইলীকে (Benzamin Bailey) লেখা চিঠিতে জন কীটসের সেই বিখ্যাত উক্তি রয়েছে: O for a life of Sensations rather than of Thoughts ! It is a 'Vision in the form of youth', a Shadow of reality to come ; এবং কাব্যের গভীরতার বিষয়ে, শেলীর মতই তিনিও দৃঢ়নিশ্চিত, রেনল্ডসকে (John Hamilton Reynolds) আর একটি চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন: Poetry should be great and unobtrusive, a thing which enters into one's soul , সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, রোমান্টিক যুগের প্রধান কবিরা সকলেই তাঁদের কাব্যধারণার বিষয়ে স্পষ্ট কথা বলে গিয়েছেন—এবং পাঠকসাধারণ কাব্য-সমালোচনার ভারী ভারী গ্রন্থপাঠ না করেও রোমান্টিক কবিতা কী ছিল মোটামুটি এঁদের রচনার মাধ্যমেই তা জানতে পারবেন।

এবারে রোমান্টিক কবিতার উৎস এবং তার লক্ষণগুলি একে একে সাজানো যাক। অগাস্টান যুগের নিয়মনিষ্ঠ আচার আচরণ, তৎকালীন কোর্ট-লাইফের কেতাদুরস্ত ফ্যাশন ইত্যাদির বিরুদ্ধে রোমান্টিক কবিদের প্রতিবাদ আমরা যেন অহর্নিশ শুনতে পাচ্ছি। শহুরে জীবনের বিস্বাদ বৈচিত্র্যহীনতা এঁদের ক্লান্ত করেছিল, তাই এঁরা খোলা আকাশের নীচে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, ফিরে গিয়েছিলেন গ্রামগঞ্জে, বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে, নদীর ধারে, হ্রদের বুকে, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালায়। মধ্যযুগের স্বপ্ন, তার আধিদৈবিক, আধিভৌতিক কাহিনী এঁদের জীবনস্বপ্নকে কল্পনার রসে নতুন করে সঞ্জীবিত করত, শেকস্পীয়ারের 'ফরেষ্ট অব আর্ডেন' কে এঁরা প্রায়শই খুঁজে বেড়াতেন। এছাড়া এলো ফরাসী বিপ্লবের প্রচণ্ড ঢেউ। প্রথম দিকে সকল কবিকে এই বিপ্লবের ভয়ানক ধাক্কা প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ অবশ্য পরবর্তীকালে বিপ্লবের ধ্বংসাত্মক চেহারা দেখে বিপ্লব-বিরোধী হয়েছিলেন ; এছাড়া ছিল গ্রীক পুরাণের কাহিনী, সেকালের নরনারী তাদের প্রেম-উপাখ্যান, ইটালীর শিল্পকলা নতুন করে এই কবিদের চোখে মোহাঞ্জন পরিয়ে দিল।

ফলস্বরূপ এঁদের কবিতায় এ সবের প্রতিফলন আমরা পাই। আরো পাই একটা বিপ্লবের, বাঁধভাঙার দুরন্ত প্রয়াস, বিশেষ করে বায়রন ও শেলীর মধ্যে, যদিচ বায়রনের কবিতার ধ্বনি ও সুর অনেকাংশেই নিছক anarchic'.

মধ্যযুগীয় আধিভৌতিক ঘটনাবলীর ছায়া পড়েছে কোলরিজ এর কাব্যে—স্বপ্ন, কল্পনা, অবচেতন সব মিলিয়ে অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া তৈরী করেছেন তিনি। ভাবতে অবাক লাগে কোলরিজ ছিলেন সাংঘাতিক একজন দার্শনিক এবং প্রথম শ্রেণীর সমালোচক। কবিতার ভাষা হবে গদ্যের মত সহজ, সরল আর বর্ণিত হবে গ্রামদেশের সাদাসিধে লোকের জীবনকাহিনী এমত ধারণা করলেন ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ। অপরদিকে কীটস্ এর কবিতা হল highly ornamental ; কবিতার অঙ্গসজ্জা যেন নববধূর পোষাকের মত, গ্রীক পুরাণের মধ্যে খুঁজে পেলেন তিনি অনন্ত জীবনের ঐশ্বর্য, শেলীও পেয়েছিলেন ইট্যালী ও গ্রীস থেকে তাঁর কাব্যের বহু উপাদান। সুন্দরের কথা বললেন কীটস্, ধ্যানী শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে দেখলেন এই বিশ্বসংসারকে। আর সবারই কবিতার মূল লক্ষণ ছিল প্রবল কল্পনাশক্তি, বিশ্বপ্রকৃতিকে এঁরাই প্রাণময়তায় ঘিরে ফেললেন, 'Nature' কে এখন থেকে লেখা হতে থাকল with a capital 'N'। নদীনালা, অরণ্যানী, গুহাপর্বত, পশুপাখি এরা সব যেন কথা বলে আমাদেরই মত, স্বচ্ছন্দ প্রকাশময় এঁদের ভাষা এই কবিরা বুঝতে চাইলেন, বুঝতে পারলেন।

উইলিয়াম ব্লেক

উইলিয়াম ব্লেককে বর্তমান সময়ে নিঃসন্দেহভাবেই একজন প্রধান কবি বলে মনে করা হয়, শুধু তাই নয়, রোমান্টিক যুগের তিনি পুরোপুরি প্রতিনিধিও বটে। অথচ ব্লেক নিজেই স্বীকার করেছেন, তাঁর জীবিতকালে সমালোচকরা, বন্ধুরা তাঁর লেখার প্রতি ছিলেন উদাসীন। ব্লেকের স্বীকৃতি হচ্ছে এরূপ : I am determined to be no longer Pester'd with his Genteel Ignorance & Polite Disapprobation , এই ভদ্রলোক হচ্ছেন Mr. H- অর্থাৎ Hayley , যাই হোক, গুণী লোকেরা তাঁকে পুরোপুরি না বুঝলেও তাঁর মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব লক্ষ্য করেছেন। এবং নানা ব্যক্তি নানা মজার কথা বলেছেন তাঁর সম্বন্ধে। হেনরি রবিনসন বলে এক ভদ্রলোকের ডায়েরীতে জানা যাচ্ছে যে রাজকবি রবার্ট সাদে যদিও ব্লেকের 'designs and poetic talents' কে স্বীকার করেছেন তথাপি মনে করতেন যে ব্লেক হচ্ছে পুরোপুরি পাগল 'a decided madman' ;

অথচ কোলরিজ বলছেন : 'He is a man of genius, a Mystic' ; আবার চার্লস্ ল্যাম মনে করতেন, ব্লেক একজন 'extraordinary' মানুষ, বস্তুত ল্যাম -এর উক্তিটি খুবই প্রণিধানযোগ্য। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকায় ১৮'• সালে ব্লেক সম্বন্ধে এমত উক্তি পাওয়া যাচ্ছে : Blake in his single person united all the grand combination of art and mind, poetry, music and painting ; দান্তে গাব্রিয়েল রসেটি ১৮৬৩ সালে ব্লেকের 'Songs of Innocence' এর কবিতাগুলিকে 'almost flawless' বলেছেন, আর ক'বছর পরেই স্যুইনবার্ণ এর মন্তব্য হচ্ছে : The variety and audacity of thoughts and words are incomparable : not less so their fervour and beauty, মনে হচ্ছে প্রি-র‍্যাফেলাইটদের মূল্যায়ন থেকে শুরু হ'ল ব্লেকের প্রতিষ্ঠা। এর পরেই দেখা যাচ্ছে রীতিমত ব্লেক-চর্চা। সমালোচকরা, কবিরা রীতিমত ব্লেক-স্কলারশিপ নিয়ে বহু রাত্রি জেগে কাটালেন। এখন ব্লেক প্রতিষ্ঠিত ; তাঁর আসন রোমান্টিকদের প্রধান কবিদের সমান সারিতে তো বটেই —'originality'-র দিক থেকে হয়ত সবচেয়ে আগে উচ্চারণ করব তার নাম। স্যুইনবার্ণ যে বলেছেন 'audacity of thought', এ বড় সাংঘাতিক কথা এবং ব্লেক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে প্রায় একই সুরে বলেছেন এলিয়ট তাঁর রচনার 'peculiarity' সম্বন্ধে যে : The strangeness is evaporated, the peculiarity is seen to be the peculiarity of all great poetry এবং এলিয়ট তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে একথাও বলেছেন, ব্লেকের কবিতায় এক ধরণের 'unpleasantness' আছে যা নাকি 'great poetry'র লক্ষণ। ইয়েটস্ আমাদের নতুন কথা শুনিয়েছেন ব্লেক সম্বন্ধে, ব্লেকের ধারণায় 'intellect' হচ্ছে 'imagination' এরই নামান্তর এবং আর্থার সাইমনস্ (Arthur Symons) প্রায় অনুরূপ মন্তব্যই করেছেন একথা বলে : The poetry of Blake is a poetry of the mind...its passion is the passion of the imagination, বলাই বাহুল্য, এতগুলি মন্তব্য এবং উক্তি দিতে হ'ল এজন্ত যে সমকালে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত কবি ব্লেক সময়ের অমোঘ বিচারে চিরকালের সাহিত্যের আসরে তাঁর নিশ্চিত স্থান করে নিলেন, এ বড় রহস্যময় ইতিহাস। ব্লেক তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন। বন্ধুকে লেখা চিঠিতে সেকথা

স্পষ্ট বলে গিয়েছেন, কিন্তু অগাস্টান যুগের হাওয়া সেসময় বইছিল—তাঁরা ব্লেকের অসাধারণ প্রতিভার কোন আন্দাজই করতে পারেন নি। ব্লেকের দ্বিশত জন্মবার্ষিকীতে ১৯৫৭য় সারা পৃথিবী জুড়ে সমালোচক এবং কবিরা তাঁর বন্দনা গান করেছেন—এ কথা তাঁর সমকালে তাঁর অতি বড় ভক্তও কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন!

লণ্ডন শহরে এক ব্যবসাদারের ছেলে উইলিয়াম ব্লেক ১৭৫৭ সালে জন্মেছিলেন। বেশী লেখাপড়া শেখেন নি, কিন্তু প্রবল কল্পনাশক্তি ছিল তাঁর, জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখতেন; ঈশ্বর, দেবদূত, শয়তান, বড় বড় কবিদের আত্মা তাঁর সঙ্গে যেন কথা বলত। সেই সময়ে ছবি-আঁকা শিখলেন নিজে নিজে। কবিতা যা লিখতেন তা নিজেই চিত্র-বিচিত্র করতেন, কবিতার চারিধারে নক্সা তৈরী করতেন, এ ভাবেই তাঁর কবিতার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে। কবিতা লেখার ব্যাপারে কারু কাছে তিনি হাত পাতেন নি, তাঁর কবিতাও সমকালে কাউকে প্রভাবান্বিত করে নি। বস্তুত, এত 'original' কবি ইংরেজী সাহিত্যে এ পর্যন্ত কেউ জন্মেছেন কিনা আমাদের জানা নেই। সারা জীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। তাঁর চাইতে বহু ক্ষুদ্র কবিরা অর্থ সম্মান ইত্যাদি লাভ করেছেন, রবার্ট সাদের মত অতি সাধারণ পদ্যলেখক রাজকবির সম্মান পেয়েছিলেন, কিন্তু ব্লেক ছিলেন নিজের গৃহকোণে দরিদ্র কবি, নিজের মনে ছবি এঁকেছেন এবং অলংকরণ করেছেন নিজের কবিতা, অন্যান্য কবিদের কবিতা। মাইকেল এঞ্জেলো তাঁকে ছবির ব্যাপারে কিছুটা প্রভাবান্বিত করে থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি নিজের ধরণেই ছবি আঁকতেন, খোদাই করতেন। তাঁর কাজের পরিচিতি দিচ্ছেন একজন সমালোচক[১০] : For over forty years he labored diligently at book engraving, guided in his art by Michael Angelo, but inventing his own curious designs, at which we still wonder. The illustrations for Young's 'Night Thoughts', for Blair's 'Grave', and the 'Inventions to the Book of Job' show the peculiarity of Blake's mind quite as clearly as his poem; এমন সব আধিদৈবিক ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে বলে তিনি মনে করতেন যে, 'Milton' এবং 'Jerusalem' কাব্য দুটি কি করে লেখা হয়েছে তা' তিনি যুক্তি

দিয়ে বোঝাতে পারেন নি। শান্ত, নিরীহ, অমায়িক, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং আত্মবিশ্বাসী এই কবি-শিল্পীর চোখ দুটি ছিল অসাধারণ উজ্জ্বল। তাঁর মৃত্যু ১৮২৭এ, বর্ণনা দিচ্ছেন স্তু সাহেব : He died obscurely, smiling at a vision of Paradise.[১১]

কালানুক্রমিক ভাবে সাজালে তাঁর রচনাগুলি এভাবে দাঁড়াবে : Poetical Sketches (London) (1769-78). Songs of Innocence (1789), The Book of Thel (1789), Tiriel (circa 1789) The French Revolution (1791), The Marriage of Heaven and Hell (circa 1990-93). A Song of Liberty,[১২] Vision of the Daughters of Albion (1793), For Children : The Gates of Paradise (1793), Songs of Experience (1789-94), The First Book of Urizen (1794), The Song of Los (1795), The Book of Los (1795), Vala or the Four Zoas (1795-1804), Milton, A Poem in 2 Books (1804-08), Jerusalem (1804-20), A Vision of the Last Judgement, (1810) , For the Sexes : The Gates of Paradise (first engraved 1793, additions made about 1818 ; কবিতাংশ সামান্যই, এর engraving গুলি আমাদের হতচকিত করে, Air, on Cloudy Doubts and Reasoning Cares, অথবা Aged Ignorance, কিম্বা Death's Door অসাধারণ চিত্র), The Ghost of Abel (1822).[১৩]

মজার খবর এই এবং কবিদের কাছে আফশোষের বিষয়, ব্লেকের মৃত্যুর ছোট্ট খবরটি Annual Gazette, Literary Gazette ইত্যাদিতে প্রকাশিত হলেও কবি হিসেবে তাঁর পরিচিতির উল্লেখ ছিল না। তিনি যে ছবি আঁকতেন, বই-এর অলংকরণ করতেন এ কথাই ইংল্যাণ্ডের মানুষ জানতো, জানতো তাঁর স্ত্রী ক্যাথারিন তাঁকে একাজে সাহায্য করতেন।[১৪] ১৮৬৩ সালে আলেকজাণ্ডার গিলক্রাইস্ট -রচিত ব্লেকের জীবনী ছাপা হলে ইউরোপের কবিতা-পাঠক ব্লেক সম্বন্ধে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। বইটি লেখক[১৫] নিজে দেখে যেতে পারেন নি। রসেটি ভ্রাতৃদ্বয় এবং শ্রীমতী গিলক্রাইস্টের তত্ত্বাবধানে বইটি বেরোয়, ব্লেকের মৃত্যুর ছত্রিশ বছর পর। তার পরই অর্থাৎ ১৮৬৮ সালে

ব্লেক-বিষয়ে স্যুইনবার্ণের দীর্ঘ প্রবন্ধ বেরোয়। সেই থেকে এ পর্যন্ত কত কবি সমালোচক ব্লেক সম্বন্ধে লিখেছেন, কত বিভিন্ন দিক থেকে তাঁকে দেখেছেন, এমন কি ভয়ংকর দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকেও বিচার করেছেন কেউ কেউ,[১৬] কিন্তু মনে হয় শেষ কথা হচ্ছে হার্বার্ট রীড -এর (Herbert Read) : he is simply poetic, যে কবি সম্বন্ধে এই বিদগ্ধ মানুষটি স্বীকারোক্তি করেছেন : Blake shook me to the depths of my awakening mind.

ব্লেকের প্রথম কবিতাবলী 'Poetical Sketches' লেখা শুরু হয় মাত্র বারো তেরো বছর বয়স থেকে।[১৭] রোমান্টিসিজমের মূল সুর, 'essence of romanticism,' এই ছোট্ট কবিতাগুলিতেই সর্বপ্রথম এবং স্পষ্টত নজরে আসে। কীনস্ -সম্পাদিত সংকলনের প্রথম কবিতাটিই ধরা যাক :

The hills tell each other, and the list'ning
Vallies hear. (To Spring)

না বলে দিলে কে বুঝবে এ কবিতার পংক্তি ওয়র্ডসওয়ার্থের নয়!

চারটি ঋতুর পরপর বর্ণনা spring, summer, autumn, winter ; মনে হয় যেন ব্লেক 'প্যাস্টোরাল' কবিতা লিখতেই কৃতসংকল্প। এই বর্ণনা স্পেন্সার -এর একলগগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুত 'An Imitation of Spenser' বলে স্পেন্সেরিয়ান্ স্তবকে তিনি একটি কবিতাও পরে লিখেছিলেন। তথাপি পার্থক্য আছে, স্পেন্সারের 'winter' নিয়ে আসে মৃত্যু, ব্লেক-এর winter যদিচ 'direful monster', কিন্তু তার আবির্ভাবেও 'heaven smiles' ; এই সময় থেকে তাঁর কাব্যে 'Heaven'-এর বারংবার উল্লেখ, 'Eden', 'Angel', ইত্যাদি শব্দ এবং শব্দের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা তাঁর কাব্যের ভবিষ্যৎ লক্ষণকে সূচিত করে। ছোট ছোট গীতিকাব্যগুলি মুক্তোর মত নিটোল। প্রেমের ব্যঞ্জনা, তার শুচিতা সব মিলিয়ে একটি শুভ্র অপাপবিদ্ধ জগতে নিয়ে যায় :

So when she speaks, the Voice of Heaven I hear

পরবর্তীকালে 'lamb' এর প্রতীক কি তাই আমাদের পবিত্রতার আভাস দেয় না! 'Gwin, King of Norway' কবিতায় elemental earth এর উল্লেখে এক গভীর প্রতীতি জন্মে ; এই 'নরউইজিয়ান' কাহিনীতে যেন প্রাচীন

অ্যাংলো-স্যাক্সন কাব্যের ব্যঞ্জনা পাই। ১৭৮৯ সালে রচিত 'Tiriel' কাব্যটি নাটকীয় সংঘাতে উদ্দীপিত। এই কবিতার প্রথম পংক্তিতেই Gates' শব্দটি লক্ষণীয়। ব্লেকের কবিতায় 'Gate' শব্দটি নানাভাবে আমাদের সংকেতচিহ্ন উপস্থিত করে। এই কাহিনীর ট্রাজিক পরিবেশ তীব্রতায় 'কিং লিয়ারের' সহধর্মী মনে হয়।

'Songs of Innocence' এর কবিতাগুলি থেকেই ব্লেকের প্রতিভার স্পষ্ট লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে থাকে। তৎকালে এইসব নিটোল কবিতাগুলি রচনা করেও তিনি যে কবিখ্যাতি অর্জন করেন নি তা থেকে এই ধারণাই জন্মে যে অগাস্টান যুগের সাহিত্য-বিষয়ক চিন্তাধারা সেকালকেও বেশ খানিকটা প্রভাবান্বিত করে রেখেছিল। 'Songs of Innocence' এবং 'Songs of Experience' পাঁচ বছরের ব্যবধানে রচিত হয়। ১৭৮৯ এবং ১৭৯৪ তে। এই কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনাকালে মার্গারেট বট্রাল (Margaret Bottrall) জানিয়েছেন যে ব্লেক স্বয়ং চিত্রবিচিত্র করে, নানাস্থানে অলংকরণ দ্বারা নিপুণ হস্তাক্ষরে প্রকাশ করে বন্ধুবান্ধবদের কয়েক কপি বিক্রী করেন। ব্লেকের অন্যতম ভক্ত পাঠক হেনরি ক্র্যাব রবিনসন জার্মানীর হামবুর্গ শহরের একটি পত্রিকায় ১৮১১ সালে কয়েকটি কবিতা প্রকাশ করেন, আলোচনা সহ। ডক্টর জুলিয়াস বলে এক জার্মান কাব্যরসিক ব্লেকের ছন্দ-রীতি অক্ষুণ্ণ রেখে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন এবং সেই প্রথম বিদেশে তাঁর কবিতার কিছু প্রচার হয়। এ দুটি কাব্যগ্রন্থ একত্রে প্রকাশ করবার পেছনে নাকি কবি ব্লেকের একটি তাৎপর্য ছিল—যা তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'The, Marriage of Heaven and Hell' এও লক্ষণীয়, অর্থাৎ তিনি নিজেই এমত বর্ণনা দিচ্ছেন তাঁর গ্রন্থের নিচে, 'as Shewing the Two Contrary States of Human Soul'; তিনি নাকি বলতেন 'Without Contraries is no progression': তাহলে দেখা যাচ্ছে, অনেক আগেই ইউরোপে কবি ব্লেকই 'ডায়েলেকটিক' বিচার পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন! এবার কিছু অতি-পরিচিত কবিতার পংক্তি উদ্ধার করা যাক :

১. Piping down the valleys wild/Piping songs of pleasant glee,
   On a cloud, I saw a child/And he laughing said to me:
   'Pipe a song about a Lamb!"

২. Little Lamb, who made thee ?
Dost thou know who made thee ?

৩. Then am I/A happy fly.
If I live/Or if I die.

৪. Tyger ! Tyger burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye

Could frame thy fearful symmetry
When the stars threw down their spears,
And water'd heaven with their tears.

৫. But most through midnight streets I hear
How the youthful harlot's curse
Blasts the new born Infants't ear—
And blights with plagues the Marriage hearse.

এ ছাড়াও সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিযোগ্য 'The Echoing Green', 'The Chimney Sweeper', 'A Cradle Song', 'The Little Black Boy', 'A Divine Image' কবিতাগুলি। বাওরা[১৮] (C. M. Bowra) রচনাগুলিকে বলছেন: 'miraculous poetry'; কেউ কেউ[১৯] বলেছেন, এই কবিতার পুরো নামকরণ দেখলে বোঝা যাবে এগুলি শুধু শৈশব কৈশোরের সংগীত নয়, 'a treatise and an exposition' ও বটে। আর একজন ব্লেক-সমালোচক[২০] এই কবির কবিতার মধ্য দিয়ে দেখেছেন একটি নতুন দিকের চিহ্ন, সেকালের লণ্ডন, তাঁর অর্থনীতি ও সমাজচিত্রের করুণ চিত্রটি, আমাদের মনে হয়েছে, 'London', 'The Little Black Boy', 'The Chimney Sweeper' ইত্যাদি কবিতার মধ্য দিয়েই যা প্রকাশ পেয়েছে। উক্ত লেখক বলছেন: The great lyrics soar up from a particular moment of history, 'London' কবিতাটি সম্বন্ধে তিনি বলছেন: When we now turn to 'London, Blake's 'mightiest brief poem',[২১]...we come upon infinite curses in a little room a

world at war in a grain of London soot ; আর একজন[২২] এই কবিতাটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন : 'Blake's poem is not only a protest ; it is a picture of a mental state'.

অনেকে বলেছেন, যেমন গিলহ্যাম, ব্লেকের কোন বিশেষ বক্তব্য নেই , কিন্তু একথাও তেমন সত্য, তিনি আমাদের অনেক ভাবিয়েছেন, কেননা তিনি নিজেও মনে করতেন, তার বন্ধু বাট্‌স্‌-কে লেখা চিঠি থেকে আমরা জানি, কবিতাকে তিনি 'allegory' রূপে দেখতে চেয়েছেন যার মধ্যে থাকবে intellect' এর প্রকাশ। 'The Book of Thel' এর 'motto' দেখা যাক :

Does the Eagle know what is in the pit ?

Or wilt thou go ask the Mole ?

Can Wisdom be put in a silver rod ?

Or Love in a golden bowl ?

সমালোচক[২৩] জানাচ্ছেন, ব্লেক ভালোভাবেই লকের 'Essay on the Human Understanding' পড়েছিলেন, যদিও, তাঁর প্রভাব ব্লেকের ওপর কিছু পড়ে থাকলেও, তা 'clearly a negative one' ; একথা তথাপি সত্যি, নিছক 'imag'nation' এর 'পর ভর করে ব্লেক কবিতা লেখেন নি—তার প্রমাণ 'The Book of Tnel' কবিতাটি ;

...waiting oft beside a dewy grave

She stood in silence, list'ning to the voices of the ground

এমন পংক্তিতে শুধু 'imaginative' ব্লেককে, শুধু 'mystic' ব্লেককে, শুধু 'নিছক-কবি' ব্লেককে পাবো না, পাবো আরো গভীরতর 'বোধের' কোন কবিকে। সম্ভবত 'বোধি' দ্বারা লক্ষণাক্রান্ত না হলে এমন কবিতা লেখা যায় না।

'The French Revolution' কবিতাটি শিল্প হিসেবে উৎকৃষ্ট নয়, বর্ণনামূলক কবিতায় ব্লেক অসাধারণত্ব দেখাতে পারেন নি। তাঁর ক্ষমতা এখানে ফুটে ওঠে নি। 'The Marriage of Heaven and Hell', মনে হয় ব্লেকের কথাতেই, 'memorable Fancy' ; গভীর সত্যতার ভিত্তিতে লেখা এই কবিতায় ব্লেকের যে পরিচয় আমরা পাই তা' বহুদূর অবধি বিস্তৃত হয়েছে।

'The First Book of Urizen' বা 'Milton' কবিতায় তাঁর কাব্যপ্রতীতি নিশ্চিতরূপে উজ্জ্বলতর হয়েছে। কিন্তু ব্লেকের মধ্যে যে অসামান্য লিরিকধর্মিতা আছে তার রূপায়ন আমরা পাই ১৯১৩ (?) সালে লেখা 'নোট বই' থেকে আহৃত কয়েকটি ছোট্ট কবিতায়, যদিও স্বীকার্য, কিছু কিছু কবিতা বেশ খাপছাড়া। 'Vala or The Four Zoas' চিরন্তন মানবসত্তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত কবিতাগুচ্ছ, কয়েকটি রাত্রির কাহিনী। সম্ভবত ব্লেক নামপত্রে যে গ্রীক ভাষায় কিছু লেখা যুক্ত করেছিলেন তাই হচ্ছে এই কবিতার প্রতিপাদ্য, যদি প্রতিপাদ্য কিছু থেকে থাকে ; স্বর্গীয় সুষমার মধ্যে অশুভের ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে, এই বোধ ব্লেকের কবিচিত্তকে অহরহ পীড়িত করেছে, আমরা জানি। আর তাই যুবক বয়সে রচিত 'London' কবিতা থেকে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে লেখা 'The Ghost of Abel' কবিতা পর্যন্ত 'অশুভ' কে নিয়ে ব্লেক ভাবনা চিন্তা করেছেন। ব্লেকের কবিতায় লক্ষণীয় যে 'Prophetic Books' গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুচ্ছ হচ্ছে 'The Marriage of Heaven and Hell', 'America', 'The Book of Urizen', 'The Book of Los', 'Jerusalem' এবং 'Milton' ; এই হচ্ছে মোটামুটি ব্লেকের কাব্যরচনার পরিচয়। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে তিনি যখন রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তখনও তিনি মনের দিক থেকে ছিলেন প্রাণোচ্ছল। জর্জ কাম্বারল্যাণ্ডকে লেখা চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন : I have been very near the Gates of Death & have returned very weak & an Old Man feeble & tottering, but not in Spirit & Life, not in The Real Man, The Imagination which Liveth for Ever : আমাদের কল্পনাতেও এই কবি চিরকাল বেঁচে থাকবেন যেমন রয়েছেন চসার, শেকস্পীয়ার, মিল্টন।

উইলিয়াম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ

'রোমান্টিক মুভমেণ্ট' বলতে যে-কবির প্রসঙ্গ প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে তিনি হলেন উইলিয়াম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। 'লিরিক্যাল ব্যালাডস্' এবং কোলরিজের সঙ্গে কবিতা-বিষয়ক আলোচনার কথা মুখবন্ধেই আলোচিত হয়েছে। এই শান্ত,

আপাত ধৈর্যশীল ও গভীর মননে প্রত্যয়ী কবি ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে কাম্বারল্যাণ্ডের ককারমাউথ (Cockermouth) -এ জন্মগ্রহণ করেন।

উল্লেখযোগ্য, সে বছরেই প্রখ্যাত সংগীত-স্রষ্টা বিটোভেনের জন্ম হয়। মাত্র এক বছর আগে নেপোলিয়নের জন্মকাল এবং জেমস্ ওয়াট -পরিকল্পিত বাষ্পীয় এঞ্জিন এর সূত্রপাত। মাত্র আট বছর বয়সে মা অ্যান এবং তার পাঁচ বছর পরে আইন-ব্যবসায়ী পিতা জন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও মারা যান। বাল্যকালে হকস্‌হেড গ্রামার স্কুলে পড়াশুনো করেন, সতেরো বছর অবধি। পরে তিন বছর কেম্ব্রিজের সেণ্ট জনস্ কলেজে অধ্যয়ন করেন। তারই মধ্যে ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লব ঘটে যায় এবং ব্যাস্টিলের পতন হয়। কিছুদিন ফ্রান্স ও সুইট্‌জারল্যাণ্ড ঘুরে বেড়ান। বাইশ বছর বয়সে Annette Vallon নামে পঁচিশ বছর বয়সী এক মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হ'ন, তাঁদের একটি কন্যাসন্তানও জন্মে। সেই বছরেই ফ্রান্স একসঙ্গে অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এক বছর বাদে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'An Evening Walk' এবং 'Descriptive Sketches' প্রকাশিত হয়। ১৭৯৪ তে লেক অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন, সে বছরেই রবস্‌পেয়ার-কে হত্যা করা হয়। তারও এক বছর বাদে কোলরিজের সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

১৭৯৮ তে কোলরিজের সঙ্গে 'Lyrical Ballads' প্রকাশ করেন; পরে হামবুর্গ-এ যান। ১৮০১ এ দু'খণ্ডে 'লিরিক্যাল ব্যালাডস্'এর দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়। তার এক বছর বাদে মেরী হাচিনসনকে বিবাহ করেন, গ্রাসমেয়ার-এর ডাভ কটেজ-এ বোন ডরোথি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-পরিবারের সঙ্গে থেকে যান। ১৮০৬ তে কোলরিজ ইউরোপ থেকে ফিরে আসেন এবং 'The Friend' বলে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, যাতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও লিখতে শুরু করেন। ১৮১০এ কোলরিজ এর সঙ্গে মনোমালিন্য হয়, দু'বছর বাদে আবার মেঘ কেটে যায়, তাঁদের পুনর্মিলন হয়। ১৮১৪তে 'The Excursion' প্রকাশিত হয়। ১৮২৯এ ডরোথি অসুস্থ হন। ১৮৩১ সালে কোলরিজ এর সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাৎ। ১৮৩৯ এ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মান লাভ করেন। ১৮৪৩ এ রাজকবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৮৪৯ এ আবার 'Poems' প্রকাশিত হয়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে রাইডাল মাউণ্টে ইংল্যাণ্ডের অন্যতম প্রধান কবি, ঐতিহ্যপূর্ণ রোমান্টিক আন্দোলনের পুরোধা এবং প্রবক্তা উইলিয়াম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ মারা যান। সে বছরই

তাঁর 'great philosophical poem' 'The Prelude' প্রকাশিত হয়, যা লেখা হয়েছিল ১৮০৫ সালে। এই জাতীয় অন্য রচনা 'The Recluse' এর তিনি মাত্র একটি পর্ব লিখেছিলেন।[২৪] এই স্থিতধী কবির চরিত্র লর্ড সাহেবের বিশ্লেষণে সুন্দর বোঝা যাবে : The late excessive praise left him quite as unmoved as the first excessive neglect, তিনি অনেকটাই ছিলেন 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ',[২৫] কালোত্তর শিল্পীসাহিত্যকদের যা সর্বপ্রধান লক্ষণ।

ওয়র্ডস্‌ওয়ার্থ এর সমগ্র কাব্যের ভূমিকা বোধহয় তাঁর এই কথাগুলি : My purpose was to adopt the very language of men There will also be found in these volumes little of what is usually called poetic diction...this has been done to bring my language near to the language of men ..It may be safely affirmed, that there neither is, nor can be, any essential difference between the language of prose and metrical composition ; এই শেষ কথাটি যে কী দুঃসাহসের, এবং কী প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস-প্রসূত তা স্পেন্সার, মিল্টন এমনকি বার্ণস্ এর অসাধারণ গীতিসুষমা ও কাব্যের বর্ণচ্ছটা মনে রাখলে প্রতীয়মান হবে। কবিতার আঙ্গিকে, বস্তুত ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থই প্রথম সার্থক বিপ্লব সূচনা করলেন বলা যায়। দুটি যুগের দুই প্রধান কবির ইতস্তত পংক্তি পড়া যাক :

১. I see what was, and is, and will abide ;
Still glides the stream, and shall for ever glide ;
The Form remains, the Function never dies

(from 'The River Duddon')

২. In an old house there is always listening, and more
is heard than is spoken.
And what is spoken remains in the room, waiting
for the future to hear it

(from 'The Family Reunion' : Chorus)

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলছেন, তাঁর কবিতায় poetic diction এর ব্যাপার কিছু

গুরুতর নয়। কিন্তু পদ্য বা গদ্য যাই হোক, ভাষা ব্যবহারে 'diction' এর দ্বারস্থ হতেই হবে লেখককে, যত সামান্যই হোক। সুতরাং diction' এবং 'syntax' লক্ষ্য করলে আমরা দুটি উদ্ধৃতিতে কতটুকু পার্থক্য দেখতে পাবো? মনে হবে সমকালের দুই কবি কবিতা লিখছেন যেন। মুক্ত-ছন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ যেমন সহজে গদ্য-ছন্দে চলে এসেছেন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতাও তেমনি সহজ মুক্ত-ছন্দ থেকে গদ্য-ছন্দে রূপান্তরিত হয়েছে, প্রায় একশ' বছর বাদে এলিয়টের কবিতায় যে গদ্যছন্দের অসাধারণ পূর্ণতা দেখা যায়। ইংরেজী কবিতার ধারাবাহিকতায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সবচেয়ে বড় দান এখানে, শিল্পকলার দিক থেকে।

দ্বিতীয়ত, তাঁর প্রকৃতির ব্যাখ্যায়। বস্তুত 'Nature' যে আমরা কাব্যালোচনায় Capital 'N' এ লিখে থাকি—সে তো ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এর জন্যই। তিনি জীবন্ত করেছেন প্রকৃতিকে, আমাদের চোখ মেলে দেখতে শিখিয়েছেন, এদেশে যেমন বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র 'into the life of things'; আর কি হয় কবির, এমনকি এইসব 'hedge-rows' দেখলে

......I have owed to them

...........feelings too

Of unremembered pleasure

......we are laid asleep

In body, and become *a living soul* (ইটালিকস্‌ বর্তমান লেখক-কৃত)

(Tintern Abbey)

আর তৃতীয়ত, একটি ছোট পাহাড়ী মেয়ে, অতি সাধারণ মেয়ে, তাকে তিনি মনে করলেন :

...O fair Creature ! in the light

Of common day, so heavenly bright,

I bless thee, Vision as thou art,

অতি সাধারণকে এই অসাধারণে রূপান্তর করতে পারার ক্ষমতাই ছিল রোমান্টিক-দের, বিশেষত ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অন্যতম কাব্যলক্ষণ। 'The Solitary Reaper' এ-জাতীয় কবিতার সবচেয়ে সার্থক উদাহরণ। আবার ধরা যাক, লুসির বর্ণনা :

Three years she grew in sun and shower,
Then Nature said, 'A lovelier flower
On earth was never sown'...

এই পংক্তি ক'টি পড়বার পর আমার তো আর কিছু পড়তে ইচ্ছে হয় না—চুপ করে বসে থেকে একান্তে এই 'lovelier flower' কে ভাবতে মন চায়—'poetic diction' নিয়ে মাথা-ঘামানো সত্যি ক্লান্তিকর মনে হয়।

খুব সহজে সত্যের কাছাকাছি পৌছোন, সরলতার প্রতীকে বিশ্বভুবনের কেন্দ্রভূমিতে দাঁড়ানোই ছিল ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ঈপ্সিত। তাঁর কবিতার মধ্যে বৃহৎ জীবনদর্শন সহজেই হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু দর্শনের অতিরিক্ত যে মানবিক বোধ তারই সত্যতা ছিল এই কবির লক্ষ্যবিন্দু। কত তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা, অতি সাধারণ নীচুতলার মানুষ, কত অকিঞ্চিৎকর গাছপালা, লতাপাতা যা আমাদের জীবনকে কোনভাবে স্পর্শ করে না সহজে, এই কবি তাদের মধ্য থেকেই যেন আলোকমালার উজ্জ্বল প্রভা আবিষ্কার করেছেন, আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন, নিজেও সেই সত্যের আলোকে স্নান করেছেন! বাহিরের সংসারকে তিনি দেখেছেন তাঁর অন্তরলোকে। সেখানে তিনি আবিষ্কার করেছেন আর এক মহৎ সত্যকে :

'Tis Nature's law
That none, the meanest of created things
.........should exist
Divorced from good. (The Old Cumberland Beggar)

আমরা জানি না, বিশ শতাব্দীর প্রায় শেষ অংকে যখন সর্বহারাদের জন্য আমাদের মত সমাজতন্ত্রে-বিশ্বাসী কবিরা কাতর হই, তখন ক'জন দৃঢ়তার সঙ্গে এমন একটি জাগতিক সত্যকে স্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করে থাকেন! বস্তুত ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁর অনুভূত সত্যকে আমাদের উপর কখনোই আরোপ করেন না। আমরা এই সকল পংক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর উপলব্ধিকে নিজের দর্পণে প্রতিবিম্বিত দেখি। এই কবিতাটির শুরুতে কবির যে ছোট্ট মুখবন্ধটি আছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ : 'The class of Beggars ('B' Capital লক্ষ্য করুন), to which the Old Man here described belongs, will probably

soon be extinct. It consisted of poor, and mostly, old infirm persons, who confined themselves...in their neighbourhood, and had certain fixed days, on which, at different houses they regularly received alms sometimes in money, but mostly in provisions , আমরা মনে করে থাকি, কবিরা, বিশেষ করে রোমান্টিক কবিরা নিছকই ভাবের জগতে বাস করতেন। এই ছোট্ট বর্ণনাটুকু পড়লে মনে হবে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে যেন সরকারী কাজে একটি 'social survey report' লিখতে হয়েছিল! এত নিপুণভাবে তিনি এই সব মানুষদের জীবনধারণের তথ্য সংগ্রহ করেছেন!, কবিতা হিসেবে 'The Femalc Vagrant' উঁচুদরের নয়, কিন্তু রচনাটিতে কবির প্রথমদিকের মানসিক প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করি। এমনি আরো একটি কবিতা 'Alice Fell, or Poverty' , এই ছোট্ট কবিতাটিতে যে 'human story' আমরা পাই তা প্রায় 'elemental', একজন বড় কবিরপক্ষেই এমন একটি অতি-সাধারণ বিষয়বস্তুকে অসাধারণত্বের প্রাচীরে তুলে দাঁড় করানো যায়। এই সহজ সৌন্দর্য একমাত্র ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কল্পনাতেই ধরা পড়েছিল, রোমান্টিক কবিদের আর কেউ এমন দরদ দিয়ে মানবসত্তাকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এত সহজে দেখতে পান নি।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ একগুচ্ছ কবিতা লিখেছিলেন যাদের নামপত্রে লেখা ছিল 'Poems founded on the Affections', এ থেকেও বোঝা যাবে তাঁর মানবিক বোধের একটি দিক—শুধু তাই নয়, এই গুচ্ছ কবিতাগুলির মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে সোনালী টুকরোর মত বিচ্ছুরিত কিছু পংক্তি—যা বর্ণালী রৌদ্রপ্রভায় উজ্জ্বল।

> A violet by a mossy stone
> Half hidden from the eye!
> —Fair as a star when only one
> Is shining in the sky.
>
> (Louisa)

এ কবি শুধু বিরাট স্থপতি নন, যার প্রমাণ রয়েছে 'The Prelude'-এ, কী অসাধারণ রূপকারও বটে; সৌন্দর্য-অনুভূতির একটি দিগন্ত যেন মুহূর্তে

উন্মোচিত হয়ে যায়। এমনি চিত্র তিনি আবার এঁকেছেন Yarrow নদীর বুকে যখন হাঁসটি

Float double, swan and shadow

এই স্নিগ্ধ লাবণ্য, এমন মধুর সুন্দরকে আর ক'জন কবি এত সহজে ধরতে পেরেছেন ,শতাব্দী পার করেও !

'The Prelude' কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে কবির জীবনদর্শন প্রকাশ পেয়েছে এ কথা সবাই বলে থাকেন ; বিশেষ করে কবির অন্তর্জীবনী, তাঁর অনুভবের জগৎ এখানে ধরা পড়েছে। সুতরাং 'growth of a poet's mind' যদি আমরা এই কাব্যের মধ্য দিয়ে অনুসন্ধান করি তাহলে তা অসংগত হবে না। একজন আধুনিক সমালোচক[২৬] তাঁর গ্রন্থে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যজীবনের বিবর্তন আলোচনা করতে গিয়ে বালক বয়স থেকে পরপর স্তরবিন্যাস করেছেন। তাঁর শৈশবকালকে বলেছেন 'stage of sensation' বালকবয়সে দেখতে পেয়েছেন 'stage of emotion', যৌবনে 'fancy', তারও পরে 'stage of reason as an analytical faculty', পরিণত বয়সে, এই সমালোচক বলছেন, এসেছে 'imagination and synthetic reason' , হয়ত The Prelude' পাঠে আমরা এজাতীয় মানসিক বিবর্তনের কথাই বুঝতে পারি। কিন্তু কোন সৃষ্টিশীল কবির কাছে হিসেব মত ধাপে ধাপে এরকম বিবর্তন হয়ত সবসময় ঘটে না, যদিও সমালোচকের কাজ হচ্ছে একটি নিয়মতান্ত্রিক চিন্তাধারার ইতিহাস বিশ্লেষণ করা।

বালকবয়সের একটা অভিজ্ঞতার কাহিনী পড়া যাক্ যখন রাত্রিবেলা নিঃসঙ্গ ঘুরে বেড়াবার সময়, কবি বলছেন, 'A strong desire overpowered my better reason' ; এবং

I heard among the solitary hills
Low breathing coming after me, and sounds
Of undistinguishable motion, steps
Almost as silent as the turf they trod (The Prelude, Book I)

এই সব পংক্তি পড়তে পড়তে নিবিষ্ট হলে শরীরে রোমাঞ্চ জাগে, আর এই নিরাভরণ, এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষায়, diction-বিহীন পদ্যের সারল্য এবং

অভিজ্ঞতার অকৃপণ দাক্ষিণ্য পাঠককে মুগ্ধ করে, মোহময় করে। Walter Bagehot ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর কবিতা প্রসঙ্গে 'Pure art' কথাটি সম্ভবত এজন্যেই ব্যবহার করেছিলেন। এ আশ্চর্য কবিতা, যে কাব্যের দর্পণে যে কোন বালক তার নিজের জগতকে খুঁজে পায়, আর কবিতার মত না সাজিয়েও একে টানা গদ্যের মত পড়া যায়—তাই এই কবির কাব্য শুধু সাধারণ মানুষের ভাষা নয়, কবিতার ভাষা গদ্যের ভাষার কাছাকাছি সংলগ্ন হয়ে আছে, যার ফলস্বরূপ বিশ শতকে আমরা সহজ গদ্য-ছন্দে আধুনিক কবিতা পড়ে আনন্দ পাই। কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে 'in the blessed hours of early love' কবি অনুভব করেছেন

A spirit of pleasure and youth's golden gleam'

'The Recluse' এবং 'The Excursion' এ দুটি কাব্যও কবির আত্মজীবনী যে অর্থে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে কবি-কথা বিধৃত। আর বর্ণনায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কি কারু চেয়ে কম! যেমন নিসর্গের বর্ণনা। যে লেক-অঞ্চলকে কবি এতো ভালবাসতেন তারই একটু বিবরণ উদ্ধার করা গেল :

The silvery lake is streaked with placid blue,
As if preparing for the peace of evening
How temptingly the landscape shines ! the air
Breathes invitation, ...

এই শেষ ক'টি শব্দে আশ্চর্য কবিতা ধরা পড়েছে, নিঃসন্দেহে! একথা ঠিক, এই তিনটি কাব্যগ্রন্থ একটানা পড়ে গেলে অবশ্যই যে কোন সৎ কাব্যপাঠকেরও ক্লান্তি অনুভূত হবে। কিন্তু সেই ক্লান্তি কি নেই দান্তের কবিতায়, মিল্টনের মহাকাব্যে ?

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার সমালোচকগণ কয়েকটি বিশেষণ প্রায়শ ব্যবহার করেছেন তাঁর কাব্য-বিশ্লেষণের সময়, যেমন 'transcendentalism', 'pantheism', এমন কি 'animism' প্রভৃতি শব্দ দিয়ে। অবশ্য 'pantheism' অভিধা শেলী-প্রসঙ্গেও প্রকৃষ্টরূপে ব্যবহার্য, তথাপি ব্যাপক অর্থে transcendentalism এবং pantheism অনেকখানিই পরিপূরক শব্দ মনে হবে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায়, pantheism -এর পরিপ্রেক্ষিতে 'immanence'

শব্দটি এঁর কবিতায় বেশী প্রযুক্ত হওয়া উচিত বলে মনে হয়। বস্তুত transcendentalism→pantheism→immanence এমন রাস্তায় তাঁর কাব্য গতিবেগ লাভ করেছে বললে অন্যায় হবে না। সর্বপ্লাবী প্রকৃতির রহস্যময়তা তাঁকে মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত অভিজ্ঞতার সমীপবর্তী করেছে—উত্তরণের ধাপে ধাপে তাঁর মানসিক পরিমণ্ডল ক্রমশ নতুনতর বোধির কাছাকাছি পৌঁছেছে,[২৭] 'to lead from joy to joy', তাঁর বিখ্যাত Ode, 'Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood' কবিতায় অভিজ্ঞতার এই সকল স্তরগুলি একাত্ম হয়েছে :

Our birth is but a sleep and a forgetting

But trailing clouds of glory do we come
From God, who is our home
Heaven lies about us in our infancy !

অবশ্য অনেকে বলেন, এই কবিতা শেষের দিকে didactic হয়েছে, যেমন :

We will grieve not, rather find
Strength in what remains behind.

অথবা

One impulse from a vernal wood
May teach you more of man,
Of moral evil and of good,
Than all sages can (The Tables Turned)

মহৎ কবিতা অনেক সময়েই শিক্ষামূলক হয়ে থাকে, এমন উদাহরণ সাহিত্যে নেই তা নয়।

লুসি বিষয়ক কবিতাবলী, 'We are Seven,' 'The Affliction of Margaret', 'The Idiot Boy', 'Michael' (ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় 'pastoral element' নানা স্থানেই খুঁজে পাওয়া যায়, এই কবিতাটি সেদিক থেকে উল্লেখ্য), 'To a Sky-Lark' 'The Green Linnet,' 'To the Cuckoo', 'She was a phantom of Delight', 'The Nightingale',

'The Daffodils', 'Ruth', 'Resolution and Independence' 'To Lines Composed a few miles above Tintern Abbey', 'The Cuckoo' 'French Revolution', To the Clouds', 'Peter Bell', বেশ কিছু চতুর্দশপদী (Sonnet) বিশেষত 'London, 1802' (মিল্টন-বিষয়ক), 'The Solitary Reaper' 'Yarrow' কবিতাবলী, Unvisited, Visited এবং Revisited' 'On the Extinction of the Venetian Republic' 'River Duddon' 'The White Doe of Rylstone' 'Simon Lee' Ode to Duty' এমনি অনেক অনেক কবিতায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্বপ্ন, কল্পনা, দর্শন সম্পৃক্ত হয়ে আছে। এর মধ্যে বেশ কিছু কবিতাতে তৎকালীন রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছে—সমাজ সংসারের অভিজ্ঞতা এবং রাজনীতি তাঁকে যে মাঝে মাঝে ক্লিষ্ট করত তাঁর পরিচয়ও বিধৃত আছে নানা স্থানে।

'The Prelude' সম্পর্কে হ্যাল আমলের একজন সমালোচকের[২৮] মন্তব্য খুবই যুক্তিনিষ্ঠ। তিনি বলছেন: The Prelude, after all, is a poem, a consciously conceived and executed *work of art* in words, not just a kind of record or confession. (ইটালিকস্ লেখক-কৃত) এই মন্তব্য মনে রাখলে আমরা ওয়র্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার প্রতি সুবিচার করতে সক্ষম হব। অনেক সময় এই কবির রচনা সম্বন্ধে insipid, affectation' 'silliness' ইত্যাদি অবহেলিত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু তথাপি সমালোচকদের বলতে হয়েছে, লিরিক্যাল ব্যালাডস্'-এ রয়েছে 'strong spirit of originality, of pathos and of natural feeling,[২৯] বন্ধু-কবি রবার্ট সাদে যৌবনকালে তাঁর বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন.[৩০] কিন্তু এই শতাব্দীর মধ্য সময়ে আধুনিক সমালোচক[৩১] বলছেন: Wordsworth, I found, has something to say to the younger generation; সম্ভবত চিরকালের কবিমন এই তারুণ্যেরেই প্রতীক।

স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ

বছরে দু হাজার পাউণ্ডের চুক্তিতে সম্পাদকীয় কাজ প্রত্যাখ্যান করে কোন্ লেখক এ পর্যন্ত বলতে পেরেছেন, that beyond £250 a year I considered

money as a real evil,[৩২] মাত্র উনিশ কুড়ি বছর বয়সে কোন্ ছাত্র প্রবীণ অধ্যাপকের চেয়েও অনেক বেশী পড়াশুনো করতেন, আর কে বলেছেন, 'Poetry has been to me its own exceeding reward' এবং সর্বশেষে মাত্র তিনটি কবিতা, তাও একটি অর্ধসমাপ্ত, লিখে ইংরেজী কবিতার আসরে আর কোন্ কবি চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন? ইনি স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ—যাঁর সম্বন্ধে কার্লাইল বলেছিলেন, 'a king of men', ল্যাম মন্তব্য করেছেন, 'an archangel little damaged', ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁর এই কবি-বন্ধু সম্বন্ধে ধারণা করতেন, Only wonderful man he had ever known; ইনি সেই বিদগ্ধ সমালোচক শেকস্‌পীয়ারের 'পর বক্তৃতামালায় যিনি সমালোচনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন, কবিতা এবং অন্যান্য বিষয়ে 'Biographia Literaria'-তে অমূল্য সব মন্তব্য রেখে গেছেন, ইনি সেই দার্শনিক যিনি জার্মানীর নব্য-চিন্তাধারার আলোকে ইংল্যাণ্ডের বস্তুবাদী দর্শন-ব্যাখ্যাকে নস্যাৎ করে ভাববাদী প্রত্যয়কে (প্রকৃতপক্ষে, Transcendental Idealism) দাঁড় করালেন। যাঁর বক্তৃতা শুনে সবাই আনন্দ পেতেন, যাঁর কথাবার্তার স্নিগ্ধ অথচ রসিক মন্তব্যে মনের মেঘ কেটে যেত, সেই মানুষটি কিন্তু নিজে ছিলেন নিঃসঙ্গ এবং সদাবিষণ্ণ, যেন কোন্ সুদূর লোকের একান্ত অধিবাসী। যত দিন যাচ্ছে, ব্লেকের মতই এই কবি তাঁর প্রভাব সাহিত্যিকদের ওপর বিস্তার করে চলেছেন। ঠিক এই মুহূর্তে স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায় কিম্বদন্তী হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কোলরিজ ইংল্যাণ্ডের ওটরিতে জন্মগ্রহণ করেন (Colrige, Coldridge, Coleridge এই সমস্ত বিভিন্ন বানান ছিল ডেভনশায়ারের একটি গ্রামের)। পিতা জন শিক্ষক জীবন গ্রহণ করেছিলেন এবং ছাত্রদের জন্য কিছু বইও লিখে যান, তার মধ্যে ছিল একটি 'Critical Latin Grammar'; সাদাসিধে, ভোলা-মন মানুষটি কোলরিজকে খুবই ভালোবাসতেন, অন্যতম কারণ বোধ হয় 'Samuel Taylor came at the end of a long family', রবীন্দ্রনাথের মতই, তিনি ছিলেন দশম সন্তান। ছোটবেলা থেকে কিরকম নিঃসঙ্গতা অনুভব করতেন তিনি, ফলে সবসময় বই পড়তেন, 'Arabian Nights' তাঁর প্রিয় বই ছিল। নিজেই স্বীকারোক্তি করেছেন যে অনন্ত এবং অসীম

ইত্যাদি ব্যাপারগুলি তাঁকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করত। পাঠশালায় (Lower Grammar School) পড়বার সময়ই তিনি ভার্জিল পড়বার চেষ্টা করেছিলেন, 'নিছক আনন্দের জন্য'। আপার গ্রামার স্কুলে পড়বার সময় Boyer বলে এক শিক্ষকের কথা তিনি পরবর্তী জীবনে উল্লেখ করেছেন, যাঁর জন্য সাহিত্যপাঠে তাঁর রুচি তৈরী হয়েছিল; 'that Poetry...had a logic of its own' একথা তিনি এই শিক্ষকের কাছেই জেনেছিলেন। ছোটবেলায় কোলরিজের মতি স্থির ছিল না, তিনি এক এক সময় ভাবতেন বড় হয়ে কী হবেন, মিস্ত্রী হবেন, না কি জুতোর ব্যবসা করবেন? চিন্তার জগতেও দেখতে পাই, বড় হয়ে তিনি নানাবিধ ভাবনায় আবিষ্ট হয়েছেন 'Voltaireanism soon gave way to Platonism, and even Neoplatonism'[৩৩] কলেজ জীবনে তিন বছর কেমব্রিজ-এ পড়াশুনো করেছেন, গ্রীক ভাষায় কবিতা লেখার চেষ্টা করেছেন, আবার এখানেই তাঁর আফিং এর একটু আধটু নেশা ধরেছিল। এ সময়ে তিনি নানাবিধ বিষাদচিন্তায় আক্লিষ্ট হয়েছিলেন, কিছুদিন বেহালা শেখবার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু কোলরিজের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ, Charles Le Grice বলে তাঁর কেমব্রিজের বন্ধু জানাচ্ছেন, সকালবেলা বার্ক-এর বক্তৃতার অনুলিখন পড়ে বিকেলে পুরোটাই মুখস্থ বলতে পারতেন। মাঝেমধ্যে জন্মভূমি ওটরিতে যেতেন, পুরনো স্মৃতি ফিরে পেতেন, ভুলতেন সাময়িক বিষাদ। ১৭৯৩ সালে একটি ছোটখাট সাহিত্যসভায় সর্বপ্রথম কোলরিজ নিজের কবিতা পড়েন। এরপর দেখি, নাম ভাঁড়িয়ে (নাম বলেছিলেন Silas Titus Comberbacke) সৈন্যদলে যোগ দেন, অতিকষ্টে সেখান থেকে পরে ছাড়া পান। এর কিছু পরেই কবি রবার্ট সাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং আমেরিকায় গিয়ে এক নতুন আদর্শ সংসার, 'Pantisocracy', গড়ে তোলবার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। এসময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, মেরী ইভান্স নামক একটি যুবতীর প্রতি তীব্র অনুরাগ সঞ্চার। এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন 'I loved her even to madness', তাঁর জীবনের বিষণ্ণতার মূলে এই ঘটনাটি খুব উল্লেখযোগ্য। অবশ্য তাঁর বিবাহিত জীবন প্রথম দিকে অসুখী হয় নি, Sara Fricker বলে এক তরুণীকে বিবাহ করে সংসার পাতলেন। এরপরই তাঁর রীতিমত অর্থকষ্ট শুরু হ'ল। কিন্তু সেসময়েই পরিচয় হ'ল কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ এবং তাঁর বোন ডরোথির সঙ্গে, যা কবি কোলরিজের

জীবনে অসাধারণ ঘটনা। কিছু পূর্বেই চার্লস্ ল্যামের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। পুরোপুরি তিনি সাহিত্যজীবনে এবং সাহিত্য-পরিবেশের মধ্যে ডুবে যান। এসময়ে তঁার ভয়ানক নার্ভ-এর অসুখ হয় যা থেকে সারাজীবনই তিনি ভুগেছেন, আফিং এর শরণাপন্ন হয়েছেন, 'laudanum' না খেলে স্বস্তি পেতেন না। সেসময় থেকেই ধর্ম-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা দিতে থাকেন; হ্যাজ্‌লিট তাঁর বক্তৃতা শুনে আকৃষ্ট হয়ে পরবর্তী জীবনে লিখেছিলেন, তাঁর বক্তৃতার সময় 'as if the sounds had echoed from the bottom of the human heart'[৩৪]. ১৭৯৮ তে 'Frost at Midnight' লেখেন যখন কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁর সেই ছোট ছোট কবিতাগুলি লিখছিলেন পরে যা 'The Prelude' এবং 'Excursion' এ অন্তর্ভুক্ত হয়। তৎকালে তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবি-ক্ষমতার দ্বারা এমন প্রভাবিত হন যে তাঁকে 'The Giant Wordsworth' বলতে দ্বিধা করেন নি। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি তাঁকে জার্মানীতে। বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়ালেন, Lessing, Kant ইত্যাদি পাঠে মগ্ন হলেন।[৩৫] ১৭৯৮-তেই বিখ্যাত 'Lyrical Ballads' প্রকাশিত হয়। 'Ancient Mariner' (The Rime of the Ancyent Marinere) সে সময় প্রকাশিত হয়, তবে 'Kubla Khan' রচনার সময় নিয়ে নানা মত দেখা যাচ্ছে, যদিও চেম্বার্স সাহেব জানাচ্ছেন, ১৭৯৭-তেই অর্ধসমাপ্ত কবিতাটি রচিত হয়ে থাকবে। তিন চার বছর বাদে 'Lyrical Ballads' এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হবার কথা এবং তাইতে পরিকল্পিত 'Christabel' থাকবে, কিন্তু ১৮০১ সালে এই কবিতার কিছু অংশ লেখা হলেও বহুদিন ধরে এই কবিতাটি সম্পূর্ণ হয় নি। এ সময়েই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ঝড় এসে পড়ে। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার আভাস পান, এমন মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে যে সারা হাচিনসন, অর্থাৎ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের শ্যালিকার প্রতি তাঁর মন আকৃষ্ট হয়। আবার Sir Arthur T. Quiller-Couch ইঙ্গিত দিয়েছেন, ডরোথিই হতে পারতেন তাঁর মনের মত জীবনসঙ্গিনী। যাই হোক, এই সময়কার মনের অবস্থা 'Ode to Dejection' এ ধরা পড়ে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কি এই সময়কার কবি কোলরিজের চিত্র আঁকছেন [ডি কুইন্‌সির মতও তাই] ?

'Ah ! piteous sight it was to see this Man

When he came back to us, a withered flower,—
Or like a sinful creature, pale and wan.

(Stanzas written in Wordsworth's pocket-copy of Thomson's 'Castle of Indolence')

এর পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ওয়াডস্‌ওয়ার্থের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ, যদিও তা স্থায়ী হয় নি। জীবনের শেষের দিকে তিনি লজিক এবং দর্শন (মেটাফিজিকস্‌ বললে ভালো হয়) বিষয়ে বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। শেষ জীবনে শেকস্‌পীয়ার-বক্তৃতামালা, 'বায়োগ্রাফিয়া লিটারারিয়া' এবং 'মেটাফিজিকস্‌' বিষয়ে রচনা ছাড়া আর বড় কিছু কাজ তিনি করেন নি। তাঁর অত্যুজ্জ্বল কথাবার্তা 'Table Talk' এ ধরা রয়েছে, তাঁর কিছু গুণগ্রাহীদের অক্লান্ত চেষ্টায়। এ লোকটি পরিশ্রমী ছিলেন না, ছিলেন না গুছোনো, যাঁর চরিত্রের 'fundamental instability', চেম্বার্স যা বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে নাটকের একটি বিয়োগান্ত নায়কের লক্ষণাক্রান্ত মনে হয়। প্রায় নিঃসঙ্গ, দেহে এবং মনে শ্রান্ত এই স্বপ্নবিলাসী কবি ১৮৩৪ এর ২৫শে জুলাই সকালবেলা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবনের শেষ দিকে গ্রীণকে অনবরত লজিক বিষয়ে তাঁর 'Opus Maximum' নামক পরিকল্পিত গ্রন্থের জন্য নোট দিতে থাকেন, কিন্তু তা শেষ হয় নি। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ কোন বন্ধুর কাছে বলতে গিয়ে ওয়াডর্স্‌ওয়ার্থ ভেঙ্গে পড়েন, ল্যাম লেখেন, Never saw I his likeness nor probably the world can see again; আর এমন মন্তব্য করেছেন তাঁর জীবনীকার, So Coleridge passed, leaving a handful of golden poems, an emptiness in the heart of few friends, and a will-o' the-wisp light for bemused thinkers.[৩৬]

কোলরিজের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতা 'The Rime of the Ancyent Marinere' ('Lyrical Ballads' এ বানান যেভাবে রয়েছে), ওয়াডর্স্‌ওয়ার্থের কথা অনুযায়ী, ১৭৯৮-এর বসন্তকালে পরিকল্পিত হয় এই দুই কবি এবং ডরোথি অ্যালফক্সডেন থেকে 'ভ্যালি অব স্টোনস্‌' এ যাবার পথে। কিন্তু একজন নবীন সমালোচক জানাচ্ছেন, কবিতাটি ১৭৯৭ এর শীতকালে রচিত হয়ে থাকবে।[৩৭] এই কবিতাটি ইংরেজী কাব্যধারার চিরাচরিত রচনাভঙ্গিতেই লেখা

হয়েছে, এবং এটি হচ্ছে 'narrative ballad',[৩৮] সাতটি ছোট ছোট পর্বে রচিত এই কাব্যের 'argument' হিসেবে বলা হয়েছে, কি করে ঝড়ের মধ্যে পড়ে একটি জাহাজ দক্ষিণ মেরুর দিকে চলে গিয়েছিল, সেখান থেকে আবার ঘুরে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে তা মোড় ঘুরল, কেমন সব অপ্রাকৃত ঘটনা ঘটেছিল আর শেষ অবধি বৃদ্ধ নাবিকটিই বা কি করে দেশে ফিরে এল। নাবিকটির বর্ণনা প্রথমে পাঠককে আকৃষ্ট করে—যার রয়েছে 'long grey beard', 'skynny hand' এবং 'glittering eye' ; শ্বাসরুদ্ধ কাহিনীর মত বৃদ্ধ নাবিক বলে যাচ্ছে বিয়ে-বাড়ির ভোজসভায় এক আগন্তুককে, তার অভিজ্ঞতার কথা। এমন গল্প যে, অতিথি তিন বছরের শিশুর মত অবাক হয়ে শুনছে সে কাহিনী। দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি বর্ণনা কিরকম :

The Ice was here, the Ice was there.
The Ice was all around :
It crack'd and growl'd, and roar'd and howl'd—
Like noises of a swound.

আর ঠিক দুপুরবেলা আকাশ কেমন, 'All in a hot and copper sky' ; copper' এই বিশেষণটি কি রোমান্টিক কবিদের উপযুক্ত, না হাল আমলের কবিদের কাছে বেশী প্রিয়। কিন্তু তারপরই সেই অসাধারণ পংক্তি কয়টি—যা সম্ভবত রোমান্টিক কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

Day after day, day after day,
We stuck, ne breath ne motion ('ne' অর্থে 'nor')
As idle as a painted ship
Upon a painted Ocean.

একটি অতিকায় সামুদ্রিক পাখি 'albatross', যে ছিল শুভ প্রতীক, তাকে বৃদ্ধ নাবিক মেরে ফেললো, পরেই শুরু হল বিপর্যয় ; হাওয়া নেই, খাবার জল নেই—এমনি করে গল্প এগিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত নাবিকটি I pass, like night, from land to land'—এই ভ্রমণ সারা জীবন চলেছে এই নাবিকের, আজও শেষ হয় নি। এই গল্প শুনে বিবাহসভার অতিথির কি হ'ল—তার জীবনেও এলো এক নতুন অভিজ্ঞতা—পরের দিন দেখা গেল তাকে 'a sadder

and a wiser man'; কল্পনার ব্যাপ্তিতে, শব্দ ব্যবহারের অলৌকিক কৌশলে, পরিবেশ সৃষ্টির অসাধারণত্বে কোলরিজের এই কবিতা চিরকালীন ঐশ্বর্যে মণ্ডিত। এই গল্প শুধু বালকদের জন্য নয়, বৃদ্ধদের জন্যেও। সৌন্দর্যের সঙ্গে ভয়ংকর মিশেছে এই কবিতায় অনায়াসে, চিত্রধর্মিতার চূড়ান্ত রয়েছে এই কবিতায়—এবং কবি তাকে উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেছেন অন্য এক জগতে। অতিপ্রাকৃত ঘটনার প্রতি কোলরিজের আকর্ষণ এই কাব্যেই ধরা যাবে। আর ঘন রহস্যময়তা গভীর হয়ে দেখা দিয়েছে ৫৪-পংক্তির অর্ধসমাপ্ত কবিতা 'Kubla Khan' এ। ১৭৯৭ সালের গ্রীষ্মকালে অসুস্থ শরীরে কবি সমারসেট ও ডেভনশায়ারের মাঝামাঝি একটি কুটিরে বিশ্রামের জন্য গিয়েছিলেন। যন্ত্রণা কমাবার জন্য ওষুধ খেতে হয়েছিল, বোধহয় আফিং জাতীয়।[৩৯] তন্দ্রার মধ্যে স্বপ্নের মত কুবলা খান বিষয়ে যা দেখেছিলেন, জেগে উঠে কাগজ কলম নিয়ে তাই লিখতে বসলেন। ঠিক ৫৪ পংক্তি লেখবার পর এক ভদ্রলোক তাঁকে ডাকতে এলেন। লোকটি চলে যাবার পর আর কিছুই প্রায় কবির মনে এলো না, 'Then all the charm/Is broken';[৪০] এই কবিতা সম্বন্ধে Sir Arthur T. Quiller-Couch[৪১] উদ্ধার করেছেন Dr. Garnett এর মন্তব্য, 'it only lacks length to reach to the moon'; কবিতাটির প্রথম পংক্তির শব্দ-সাযুজ্য এবং এর ধ্বনি-সত্তার যে কোন কাব্যপাঠককে সচকিত করে, অথচ 'hard consonants' এর বাহুল্য কানকে পীড়িত করে না, 'In Xanadu did Kubla Khan', বস্তুত এজন্যই কি Lowes তাঁর গ্রন্থ 'The Road to Xanadu' লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন? কুবলা খানের 'pleasure-dome' টি কোথায়:

> Where Alph, the sacred river, ran
> Through caverns measureless to man
> Down to sunless sea

সঙ্গে সঙ্গে পাঠক রহস্যঘন পরিমণ্ডলে পৌঁছে গেলেন। সেখানে একটি নারী 'wailing for her demon-lover'; আর সেই 'pleasure-dome' কে গান দিয়ে বেঁধে রাখা হবে, সেই গান কে গাইবে?

> A damsel with a dulcimer
> In a vision once I saw:

It was an Abyssinian maid,
And on her dulcimer she played,
Singing of Mount Abora.

এই কবিতাটির বিন্যাস সম্বন্ধে Lowes বলছেন: It was the sleeping images that were awake and in motion; কিন্তু একথা বললেই কি শেষ হয়! কোলরিজ বস্তুত এক গভীর রহস্যালোকে সদাই বাস করতে ভালোবাসতেন যার সচেতন প্রতিক্রিয়া রূপ লাভ করেছে কবিতাটির শরীরে।[৪২] এই কবিতাটি প্রসঙ্গেই এক অনাবিষ্কৃত জগতের কথা বলেছেন এক সমালোচক।[৪৩] এর পরের উল্লেখযোগ্য কবিতা 'Christabel,' দীর্ঘ বর্ণনামূলক, দুটি পর্বে সমাপ্ত যে কবিতায় মধ্যযুগীয় রোমান্স ঘন হয়ে দানা বেঁধে উঠেছে; মধ্যরাত্রি, ঘড়ির শব্দ, লেডী ক্রিস্টাবেলের প্রার্থনা, কুকুরের আধিভৌতিক চিৎকার, রুপালী বাতির ম্রিয়মান শিখা, 'weary lady Geraldine', সেই আশ্চর্য রাত্রি। কবি জিজ্ঞেস করছেন:

Is the night chilly and dark?

কবি নিজেই উত্তর দিচ্ছেন

The night is chilly, but not dark.

এমন সময়ে ঘটনার সূত্রপাত। আর সেই রাত্রি নীরব নিস্পন্দ, বাতাস নেই এতটুকু!

There is not wind enough to twirl
The one red leaf, the last of its clan,

তীব্র ইন্দ্রিয়ানুভূতির, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বললে অত্যুক্তি করা হয় না, যে পরিচয় এক্ষেত্রে পাওয়া যায় সমগ্র রোমান্টিক কাব্যের জগতেই তা একান্ত বিরল। কাব্যপাঠকের হয়ত কীটসের কথা মনে পড়বে।[৪৪] আবার মনে পড়বে কীটসেরই কথা যখন

Her gentle limbs did she undress
And lay down in her loveliness

কোলরিজ এবং কীটসের কবিতার আবেদনে সাযুজ্যের প্রতি শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সামান্য আভাস দিয়েছেন তাঁর 'Studies in the Poetry of

Coleridge and Keats' গ্রন্থের শেষ অংশে, যদিও তিনি এত স্পষ্ট করে এই সাদৃশ্য টানেন নি।

আর সে সময়টুকু কেটে যাবার পরে তাকে মনে হচ্ছে 'Beauteous in a wilderness'—কিন্তু অশুভ আশংকার মুহূর্তেও কবির মনে হয়েছে the blue sky bends over all'; প্রথম পর্ব এখানে শেষ হয়েছে। কবিতার উৎকর্ষ বিচারে দ্বিতীয় পর্ব একো উল্লেখযোগ্য নয়।[৪৫] এই কবিতা প্রসঙ্গে কোন কোন সমালোচক তত্ত্ব খুঁজতে গিয়েছেন, যেমন 'problem of evil' এর প্রশ্ন। কিন্তু তত্ত্ব-বিশ্লেষণে কোলরিজের কাব্যের সুষমা অনুভূত হবে কি! একজন পাঠক হিসেবেই প্রশ্ন রাখছি সমালোচকদের কাছে।

কোলরিজের কবিতার অপর প্রান্ত রয়েছে Religious Musings' কবিতায়, ১৭৯৪-তে বড়দিনের ঠিক পূর্বে রচিত। এই কবিতা প্রায় মেটাফিজিকস্-ঘেঁষা। এবং এই চিন্তারই দোসর কি 'Dejection, An Ode' কবিতা। এখানে যেন কবির জীবনস্মৃতি ধরা রয়েছে। সারা জীবন যে মানসিক কষ্ট ভোগ করেছেন তারই কি বর্ণনা এরূপ?

A grief without a pang, void dare, and drear
A stifled, drowsy, unimpassion'd grief,
Which finds no natural out'et, no relief,
In woıd, or sigh, or tear—

এই কবিতা দুটিই যেন অতিরিক্ত ভাবনা-ক্লিষ্ট। দার্শনিক কোলরিজকে কাছে পাই, কবি কোলরিজের চাইতে। প্রকৃতপক্ষে কোলরিজের রচনা সংগ্রহ সম্পাদনা করতে বসে Stephen Potter[৪৬] খুব তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন: He lived in moments, discontinuous'y, and in these moments he sometimes wrote sentences of that kind of profundity which loses its depth when it is historically related to official philosophy; সম্ভবত কোলরিজ-এর মত কবির কবিতা বিশ্লেষণের নয়, নিস্তব্ধ রাত্রে, যখন শুধুমাত্র ঘড়ির কাঁটা টিক্ টিক্ করবে, আকাশ দিয়ে একটা পেঁচা উড়ে যাবার শব্দ শোনা যাবে, অস্বচ্ছ আলোয় একলা বসে পড়বার, আর সেই কবিতার শব্দ স্পর্শ অনুভূতি নিজের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে একাত্ম করবার।

জর্জ গর্ডন, লর্ড বায়রন

বায়রন কি রোমাণ্টিক কাব্য-আন্দোলনের একজন প্রতিভূ, নাকি অংশীদার! এই প্রশ্ন আজকের দিনে অনেককে ভাবাচ্ছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না, শেলী অবশ্য বায়রনকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার গভীরতা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, বায়রন কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এই কবি সম্বন্ধে পরের দিকে; কোলরিজের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে এক ধরণের কৌতূহল ছিল,[৪৭] কীটস্‌ এর মৃত্যুর পর সমবেদনার ভাষায় কয়েক লাইন কবিতা[৪৮] লিখেছিলেন মাত্র, তৎকালীন জনপ্রিয় ধারার অনেক লেখককেই 'English Bards and Scotch Reviewers' কবিতায় তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন।[৪৯] একমাত্র শেলী ছাড়া রোমাণ্টিক কবিদের পর তাঁর যথোচিত শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল না এবং সর্বোপরি, অগাস্টান যুগের কবি পোপ ছিলেন যাঁর গুরুদেব, তিনি কী করে রোমাণ্টিক কবিদের প্রতিনিধিত্ব করলেন? কেম্‌ব্রিজে ছাত্র অবস্থায় যাঁর সম্বন্ধে তাঁর 'টিউটর' জোনস্‌ বলছেন, 'Byron is a young man of tumultuous passions', নারী মাত্রই যাঁর কাছে প্রলোভনের বস্তু ছিল, বিবাহের একবছর বাদেই স্ত্রী যাঁকে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন, যে মানুষটি কবিতা লেখাকে 'idle experiment' মনে করতেন তাঁর সম্বন্ধে তাঁর জীবিতকালেই সারা ইউরোপ বহুস্তবন হয়ে উঠেছিল, এ আর আশ্চর্য্য কী! বস্তুতঃ, এক আধুনিক সমালোচক বড় খাঁটি বলেছেন, বলেছেন বায়রনের কবিতা বোঝবার পক্ষে বায়রনের জীবনই সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক।[৫০] অথচ এই কবিকে জীবিতকালে গ্যেটে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, In some European countries he still ranks second to none among English poets, অ্যালবার্ট বলছেন, 'The Corsair' মাত্র একদিনে দশ হাজার কপি বিক্রী হয়েছিল, একথা জানলে তাঁর জনপ্রিয়তার হিসেব মিলবে, আর স্নেহশীলা মেরী গডউইন, শেলীর স্ত্রী, মানুষ বায়রন সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'the fascinating faulty, childish, philosophical being, daring the world, docile to a private circle, impetuous and indolent, gloomy and yet more gay than any other[৫১]; এই সমস্ত বিবরণ জানবার পর আমরা বুঝতে পারবো কেন একজন বায়রন-সমালোচক

বলেছেন 'It is easy to see why Byron has frequently been called a romantic paradox', আরো সুন্দর কথা বলেছেন তিনি,[৫২] 'The central problem for Byron was to find a satisfying compromise between the demands of the real and the ideal', মনে হয় ; এই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ বায়রন এবং তাঁর -সৃষ্ট কবিতার পাঠ নিলে আমরা তাঁর প্রতি কিছুটা সুবিচার করব, তাঁর জীবন-কাহিনী ছিল, লেগুই এবং ক্যাজামিয়ঁার ভাষায়, 'the picture of an essential duality' এই ছিল মানুষটির জীবন, বেঁচে থাকতেই যা legend -এ পরিণত হয়েছিল।

১৭৮৮ সালে বায়রন জন্মগ্রহণ করেন, বাপ ঠাকুর্দা ছিলেন স্কচ, দুর্দান্ত এবং বেপরোয়া। আর মা ছিলেন হুজুগে, ঝোঁকের মাথায় চলতেন। বায়রনের যখন দু বছর বয়স, বাবা সংসার ছেড়ে চলে যান, আর ফেরেন নি। দশ বছর বয়সে এক কাকার মৃত্যুতে নিউস্টেড অ্যাবির সম্পত্তি এবং 'লর্ড' উপাধি পান। মাও যে ছেলেকে খুব ভালো চোখে দেখতেন তা নয়। বায়রন দেখতে সুপুরুষ ছিলেন, কিন্তু পায়ে একটু খুঁত ছিল ; একবার রাগ করে তাঁর মা তাঁকে বলেছিলেন 'a lame brat' ; বায়রন নাকি সেকথা কোনদিনও ভোলেন নি। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর ভবিষ্যৎ এলোমেলো জীবনের জন্য শিশুকালের পরিবেশ এবং বংশের ঐতিহ্য কিছুটা দায়ী। যাই হোক, বড় হয়ে হ্যারো এবং পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলেন। এই সময়কার বিবরণ ছড়িয়ে আছে তাঁর অজস্র চিঠিপত্রে। নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন না মোটেই, নারী এবং পানদোষে আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন, গান শুনতেন, খুব ফুর্তিতে দিন কাটাতেন। রাশ-ছাড়া, বাঁধন-হারা, বেশ উদ্ধত, আত্মসুখী যুবক কলেজ জীবনের শ্রেষ্ঠ ক'টি বছর এমনি ভাবেই গা ভাসিয়ে বেড়ালেন ; Don Juan কাব্যের স্মরণীয় উক্তি :

> Let us have wine and women mirth ahd laughter

এবং একথারই দার্শনিক অথচ রোমান্টিক প্রতীতি সুন্দর ফুটে উঠেছে এই একটি মাত্র পংক্তিতে

> Man, being reasonable, must get drunk

কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে লেখা কবিতায় তীব্র অনুশোচনা করতে হয়েছে এই কবিকে :

My days are in the yellow leaf,
The flowers and fruits of love are gone
The worm, the canker, and the grief
Are mine alone

১৮০৬ -তে অর্থাৎ আঠারো বছর বয়সে সর্বপ্রথম কবিতা লেখেন 'Fugitive Pieces', আর এক বছর বাদে 'Poems on Various Occasions' বলে কবিতাগুচ্ছ 'Hours of Idleness' বলে প্রকাশিত হয়। সেই কবিতার কড়া সমালোচনা হয় তৎকালীন পত্রিকায়।। ফলস্বরূপ, বায়রন লিখলেন 'English Bards and Scotch Reviewers', সে সময়কার প্রায় কোন লেখককেই তিনি ছেড়ে কথা বলেন নি, তীব্র বিদ্রূপের আঘাতে তাঁদের জর্জরিত করলেন।

যখন একুশ বছরে পড়লেন, পড়াশুনোর পাট চুকিয়ে ইউরোপ, বিশেষত ভূমধ্যসাগরের প্রান্তবর্তী অঞ্চলে ঘুরে বেড়ালেন। ভালো সাঁতার কাটতেন, Hellespont থেকে সাঁতরে এপার ওপার করেছেন। তাঁর জীবনের কাহিনীতে সমুদ্র-প্রীতির উল্লেখ রয়েছে, বিশেষত সমুদ্রের বর্ণনা, তাঁর মত, আর কোন রোমাণ্টিক কবি করতে পেরেছেন কি! এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লেখা হ'ল, ১৮২২ -তে 'Childe Harold's Pilgrimage' ('childe' শব্দটিতে 'knight' বোঝাত), হ্যারল্ড সত্যি বায়রন নিজেই কিনা এ নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। সে তর্ক এড়িয়েও এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় কবির জীবনের একান্ত অনুভূতিগুলি অবশ্যই এর মধ্যে স্তবকে স্তবকে ছড়িয়ে আছে। এই কবিতার অসাধারণ সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পরে, দু বছরের মধ্যেই, লিখলেন 'The Cuıse of Minerva' 'The Waltz', 'The Giaour' 'The Bride of Abydos', 'The Corsair', 'Lara' এবং 'Manfred'; এই শেষোক্ত রচনাটি অর্থাৎ নাটকটি সম্বন্ধে একজন সমালোচক এবং বায়রন-সম্পাদক জানাচ্ছেন যে তাঁর জীবনের বেশ কিছু গোপন কাহিনী এর মধ্যে লুকিয়ে আছে।[৫৩]

এর পরই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরল, বিবাহ করলেন মিস্ মিলব্যাঙ্কস্‌কে (Miss Millbanks), ১৮১৫ সালে। একটি মেয়ে হ'ল, কিন্তু ঠিক এক বছর বাদেই স্ত্রী বায়রনকে পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। ভদ্রমহিলা কোন কারণ দেখান নি ; স্বাভাবিক ভাবেই ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল জনসমাজ বায়রনকে তীব্র

ধিক্কার জানাতে শুরু করলেন। বায়রন শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলেন দেশ ছেড়ে যেতে; আর ফেরেন নি, যদিও আট বছর পরে গ্রীসের যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যু হলে মরদেহ ইংল্যাণ্ডে আনা হয় এবং ইতিহাসকার বর্ণনা দিচ্ছেন: his body was given a grand funeral in the England that cast him out [E. Albert]; এবং স্মরণীয় যে 'Beppo' কবিতায় এই কবিই বলছেন: England! With all thy faults I love thee still, Don Juan কবিতাতে নানাস্থানে স্বদেশের কথা আছে। কতটা গ্রীকদের স্বাধীনতার প্রতি অত্যুগ্র সহানুভূতিতে কতটাই বা আত্মর্জালা নিয়ে জানা যায় না, কিন্তু মিসোলঙ্গির যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি চলে যান এবং ১৮২৪ -এ জর হয়ে মারা যাবার পরে তিনি রেখে যান 'a personal legend so richly interesting, so full of ambiguous situations and so adorned by rumour, that people have been investigating the Truth about Lord Byron ever since'[৫৪]. 'Childe Harold's Pilgrimage' প্রকাশিত হবার পর যে কবি বলে উঠেছিলেন 'I woke one morning to find myself famous', ইউরোপ-বন্দিত সেই কবির শেষ পরিণতি কী নিদারুণ নিঃসঙ্গ এবং শোকাবহ! মৃত্যুর আগে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা শেলী-পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা, বিশেষত শেলীর প্রতি তাঁর আন্তরিক অকৃত্রিম প্রীতি। সমুদ্রতীরে শেলীর মরদেহ যখন আগুনে পুড়ছে, সেসময় ট্রিলনি, হাণ্ট এবং বায়রনের মানসিক অবস্থার বিবরণ পড়ে আমরাও মুহ্যমান এবং শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ি।[৫৫] এবং বায়রনকে বুঝতে পারি হয়ত যে এই মুখোশটির সবটুকুই অভিনয় ছিল না, কোথাও এককোণে ছিল তীব্র স্নেহ-পিপাসা, উজাড় করে ভালোবাসবার ক্ষমতা। বস্তুত, শেলীর সঙ্গে তাঁর ছ' বছরের ঘনিষ্ঠতাই সম্ভবত ছিল তাঁর তাপিত জীবনের একমাত্র মেঘসজল স্নিগ্ধ মুহূর্তগুলি।

প্রথম রচনা 'Fugitive Pieces' বেশ কিছুই ধার-করা, এমন কি 'Hours of Idleness' এবং পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতেও বায়রন নানাস্থানে অনেকের কবিতা অসংকোচে নিয়ে নিয়েছেন,[৫৬] প্রায় নিজের মত করে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও এমন অনুযোগ করেছেন। পোপের অনুসরণে হিরোয়িক কাপলেট -এ রচিত 'English Bards and Scotch Reviewers' প্রথাসিদ্ধ কবিতা, চাতুর্য, তির্যক

ভঙ্গি, শ্লেষ ইত্যাদির সংমিশ্রণে এই কাব্য জীবন্ত। 'Edinburgh Review' তে 'Hours of Idleness' এর বিরূপ সমালোচনার ফলশ্রুতি এই 'saitre', তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের কবি সাহিত্যিক প্রায় সবাইকেই তিনি একহাত নিয়েছেন, যাকে বলে। কিন্তু ১৮১২ সালে 'Childe Harold's Pilgrimage'-এর দু' খণ্ড লেখবার পর তিনি প্রকৃতই কবিখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন। 'স্পেন্সেরিয়ান স্তবকে' রচিত এই কবিতার শেষ দু পর্বই কাব্যগুণে সমধিক প্রসিদ্ধ। শুরুতেই নায়কের বর্ণনা দিচ্ছেন, যিনি 'spent his days in riot most uncouth', ইউরোপের ভূখণ্ড, ইট্যালী, গ্রীস ইত্যাদি ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এই যুবক তার জীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করছেন, বস্তুত পরবর্তী কাব্য 'Don Juan' -এর ক্যান্টোগুলিও তাই। কবি নিজে Don Juan -কে epic আখ্যা দিলেও মহাকাব্যের সুডৌল গঠন, কাহিনী-বিন্যাস ও ব্যাপকত্ব এতে নেই। 'Childe Harold'-এর সংক্ষিপ্তসার এই কাব্যগ্রন্থের সম্পাদক নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন : a poet records the impression left upon his mind by European travel, his thoughts about the striking scenes he had gazed upon, the glories of Nature, the glories of Art...as truly as painter or sculptor, he raises visible objects before the eye of the mind and delights us with beauty of form and colour ,[৫৭] এই কাব্যে নিঃসন্দেহেই রোমান্টিক লক্ষণগুলি ফুটে উঠেছে, 'elaborate word-painting' এবং 'strength and range of similes' এই কাব্যকে উঁচুদরের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে, মনে করেছেন ফাউলার সাহেব।

Don Juan -কে 'a versified Aurora Borealis' বলেছেন মার্চাণ্ড, বায়রন -সম্পর্কিত তাঁর গ্রন্থে। এই কবিতা ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। তার উত্তরে বায়রন তাঁর বন্ধু Douglas Kinnaird -কে লিখেছিলেন : It may be profligate but is it not life, is it not the thing ? Could any man have written it who has not lived in the world ? একথা সত্য। হয়তো, কোথাও অতিরিক্ত বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার অতিরঞ্জন তৎকালের রুচিতে আঘাত দিতে পারে, কিন্তু নির্জন সমুদ্রবেলায়, দুপাশে পাহাড়, ওপরে অনন্ত নক্ষত্রবীথির মাঝে দাঁড়িয়ে ডন জুয়ান

ও হেইডির মিলন-দৃশ্য অসাধারণ ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। আদিমকালের এবং সম্ভবত চিরকালের মানব-মানবীকে যেন এই পরিবেশে ভাবতে ইচ্ছে যায়। সেসময়

As if there were no life beneath the sky
Save theirs

আর হেইডির রূপ-বর্ণনা কেমন…

Her hair, I said, was auburn , but her eyes
Were black as death……
Short upper lip sweet lips ! that make us sigh

কাব্যের মধ্যে দর্শনের অনুপ্রবেশকে বায়রন কচকচি মনে করতেন, কিন্তু তাঁর কাব্যে কি দার্শনিক পরিবেশ গড়ে ওঠে নি !

Between two worlds life hovers like a star…
…………The eternal surge
Of time and tide roll on, and bear afar
Our bubbles.

অবশ্য এরি মধ্যে, এই উঁচু পর্দার সুরে কোথাও হাল্কা ছাদের কথাবার্তা আছে যখন সমস্ত কিছু বেসুরো মনে হয়। বোধহয় এখানে তাঁর সঙ্গে বিশ শতকের নতুন কবিদের কিছুটা মিল আছে, বলছেন অধ্যাপক E. J. Lovell Jr, কেন না, বায়রনের উক্তি, When I speak, I don't hint, but speak out, এই সাহসিকতা, যা প্রায় ঔদ্ধত্যের কাছাকাছি, আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত মনে হতে পারে। চরিত্রগত 'সিনিসিজম্' থেকে তিনি কখনো বোধহয় মুক্তি লাভ করেন নি। বায়রনের এই দুটি বড় কবিতায়, যাকে বলা যায়, 'ambitious' এক ধরণের 'morbidity' লক্ষ্য করা যায়, মারিও প্রাজ্‌ যার উৎস সন্ধান করবার চেষ্টা করেছিলেন।[৫৮] আর 'Childe Harold' প্রসঙ্গে মারচাণ্ডের মন্তব্য খুবই সমীচিন : It is also the most authentic record of the *Weltschmerz*[৫৯] of the era that followed the disillusionments of the French Revolution ; অপরপক্ষে 'ottava rima'র বনসন্নিবদ্ধ স্তবকে রচিত Don Juan -এ বিশেষত বিদ্রূপ এবং তির্যক বাক্‌ভঙ্গি 'clever and

amusing', বলেছেন একজন সমালোচক।[৬০] রাস্কিন শিল্পী টার্ণার প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বায়রনের 'Childe Harold' কে স্মরণ করেছেন, বলেছেন সমগ্র কবিতাটির অর্থ যেন শিল্পী তাঁর চিত্রপটে ধরে রেখেছেন।

কোন কোন সমালোচক[৬১] বায়রণের কবিতাবলীকে কয়েকটি বিষয়ে পর্যায়ভুক্ত করেছেন, ক. Oriental Verse Tales' এর মধ্যে রয়েছে 'The Giaour', 'The Bride of Abydos', The Corsair', The Siege of Corinth' খ. 'Speculative Dramas : পর্যায়ে রয়েছে 'Manfred,' 'Cain',[৬২] এবং অর্ধসমাপ্ত কবিতা দুটি 'Heaven and Earth', 'The Deformed Transformed,' গ. Historical Dramas : Marino Faliero, 'The Two Foscari' এবং 'Sardanapalus' ঘ. Italian Poems : 'The Lament of Tasso,' 'Ode on Venice,' 'The Prophecy of Dante', 'The Morgante Maggiore' এবং Francesca of Rimini' ; এছাড়া পৃথকভাবে রয়েছে 'Mazeppa', 'Beppo', 'The Vision of Judgment', আর রয়েছে গদ্যে রচিত অজস্র চিঠিপত্র, ডায়েরী, যা বিতর্কিত মানুষটিকে বুঝতে সাহায্য করবে।

পার্সি বিশ্শে শেলী

ইট্যালীর সমুদ্রতীর। ৮ জুলাই, ১৮২২। শেলী তাঁর বন্ধু উইলিয়ামস্‌কে নিয়ে কিশোর নাবিক ভিভিয়ানের সহায়তায় সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছিলেন। অভিজ্ঞ রবার্টস্‌, যিনি শেলী-পরিকল্পিত ছোট্ট নৌকোটির সব কিছু কারিগরী জানতেন, দূরবীক্ষণ দিয়ে Via Reggio থেকে দশ মাইল সমুদ্রের নীল পর্যন্ত 'ডন জুয়ান' (নৌকটির এমত নাম দিয়েছিলেন বায়রন,) কে দেখতে পেলেন, তারপরই they vanished in the haze of the coming storm,'[৬৩] রবার্টস্‌ দুর্যোগের আভাস পেয়েছিলেন। কিন্তু তখন কিছু করবার ছিল না।... ১৬ই অগাষ্ট ১৮২২। শেলীর মরদেহ ইট্যালীর সমুদ্রতীরে দাউ দাউ আগুনে জ্বলছে। আগুনের শিখা বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে অশ্রুভারাক্রান্ত বায়রন, ট্রিলনি, হান্ট, ইট্যালীর কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, নাবিকদল। আর ঠিক সেই সময়ই মেরী, শেলীর দ্বিতীয়া স্ত্রী,

চিঠি লিখছেন মারিয়া গিসবোর্নকে : To day this day, the sun shining in the sky they are gone to the desolate seacoast to peform the last offices to their earthly remains—Hunt, L.B. and Trelawny. His rest shall be at Rome, beside my child, where one day I also shall join them.'[৬৪] আর শেলী কি চেয়েছিলেন, তাঁর স্মৃতিসৌধের ওপর লেখা থাক একটি কথা, 'De'sillusionne'[৬৫] এবং 'disillusioned' হয়েই কি তিনি সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে, লেগহর্ন-এ থাকবার সময় স্ত্রীর আতঙ্কগ্রস্ত চিঠি পেয়েও, 'She feared something disastrous'! ইতিহাস সেকথা আমাদের কোনদিন জানাবে না বোধহয়।

রোমান্টিক কাব্য-আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু ভাবতে গেলেই, কিছু লিখতে গেলেই যে দুটি নাম সর্বাগ্রে মনে পড়বে তাঁরা হলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং শেলী। এবং আরও বিশেষ করে শেলীই—যিনি রোমান্টিক কবিদের একমাত্র প্রতিনিধি না হলেও প্রধানতম প্রতীক তো বটেই। তাঁর জীবন, তাঁর আদর্শ, তাঁব বিদ্রোহ, নব বিজ্ঞানবাদের প্রতি তাঁর আকুল আগ্রহ, নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্ন, গাছপালা, সমুদ্র, গুহা, মানব সভ্যতার আদি-অন্ত ইত্যাদির প্রতি তাঁর বিশ্বস্ত ভালোবাসা, নারীর প্রতি তাঁর 'প্লেটোনিক' প্রেমের বিস্তার, সব মিলিয়ে শেলী আজও রোমান্টিক ভাব-কল্পনার জ্বলন্ত এবং জীবন্ত প্রত্যয়। অমোঘ কালের বিচারে কীটস্‌ তাঁর চেয়ে বড় কবি হয়ে গেছেন কিনা, অথবা বিংশ শতাব্দীতে ব্লেক তাঁর চেয়ে বেশী প্রভাব ফেলতে পেরেছেন কিনা এসব বিশ্লেষণ একপাশে সরিয়ে রেখেও কাব্যপাঠক মাত্রই বিনা দ্বিধায় শেলীর জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ করবেন, রচনা করবেন একটি পৃথক বাগান, যে গহনকুঞ্জে প্রবেশাধিকার শেলীর এবং একমাত্র শেলীরই।

ইংল্যাণ্ডের একটি রীতিমত স্বচ্ছল বনেদি পরিবারে বিশ্বে শেলীর নাতি এবং টিমথি শেলীর পুত্র পার্সি বিশ্বে শেলী ১৭৯২ সালের ৪ অগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন, ফিল্ড প্লেস নামক বর্দ্ধিষ্ণু উপান্তপল্লীতে, লণ্ডন শহর থেকে ৪০ মাইল দূরে। বেশ বড় জমিদারী ছিল পিতৃপুরুষের। পিতা টিমথি কড়া মেজাজের লোক ছিলেন, চেয়েছিলেন ছেলে বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন হবে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে সমাজে হবে বরণীয়। খুব ছোটবেলাতেই শেলীকে ল্যাটিন শিখতে যেতে হোত ইভান

এডওয়ার্ডস্ নামক এক ভদ্রলোকের কাছে। আর একটু বড় হলে তাকে পাঠানো হোল সায়ন হাউস একাডেমি-তে। তৎকালীন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পড়তে হোত ল্যাটিন, গ্রীক, কিছুটা ফ্রেঞ্চ, অঙ্ক, জিওমেট্রি, অ্যাস্ট্রনমি। সে সময় থেকে শেলীর ছবি আঁকবার[৬৭] একটা প্রবণতা দেখা যায়, বিশেষত জল এবং নৌকো এবং তাঁর মনে হোত 'there is a spirit in the leaves', তাছাড়া রহস্যঘন দৈত্যদানব, প্রেতপুরী এবং অসম্ভবের রাজত্ব সম্বন্ধে তার রীতিমত আকর্ষণ দেখা যায় ঐ সময় থেকেই।

তার পর ইটন-এ পড়তে পাঠানো হ'ল বালককে। দৈত্য দানোর সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু এই বালকের প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল নব্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে। অ্যাডাম ওয়াকার (Adam Walker) যেদিন বক্তৃতায় বললেন যে শীগ্‌গীরই তিনি 'steam engine' চালিত গাড়িতে আসবেন সেদিন শেলী তাঁর বক্তৃতা শুনে রীতিমত উত্তেজনা বোধ করেছিলেন। তাঁর কিশোর জীবনে দুজন বিজ্ঞানী প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছিলেন। প্রথম ব্যক্তি ওয়াকার[৬৮], অপরজন ড. জেমস লিণ্ড (Dr. James Lynd), পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরেছেন, 'বাংলাদেশের জ্বর' বিষয়ে গবেষণা করে এম. ডি. পেয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এই ভদ্রলোক সম্বন্ধে শেলী পরবর্তীকালে জানিয়েছেন, 'I owe that man, more, ah ! far more, than I owe to my father' এবং যিনি 'breathed the spirit of the kindest tolerance and the purest wisdom,' কিন্তু টিমথি শেলী অর্থাৎ তাঁর পিতার সঙ্গে শেলীর বনাবনি হ'ত না, ক্রমশই বিরোধ শুরু হল—যা শেষ পর্যন্ত বহু অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্য দিয়ে একটা বৈষয়িক রফায় মিটমাট হ'ল। লেখার অভ্যেস শুরু হয়েছিল অল্প বয়সেই, 'Zastrozzi' নামে একটি রোমান্সধর্মী রচনা কিশোর বয়েসের লেখা, আর প্রবল উৎসাহে লিখেছিলেন সেসময় 'Original Poetry by Victor and Cazire' যদিও এই 'original poetry' তে গ্রে, চ্যাটারটন এবং স্কটের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন সমালোচকরা। ১৮১০ সালে এপ্রিল মাসে পড়তে এলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি ঘটনা ঘটল এখানে। হগ (Thomas Jefferson Hogg) এর সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং 'The Necessity of Atheism' প্রবন্ধ লেখবার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়ন।[৬৯] সে সময় শেলীর জীবনযাত্রা এবং পরিবেশের একটি সুন্দর বর্ণনা

দিয়েছেন হগ ;[৭০] আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেন তাঁর জীবনে গডউইন (William Godwin), যাঁর 'Political Justice' পাঠে শেলী বলেছিলেন, 'It opened to my mind fresh and extensive views'; পারিবারিক জীবনে অবশ্য গডউইন শেলীকে বহু অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলেছিলেন—যা থেকে শেলী প্রায় কোনদিনই নিষ্কৃতি পান নি। সে আর এক অস্বস্তিকর কাহিনী।

এর পর বিবাহ। প্রথামত বিবাহে এই তরুণ বিপ্লবী বিশ্বাস করতেন না। সুতরাং প্রথমে হ্যারিয়েট এবং পরে গডউইন-কন্যা মেরীকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। প্রথমা স্ত্রী মারা যান—বড় বেদনাময় সে কাহিনী। কিন্তু মেরী, শেলীর মৃত্যুর পরও, দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। শেষ ক' বছর ইউরোপের ভূখণ্ড এবং ইট্যালীতে কাটিয়েছেন। এ সময় বায়রনের সাথে পরিচয় এবং বন্ধুত্ব তাঁর জীবনে অসাধারণ ঘটনা। অনুজ কীটসের কাব্যপাঠে রীতিমত বিস্ময়বোধ করেছিলেন সেসময়। যক্ষ্মায় আক্রান্ত কীটস্ আর বাঁচবেন না একথা ভেবে শেলী কতদূর অভিভূত হয়েছিলেন তা শ্রীমতী হাণ্টকে (Mrs. Leigh Hunt) লেখা চিঠিতে জানতে পারি। কীটস্‌কে তিনি ইট্যালীতে শুধু আমন্ত্রণই জানান নি—প্রতিদিন কীটস্ এর জন্য উদ্বেল চিত্তে প্রতীক্ষা করেছেন, কেননা শেলী সত্যিই মনে করতেন 'I consider his a most valuable life' এবং আরও মনে করতেন, 'I am aware indeed, in part, that I am nourishing a rival who will far surpass me'—সম্ভবত কবি শেলী নয়, মানুষ শেলীর এই অসাধারণ মহত্ত্বকেই লক্ষ্য করে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বায়রন বলেছিলেন, I never knew one who was not a beast in comparison' (Byron's Letter to John Murray, 3 Aug. 1822).

শেলীর প্রধান রচনাগুলির একটি তালিকা দেওয়া গেল সন তারিখ মিলিয়ে : 1812-13 : 'Queen Mab', 1813 : 'Alastor, 1817 : 'Revolt of Islam,' 1818 : 'Rosalind and Helen,' অনুবাদ করেন প্লেটোর (Plato) Symposium, 'Julian and Maddalo' এবং 'Prometheus Unbound' লেখা শুরু করেন 1819 : শেষোক্ত রচনা শেষ করেন ইট্যালীতে। 'The Cenci,' 'The Mask of Anarchy', 1820 : 'The Sensitive Plant,' 'Ode to Liberty,' 'The Witch of Atlas,' 1821 : 'Epipsychidion,' 'A Defence

of Poetry,' 'Hellas,' 'Adonais,' 1822 : 'The Triumph of Life' ;[৭১] এ ছাড়া রয়েছে অজস্র লিরিক এবং অন্যান্য কবিতা যা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হবে।

মানুষকে নতুন পৃথিবী গড়তে হবে, শেলী চেয়েছিলেন। সেই পৃথিবী গড়তে পারবে মানুষ তখনই যখন সে সমস্ত রকম বাধা অতিক্রম করবার শক্তি সঞ্চয় করবে। সে বাধা নিছক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক নয়, মনের দিক থেকেও সর্বপ্রকার বন্ধন-মুক্ত প্রজ্ঞা তাকে আয়ত্ত করতে হবে। সেই প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হবে সৌন্দর্যবীক্ষণ। এই অধিকার মানুষ অর্জন করবে কোন্ শক্তির দ্বারা? ভালোবাসা হচ্ছে সেই শক্তি সঞ্চয়ের একমাত্র অস্ত্র, যে অস্ত্র ধারালো নয়, বরং মধুর এবং কোমল। এই ভালোবাসা, এই সার্বিক চৈতন্যময় প্রেম, শেলীর কাছে, সবচেয়ে বড় অনুভূতিময় অস্তিত্ব।[৭২] 'Revolt of Islam' থেকে 'Prometheus Unbound' পর্যন্ত প্রধান রচনাগুলির মধ্য দিয়ে কোথাও ফল্গুধারার মত, কোথাও যৌবনবতী নদীর প্লাবিত ধারার মত এই তত্ত্ব অপূর্ব গীতিময়তার মধ্য দিয়ে শেলী ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। প্রথম কাব্যটি প্রসঙ্গে শ্রীমতী শেলী কবির প্রজ্ঞা বিষয়ে বলেছেন: 'Shelley possessed two remarkable qualities of intellect—a brilliant imagination, and a logical exactness of reason',[৭৩] এই প্রজ্ঞা দ্বারা তিনি পৌঁছুতে চেয়েছিলেন মানবমনের বিশিষ্ট চৈতন্যে :

did there appear
The Temple of the Spirit...
Like the swift moon this glorious earth around,
The charmed boat approached, and there its haven found.
(The Revolt of Islam, Canto XII)

এবং শেষ উল্লেখ্য কাব্যটিতে Demogorgon[৭৪] এর মুখ দিয়ে কবি বলছেন :

Love, from its awful throne of patient power
springs
And folds over the world its healing wings.
(Prometheus Unbound, Act IV)

মানবচৈতন্যের পরম প্রকাশ এবং তার কল্পনা এই শেষোক্ত কাব্যে পাওয়া যায়। দেখতে পাই শেলী এই মানবসংসারকে কোথায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন 'equal unclassed, tribeless and nationless' এবং 'exempt from awe, worship' এবং প্রতিটি ব্যক্তি হবে 'the king over himself, just, gentle, wise,' কিন্তু এই কল্পিত মানুষ মুক্তি পাবে না 'passion'এর হাত থেকে, অথবা পাবে না মুক্তি 'From chance, and death, and mutability'; এখানেই জাগতিক নিয়মের সত্য মানুষকে তার সার্বিক অধীশ্বর হবার পথে বাধা সৃষ্টি করবে। মানুষকে মানুষই থাকতে হবে, তাতে দেবত্ব আরোপিত হবে না। 'Prometheus Unbound' এর তৃতীয় অঙ্কের শেষে শেলী এমত বিশ্বাসে পৌঁছেছেন। প্রমিথিউস মানবসত্তার প্রতীক, এশিয়া প্রেমের। এই সর্বপ্লাবী প্রেমের শক্তিই প্রমিথিউসের প্রেরণা। 'Queen Mab,' 'The Witch of Atlas' এবং 'Hellas' কাব্যত্রয়েও শেলীর এ-জাতীয় বিপ্লবী মনোভঙ্গিই পাঠককে বেশী আকর্ষণ করে যেখানে আমরা একজন 'reformer এবং visionary'[৭৫] কে পাই, যদিও কাব্যের অসাধারণ প্রসাদগুণে এই সব রচনা সাহিত্যে স্থায়িত্ব অর্জন করেছে। 'Queen Mab' কে 'Philosophical poem' বলে বর্ণনা করা হয়েছে[৭৬], এবং এই কাব্যটি বিষয়ে শেলীর যে স্ব-লিখিত 'নোটস্' রয়েছে তা থেকেও জানা যায় যে পরিকল্পনায় একটা নিদারুণ দার্শনিক ব্যাপ্তি, গভীরতা, এমন কি বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি সুস্পষ্টচিহ্নিত। তথাপি গীতিময়তা কী সুন্দরভাবে ছড়িয়ে আছে এই কাব্যে যা শেলী রচনা করেছেন মাত্র কুড়ি বছর বয়সে।

The magic car moved on
The night was fair, and countless stars
Studded Heaven's dark blue vault,—

'Hellas' কাব্যে কবি বলছেন, 'chorus' এর সংলাপে, 'The world's great age begins anew,[৭৭] এবং শেষে chorus-এর কাব্যের প্রসাদগুণ সম্পর্কে শ্রীমতী শেলী মন্তব্য রেখেছেন, 'The conclusion of the last chorus is among the most beautiful of his lyrics. The imagery is distinct and majestic'; এই ধারার কবিতার সঙ্গে 'Ode to Liberty' এবং 'Ode to Naples' পড়া যেতে পারে :

Athens rose : a city such as vision
Builds from the purple crags and silver towers
Of battlemented cloud.

(Ode to Liberty)

ইউরোপের যে দেশে যখনই বিপ্লবের রক্তরাঙা পতাকা উড়েছে, যেখানেই জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে মুক্তির জন্য, শেলী তাদেরই সমর্থনে কলম ধরেছেন। সমস্ত জীবন ধরে শেলী স্বপ্ন দেখেছেন এভাবেই, নতুন জগৎ গড়ে তোলবার : Shelley moved in a direction at once idealistic and agnostic to employ his 'passion for reforming the world', Carl Woodring মন্তব্য করেছেন তাঁর 'Politics in English Romantic Poetry' নামক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থে।

কিন্তু এই কি শেলীর একমাত্র পরিচয় ? না ; শেলী লিখেছেন 'Alastor' যে কবিতার অন্য নাম 'The Spirit of Solitude', লিখেছেন 'Adonais' কীটস্-এর মৃত্যুতে, লিখেছেন 'Hymn to Intellectual Beauty', 'Ozymandias' 'The Sensitive Plant' ইত্যাদি একান্ত অনুভূতির কবিতা। শেলী লিখেছেন 'The Cenci', গ্রীক নাটকের লক্ষণাক্রান্ত, আর লিখেছেন 'The Cloud', 'To a Skylark,' 'Autumn : A dirge', 'Ode to the West Wind', 'Lady With a Guitar, to Jane',—লক্ষণীয়, জেন উইলিয়ামস্‌কে নিয়ে শেলীর একাধিক কবিতা রয়েছে,—'Lines written among the Euganean Hills' আর দীর্ঘ কবিতা, ৬০৪ পংক্তির 'Epipsychidion' যার অর্থ 'A soul upon a soul' এবং যে কবিতায় অসাধারণ সুন্দরী রমণী Emilia Vivianiকে তিনি অমর করে রেখেছেন মনে হয়। এবং অসংখ্য সুন্দর সুন্দর লিরিকগুলি। শেলী যদি বড় কবিতাগুলি না লিখতেন, তাহলেও একমাত্র এই কবিতাগুলির জন্য কাব্যপাঠক তাঁর কাছে চিরঋণী থাকত। এইসব কবিতায় শেলীর তথাকথিত বক্তব্য নেই যা মাঝে মাঝে কাব্যিক বাগ্মিতার কাছাকাছি যায় এবং যে জাতীয় কবিতা সম্পর্কে কীটস্, শেলীর কাব্যপাঠে, সেই তরুণ বয়সেই মৃদু আপত্তি তুলেছিলেন বলে এডমাণ্ড ব্লাণ্ডেন আমাদের জানাচ্ছেন। এই সব নিটোল কবিতা দেশকাল-নিরপেক্ষ—অনেকটাই ঘটনা-নিরপেক্ষ। শুধু বিশ্বজগৎসংসারের কথা, নিজের

কথা, প্রেম ভালোবাসার কথা, সুন্দরের কথা, প্রকৃতির কথা। তীব্র অনুভূতি এবং আবেগসঞ্জাত, সংগীতধ্বনির মতই যা হৃদয়ের প্রতিটি কোষে অনুরণন তোলে। যেমন Epipsychidion এ

a liquid murmur drops,
Killing the sense with passion

এ পংক্তি, স্বীকার করতে বাধা নেই, একমাত্র কীটসের পক্ষেই লেখা সম্ভব ছিল সেকালে। অথবা সেই চিত্রকল্প

Of some fierce Maenad, even from the dim verge
Of the horizon to the zenith's height,
The locks of the approaching storm. (Ode to the West Wind)

অথবা 'The Sensitive Plant' এর পংক্তিগুলি স্মরণ করা যাক

...they die of their own dear loveliness ;

And the Naiad-like lily of the vale,
Whom youth makes so fair and passion so pale

এবং এই 'Sensitive plant, এটি শেষ পর্যন্ত কবির কাছে

A sweet child weary of its delight

এ সকল অনুভূতিমালা ইংরেজী কবিতায় শেলীর পূর্বে আর কেউ কি বিশেষ আনতে পেরেছেন? স্কাইলার্ককে 'unbodied joy' কল্পনা করেছেন—যে পাখী নিজে ভালোবাসতে জানে, অথচ যে 'ne'er knew love's sad satiety', কৃষ্ণপক্ষের চাঁদকে মনে করেছেন 'a dying lady lean and pale',—এসব পংক্তিতে সমস্ত শরীর শিরশির্ করে ওঠে। এ কবি যৌবনে জেনেছেন প্রেমের বিষাদ, প্রেমের অতৃপ্তি, এই যুবক কবি জেনেছেন মানবজীবনের অভিজ্ঞতার সারাৎসার। তাই তাঁর কাছে

For love, and beauty, and delight
There is no death, no change (The Sensitive Plant)

এ কথা নিছক কথার কথা নয়। শেলী তাঁর জীবন দিয়ে আন্তরিক অর্থেই এই সকল অভিজ্ঞতার স্মৃতি আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন।

সুতরাং ম্যাথু আর্নল্ড যখন এই কবি বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করেন এ কথা বলে 'ineffectual angel beating his luminous wings in vain' তখন সঙ্গত কারণেই তরুণ সমালোচক[৭৮] প্রতিবাদ করেন, 'No stupider judgment was ever passed upon Shelley than by Arnold who called him an ineffectual angel—There spoke the school inspector'. সুইনবার্ণ, কবি বলেই, এই কবির ভেতরে ডুব দিতে পেরেছিলেন।[৭৯] আর একজন নবীন লেখক[৮০] ইঙ্গিত দিয়েছেন যে শেলী একবার আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। অসম্ভব নয়। 'Alastor' এ যে নিঃসঙ্গতার প্রতীক তিনি আঁকতে চেয়েছিলেন তা কি মনে করায় না এই মানুষটি ছিলেন চির-নিঃসঙ্গ।[৮১] এই মানুষটি নাকি ভারতবর্ষেও আসতে চেয়েছিলেন[৮২] একটি 'respectable appointment' নিয়ে, তার কারণ কি Lady Morgan-রচিত 'The Missionary: an Indian Tale' নামক রোমান্স-পাঠ। শেলীর জীবনচরিতের অনেক কিছুই অনাবিষ্কৃত, অর্থাৎ তাঁর মনোজগতের। একজন[৮৩] ইঙ্গিত দিয়েছেন ১৮১৩-১৬ সময়টি তার 'period of unrest' এবং তিনিই বলছেন, কবির প্রথম জীবন ছিল 'disjointed vision' দ্বারা আক্রান্ত। এ সকল দ্বিধাগ্রস্ত এবং জটিল মন্তব্য সত্ত্বেও শেলীকে আমরা বরণ করে নিই যাঁর রচনা একদিকে গঠিত 'rationalist thought',[৮৪] দ্বারা এবং যার অন্তপ্রান্তে রয়েছে কাব্যশরীরের 'compelling vividness';[৮৫] রোমান্টিক কাব্য আন্দোলনে তাই পার্সি বিশ্শে শেলী সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্বতন্ত্রচিহ্নিত নাম।

জন কীটস্

১৮২১, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, কনকনে শীত। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে কীটস্ ইট্যালীতে মারা গেলেন। মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে প্রায় সারা রাত্রি জেগে থাকতেন সেভার্ণ (Joseph Severn)। শেলীর সমাধির কাছে, রোমে, চিরদিনের জন্য তাঁর শয্যা পেতে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৪৮ সালে অর্থাৎ ২৭ বছর বাদে মিলনেস (Richard Monckton Milnes, Lord Houghton) দু খণ্ডে 'The Life and Letters of John Keats' প্রকাশ করেন। যে কবির রচনা সম্বন্ধে

লকহার্ট (J. G. Lockhart) নামক ক্ষুদে সমালোচক ১৮১৮ সালে লিখেছিলেন 'The phrenzy of the *Poems* (অর্থাৎ Endymion) was bad enough in its way, but it did not alarm as half so seriously as the calm, settled, imperturable drivelling idiocy of Endymion,[৮৬] এবং কি আশ্চর্য, সেই কীটসের কবিতা নিয়ে এই সমালোচনার ত্রিশ বছর বাদে এমন প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা গেল যে এক ভদ্রলোক দু খণ্ডে তার জীবনী, চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রকাশ করে কাব্যপাঠকের কাছে প্রমাণ রাখলেন যে উক্ত সমালোচক একটি নিরেট মাথামোটা জীব মাত্র। মিলনেস্ ডুবে গেলেন কীটস্-চর্চায় 'The decisive factor was his (Milnes's) meeting with Charles Armitage Brown at Landor's villa in Fiesole. Milnes, now steeped in 'Keatsiana' was impressed by Brown's report of extensive ms. material that he meant to publish,[৮৭] সেই থেকে আজ পর্যন্ত কত অজস্র প্রবন্ধ, কত মূল্যবান গবেষণা-গ্রন্থ কীটসের পর প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এমনকি এই দুই তরুণ কবির নামে রোম শহরে 'Keats-Shelley Memorial House' তৈরী হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের নামে পত্রিকাও। শেলী এবং কীটস্, তাঁদের উভয়ের জীবন-প্রান্তে, যে কত কাছাকাছি এসেছিলেন সম্ভবত তার প্রতীক সাক্ষ্য এই যে কীটসের কাব্যগ্রন্থ 'Lamia, Isabella, The Eve of St. Agnes, and Other Poems, 1820' যা সেসময় ইট্যালীতে মাত্র এক কপি জোগাড় করা গিয়েছিল, শেলীর মরদেহ ভস্মের আগুনে আহুতি দেওয়া হয়, 'a new offering was made to the dead, and the copy of Keats's last book—the only one procurable in Italy—made part of the flame that rose from the pyre.[৮৮] আরও উল্লেখযোগ্য, শেষ সময়ে শেলীর পকেটে কীটসের এই কাব্যগ্রন্থ ছিল বলে জানা গিয়েছে। কীটস্ সম্বন্ধে শেলীর লিখিত মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য : Keats was going to show himself a great poet like the sun, to burst through the clouds, which, though dyed in the finest colours of the air, obscured his rising ;[৮৯] মিলনেস্-এর গ্রন্থ প্রকাশিত হবার সঙ্গেসঙ্গে সারা ইউরোপ শেলীর এমত উক্তি স্বীকার করে নিয়েছে।

আর সম্ভবত কীটস্ বিষয়ে শেলীই প্রথম সমালোচক যিনি এই অসাধারণ প্রতিভাকে স্থির চিনতে পেরেছিলেন, বিন্দুমাত্র ভুল করেন নি—যিনি সবিনয়ে স্বীকার করেছিলেন, 'আমি এমন একজনকে অতিথি হিসেবে বরণ করতে যাচ্ছি যিনি শুধু আমার প্রতিপক্ষ নন—যিনি অদূর ভবিষ্যতে কাব্যরচনায় আমাকে বহুদূর ছাড়িয়ে যাবেন।' স্মরণীয়, কীটস্-এর যক্ষ্মা রোগ শুনে শেলী তাঁকে ইট্যালী এসে তাঁদের বাড়িতে থাকবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কীটস্ যদিও শেলীর সঙ্গে মিলিত হতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর বন্ধু Charles Brownকে জানিয়েছিলেন যে শেলীর আন্তরিক চিঠি was 'of a very kind nature'; তাঁরা জীবনে মিলিত হতে পারেন নি, কিন্তু মৃত্যুতে তাঁরা অভিন্ন সুহৃদের মত রোমের সমাধিক্ষেত্রে পাশাপাশি আজও রয়েছেন, চিরবিশ্রামে।

এই তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণ আত্মাভিমানী কবি ৩১ অক্টোবর, ১৭৯৫ সালে জন্মেছিলেন। জন্মেছিলেন যেন শুধুমাত্র কবি হবার জন্যই। কীটসের পিতা টমাস কীটস্ তাঁর স্ত্রীর দিক থেকে কীটসের মাতামহ জন জেনিংস্-এর একটা ব্যবসা দেখা-শোনার ভার পেয়েছিলেন। অবস্থা নেহাৎ মন্দ ছিল না। জন ক্লার্ক (John Clarke)-পরিচালিত এনফিল্ড একাডেমিতে ৮ বছর বয়সে ভর্তি হলেন। ক্লার্ক সাহেবের ছেলে চার্লস কাউডেন ক্লার্কের সঙ্গে কীটসের গভীর বন্ধুত্ব হয়, নানাভাবে কীটস্ তাঁর কাছে উপকৃত হয়েছেন পরবর্তী জীবনে। ১৮০৪ এবং ১৮০৫ সালে পরপর পিতা এবং মাতামহ মারা যান। এর ফলে পারিবারিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে, তারই মধ্যে আবার কীটসের মা দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন। যাই হোক, স্কুলে কীটস্ রীতিমত পড়াশুনো করতেন। ক্লার্ক জানাচ্ছেন, কীটস্ সব সময়েই লেখাপড়ার মধ্যে ডুবে থাকতেন। স্কুলের পাঠক্রমের শেষ পর্যায়ে এডমণ্টনে চিকিৎসক ডঃ হ্যামণ্ডের কাছে ডাক্তারি, বিশেষত 'সার্জারি' শেখবার জন্য কীটস্‌কে শিক্ষানবীশ করে দেওয়া হ'ল। বালকবয়সে কীটসের জীবনে দুটি ঘটনা এখনো জীবনীকার স্মরণ করে থাকেন। কেউ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে কীটস্ এমনভাবে উত্তর দিতেন যে প্রশ্নকর্তার জিজ্ঞাস্য পংক্তির শেষ অক্ষরটির সঙ্গে তাঁর উত্তরের শেষ অক্ষরটির মিল থাকত। দ্বিতীয়ত, কীটসের মা একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে দরজার কাছে, শান্ত্রীর মত, একটা তরবারি জোগাড় করে, দিনরাত দাঁড়িয়ে থাকতেন—যেন কেউ ঘরে ঢুকে

যাকে বিরক্ত না করতে পারে। প্রথমটিতে তাঁর কবিক্ষমতা এবং দ্বিতীয় ঘটনাটিতে তাঁর ভাবী জীবনের চারিত্রিক নিষ্ঠার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

ডাক্তারিতে শিক্ষানবীশ কালে অবসরের সময় পেতেন না, তথাপি কীটস্ কবিতাপাঠ থেকে বিরত হন নি। চার্লস কাউডেন ক্লার্কের সঙ্গে প্রথম যে স্পেন্সারের কাব্য পড়েছিলেন সেই অনুভূতি তাকে প্রথম জীবনে[২০] বহুদূর টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ১৮ বছর বয়সে সর্বপ্রথম কবিতা লিখলেন, Imitation of Spenser, স্পেন্সেরিয়ান পংক্তিবিন্যাসে তিনটি পূর্ণ স্তবকে এই কবিতায় কীটস্ সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য জানা যাচ্ছে। প্রথমত, ভবিষ্যতে কীটস্-এর কবিতা কোন্ ধারায় প্রবাহিত হবে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। ল্যাটিন শব্দ সম্বন্ধে (দ্র: cerulean শব্দটির আকস্মিক ব্যবহার) তাঁর উৎসাহ এবং ডিডো বা দীয়ারের উল্লেখে তাঁর প্রাচীন পুরা কাহিনীর সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা জানতে পারি। এবং 'verdant', 'voluptuous', 'neck of arched snow', 'emerald in the silver sheen' প্রভৃতি শব্দ এবং শব্দসাযুজ্যের প্রতি আকর্ষণ তাঁর পরবর্তী কবিতার ধারা বুঝতে অবশ্যই সাহায্য করবে। কোন কাব্যপাঠকই ১৮ বছর বয়সের একজন কিশোর কবির কাছে উঁচুদরের কবিতা আশা করেন না। তথাপি এই কবিতায় যে সংহতি, শব্দ-ব্যবহারে নৈপুণ্য এবং স্পেন্সারের মত কবির অবিকল আত্মীকরণ আমাদের রীতিমত ভাবায় বৈকি।[২১] ১৮১৪ থেকে তিনি নিয়মিত কবিতা লিখতে শুরু করলেন এবং তার মাত্র চার পাঁচ বছরের মধ্যেই তাঁর কাছে আমরা ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি কবিতা পেয়েছি। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই Robin Mayhead -বর্ণিত 'dramatic speed' এর ধারণা সুসঙ্গত মনে হবে।

১৮১৫ সালের অক্টোবর মাসে কীটস্ 'dresser' হবার ছাড়পত্র পেলেন এবং সার্জন ডাক্তারের সহকারীরূপে কাজ করতে থাকলেন। একটি করুণ ঘটনা উল্লেখ করেছেন জীবনীকার এবং কীটস্-সমালোচক বেট (Walter Jackson Bate) সেই সময়কার, যখন অহরহই কীটস্‌কে তৎকালীন নিষ্ঠুর অপারেশনগুলি দেখতে হ'ত এবং ডাক্তারদের সাহায্য করতে হ'ত[২২]। কীটসের জীবনের ঘটনাপঞ্জীর কিছু কিছু জানা যায় হেনরি ষ্টিফেন্স এবং জর্জ ফেল্টন ম্যাথিউর বর্ণনা থেকে (Henry Stephens এবং George Felton Mathew)।[২৩]

স্টিফেন বলছেন, এই সময়ে তাঁর সমস্ত মনের জগৎ অধিকার করে থাকত কবি হবার দুরন্ত স্বপ্ন, poetry was to his mind the zenith of all his aspirations. আর এক সমালোচক [১৪] বলছেন : Keats was a poet first and last ; এবং আরো বিশিষ্ট এবং নিশ্চিত মন্তব্য রেখেছেন, কীটস্-এর জীবন এবং কবিতা মিলিয়ে পড়বার পর, ল্যাণ্ডর (W. S. Landor) : Of all our poets excepting Shakespeare and Milton and perhaps Chaucer, he has most of the poetical character—fire, fancy and diversity ;[১৫] আজ থেকে ১৩০ বছর আগে ল্যাণ্ডর যে কথা বলেছেন আজকে তার সত্যতা সম্বন্ধে আমরা আর সন্দিহান নই।

কবিতার জগতে প্রবেশ করে কীটসের পরিচয় হল লী হাণ্টের (Leigh Hunt) সঙ্গে, কাউডেন ক্লার্কের মাধ্যমে।[১৬] এবং হাণ্টের মধ্যস্থতায় আবার কীটসের বন্ধুত্ব হল রেনল্ডসের সঙ্গে (John Hamilton Reynolds) এবং পরে শেলী। তারপর চিত্রকর হেডন (Benjamin Robert Haydon) -এর সঙ্গে কীটস্ পরিচিত হলেন যিনি মুখ্যত 'Elgin Marbles'এর পরিপ্রেক্ষিতেই ইংল্যাণ্ডের শিল্প-জগতে জাতীয় শিল্পীর মর্যাদা পেয়েছেন[১৭] এবং তারপর সেভার্ণ, যে বন্ধু তাঁর শেষ জীবনের অতন্দ্র প্রহরী। হেডনের সঙ্গে বৃটিশ মিউজিয়ামে বারবার তিনি গ্রীসের এই অপূর্ব ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখতে যেতেন। সেসময়ের কবিতাটিতে, 'On Seeing the Elgin Marbles', তিনি এক অদ্ভুত অনুভূতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছেন এই 'wonder' যা 'mingles Grecian grandeur with the rude / Wasting of old Time. (M. Allott -সম্পাদিত গ্রন্থে ৪৭, ৪৮ সংখ্যক কবিতা দুটি)। আর একজন বন্ধু তাঁর জীবনে এসেছিলেন, বেইলী (Benjamin Bailey) পরবর্তীকালে কীটস্-এর জীবনী সংকলনে যাঁর অবদান স্বীকার্য। ১৮১৮ সালে কীটসের জীবনে একটি দুর্বার ঘটনা ঘটে গেল। ফ্যানী ব্রন (Fanny Brawne) নামে এক কিশোরীর সঙ্গে সাক্ষাত হ'ল তাঁর—এবং ফ্যানীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ এখন গবেষণার বিষয়ে পরিণত হয়েছে, এতই দুরন্ত ছিল কীটসের প্রেম। অবশ্য এর পূর্বে রেনল্ডসের সম্পর্কিত এক বোন কুমারী শার্লটি কক্স-কে তাঁর বোধহয় ভালো লেগেছিল—কিন্তু তা সম্ভবত ভালো-লাগার পর্যায় থেকে বেশী দূর এগোয় নি। কীটস্-এর এক ভাই

সস্ত্রীক বিদেশে চলে যায়—যাদের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান ছিল তাঁর নিয়মিত। তখন 'Endymion' লেখা হয়ে গিয়েছিল। এবার অংশত 'Hyperion' এবং 'The Eve of St. Agnes'রচিত হ'ল; এসময় মাত্র দুটি বিষয় তাঁর জীবনকে ঘিরে রেখেছিল, প্রেম এবং কবিতা। এই সময়েই 'Ode to a Nightingale' এর খসড়া তৈরী হয়। ব্রাউন (Charles Brown) জানাচ্ছেন: Keats felt a tranquil and continual joy in her song; এবং এই বিখ্যাত কবিতাটি যে ফ্যানীর গান শোনবার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সে সম্বন্ধে ব্রাউন প্রায় নিশ্চিত। এর পরপর ১৮২০ পর্যন্ত, 'Lamia', 'Isabella' এবং বিখ্যাত 'Ode' গুলি। এছাড়া রচনা করা হ'ল 'Otho the Great' নাটক, ব্রাউনের সহযোগিতায়, এবং আশ্চর্য এই, কীটস্ এর মত 'সিরিয়াস' কবি লিখলেন 'Comic faery poem' যে কবিতাটি The Cap and Bells' নামে প্রকাশিত হবার কথা ছিল Lucy Vaughan Lloyd এই পরিচয়ে। কবিতাটির পুরো নাম ছিল 'The Cap and Bells or, The Jealousies'; কীটসের বেদনার্ত এবং গভীর মননশীল জীবনে এই রচনাটি সাক্ষ্য দেয় তাঁর sense of 'amusement'। এবং mood of 'relaxation' এর। বার্নার্ড শ (George Bernard Shaw) বলেছিলেন কীটস প্রসঙ্গে 'a merry soul, a jolly fellow', অ্যামি লোয়েল (Amy Lowell) জানিয়েছেন, কীটস্ এর ছিল 'inexhaustible sense of fun'; এই সঙ্গেই একজন আধুনিক সমালোচক এই প্রত্যয়ে এসেছেন যে কীটস্ এর ছিল 'quiet resolve to face calamity...attended with a grim humour.[৯৮]

কিন্তু এই কবির আয়ু শেষ হতে চলেছিল! দুরারোগ্য যক্ষ্মা ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন তিনি। সে খবর শেলীর কানে যেতেই কীটস্কে ইট্যালী আসবার আমন্ত্রণ জানালেন তিনি। কীটস্ সেভার্ণ-এর সঙ্গে ইট্যালীতেও গেলেন, কিন্তু শেলীর আতিথ্য তাঁর গ্রহণ করা হ'ল না। নেপলস্ হয়ে রোমে এলেন। ক্রমশ মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে আসতে থাকলো। সেভার্ণের অহর্নিশ সেবাও তাঁকে বাঁচাতে পারলো না। শেষ দুমাসের যে বর্ণনা সেভার্ণ-এর কাছে আমরা জানতে পারি তার বেদনা আমাদের আজও অশ্রুভারাক্রান্ত করে তোলে। নিশ্চিত মৃত্যু যখন বুঝতে পেরেছেন তখন কীটস্ বলেছিলেন, 'I feel, the flowers growing

over me' এবং তাঁর সমাধির পর চেয়েছিলেন এই কথা কটি লেখা থাক, 'here lies one whose name was writ in water' ; মৃত্যুর আগে তাঁর শেষ কথা ক'টি, সেভার্ন জানাচ্ছেন : Severn—I—lift me up—I am dying —I shall die easy : don't be frightened—be firm, and thank God it has come.' যেন মৃত্যু নয়, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন কীটস্ —এবং সেই কীটসেরই মুখচ্ছবি সেভার্ন ধরে রেখেছেন তাঁর তুলিতে [৯৯] কীটস্ এর বেদনাদায়ক মৃত্যু শেলীকে Adonais লেখবার প্রেরণা দিয়েছিল—যে আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে তাঁর বন্ধু হ্যাসলাম (William Haslam) বলেছিলেন 'অসম্ভব, কীটস্‌কে মরতে দেওয়া যায় না'। এই কবির জীবন এবং চরিত্র সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বেইলী, 'We had a soul of noble integrity' এবং তাঁর কাব্য-ধারণা সম্বন্ধে, প্রায় ল্যাণ্ডরের মতই, মনে করেছেন কলভিন, His conception of the kingdom of poetry was Shaksperean' (শেকস্‌পীয়রের এমত বানান রয়েছে বইতে) আর ফ্যানী ব্রন, যিনি দীর্ঘকাল বাদে হয়েছিলেন মিসেস লিনডন, এবং যিনি কীটসের বহু বহু কবিতার প্রেরণাস্বরূপ, বলেছিলেন his sensibility was most acute, and his passions very strong, but not violent'—একই সঙ্গে এই 'passion' এবং 'sensibility' কীটসের কবিতায় এক প্রচণ্ড অভিঘাত এনেছে যার থেকে আমরা মুক্ত নই, এই ১৯৭৯-তেও।

কীটসের কবিতার লক্ষণ, তাঁর জীবন ও কাব্যের অন্তহীন গভীরতা ও সুদূর ব্যাপ্তি এবং মানবচৈতন্যের বিস্তৃত জগতে এই কবিতার শিল্প-জনিত অভিক্ষেপ আলোচনা করলে তিনটি বিভিন্ন কোণ থেকে তাঁর বিচার করতে পারি। প্রথমে আমরা একটি মন্তব্য স্মরণ করতে পারি। সমালোচক বলেছেন, 'We see Keats advancing without dogmatism and with two sets of perceptions. The one is embodied in the Nightingale and more fully in the Urn. The other is naturalistic, and this is embodied in Autumn.[১০০] দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা কীটসের কবিতা এভাবে বোঝবার চেষ্টা করতে পারি : In the deepest sense, Keats lived his theories...Keats' response to the mystery of existence,

at its deepest and most intense, is almost akin to religious awe.[১০১] তৃতীয় মন্তব্যটি তাঁর শিল্পজনিত অভিক্ষেপ এবং তার সূত্র নির্ণয়ে আমাদের সাহায্য করবে : he (Keats) is using his visual source as a springboard for the imagination,[১০২] এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিতর্কিত প্রশ্ন আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। রোমান্টিক কবি কীটস্ এর কবিতায় ক্লাসিকধর্মিতা কতদূর পরিব্যাপ্ত এবং কীভাবে? কীটস্-ব্যাখ্যাতা জনৈক সমালোচক[১০৩] জানাচ্ছেন : he is 'a classicist...in the sense that he had much of the spirit of the old Greeks—a desire for a perfected rather than an adumbrated beauty, a delight in finished workmanship rather than in vague suggestiveness.'

প্রথম দিকের কয়েকটি কবিতা প্রসঙ্গে পূর্বেই সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ক্রমশ এবং অনুপূর্ব কীটসের কবিতাগুলি মনন এবং ইন্দ্রিয় দিয়ে একই সঙ্গে অনুভব করলে আমরা বুঝতে পারবো রোমান্টিক ভাবকল্পনা কি অঙ্গাঙ্গীভাবে ব্যক্তিগত কাব্য-এষণার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে, কি স্বচ্ছতায় তাঁর কাব্য-পাঠকের ধারণায় 'plastic notion of art' গড়ে উঠেছে, মাত্র কয়েকটি কবিতার কিছু কিছু পংক্তি কী অনায়াসে শেক্সপীরীয় উত্তুঙ্গে পৌঁছে গিয়েছে! 'Endymion : A Poetic Romance' ৪ খণ্ডে, ৪০০০ পংক্তিরও কিছু বেশী, শুরু হয়েছে এমত

> A thing of beauty is a joy for ever :
> Its loveliness increases, it will never
> Pass into nothingness, but still will keep
> A bower quiet for us,...

প্রথম আড়াই পংক্তিতে আমরা একজন দ্রষ্টাকে পাচ্ছি, শেষে পাচ্ছি একজন যথার্থ কবিকে। এই কাব্যের সৌন্দর্যতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে লেগুই এবং ক্যাজামিঁয়া বলেছেন, 'the religion of beauty is here more pagan' যদিও একথা স্বীকার্য, এই কাব্যে, ১৮১৭-১৮তে রচিত, রয়েছে একজন 'undisciplined genius'; ৩ খণ্ডে অসমাপ্ত Hyperion প্রশংসা লাভ করে শেলীর এবং এমন কি বায়রনও ধাক্কা খেয়েছিলেন, যে বায়রন সেসময় ইউরোপের

কাব্য-জগতের একমাত্র সম্রাট। স্পেন্সারকে যেমন কীটসে খুঁজে পাওয়া যায় তেমনি এই কাব্যে মিল্টনও যেন কোথাও রয়েছেন অলক্ষিতে। মনে হচ্ছে এই কবি একটি বড় পরিকল্পনায় হাত দিয়েছেন—যার বিষয়ের ব্যাপকতা এবং গভীরতা প্রথম কয়েক পংক্তিতেই অনুভূত হয়। 'Gray-haired Saturn' এর বসে থাকবার বর্ণনার পরই আমরা পাচ্ছি 'Goddess of the infant world' এর বর্ণনা।

> How beautiful if sorrow had not made
>
> Sorrow more beautiful than Beauty's self.

কিন্তু তার পরেই কবি কীটস্ সৌন্দর্য-বীক্ষণ থেকে কাব্যশরীরের মধ্যে একাত্ম হয়ে গেলেন একটি ঘনসন্নিবদ্ধ চিত্ররূপের অন্বেষায় :

> There was a listening fear...
>
> ... ...
>
> And still these two were postured motionless

একই সঙ্গে আমরা অনুভব করি, সত্য এবং সুন্দরের প্রতিরূপ পরস্পরকে জড়িয়েই একটি পূর্ণতর তৃতীয় সত্তায় বিকশিত হয়েছে।

দ্রষ্টা এবং শিল্পীর এই সমন্বয় আমরা কীটস্ এর অসাধারণ 'Ode' গুলিতে পাবো। যে সুন্দরের ধারণা প্রথম দিকে কীটস্ এর কাছে শুধু রোমান্টিক ভাবকল্পনার বিস্তার মাত্র ছিল, এই ছোট ছোট কবিতাগুলিতে তা যেন আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ রূপ পরিগ্রহ করলো, যা একমাত্র ভাস্কর্যের মধ্য দিয়েই অনুভব করা সম্ভব। 'Ode on a Grecian Urn', 'To Psyche', 'To Autumn', 'To a Nightingale' প্রভৃতি কবিতাগুলি পড়ে-যাওয়া যেন 'an invitation to a feast' (বলেছেন লর্ড্ সাহেব), এই কবিতাগুলি—যা ইংরেজী কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, লেখা হয়েছিল ১৮১৯ এর মাঝামাঝি সময়ে, কবির মাত্র তেইশ-ঊর্ধ্ব বয়সে।

> 'Mid hushed, cool-rooted flowers, fragrant-eyed,
>
> Blue, silver-white and budded Tyrian,
>
> They lay calm-breathing on the bedded grass ;
>
> Their arms embraced,— (Ode to Psyche)

শুধু যুগ্ম শব্দের অসাধারণ ব্যঞ্জনায় নয়, শুধু বস্তুর দৃশ্যমান সৌন্দর্যানুভূতিতেই নয়, এই কবিতা এক মোহাঞ্জন এঁকে দেয়, অবিশ্রান্ত ধ্বনিস্থষমা এবং চিত্রকল্পে যা অনুরণিত হতে থাকে। আর 'drowsy numbness pains my sense' এর বিষাদ কি কীটস্ শুধু নাইটিঙ্গেল পাখিকেই কেন্দ্র করে অনুভব করেছেন? মনে তো হয় না। এই পাখি তাঁর জীবনে মহৎ প্রেমের প্রতিবিম্বিত দুঃখ, আমরা সিডনী,কলভিন্-এর গ্রন্থপাঠে জানতে পারি, একদিন ফ্যানীর গান শুনে তিনি দীর্ঘ সময় একাকী বাগানে বসে থেকে এই কবিতাটি লিখেছিলেন :

Thou wast not born for death, immortal bird !

... ...

The voice I hear this passing night...
Perhaps the self-same song that found a path
Through the sad heart of Ruth, when, sick for home,
She stood in tears amid the alien corn ;

(Ode to a Nightingale)

পাখির এই গান যা প্রেমের বিষাদের প্রতীক, সৌন্দর্যের বেদীমূলে আমাদের নিয়ে যায়, আর তাই Endymion কবিতার শুরুতে তিনি বোধহয় প্রজ্ঞার স্বরূপেই বলে ফেলেছিলেন 'A thing of beauty...will never pass into nothingness' ; সুন্দরের মৃত্যু নেই—কেননা সে মানব-মননের সত্য, ধারণার সত্য তাই

for ever wilt thou love, and she be fair

এই প্রেমের শেষ নেই, মানবীর সৌন্দর্য চিরকাল ভাস্বর—মননের এই চিরন্তনতাই সত্য এবং সুন্দরকে এক বেদীতে দাঁড় করিয়েছে, এবং Grecian urn -এ খোদিত মূর্তিগুলি শাশ্বত অনুভবের কথা বলছে,—আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে 'Beauty is Truth, Truth Beauty'—কবি নিঃসন্দেহ যে একমাত্র এই অভিজ্ঞতার ধারণা থেকেই আমাদের সবকিছু জানা হয়ে যাবে। Cleanth Brooks বলেছেন, এই পংক্তিটির 'status' শেকস্পীয়ারের 'Ripeness is all' এর সমতুল্য [Cleanth Brooks : The Well Wrought Urn] ; 'Ode to Autumn', জানাচ্ছেন মিরিয়াম এলট, হচ্ছে 'the last of Keats's major 1819 odes' ; এই

কবিতার ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে রেনল্ডসের কাছে কীটস্-এর লেখা ২১ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে।[১০৪] কবিতার শিল্প-রীতিতে এটি সবচেয়ে সমৃদ্ধ,পরিপূর্ণতায় 'autumn' ঋতুর মতই পূর্ণ, 'ওড' বর্ণনা।[১০৫] করতে গিয়ে সমালোচক যা বলেছেন 'Ode to Autumn' সম্পর্কে তা সত্যই আক্ষরিক অর্থে প্রযোজ্য। আর 'personification' বিষয়টির অনুধ্যান হবে শুধুমাত্র এই কটি পংক্তি স্মরণে রাখলেই

Who hath not seen thee oft amid thy store ?

Thee sitting careless on a granary floor,

Thy hair soft-lifted by the winnowing wind ;

এক সামগ্রিক ভাবকল্পনার মধ্য দিয়ে সচেতন রূপময়তায় পৌঁছেছেন কবি শেষ পংক্তিতে।[১০৬] বস্তুত 'elgin marble' দেখা কীটস্ এর সার্থক হয়েছিল ; নিপুণ ভাস্কর্যের মতই কবিতাটি সুডৌল এবং সুসমঞ্জস।

'Lamia' কবিতায় গ্রীক পুরাণের স্মৃতিচিত্র ফিরে ফিরে আসে। 'Isabella ; or, The Pot of Basil' বোকাচ্চিও অবলম্বনে কাহিনী-কাব্য এবং 'Eve of St Agnes' মধ্যযুগীয় রোমান্সামী রচনার অনুসরণ, যেখানে আধিভৌতিক এবং কিছুটা অতীন্দ্রিয় ব্যাপার ঘটে গেছে। 'Supernatural' এর ব্যবহার প্রসঙ্গে একজন সমালোচক[১০৭] মন্তব্য করেছেন যে কোলরিজের চাইতেও কীটসে এই প্রবণতা বেশী দেখা গিয়েছিল। আর একটি কবিতা অবশ্যই উল্লেখের দাবী রাখে, 'La Belle Dame sans Merci' যেখানে আমরা মধ্যযুগের পরিপ্রেক্ষিতে রোমান্টিক 'passion', রোমান্টিক 'agony' এবং 'nostalgia'র সুন্দর সংমিশ্রণ পাই। কবিতাটিতে এই হৃদয়হীনা নারীর প্রতীকী তাৎপর্য সম্বন্ধে রবার্ট গ্রেভস খুব সুন্দর উক্তি করেছেন : That the Belle Dame represented love, Death by consumption...and poetry all at once can be confirmed by a study of the romance from which Keats developed the poem.[১০৮] কবির সঙ্গে আমরাও নিঃসঙ্গ ঘুরে বেড়াই :

And this is why I sojourn here,/Alone and palely loitering.

মোটামুটি এই হ'ল কীটস্-এর জীবন এবং কবিতা। রোমান্টিক কাব্য-আন্দোলনে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ পথিক। তাঁর জীবনে ও আচরণে শ্রেণীর সঙ্গে

হয়ত বা কিছুটা মিল ছিল—যদিও কাব্যরীতিতে পার্থক্য ধরা পড়বে সহজেই[১০৯] এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সম্বন্ধেও কীটস্‌ নীরব ছিলেন না। তথাপি কাব্যশৈলীতে স্পেন্সার এবং জীবনদর্শনে শেকস্‌পীয়ারই ছিলেন তাঁর আরাধ্য। শেকস্‌পীয়ার বিষয়ে তাঁর 'negative capability' র বিশ্লেষণ বহু সমালোচককে পরবর্তীকালে ভাবিয়েছে। মাঝে মধ্যে বেন জনসনও যে তাঁর কবিতায় উঁকি মেরেছেন তা জানা গেছে একটি সাম্প্রতিক আলোচনায়।[১১০] কীটস্‌ প্রসঙ্গে লীভিস বলেছেন, এই কবির ছিল 'profound tragic impersonality'র ধারণা।[১১১] কীটস্‌ সম্পর্কে এর চেয়ে বড় কথা আর কেউ কি বলেছেন! কবিতাকে কীটস্‌ একটি পরিপূর্ণ এবং স্বাভাবিক শিল্পরূপে দেখতেন তা তাঁর এই উক্তি থেকে ধরা যাবে : ...its touches of beauty should never be half-way...That if poetry comes not as naturally as the leaves of a tree, it had better not come at all.[১১২] এই স্বাভাবিক সৌন্দর্য-সৃষ্টিই কবিতায় ও শিল্পরূপে প্রথম ও শেষ কথা।

প্রধান প্রধান রোমান্টিক যুগের কবিদের পর আরও কয়েকজন কবির কথা অবশ্যই আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। এঁদের কবিতা আমরা আজও পড়ি। সাহিত্যের ধারাবাহিকতা এবং ইতিহাস আলোচনায় এইসব মাঝারি কবিদের স্ব-কালের যুগের প্রতিবিম্বিত চিত্র মনে হয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং কোলরিজের বন্ধু রবার্ট সাদে (Robert Southey) এমনি একজন কবি যিনি তাঁর সমকালে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর দুই স্মরণীয় বন্ধুর জীবদ্দশাতেই রাজ-কবির সম্মান পেয়েছিলেন ১৮১৩ সালে, মাত্র ৩৯ বছর বয়সে। একথা ঠিক, সাদে রোমান্টিক যুগের একজন প্রতিনিধি কবি, বিশ্বাস করতেন পুরোপুরি রোমান্টিক জীবনবেদে। সারাজীবন লেখক হবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ফলস্বরূপ দেড়শ'র বেশী গ্রন্থ রচনা করেছেন পদ্য গদ্য মিলিয়ে এবং অজস্র ছোট-খাট প্রবন্ধ! তাঁর কবিতাবলীর মধ্যে 'Joan of Arc', 'Thalaba the Destroyer', 'The Curse of Kehama', হিন্দু পুরাণ এর ব্যাপার রয়েছে যে কাব্যে, 'Madoc', 'A Vision of Judgment' এবং 'Roderick', গথদের উত্তরপুরুষদের কাহিনীকাব্য, আজও পরিচিত। কেসউইক্‌ এর কাছে গ্রেটা হলে তার দীর্ঘ কবিজীবন অতিবাহিত নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের মধ্যে। কিন্তু এইসব

বড় বড় কাহিনী-কাব্যের চেয়ে আজও আমরা তাঁর ছোট ছোট কয়েকটি কবিতা আগ্রহ সহকারে পড়ে থাকি, 'The Inchcape Rock,' 'The Battle of Blenheim', 'The Scholar' ইত্যাদি কবিতার স্নিগ্ধ অথচ নাটকীয় রসঘন আবেদন মনে আবেগ সঞ্চার করে। বড় কবিতায় তাঁর প্রতিভার স্ফূরণ হয় নি, উত্তপ্ত আবেগ সেখানে অনুপস্থিত, কিন্তু ছোট কবিতায় তিনি সংযমের পরিচয় রেখেছেন, ফলে কবিতা সহজ হয়েছে, হয়েছে রসসম্পৃক্ত। তাঁর গদ্য রচনাও উল্লেখের দাবী রাখে, 'Life of Nelson', 'Life of Cowper'. ইত্যাদি এবং দুখানি ইতিহাস রচনা, 'The History of Brazil' এবং 'The History of the Peninsular War' এখনও আকর্ষণীয়, শুধু তথ্যের জন্য নয়, রচনার সহজ প্রসাদগুণেও।

ওয়াল্টার স্কট (Walter Scott) ঔপন্যাসিক হিসেবে সমধিক পরিচিত, কিন্তু কবি হিসেবেও তাঁর একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা রয়েছে। পরবর্তীকালে, রোমান্টিক কবিদের প্রথম সারির কবি হিসেবে তাঁকে স্বীকার করা না হলেও এটা নিশ্চিত যে সেই যুগের প্রেক্ষিতে তৎকালে স্কটের ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক। জনপ্রিয়তায় একমাত্র বায়রন ছিলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং রোমান্টিক কবিতায় মধ্যযুগীয় হাওয়া, বীরত্বগাথা এবং সর্বোপরি, কল্পনাবিলাসিতা স্কটই সার্থকভাবেই নিয়ে এলেন। জার্মান কবিতার অনুবাদ দিয়ে তাঁর কবিজীবন শুরু হয়েছিল।[১১৩] এরপরই স্বদেশ স্কটল্যাণ্ড চলে এলো তাঁর কবিতায়। 'Minstrelsy of the Scottish Border' ৩ খণ্ডে ১৮০২-৩ সালে প্রকাশিত হ'ল। তাঁর ঠাকুমার কাছে, ট্যুইড নদীর ধারের গ্রামাঞ্চলে, যেসব মধ্যযুগীয় কাহিনী শুনেছিলেন স্কট ছোটবেলায়, তাই কবিতা হয়ে রূপ লাভ করেছে। এরপরই প্রকাশিত হল তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতা 'The Lay of the Last Minstrel', পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ দুটি Marmion' এবং 'The Lady of the Lake' স্কটের জনপ্রিয়তার অপর দুটি নিদর্শন। 'The Lay of the Last Minstrel' প্রসঙ্গে সমালোচক জানাচ্ছেন : the abounding vitality of the style, the fresh and intimate local knowledge and the healthy love of nature made it a revelation to a public anxious to welcome the new romantic methods.[১১৪] এই সামান্য বর্ণনা থেকেই রোমান্টিক কাব্য-আন্দোলনে স্কটের

যথাযথ ভূমিকা নির্দেশিত হবে মনে হয়। স্কটের কবিতার কয়েকটি চরণ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাক :

And as I rode by Dalton Hall,
Beneath the turrets high,
A Maiden on the castle wall
Was singing merrily :—
... ...
Yet Brignall banks are fresh and fair
And Greta woods are green,
And you may gather flowers there
Would grace a summer queen

(Brignall Banks)

তাঁর কবিতায় এমন গীতিময়তা এবং ব্যালাড-ধর্মী আবহ 'Boat Song' এবং 'Lochinvar' -এ ছড়িয়ে আছে ইতস্তত, আজও যা ইংরেজী কবিতার অম্লান ঐশ্বর্য।

টমাস ক্যাম্পবেল (Thomas Campbell) এবং টমাস মুর (Thomas Moore) হলেন অপর দুজন উল্লেখযোগ্য কবি। 'Pleasures of Hope' রচনা করবার পর ক্যাম্পবেল তৎকালে খ্যাতি অর্জন করেন। স্পেন্সেরিয়ান স্তবকে লেখা 'Gertrude of Wyoming' এবং 'The Pilgrim of Glencoe' দীর্ঘ কবিতা। শেষেরটি মৃত্যুর দুবছর আগে ১৮৪২ -এ প্রকাশিত। স্বদেশপ্রেম বিষয়ে তাঁর দুটি কবিতা অনবদ্য, 'Ye Mariners of England', 'The Battle of the Baltic' টমাস মুর কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন পরবর্তীকালেও। আয়ার্ল্যাণ্ডে জন্মেছিলেন এই কবি, কিন্তু লণ্ডনে আইন অধ্যয়ন করেন। বায়রনের বন্ধু মুর প্রকৃতই বন্ধুকৃত্য করেছিলেন 'Life of Byron' লিখে, জীবনী সাহিত্যে এ বই চিহ্নিত হয়ে আছে। প্রথম জীবনে লেখা 'Irish Melodies'এ প্রচলিত কাব্যরীতির অনুসরণ রয়েছে, কিন্তু তাঁর 'Lalla Rookh' গ্রন্থ, যদিও স্কটের রচনশৈলী দ্বারা প্রভাবান্বিত, তৎকালে প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কাহিনীর সূত্রে পাওয়া যাবে প্রাচ্যদেশীয় রোমান্স-জাতীয় অনুষঙ্গ। স্যামুয়েল

রজার্স (Samuel Rogers), এঁদের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ কবি, 'The Pleasures of Memory' লিখে তৎকালে পরিচিত হলেও কাব্যরীতিতে পূর্ববর্তী যুগেরই প্রতিনিধি মনে হয়। তাঁর অন্যান্য কবিতার মধ্যে 'Italy' কৌতূহলোদ্দীপক রচনা সন্দেহ নেই। লী হাণ্ট (Leigh Hunt) কবি হিসেবে অবশ্যই স্মরণীয়। বিশেষ করে তাঁর 'The Story of Rimini'তে ইট্যালীয় পরিবেশে রচিত সহজ কাব্যসুষমার আবেদন এখনো মনকে আকর্ষণ করে। কিন্তু কীটস্, শেলী এবং বায়রনের কবিতা এবং জীবনের অনেকখানি জুড়ে রয়েছেন এই কবিতা-পাগল ব্যক্তি সেজন্য তাঁকে অহরহই স্মরণ করতে হয় রোমান্টিক যুগের এই তিন যুবক কবিদের প্রসঙ্গে।

আর সেকালে ছিলেন জন ক্লেয়ার (John Clare) যিনি গ্রামদেশের পরিবেশ নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন—সমকালে পরিচিতি লাভ করলেও পরবর্তীকালে তাঁর কাব্য সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি কোন সমালোচক। কিন্তু বিশ শতকে আবার ক্লেয়ার-এর কবিতা সম্বন্ধে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। 'Poems Descriptive of Rural life and Scenery' তাঁর সবচেয়ে পরিচিত কাব্যগ্রন্থ। এছাড়া সমকালে লিখেছেন জেমস হগ (James Hogg), মেষপালকের ছেলে। গ্রামগঞ্জেই চিরকাল থেকেছেন, তাঁর সমস্ত প্রতিভার পরিচয় রয়েছে 'Bonny Kilmeny' এবং 'When the Kye comes Hame' কবিতা দুটিতে। টমাস হুড (Thomas Hood) অবশ্য লণ্ডনেরই অধিবাসী, তৎকালীন পত্রিকা 'The London Magazine' এ লিখতেন। প্রথম দিকে হাসিঠাট্টার কবিতা কিছু লিখেছিলেন 'Whims and Oddities' প্রভৃতি। কিন্তু পরে বীভৎস এবং অদ্ভুত রসের জগতে তিনি প্রবেশ করলেন 'The Haunted House' লিখে। তাঁর 'The Song of the Shirt' কবিতায় গীতিকাব্যের আভাস পাওয়া যায়। এছাড়া ছিলেন উইলিয়াম ব্রায়ান্ট (William Bryant), চার্লস জেরেমিয়া ওয়েলস (Charles Jeremiah Wells), জর্জ ডারলে (George Darley), উইলিয়াম কোম (William Combe), জেমস এবং হোরেস স্মিথ (James and Horace Smith), আর মহিলা কবি ফেলিসিয়া হেমান্স (Felicia Hemans)।

উপন্যাস

স্যার ওয়াল্টার স্কট রোমান্টিক যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। সাহিত্যের এই প্রধান ধারাটি, বলতে গেলে, স্কটের পর থেকেই সাধারণভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সেকালে বায়রন যেমন সারা ইউরোপে কবি হিসেবে বন্দিত হয়েছিলেন স্কটও অনুরূপভাবে তাঁর উপন্যাসের জন্য খ্যাতকীর্তি হয়েছেন। উপন্যাসকে একটি নিশ্চিত এবং সুসংহত রূপ তিনিই প্রথম দিতে পেরেছিলেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের থেকে এক বছরের ছোট ছিলেন স্কট, অর্থাৎ জন্মেছিলেন ১৭৭১ এ। স্কটল্যাণ্ডের এই মানুষটি বালক বয়সে ঠাকুমার কাছে প্রাচীন ইতিহাস এবং বীরত্বগাথা শুনতে শুনতে রাত কাটাতেন। তাই ব্যারিস্টার বাবার নির্দেশে যখন ওকালতি করতে গেলেন, পসার জমল না। অবশ্য একটি চাকরী নিয়েছিলেন, 'ক্লার্ক অব সেশন' এর পদমর্যাদা এবং অর্থ দুটিই ছিল সেকালে। কিন্তু মনোনিবেশ করলেন পুরোপুরি সাহিত্যে। প্রথমে কাব্যচর্চা, পরে গদ্য—মূলত উপন্যাস। বেশ অর্থ করেছিলেন তিনি অল্প সময়েই এবং অ্যাবটস্‌ফোর্ডে বিরাট জমিদারী করে প্রাচীন স্কচ ভূম্যধিকারীদের মতো বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করতে থাকলেন। এক বন্ধুর সঙ্গে প্রথমে ছাপাখানা, পরে প্রকাশন সংস্থায় জড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু এই হল তার কাল। সাংঘাতিকভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন অচিরে। হয়ত মিটমাট করে ফেলা যেত সেই ঋণের বোঝা। কিন্তু তাঁর পিতা এবং মাতার কাছে পেয়েছিলেন অসাধারণ আত্মসম্মানবোধ। দিনের পর দিন রাতের পর রাত লিখে চললেন—তাঁর লেখার কাটতিও ছিল প্রচণ্ড। প্রায় সত্তর হাজার পাউণ্ড দেনা যখন শোধ করে আনলেন, অর্থাৎ চারভাগের তিন ভাগ, সে সময় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ছোটবেলাতেই তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতেন—এবার হল পক্ষাঘাত। তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের সরকার তাঁকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ইউরোপ ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দিলেন একটি নৌজাহাজ দিয়ে। দেশ ও জাতির জন্য তিনি সাহিত্যসৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে যে আনন্দ দিয়েছেন—ইংল্যাণ্ডের রাজসরকার শ্রদ্ধার সঙ্গে সে কথা স্মরণ করে এই ব্যবস্থা করেছিলেন। ইউরোপের নানা দেশ, প্রধানত ইট্যালী ঘুরে এলেন, কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য আর জোড়া লাগল না। তাঁর প্রিয় টুইড নদীর ধারে, নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন, যেন শেষ শয্যায় চিরনিদ্রা লাভ করবেন বলেই, ১৮৩২ এ। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেও তিনি মুখে

মুখে তাঁর কাহিনী বলেছেন—লিখে গিয়েছেন তাঁর হয়ে করণিকরা। এমনি ছিল তাঁর আদর্শবোধ, সংযম এবং সাহিত্যপ্রীতি। শেষ জীবনে ডায়েরীর পাতায় লিখে গেছেন তিনি : God knows I am at sea in the dark and the vessel leaky.

প্রথম প্রকাশিত যে উপন্যাসে স্কট অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন সেটির নাম 'The Waverley'। জানা যায়, পুরনো আলমারির মধ্যে প্রায় আট ন' বছর আগের একটি রচনার অংশ হঠাৎ তিনি পেয়ে যান এবং নিজের লেখা পড়তে পড়তে নিজেই অবাক বিস্ময় বোধ করেন। সেই রচনাটিকে নতুন করে লিখে শেষ করেন এবং এটিই বিখ্যাত 'The Waverley'। এর পরপর চলল অক্লান্তভাবে তাঁর রচনার ইতিহাস। মাত্র চার পাঁচ বছরের মধ্যে ন'টি উপন্যাস লিখলেন যাদের মধ্যে প্রায় সবগুলিই প্রসিদ্ধ : 'Guy Mannering', 'The Antiquary', 'Old Mortality', 'Rob Roy', 'The Heart of Midlothian', 'The Bride of Lammermoor', এবং 'A Legend of Montrose'; লক্ষণীয়, সব কটি উপন্যাসের পটভূমিই স্কটল্যাণ্ড। ১৮২০তে প্রকাশিত হলো 'Ivanhoe',—যার দৃশ্যাবলী ইংল্যাণ্ডের, এবং 'The Abbot'; এর পরপরই বিখ্যাত গ্রন্থ 'Kenilworth' উপহার পেলেন সারা ইউরোপের পাঠকরা—যাঁদের কাছে স্যার ওয়াল্টার স্কট তখন একটি পরিচিত গৃহনাম। তাঁর নিরলস সাহিত্যচর্চার বিরাম ছিল না। এর পর লেখা হল 'The Fortunes of Nigel', The Betrothed', এবং ১৮২৫-এ 'The Talisman'; এ সময়েই তাঁর আর্থিক দুর্যোগ ঘটে যার থেকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত তিনি মুক্ত হন নি, কিন্তু দৃপ্ত সৈনিকের মত যুদ্ধ করে গিয়েছেন শুধুমাত্র কলমকে অস্ত্র হিসেবে ধারণ ক'রে। শেষ ক'বছর, নিছক আনন্দের জন্য নয়, শুধুমাত্র দেনা শোধ করবার জন্যই লিখেছেন। এই উপন্যাসগুলি যথাক্রমে 'Woodstock', The Fair Maid of Perth', 'Anne of Geierstein', 'Count Robert of Paris', এবং 'Castle Dangerous'. শিল্প বিচারে এই বইগুলি সবই যে প্রথম শ্রেণীর তা নয়, তথাপি উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে স্কটের এক ভিন্ন মানসিকতা এই উপন্যাস ক'টিতে ধরা পড়ে : The last works were dictated from the depths of mental and bodily anguish...yet frequently the old spirit

revives and the ancient glory is renewed।[১১৫] কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই, মৃত্যুর বছরে তাঁর শেষ দুটি উপন্যাস লেখা শেষ হয় এবং প্রকাশিত হয়। তাঁর মানসিক স্থৈর্য এবং শিল্পরচনার এই একাগ্রতার নিদর্শন সাহিত্যের ইতিহাসে বিরলচিহ্নিত ঘটনা।

তাঁর উপন্যাসের পটভূমি তিনটি দেশে বিস্তৃত, এবং কল্পনার বিস্তার মধ্যযুগ অবধি। প্রাচীন কাহিনী, বিশেষত ব্যালাড, বীরত্বগাথা বললে ভালো হয়, তাঁর সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে। তাঁর প্রতিভাব স্ফুরণ হয়েছে অবশ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলাদেশে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-মালা প্রকাশিত হতে থাকলো তখন এখানকার সমালোচকরা স্বতঃই বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির তুলনামূলক আলোচনায় বলতেন: Bankim-Chandra is the Scott of Bengal; স্কটের উপন্যাসে রচনার সহজ সাবল্যের অভিক্ষেপ, রোমান্সধর্মী পটভূমি, প্রাণপ্রাচুর্যের উচ্ছলতায় চরিত্রগুলির বেগবান দীপ্তি চিরন্তন মানবমনের একটি দিককে সদাই পরিতৃপ্ত করে। সর্বস্তরের মানুষকে তিনি তাঁর উপন্যাসের আধার করেছেন, বিষয় অনুসন্ধানে তিনি কল্পনাকে করেছেন সুদূর প্রসারিত। ভাষায়, কোথাও কখনো কল্লাহীন আবেগ প্রকাশিত হলেও, তা এক ধরণের সুমিতির পরিচায়ক। সাহসী, প্রত্যক্ষ এবং জীবন্ত অনুভবে তাঁর গদ্য এখনো উজ্জ্বল। কথ্য ভাষায় স্কচ উচ্চারণভঙ্গির টান কথোপকথনকে বাস্তবরূপ করেছে, আবার কোথাও রোমান্টিক দীপ্তিতে তা পাঠকের কাছে এক পৃথক স্বাদ বহন করে আনে।

উপন্যাস ব্যতীত আরো কিছু গদ্যরচনা রয়েছে স্কটের। Lives of the Novelists' এবং কয়েকটি খণ্ডে 'Life of Napoleon' অ শুধুই উল্লেখের দাবী রাখে, এছাড়া 'Tales of a Grandfather' আকর্ষণী, লেখা। ড্রাইডেন এবং সুইফটের রচনাবলী সম্পাদনা করেছিলেন যে ঘটনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক স্কটের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি। ১৮১৪ সালে স্কট কবিতার জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। বাকী আঠারো বছরে রচিত তাঁর গদ্যরচনার সমগ্রতা আমাদের বিস্মিত করে, আরো বিস্মিত করে যে এই রচনাগুলি সাহিত্যের একজন প্রধান স্থপতির যাঁর ওপর অলিখিত দায়িত্ব ছিল উপন্যাস নামক সাহিত্যের এই নবসৃষ্ট ধারাকে একটা পূর্ণ রূপ দেবার এবং সর্বশেষে, বেদনা

বোধ করি এই মহানহৃদয় সৌখীন মানুষটির শেষ জীবনের তীব্র সংগ্রামের কথা ভেবে।

যদি উপন্যাসের স্থপতি হ'ন স্কট, তবে তার নিপুণ শিল্পী হলেন জেন অস্টেন (Jane Austen) যিনি ঘটনার চমকপ্রদ বিবরণে আমাদের উচ্চকিত করেন না, অথবা রোমাণ্টিক কল্পনাবিলাসে নিয়ে যান না সুদূর অতীতে বা মধ্যযুগে, বরং অতি সাধারণ ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে, চিরপরিচিত দৃশ্যাবলী এবং চেনা মধ্যবিত্ত মানবসমাজের ভেতরেই সৃষ্টি করেন এক নিটোল সংসার—যাকে আমরা সবাই চিনি, জানি অথচ যার সহজ প্রকাশ সহজে আয়ত্ত হয় নি অনেক শিল্পীর কাছেই। স্কটের মত লেখক স্বীকার করেছিলেন, অকালে এই প্রতিভাময়ীর মৃত্যুর পর : The exquisite touch which renders ordinary commonplace things and character interesting from the truth of the description and the sentiment, is denied to me; Quarterly Review-তে প্রকাশিত স্যার ওয়াল্টার -এর একটি সমালোচনাই, জেন অস্টেনের উপন্যাস প্রসঙ্গে, প্রথম ইংরেজ পাঠকের কাছে এই নবীন লেখিকাকে তুলে ধরল। যত দিন যাচ্ছে জেন অস্টেনের অবদান ততই স্বীকৃত হচ্ছে, যদিচ জীবিতকালে তিনি তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা তো পানই নি, উপরন্তু এক একটি বই লিখে দশ বারো বছর ধরে প্রকাশকের কাছে পাণ্ডুলিপি তাকে ফেলে রাখতে হয়েছে।

স্কটের জন্মসময়ের চার বছর পরে ১৭৭৫ সালে এক ধর্মযাজকের কন্যা জেন অস্টেন ইংল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। শান্ত স্বচ্ছন্দ মধ্যবিত্ত পরিবারে ধর্ম-আলোচনা এবং লেখাপড়ার মধ্য দিয়ে এই কিশোরী বড় হ'ন। নিজের মনে লিখতে শুরু করেন, কোন উচ্চাশা ছিল না তাঁর, ছিল না কোন তাড়াহুড়ো। নিছক প্রেরণায় এবং শুধুই আনন্দের জন্য একটি একটি করে উপন্যাস লিখে যেতেন—আর বাক্স-বন্দী করে রাখতেন। মাত্র একুশ বছরে তিনি লিখেছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'Pride and Prejudice', প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় ষোলো বছর পর। এই বইটি সম্বন্ধে সমালোচক বলছেন : The style is smooth and unobtrusive, but covers a delicate pricking of irony that is agreeable and masterly in its quiet way. *Nothing quite like it had appeared before in the novel.* (ইটালিক্স

লেখক -কৃত)। জেনের জীবন ছিল আপাত নিস্তরঙ্গ, বিবাহ করেন নি তিনি। পিতার মৃত্যুর পর মা এবং বোনেরা সাউদাম্পটনে চলে যান এবং সেখানেই তাঁর উপন্যাসগুলি লেখা হতে থাকে। সবশুদ্ধ ছ'টি উপন্যাস লেখবার পর তিনি মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে উইনচেষ্টারে মারা যান। তাঁর মৃত্যু যেন তাঁরই নিস্তরঙ্গ জীবনেরই স্বাভাবিক পরিণতি। তাঁর দ্বিতীয় বই ছিল 'Sense and Sensibility', অনেকটা প্রথম রচনারই প্রতিধ্বনি। কিন্তু প্রায় সেসময়েরই রচনা 'Northanger Abbey'-তে অন্য একটি স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। এই তিনখানি বই লিখে, কেন জানা যায় না, শ্রীমতী অস্টেন প্রায় তেরো বছর কিছু লেখেন নি। কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ পাঁচ ছ' বছরে তিনি যে তিনটি উপন্যাস লিখে যান তাতে দেখা যাচ্ছে শিল্পরূপের দিক থেকে তিনি আরো দক্ষতা অর্জন করেছেন। এই তিনটি উপন্যাস হচ্ছে 'Mansfield Park', 'Emma' এবং 'Persuasion'; এই সব কাহিনীর মধ্যেও বৈচিত্র্যের স্বাদ খুব নেই। কিন্তু রচনার কৌশলে, সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তিনি ঐ সময়েই যে শিল্পনীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, উপন্যাসের আধুনিকতা বিচারে বোধহয় তাঁকে সে কারণে পথিকৃতের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে, স্বচ্ছন্দে। তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলি আপাত সাদামাঠা, সাধারণ সমাজ থেকেই তারা এসেছে, কিন্তু প্রতিটি চরিত্র লেখিকার কাছে জীবন্ত এবং অন্তরঙ্গ—তারা type নয়, বরং প্রত্যেকেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট পৃথকভাবে চিহ্নিত। জেন অস্টেনের মত শিল্পীকে চিনতে দেরী হয়, কিন্তু একবার যে বিদগ্ধ রসিক তাঁকে ঠিকমত চিনেছে সে তাঁর সঠিক মূল্যায়নে কোনদিন ভুল করবে না। তথাকথিত ভীড়ের ঔপন্যাসিক তিনি নন, তাঁর জন্য রয়েছে মুষ্টিমেয় সুধী সমাজ, যাঁদের বিশ্লেষণে তাঁর শিল্পকর্মের অন্তর্লোক ক্রমশ উদ্ঘাটিত হবে।

সমকালে আরও কয়েকজন ঔপন্যাসিক তাঁদের স্বীয় রচনার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। এঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন মারিয়া এজওয়ার্থ (Maria Edgeworth), জেন অস্টেনের চেয়ে আট বছরের বড়। তাঁর অনেকগুলি রচনার মধ্যে 'Castle Rackrent' শিল্পরচনায় উল্লেখযোগ্য। বেশীর ভাগ লেখাতেই একটি বিশেষ নীতিধর্মিতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'Ormond', 'Belinda' ইত্যাদি আরো কয়েকটি উপন্যাস সমকালে আদৃত হয়েছিল। টমাস লাভ পিকক

(Thomas Love Peacock) -এর কথা আমরা শেলী প্রসঙ্গেই জেনেছি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে বড় চাকরী করতেন। প্রথম দিকে কবিতা লিখতেন, 'Palmyra, and other Poems' রচনা করে কবি-কৃতির স্বাক্ষর রাখেন। কিন্তু পরপর সাতটি উপন্যাসের রচয়িতা হিসাবে সমকালে পরিচিতি লাভ করেন। প্রথম রচনা 'Headlong Hall' এবং শেষ রচনা 'Gryll Grange' এর সময়সীমা প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর। তাঁর লেখায় বিদ্রূপ এবং বিষক ভঙ্গ উল্লেখযোগ্য। রচনার ভঙ্গিতে 'concise, polished, scholarly style'এর প্রকাশ রয়েছে, কিন্তু চিরকালের কোন আবেদন সেরকমভাবে অনুপস্থিত। 'The Four Ages of Poetry' বলে সমালোচনার একটি বই লিখেছিলেন। জন গল্ট (John Galt) স্কটের Waverley রচনার পূর্বেই 'The Annals of the Parish' লিখে পরিচিত হন। মেরী মিটফোর্ড (Mary Russell Mitford)-রচিত গ্রামাঞ্চলের কাহিনী 'Our Village, Sketches of Rural Character and Scenery' স্নিগ্ধতায় উপাদেয়। ফ্রেডরিক মারিয়াট, (Frederick Marryat), স্মলেটের অনুসরণে বলা যায়, সমুদ্রের জীবনযাত্রা নিয়ে লিখলেন। তাঁর প্রথম রচনা 'The Naval Officer' ; অপর দু'টি সার্থক লেখা 'Peter Simple' এবং 'Mr. Midshipman Easy', শেলীর স্ত্রী মেরী (Mary Wollstonecraft Shelley) 'Frankenstein, or the Modern Prometheus' লিখেছিলেন। উইলিয়াম হ্যারিসন এইন্সওয়ার্থ (William Harrison Ainsworth) স্কটের অনুকরণে লেখা শুরু করেন। ১৮৪০ সালে 'Bentley's Miscellany'র সম্পাদক হন। প্রচুর লিখেছেন, কিন্তু 'Rookwood' ও 'Jack Sheppard' এই দুটিতে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। এঁদের অনেককেই অবশ্য ভিক্টোরীয় যুগের প্রতিনিধি ধরা হয়।

প্রবন্ধ এবং অন্যান্য রচনা

রোমাণ্টিক যুগ যে কবিদের জন্যই স্বতন্ত্রচিহ্নিত একথা বললে প্রকৃত সত্য-ভাষণ হবে না। আমরা দেখেছি স্যার ওয়াল্টার স্কট এবং জেন অস্টেনের মত ঔপন্যাসিক, আমরা এই যুগেই পেয়েছি ল্যাম, হ্যাজলিট, লী হাণ্ট এবং ডি.

কুইনসীর (Charles Lamb, William Hazlitt, Leigh Hunt, Thomas De Quincey) মত রসিক, বিদগ্ধ সমালোচক এবং প্রথম শ্রেণীর প্রাবন্ধিক। রোমান্টিক যুগের প্রধান প্রধান কবিদের ছিলেন এঁরা পৃষ্ঠপোষক ; শুধু তাই নয়, সেই যুগের স্বপ্ন, কল্পনা, বাস্তবতা, সব মিলিয়ে যুগের ঐশ্বর্য যেন এঁদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়, শুধুমাত্র মননে নয়, জীবনচর্যাতেও। কাব্যসাহিত্যের স্বষ্ঠু এবং বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনার পথ এঁরাই প্রথম দেখালেন, আবার সেই সঙ্গে জানতে পারলুম জীবনের অভিজ্ঞতার করুণ রঙিন আলেখ্য।

এই যুগের সবচেয়ে মধুর এবং কোমল ব্যক্তিত্ব চার্লস ল্যাম, যিনি আজীবন কোলরিজের একান্ত সুহৃদ্ ছিলেন। 'Christ's Hospital'এ যে বালকটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল তাঁকে তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত ভোলেন নি, চিনতে ভুল করেন নি এই বিরাট মানুষটিকে, তাঁর চরিত্রের রহস্যময় দিকটিকে।[১১৬] ১৭৭৫ সালে এক দরিদ্র পিতার ঘরে জন্মেছিলেন ল্যাম, সাত বছর Christ's Hospital এর অবৈতনিক স্কুলে পড়েছেন। চোদ্দ বছর বয়স থেকে কেরাণীর জীবন যাপন করেছেন, প্রথমে সাউথ সী হাউস-এ, পরে ইণ্ডিয়া হাউস-এ। তেত্রিশ বছর একটানা ইণ্ডিয়া হাউস-এ কাজ করবার পর অবসর গ্রহণ করেন। সেদিনটিকে স্মরণ করে ৮২৫ এর এপ্রিল মাসে কবি-বন্ধু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে লেখেন : I came home forever on Tuesday of last week—it was like passing from life into eternity ; বোন মেরীকে দেখাশোনার ভার নিলেন তিনি, মাঝে মধ্যে মেরী পাগল হয়ে যেতেন এবং এই পাগল অবস্থায়, নিজের মাকে মেরে ফলেন। কিন্তু এই হতভাগিনীকে ল্যাম কোনদিন ত্যাগ করেন নি। অনেকটা একারণেই হয়ত, কোন মহিলাকে ভালোবেসেও,[১১৭] ঘর সংসার পাতেন নি। ল্যাম হৈ-চৈ ভালবাসতেন না, ছুটির দিনে লণ্ডন শহরের ভীড়ের মধ্যে মনে হ'ত যেন একটি মানুষ অন্যমনস্কভাবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যদি হ'ন লেক অঞ্চলের কল্পনাবিলাসী কবি, ল্যাম হলেন কর্মব্যস্ত লণ্ডন শহরের নিপুণ চিত্রকর। ল্যাম-এর ছোট, অথচ ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহল ছিল ; যাঁরা তাঁকে চিনতেন, ভালোবাসতেন, তাঁর উদার এবং মধুর চরিত্রকে শ্রদ্ধা করতেন। বস্তুত Essays of Elia তে ল্যাম নিজের জীবনের যে কাহিনী লিখে গেছেন তারই মধ্যে এই একান্ত দুঃখী মানুষটিকে চেনা যাবে—

যিনি দুঃখের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি, একপাশে তাকে সরিয়ে রেখে আমাদের জন্য উপহার দিয়ে গেছেন অপার আনন্দ, অসীম কৌতুক। ১৮৩৪এ এডমনটন-এ ল্যাম মারা যান।

প্রথম জীবনে ল্যাম কবিতা লেখেন, কোলরিজের 'Poems on Various Subjects' গ্রন্থে ল্যামের কিছু কবিতা পাওয়া যাবে, একটি রোমান্স-ধর্মী রচনা 'A Tale of Rosamund Gray' এবং কাব্যনাটক 'John Woodvil' লেখবার পর হয়ত ল্যাম বুঝলেন, এ জাতীয় রচনা তাঁর জন্য নয়। তিনি বোন মেরীর সহযোগিতায় লিখলেন 'Tales from Shakespeare'; প্রধানত ছোটদের জন্য লেখা হলেও এই রচনার স্বাদ সবাই গ্রহণ করলেন। ট্র্যাজেডিগুলি ল্যাম নিজে লিখলেন, কমেডিগুলির সারাংশ পেলুম বোন মেরীর কাছে। এবং এই পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আমরা অল্প পরেই পেলুম, ল্যামের কাছে, তাঁর বিদগ্ধ রচনা 'Specimens of English Dramatic Poets contemporary with Shakespeare' (Specimens of English Dramatic poets, who lived about the time of Shakespeare' এমত নাম দিয়েছেন লেগুই এবং ক্যাজামিয়া)। এই সব লেখা ৮০৮ সালের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু এর পরে তিনি যা লিখতে থাকলেন সেগুলিই তাঁকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী আসন এনে দিয়েছে। 'London Magazine' এ 'Elia' ছদ্মনামে তিনি ধারাবাহিক রচনা শুরু করলেন। Elia অবশ্য ছিলেন তাঁর কর্ম-জীবনে পরিচিত এক প্রবীন ব্যক্তি। আর প্রবন্ধগুলিতে বর্ণিত Cousin Bridget তাঁর বোন মেরী। যাই হোক, এই অসাধারণ প্রবন্ধগুলি 'Essays of Elia' নামে ১৮২৩ সালে প্রকাশিত হলে ইংরেজী সাহিত্যে রচনারীতির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে যায় মুহূর্তে।

এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ The South-Sea House' থেকে শেষ রচনা 'On the Acting of Munden' এ বিধৃত আছে আমাদের চেনা অতি-পরিচিত এক জগৎ এবং সমাজ সংসার—অথচ এই পরিচয়ের আপাত গণ্ডী পেরিয়ে যে দুঃখ বেদনা আনন্দ, স্নেহ প্রীতি ও রহস্যময়তার অন্তঃসলিলা রয়েছে তা আমাদের করুণ রঙিন ছবির মত তুলে ধরেছেন ল্যাম—যে দৃশ্যকে আমরা কর্মব্যস্ততার ভীড়ে সব সময়েই পাশ কাটিয়ে যাই। Christ's Hospital এর সুখস্মৃতিতে

দুঃখের ছায়াপাত ঘটে নি তা নয়, Dream Childrenএর স্বপ্নস্মৃতির বেদনার্দ্র চিত্রে আমরা অশ্রুসজল হয়ে পড়ি, The Two Races of Menএর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে শ্লেষ রয়েছে তা তিক্ত অভিজ্ঞতাপ্রসূত মনে হয়।[১১৮] The Praise of Chimney Sweepersএ তৎকালীন লণ্ডন শহরের করুণ দারিদ্র্যের চিত্রে যে ব্যঙ্গ hundreds of grinning teeth startled the night with their brightness, (ব্লেকের অনুরূপ কবিতা স্মরণীয় তা সহানুভূতি ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ঘেরা—যে রচনাগুলি এই ১৯৭০তেও তাদের মানবিক আবেদনে সম্ভবত সব দেশেই সত্য অভিজ্ঞতার নির্দেশ। কেউ কেউ বলেছেন, ল্যাম্বের রচনারীতিতে Burton এর 'Anatomy of Melancholy' এবং Browneএর 'Religio Medici' র ছাপ এসেছে অজান্তে। অসত্য নয়। অ্যাডিসন এবং স্টীলের ধারাকে তিনিই প্রথম রস সম্পৃক্ত করে এক আশ্চর্য রূপ দান করলেন। তাঁর জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গণ্ডী ছিল সীমিত—কিন্তু সেই ছোট গণ্ডীকেই তিনি বৃহৎ বিশ্বের সম্মুখে উপস্থিত করলেন। চারিদিকের নানা চরিত্র ভিড় করেছে কিন্তু সবাই যেন কান্টারবেরীর পথযাত্রীদের মত, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হয়েও এক সঠিক আবেদনে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছেন—বৃহৎ মানবসংসারের তারা যাত্রী অথবা তাদের আনন্দ বেদনার অংশীদার। এক কথায় সমালোচকের ভাষায় Lamb is amusing paradoxical, ingenious, touching, poetic, eloquent (with a sustained humour all through) , ল্যাম্ব এর পরবর্তী কিছু রচনা 'The Last Essays of Elia' তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে প্রকাশিত হয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, এবং হ্যাজলিটের কাছে লেখা তাঁর চিঠিপত্রগুলিও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

উইলিয়াম হ্যাজলিটকে আমরা বলতে পারি নিয়মনিষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক, যিনি তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতামালায় ইংরেজী সাহিত্যের বিধিবদ্ধ আলোচনা করে সাহিত্যের এই অনাদৃত শাখার দিগন্ত প্রসারিত করেছেন। তাঁর আলোচনার মধ্য দিয়েই পুনরায় এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্যকীর্তি উনিশ শতকের প্রারম্ভে একটু নতুন দিক নির্ণয় করেছে। ১৭৯৮ সালে কোলরিজের সঙ্গে তার যে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তাই হ্যাজলিটের জীবনে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। ১৮০২ সাল থেকে লণ্ডন শহরে তিনি বসবাস শুরু করেন এবং তৎকালীন 'The

Edinburgh Review,' 'The Examiner', The Times', 'The London Magazine' প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা করতে থাকেন। এই সমস্ত প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতামালা চারটি মূল্যবান সমালোচনা গ্রন্থের মধ্যে বিধৃত : Characters of Shakespeare's Plays', 'The English Poets','The English Comic Writers' এবং 'The Dramatic Literature of the Age of Elizabeth'. অবশ্য সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'Table Talk or, Original Essays on Men and Manners'—যা সত্যি সত্যিই মৌলিক, রচনাভঙ্গিতে এবং বিষয় নির্বাচনে। এই শেষোক্ত বইটির আগে এবং পরে আরও দুটি বই লিখেছিলেন : 'The Round Table' এবং 'The Spirit of the Age, or, Contemporary Portraits'. হ্যাজলিট এর বাক্যবন্ধ যেন আধুনিক ইংরেজীর কাছাকাছি যায়, ছোট ছোট সংলাপের মত, সোজাসুজি, সহজ অনাড়ম্বর শব্দসমষ্টিতে ভরা এই রচনা ইংরেজীতে আদর্শস্থানীয় বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। অথচ মাঝে মধ্যে বক্তব্যের তির্যকভঙ্গি এক বিশেষ স্বাদ এনে দিয়েছে তাঁর রচনায়।[১১৯]

লী হাণ্ট এর কবিকৃতির বিষয়ে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর গদ্য-ভঙ্গিতে প্রধানত উচ্চুদরের সংবাদ সাহিত্যরীতি প্রকাশিত হয়েছে। Men, Women and Books' এবং 'Autobiography' বই দুটিতে বহু তথ্য রয়েছে যা উত্তরকালের সাহিত্য পাঠকের কাছে প্রয়োজনীয় ভাণ্ডারীর কাজ করবে। লণ্ডন শহরের ওপর তাঁর একটি বই 'The Town' সেকালে বেশ কিছু পাঠককে আকর্ষণ করেছিল। সেকালে জনপ্রিয় প্রায় সব পত্রিকাতেই হাণ্ট লিখতেন—যার ফলে তাঁর রচনার মধ্যে সাময়িকতার প্রভাব পড়েছিল বেশ ভালোভাবেই। ডি কুইনসী ধনী ব্যবসায়ী পিতার সন্তান ছিলেন। পড়াশুনো করেছিলেন ম্যাঞ্চেস্টার গ্রামার স্কুল এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। গ্রীক ভাষা ভালো করে আয়ত্ত করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে ছাত্রাবস্থাতেই রপ্ত করেছিলেন আফিং-এর নেশা। ঢিলেঢালা স্বভাবের লোক ছিলেন, টাকাপয়সাতে কখনোই কুলিয়ে উঠতে পারতেন না তিনি—সর্বোপরি নেশাগ্রস্ত এই মানুষটির বেশ কিছু মিল পাওয়া যাবে কোলরিজের সঙ্গে—এই দুজনই পড়েছেন প্রচুর, লিখেছেন কম। 'Confessions of an English Opium Eater' গ্রন্থই তাঁকে খ্যাতির শিখরে

পৌঁছে দেয়। 'The London Magazine' এ লেখাগুলি সেসময় প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু অসাধারণ, লেখার মেজাজে বলা চলে একে 'reflective'—কিন্তু সমস্ত রচনাটিই পরিপূর্ণ উদ্দেশ্যবিহীন।[১২০] এই বইটির অনেকাংশই ছড়ানো, ছিটোনো, বিক্ষিপ্ত, কিন্তু একটি প্রগাঢ় চিন্তার স্বকীয় ছাপ স্পষ্ট। ভাষা কষ্টকল্পিত নয়—সহজাত প্রতিভা ব্যতিরেকে এই রচনা অসম্ভব বলেই মনে হয়। ডি কুইনসীর অন্যান্য রচনা 'The English Mail-coach' এবং On Murder considered as one of the Fine Arts'. শেষোক্ত রচনার নামপত্রই যে কোন পাঠককে রীতিমত ভাবাবে।

আলোচ্য এই চারজন প্রাবন্ধিকের পরই যাঁর নাম মনে আসে তিনি ওয়াল্টার স্যাভেজ ল্যাণ্ডর (Walter Savage Landor), পুরাপুরি রোমান্টিক যুগে জন্ম-গ্রহণ করলেও এই লেখক রোমান্টিক লক্ষণাক্রান্ত ছিলেন না। যেমন ছিলেন না জেন অস্টেন। এই প্রবল আন্দোলনের মধ্যে থেকেও এঁরা দুজন ছিলেন স্বাতন্ত্র্যধর্মী, এমন মন্তব্য করেছেন একজন সমালোচক,[১২১] সম্ভবত, অন্যায় বলেন নি। ১৭৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করে তিনি ৮৯ বছর আয়ু পেয়েছিলেন, অর্থাৎ ভিক্টোরীয় যুগের সূর্য যখন মধ্য গগনে। ব্রাউনিঙ-এর Pippa Passes এবং টেনিসনে In Memoriam প্রকাশিত হয়েছে, এলিজাবেথ ব্যারেট মারা গিয়েছেন এবং ল্যাণ্ডর-এর মৃত্যুর পরবর্তী বছরই আর্নল্ডের Essays in Criticism সাহিত্যে সাড়া জাগিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, এই সব ঊর্মিমালা তাকে প্লাবিত করলেও ভাসিয়ে নিয়ে যায় নি। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর স্থান 'singularly aloof'[১২২], প্রধানত গদ্য লেখক ছিলেন তিনি। তথাপি প্রথমে একটি কবিতা সংগ্রহ 'Poems' এবং পরে মহাকাব্যের পরিকল্পনায় 'Gebir' সুধী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর পরবর্তী প্রকাশ 'Hellenics' কবিতার লিরিক ধর্মিতা সাধারণ পাঠককে কাছে টানে। ল্যাণ্ডরের রচনা 'Imaginary Conversations' ইংরেজী সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। ঊনিশটি সংলাপের মধ্য দিয়ে আটত্রিশটি চরিত্র (একটি সংলাপে অবশ্য 'ফ্রেঞ্চ অধিসারগণ' রয়েছে) অংশগ্রহণ করেছে। কত বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন তিনি—সুদূর অতীত, মধ্যযুগ এবং সমকালে তাঁরা পরিব্যাপ্ত হয়েছেন; কেউ সম্রাট, কেউ সেনাপতি, সম্রাজ্ঞী, কেউবা কবি, সবাই এসেছেন এই মঞ্চে। তাঁর লেখায় একটি

সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়—যার সঙ্গে মিশেছে এক ধরণের আভিজাত্য। গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্য এবং মিল্টনের Paradise Lost' তাঁর ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল বলে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। সিডনী স্মিথ এবং ফ্রান্সিস জেফ্রি (Sydney Smith এবং Francis Jeffrey) ছিলেন মাঝারি লেখক। জেফ্রি ছিলেন 'The Edinburgh Review' এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সিডনী স্মিথ ছিলেন এই পত্রিকার উৎসাহী লেখক। আর 'Blackwood's Magazine' -এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন ক্রিস্টোফার নর্থ (Christopher North) তাঁর আসল নাম ছিল জন উইলসন (John Wilson), দর্শনের অধ্যাপক হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু কবিতা, একটি উপন্যাস ছাড়াও তিনি লিখেছিলেন 'The Noctes Ambrosianoe,' সংলাপ জাতীয়। এই রচনাটিই সেকালে জনপ্রিয় হয়েছিল। এছাড়া ছিলেন পাকা সাংবাদিক উইলিয়াম কবেট (William Cobbett), যাঁর চিত্তাকর্ষক লেখা 'Rural Rides' -এ মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। 'The Quarterly Review' -এর সম্পাদক লকহার্ট (John G. Lockhart) বিয়ে করেছিলেন স্কটের কন্যা সোফিয়াকে। এবং শ্বশুরমহাশয়ের জীবনী লিখেছিলেন সাত খণ্ডে, 'Memoirs of the Life of Sir Walter Scott'; জীবনীকার হিসেবে লকহার্টের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়ে গেছে সাহিত্যের ইতিহাসে।

১. George Sherburne and Donald F. Bond : A Lit. History of England (Vol. III)

২. Samuel C. Chew & Richard D. Altick : A Lit. History of England (Vol. IV)

৩. Ibid.

৪. এ প্রসঙ্গে Myra Reynolds -কৃত 'The Treatment of Nature in English Poetry between Pope and Wordsworth' উল্লেখযোগ্য রচনা বলে সাহিত্যের ইতিহাসকার আমাদের জানাচ্ছেন।

৫. History of Western Philosophy : Bertrand Russell, প্রখ্যাত দার্শনিক তাঁর গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়টিতে 'রোমান্টিক মুভমেণ্ট'-এর আলোচনা করেছেন।

৬. Ibid.

৭. Ibid.

৮. English Critical Texts ed. D. J. Enright and Ernest De Chickera.

৯. দার্শনিকতার প্রেক্ষিতে রোমান্টিকতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রখ্যাত মনীষী মানবেন্দ্রনাথ রায় যুক্তিব দিতার প্রশ্ন এনেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর অতি মূল্যবান গ্রন্থ 'Reason Romanticism and Revolution' অবশ্য পাঠ্য। যুক্তিবাদিতার প্রশ্নে Herbert Marcuse -প্রণীত 'Reason and Revolution' বইটিও উল্লেখযোগ্য।

১০. William J. Long : English Literature.

১১. Ibid.

১২. Geoffrey Keynes -সম্পাদিত ব্লেকের কাব্যসংগ্রহে রচনাকাল দেওয়া নেই।

১৩. 'The Ghost of Abel' এর sub-title এমন দেওয়া A Revelation In the Visions of Jehovah Seen by William Blake.

১৪. এ বিষয়ে সম্প্রতি Times Literary Supplement, March 7 1978 সংখ্যায় প্রকাশিত 'Blake's Shadow' নামক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৫. গিলক্রাইস্ট (Alexander Gilchrist) 'Life of William Blake' লিখতে বসে এ কথাই মনে করেছেন যে ব্লেকের কবিতা আমাদের সেই Eden -এর ঘনিষ্ঠতায় নিয়ে যায় যা একমাত্র বালক বয়সেই দেখা সম্ভব – an Eden such as childhood sees, is brought nearer than ever.

১৬. দ্রষ্টব্য . Max Plowman : An Introduction to the Study of Blake এবং Northrop Frye Fearful Symmetry, A Study of William Blake, যদিচ গিলহামের বক্তব্য অনুযায়ী 'Blake has no message or philosophy [D. G. Gillham : Blake's Contrary States].

১৭. Blake : Complete Writings ed. Geoffrey Keynes.

১৮. C. M. Bowra : The Romantic Imagination.

১৯. Joseph Wicksteed : An Expository Essay addressed to Max Plowman.

২০. David V. Erdman : Blake, Prophet Against Empire.

২১. সমালোচক জানাচ্ছেন, অলিভার এলটন (Oliver Elton) 'London' কবিতাটিকে 'mightiest brief poem' বলেছিলেন।

২২. S. Foster Damon.

২৩. Northrop Frye : Fearful Symmetry.

২৪. উপরোক্ত ঘটনাপঞ্জী সংকলনে John Purkis -রচিত 'A Preface to Wordsworth' সাহায্য করেছে। বিশেষত, এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত দৃশ্যাবলীর ফোটোগ্রাফগুলি প্রকৃতির প্রতি এই কবির আকর্ষণ বুঝতে সাহায্য করবে। ওয়ার্ড ওয়ার্থ, ড'রথি, কোলরিজ, মেরী হাচিনসন এবং তাঁর বোন সারা, গ্রাসমেয়ার এবং লেক অঞ্চল ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ এবং বিশদ আলোচনা রয়েছে William Heath এর 'Wordsworth and Coleridge' গ্রন্থে, এবং বলাই বাহুল্য, Thomas De Quincey এর অনন্যসাধারণ রচনা 'Reminiscences of the English Lake Poets' এবং সেই সঙ্গে Dorothy Wordsworth এর 'The Alfoxden Journal' এবং 'The Grasmere Journal' ব্যতীত এই দুই কবির জীবনী ও কাব্য-আলোচনা প্রায় অসম্ভব।

২৫. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়

২৬. Melvin Rader : Wordsworth, A Philosophical Approch ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের দার্শনিক বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে হার্বার্ট রীড এর আলোচনায় (Wordsworth : The Main Region নামক অধ্যায়ে), Prof. de Selincourt এর গবেষণায়।

২৭. এই প্রসঙ্গে John Jones রচিত 'The Egotistical Sublime' এবং Bernard Groom এর 'The Unity of Wordsworth's Poetry' গ্রন্থ দুটিতে বিস্তৃত অনুসন্ধান রয়েছে।

২৮. James Holt Mc. Gavran Jr. : The Creative Soul of The Prelude. ['Studies in Romanticism', vol. 16 no. 1, 1977]

২৯. John Butt 'Edinburgh Review'তে Jeffrey-র 'সমালোচনা' উদ্ধার করেছেন, তাঁর সম্পাদিত ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-বিষয়ক গ্রন্থে।

৩০. John O. Hayden : The Romantic Reviewers, 1802-1824.

৩১. Helen Darbishire : The Poet Wordsworth.

৩২. E. K. Chambers : Samuel Taylor Coleridge, A Biographical Study.

৩৩. ibid.

৩৪. William Hazlitt : My First Acquaintance with Poets

৩৫. 'Coleridge and Carlyle, it is true, were profoundly affected by Kant'. Bertrand Russell [History of Western Philosophy.]

কোলরিজ ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মধ্যে দর্শন-প্রভাবে ধারণার পার্থক্য সম্বন্ধে রেনউইক খুব সুন্দর মন্তব্য করেছেন : The difference was more than artistic, Coleridge sought for metaphysical, Wordsworth for spiritual absolutes. [W. L. Renwick : Oxford History of English Literature, Vol. 9]

৩৬. E. K. Chambers : Samuel Taylor Coleridge, A Biographical Study.

৩৭. W. J. B. Owen : Wordsworth and Coleridge, Lyrical Ballads, 1798

৩৮. ibid.

৩৯. ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত কবিতাটির প্রথম সংস্করণে সম্পাদক 'anodyne' এর কথা বলেছেন।

৪০. প্রথম সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

৪১. Introduction to 'The Poems of Samuel Taylor Coleridge'.

৪২. এই প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ যে T. Maurice নামক ভদ্রলোকের 'The History of Hindostan' নামক বইটি কোলরিজ পড়ে থাকবেন হয়ত এবং এই গ্রন্থ সম্পর্কে কোলরিজ মন্তব্য করেছেন 'কাশ্মীরের গুহাতে বরফের বুদ্‌বুদ্‌' বিষয়।

৪৩. Patricia M. Adair : The Waking Dream

৪৪. ১৮১৯ সালে ১১ই এপ্রিল কীটসের সঙ্গে কয়েক মুহূর্তের জন্য কোলরিজের দেখা হয়েছিল, হাতে হাত মেলাবার পর কীটস্‌ বলেছিলেন 'Let me carry away the memory, Coleridge, of having pressed your

hand', আর তারপর কোলরিজ নাকি গ্রীণকে সে সম্পর্কে বলেছিলেন 'There is death in that hand', আশ্চর্য!

৪৫. Patricia M. Adair : The Waking Dream

৪৬. Stephen Potter : Coleridge, Select Poetry and Prose.

৪৭. ১৫ই ডিসেম্বর ১৮১১-তে উইলিয়াম হারনেসকে লেখা চিঠি : To-morrow I am to hear Coleridge who is a kind of rage at present ইত্যাদি পংক্তি।

৪৮. Who killed John Keats ? / 'I' says the Quarterly.

৪৯. যদিও স্যার ওয়াল্টার স্কটকে ৬ই জুলাই ১৮১২ তে লিখছেন, 'The Satire was written when I was very young and very angry.'

৫০. 'The greatest obstacle to the appreciation of Byron's poetry is Byron's life' · Robin Skelton, Introduction To 'Selected Poems of Byron'.

৫১. ১৮৩০ সালে 'Letters and Journals of Lord Byron' by Thomas Moore প্রকাশিত হয়, সেই প্রসঙ্গে মেরী শেলী একটি চিঠিতে বায়রন সম্বন্ধে এহেন মন্তব্য করেন।

৫২. Leslie A. Marchand : Byron's Poetry

৫৩. The drama, that is cryptic form, has been thought to contain an extremely important secret of his private life : Peter Quennell.

৫৪. Robin Skelton : 'Selected Poems of Byron' নামক সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৫৫. বায়রন এবং শেলীর পরিচয়, মিলন এবং বন্ধুত্বের কাহিনী সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন John Buxton তাঁর 'Byron and Shelley : The History of a Friendship' গ্রন্থে। এই সমালোচকের মন্তব্য হচ্ছে : the poetry which they wrote in the six years that passed between their first meeting and Shelley's death has a maturity not attained before.

৫৬. 'Studies in Romanticism', Vol 15. No. 3, Summer, 1976 সংখ্যায় Frederick L. Beaty -র প্রবন্ধ 'Byron's Imitations of Juvenal and Persius' দ্রষ্টব্য।

৫৭. J. H. Fowler : Childe Harold's Pilgrimage

৫৮. Mario Praz : The Romantic Agony.

৫৯. A sort of melancholy pessimism over the state of the world. (Funk & Wagnalls)

৬০. R. J. Rees : English Literature

৬১. Leslie A. Marchand

৬২. 'Cain' কবিতাটিতে, কবি Edmund Blunden প্রশ্ন তুলেছেন, শেলীর 'Queen Mab' এর প্রতিধ্বনি রয়েছে বোধ হয় ; 'Cain' লেখবার সময় বায়রন নিশ্চয়ই Queen Mab কাব্যটিকে স্মরণে রেখেছিলেন।

৬৩. Edmund Blunden : Shelley.

৬৪. John Buxton : Byron and Shelley.

৬৫. Peacock supposed that Shelley, had he lived on, would have been a weary spectator of the world about him, desiring ...to have written on his tombstone...the single word 'DESILLUSIONNE'. A.M.D Hughes : The Nascent Mind of Shelley.

৬৬. ফিল্ড প্লেস-এর বর্ণনা দিচ্ছেন একজন নবীন জীবনীকার : Shelley's home was in a rolling country of woods, meadows, and cornfields in the north-west corner of the country...and the modest Arun flowing by (ibid).

৬৭. কিছুদিন পূর্বে এক গবেষক শেলীর 'নোটবুক' থেকে তাঁর কিছু 'স্কেচ' উদ্ধার করে চমকপ্রদ আলোচনা করেছেন—যেগুলি কবির কিছু কিছু লেখার উৎস বিশ্লেষণে সাহায্য করবে। বইটির নাম 'Shelley at Work', গবেষক Neville Rogers.

৬৮. Adam Walker একটি জনপ্রিয় রচনা লিখেছিলেন 'A System of Familiar Philosophy in twelve lectures', ১৭৯৯ তে প্রকাশিত হয়।

৬৯. জীবনীকার অবশ্য জানাচ্ছেন, প্রবন্ধটির লেখক কে এ বিষয়ে কলেজ-কর্তৃপক্ষ যখন শেলী এবং হগকে প্রশ্ন করেছিলেন শেলী কোনভাবেই তার উত্তর দিতে রাজী হন নি। এই অবাধ্যতার জন্যই কর্তৃপক্ষ পরদিন তাঁর বিরুদ্ধে বহিষ্কারের নোটিশ জারি করেন। হগ নিজ ইচ্ছায় বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

৭০. Books, boots, papers, shoes, instruments, clothes, pistols...ammunitions and phials innumerable.. An electrical machine, an air pump, the galvanic trough, a solar microscope ...Shelley at Oxford was madly industrious ; এসময় থেকেই বিজ্ঞান বিষয় তাঁর দুরন্ত উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়, he is considered to have caught up ideas from Newton, Darwin, Herschel, Davy and others ; শেলীর জীবনীকার আমাদের এ সম্পর্কে Carl Grabo -রচিত 'A Newton among Poets,' 'The Magic Plant' ইত্যাদি গ্রন্থ পড়তে বলেছেন।

৭১. P. H. Butter -সম্পাদিত শেলীর কাব্যগ্রন্থের পরিচিতি থেকে।

৭২. Love is with Shelley a transcendental force kindling all things into beauty : A. Compton Rickett

৭৩. Edition by Thomas Hutchinson.

৭৪. Demogorgon এর নাটকীয় উপস্থাপনায় অধ্যাপক সমালোচক ২টি 'aspects' লক্ষ্য করেছেন, 'the volcanic deity' এবং 'the god of the tides' : Richard Cronin : Tidal Murmur in Shelley, (Notes and Queries, July-Aug. 1977).

৭৫ They are largely invectives against religion, marriage, kingcraft and priestcraft : William J. Long.

৭৬. Edition by Thomas Hutchinson.

৭৭. Milan was the centre of the resistance of the Lombard League against the Austrian tyrant, Frederic Barbarossa who burnt the city to the ground : but liberty lived in its ashes, and it rose like an exhalation from its ruin : Notes to Hellas.

৭৮. Kathleen Raine.

৭৯. His (Shelley's) aim is rather to render the effect of a thing than a thing itself.

৮০. Donald H. Reiman : Percy Bysshe Shelley.

৮১. দুজন হ্যারিয়েট, মেরী গডউইন, এমিলিয়া ভিভিয়ানি, জেন উইলিয়াম্স, ক্লারা ক্লেয়ারমন্ট, ফ্যানি, কর্ণেলিয়া, এলিজা, সোফিয়া স্ট্যাসি এমত অন্তত দশজন নারী শেলীর জীবনে এসেছিলেন—কেউ কি তাঁকে, তাঁর চিরনিঃসঙ্গতাকে ঘোচাতে পেরেছিলেন! প্রশ্ন থেকে যায়। George Barnefield শেলীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে বিষয়টিকে আরো জটিল করে তুলেছেন।

৮২. এ কথা জানাচ্ছেন পিকক (Thomas Love Peacock)। গ্রন্থনির্দেশ : Howard Mills -রচিত Peacock : His Circle and his Age.

৮৩. Desmond King-Hele : Shelley, His Thought and Work.

৮৪. Gerald Macniece : Shelley, and the Revolutionary Idea

৮৫. Oxford History of English Literature : Vol. 10 Ian Jack

৮৬. Blackwood's Edinburgh Magazine, August 1818. সেসময় লেখকের নাম ছিল না। 'Z' নামে সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। পরে জানা গিয়েছে তাঁর নাম John Gibson Lockhart, প্রবন্ধটির নাম 'The Cockney School of Poetry', তৎকালীন সমালোচকের মতে এই কবিতা 'consists of the most incongruous ideas in the most uncouth language; John O. Hayden প্রণীত 'The Romantic Reviewers 1802-24' নামক মূল্যবান গ্রন্থে অবশ্য জানতে পারছি কীটসের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'Endymion' এর সাংঘাতিক রকম বিরূপ সমালোচনা সব কাগজে হয় নি। লেখক জানাচ্ছেন 'Keats' second publication Endymion (1818) also met with a generally favourable reception. Only the reviewer in the 'British Critic', John Wilson Croker in the 'Quarterly Review' and John Gibson Lockhart in the 'Blackwood's' were hostile. শেলীও যে কী পরিমাণ মর্মাহত হয়েছিলেন তা তো আমরা শেলীর যে কোন জীবনীগ্রন্থ পড়লেই জানতে পারি।

৮৭. Sylva Norman : Introduction to R. M. Milnes, Lord Houghton, The Life and Letters of John Keats.

৮৮. Edmund Blunden : Shelley

৮৯. ibid

৯০. It was the Faery Queen that awakened his genius... enamoured of the stanza, he attempted to imitate it and succeeded : Charles Brown quoted by Miriam Allott in his edited volume 'The Poems of John Keats.'

৯১. Robin Mayhead তাঁর John Keats গ্রন্থে বলছেন : No other poet in English has risen from mediocrity with such dramatic speed. ১৮ বছরের কবি 'mediocrity' ছাড়া কীই বা হবেন। তাঁর প্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর কিন্তু এই কবিতায় অবশ্যই সমালোচক ধরতে

পারেন। কীটসের চিঠিগুলি বিষয়ে এই সমালোচক খুবই সঙ্গত কথা বলেছেন : Keats' letters are, in their own way, a classic work of English literature.

৯২. There is a story told of Astley Cooper when he was about to operate on a child. The child, as it was lifted to the operating table, looked up at Cooper and smiled ; and seeing the smile, Cooper turned aside and burst into tears : W. J. Bate (John Keats)

৯৩. মিরিয়াম এলট -সম্পাদিত গ্রন্থের ১৫ সংখ্যক কবিতাটির নাম 'To George Felton Mathew' ; এই কবিতাটিতে (১৮১৫, ১৮১৭ ?) শুধু যে তাঁর সুনিশ্চিত কবিক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় তাই নয়, তাঁর কবিতা যে কোন্ রাস্তায় প্রবাহিত হবে তাও নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুঝতে পারা যায়।

৯৪. Gerald Bullet : (ed.) John Keats, Poems

৯৫. মিল্‌নেস্ তাঁর গ্রন্থ 'The Life and Letters of John Keats' ল্যাণ্ডরকে উপহার দিলে, ল্যাণ্ডর (W. S. Landor) মিলনেসকে চিঠিতে এই কথা লেখেন (আগষ্ট ২৯, ১৮৪৮)।

৯৬. Leigh Hunt was ever one of the most winning of companions, full of kindly smiles and jests : Sidney Colvin (Keats)

৯৭. হেডন এক বিরাট জাতীয় কর্তব্য পালন করেছিলেন, 'to secure official recognition of the famous Parthenon sculptures that Lord Elgin had brought from Athens, and to persuade the nation to buy them. (W. J. Bate -রচিত John Keats দ্রষ্টব্য)।

৯৮. Bhabatosh Chatterjee প্রণীত 'John Keats, His Mind and Work' গ্রন্থের 'The Comic in Keats' অধ্যায় দ্রষ্টব্য। শ এবং লোয়েল-এর উদ্ধৃতি দুটিও Chatterjee র বই থেকে আহৃত।

৯৯. কীটসের মৃত্যু হয় ফেব্রুয়ারী, ১৮২১। তারপর দীর্ঘ ৫৮ বছর সেভার্ণ জীবিত ছিলেন। এবং আশ্চর্য যে, রোমেই তিনিও মারা যান। কীটস্-এর পাশেই আজও তাঁর সমাধি রয়েছে। যে কোন ইংরেজ অথবা বিদেশী কবিতা-প্রেমিক রোমের Protestant cemetary -তে শেলী এবং কীটস্ এবং সেভার্ণ-এর সমাধির ওপর পুষ্পস্তবক দেবার সময় আজও দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলেন।

১০০. D. G. James : The Romantic Comedy ; এই প্রসঙ্গে 'without dogmatism' শব্দ দুটি লক্ষণীয়। কীটস্ শেলীর প্রমিথিউস-পাঠে শেলীকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন 'you might curb your magnanimity, and be *more of an artist,* (ইটালিকস্ লেখক-কৃত)। কীটসের কাব্যাদর্শ কি ছিল মাত্র এই কটি কথাতেই জানা যাবে।

১০১. Bhabatosh Chatterjee : John Keats, His Mind and Work

১০২. Ian Jack : Keats and the Mirror of Art

১০৩ G. E. Hollingworth and A. R. Weekes : (ed.) John Keats : Lamia, Hyperion, To Autumn etc.

১০৪. 'How beautiful the season is now—How fine the air. A temperate sharpness about it. Really without joking, chaste weather—Dian skies—I never liked stubble fields so much as now—Aye better than the chilly green of the spring. Somehow a stubble plain oaks warm this struck me so much in my Sunday's walk that I composed upon it.

১০৫. An ode is a lyric that is exalted or enthusiastic in tone and, whether regular or not, elaborately designed : G. S. Fraser (ed). John Keats, Odes.

১০৬. প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গান সম্বন্ধে বলেছিলেন অনেকটা এরকম। তিনি ক্রমশ ভাব থেকে রূপে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন। এই শেষ পংক্তিতে রবীন্দ্রনাথের উক্তিকেই মনে পড়ে।

১০৭. H. W. Garrod (Keats) : Of this wide liberty of the romantic ideal Coleridge and Keats—and Keats more than Coleridge—are, if not the greatest, yet the purest expositors.

১০৮. Quoted from Miriam Allott's edition of John Keats. কবিতাটিতে অবশ্যই ফ্যানী ব্রনের ঔদাসীন্য এবং 'The Faerie Queene'-এর ছলনাময়ীর আভাস আছে।

১০৯. দ্রষ্টব্য Richard Harter Fogle (The Imagery of Keats and Shelley) : The visual imagery of Keats is, then, for the most part synthetic, while Shelley's is analytical.

উইলিয়াম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ

রবার্ট ব্রাউনিঙ

১১০. 'Keats and Ben Jonson' : Notes and Queries, July-August, 1977

১১১. F. R. Leavis : Keats

১১২. Keats's letter to John Taylor 27. 2.1818

১১৩. Burger এর romantic ballad 'Lenore' এবং Goethe এর 'Gotz von Berlichingen' কাব্য ২টি যথাক্রমে স্কট অনুবাদ করেন ১৭৯৬ এবং ১৭৯৯ তে।

১১৪. E. Albert : A History of English Literature

১১৫. Ibid.

১১৬. Come back into memory, like as thou wert in the dayspring of thy fancies, with hope like a fiery column before thee......Samuel Taylor Coleridge—Logician, Metaphysician, Bard ! Master Coleridge...was built far higher in learning, solid but slow in his performances (Essays of Elia : Christ's Hospital).

১১৭. Ann Simmons, যিনি পরবর্তীকালে Mr. Bartramকে বিবাহ করেন। Essays of Elia র অন্তর্গত Dream Children : A Reverie প্রবন্ধে অবশ্য Bartrum বলে উল্লেখ রয়েছে।

১১৮. The human species, according to the best theory I can form of it, is composed of two distinct races, the men who borrow, and the men who lend.

১১৯. Steele seems to have gone into his closet chiefly to set down what he observed out of doors. : The English Comic Writers.

১২০. The dream commenced with a music which now I often heard in dreams—a music of preparation and of awakening suspense ; a music like the opening of the coronation anthem....(Confessions of an English Opium Eater)

১২১. Charles Williams : Introduction to Imaginary Conversations by Walter Savage Landor.

১২২. ibid

ভিক্টোরীয় যুগ

বায়রন গ্রীসের যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেলেন ১৮২৪-এ। ১৮২৫-এ মেকলে মিল্টনের ওপর প্রবন্ধ লিখলেন, '২৬ থেকে শ্রীমতী এলিজাবেথ ব্যারেট (ব্রাউনিঙ) -এর প্রথম কবিতাগুচ্ছ লেখা হতে থাকল। ১৮৩০ এবং '৩৩ এ টেনিসনের কবিতা এবং ব্রাউনিঙ্ এর 'Pauline' পেলাম আমরা। ১৮৩২ এ Reform Bill প্রণয়ন হ'ল, ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক আকাশে যার সুদূর প্রভাব দেখা গেল গণতান্ত্রিক চেতনার সুষ্ঠু প্রকাশে। ১৮ ৩ থেকে ১৮৩৬ এর মধ্যে আমরা প্রাবন্ধিক কার্লাইল (Thomas Carlyle) এবং ঔপন্যাসিক ডিকেন্স (Charles Dickens) কে পেলাম এবং ১৮৩৭-এ এলেন রাণী ভিক্টোরিয়া। এই তেরো বছরের দ্রুত পটভূমি মনে রাখলে আমরা বুঝতে পারবো ভিক্টোরিয়ার দীর্ঘ শাসনকালে কী করে ইংরেজী সাহিত্যের চিন্তাভাবনা ও প্রত্যয়ে একটা নতুন সজীবতা দেখা দিল। যদিও ক্রিমিয়ার যুদ্ধের প্রত্যক্ষ এবং ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের অ-প্রত্যক্ষ প্রভাব ইংল্যাণ্ডের সাংস্কৃতিক তটভূমিতে আছড়ে পড়েছিল, কিছুটা আমেরিকার গৃহযুদ্ধ এনেছিল অশনি সংকেত, তথাপি গৃহে শান্তি এবং গণতন্ত্রের অভ্যুত্থান, বিজ্ঞানের অগ্রগতি, শিল্পের প্রসার, নতুন বাণিজ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন ইত্যাদি ব্যাপারগুলি মিলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে একটা বৈচিত্র্য এলো যা রোমান্টিক যুগে ছিল অনুপস্থিত। অবশ্য একটা অন্ধকার দিকও চোখে পড়ে, 'স্লাম-এরিয়া' বা বস্তী এলাকা গড়ে উঠলো, কচি বালকদের নিয়োগ করা হতে থাকলো, প্রায় বিনা বেতনে অথবা স্বল্প বেতনে, নানা কাজে-কর্মে, সস্তা দামে মজুরদের বিভিন্ন শিল্পে লাগানো হ'ল। অন্যদিকে বড় বড় কলকারখানা গড়ে উঠলো। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য কলোনী থেকে যেতে লাগলো প্রচুর কাঁচা মাল। ফলস্বরূপ, এক ধরণের নতুন অর্থনৈতিক চেহারা দেখা দিল যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আমরা দেখতে পাই ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের শেষ দিকে 'লেবার' এবং 'ক্যাপিটাল'এর প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে। বিজ্ঞানের জগতে এলেন ডারউইন (Charles Darwin) স্পেন্সার (Herbert Spencer), রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দর্শনে অবদান রাখলেন মিল (John Stuart Mill), রাস্কিন (John Ruskin)

এর 'Modern Painters' লেখা হতে থাকল ১৮৪৩ থেকে '৬০ সাল অবধি মেকলের (John Macaulay) ইতিহাস লেখার সময়সীমা ১৮৪৮ থেকে '৮৬' ১৮৫৯ তে ডারউইন্ এর 'Origin of Species', ১৮৬৪ তে নিউম্যানের বিখ্যা (Cardinal Newman) প্রবন্ধ এবং ১৮৬৫ থেকে লেখা শুরু ম্যাথ্যু আর্নল্ডে (Matthew Arnold) 'Essays in Criticism' ; একথা সত্য, ভিক্টোরীয় যুগে কোন শেকস্পীয়াব জন্মান নি, আসেন নি মিল্টন বা কীটস্ ; এমন কি ব্লেক ব কোলরিজ এর প্রতিভার বিচ্ছুরিত দীপ্তিও দেখা যায় নি কোন লেখকের মধ্যে কিন্তু উপরে যে দীর্ঘ তালিকা এবং ঘটনাপঞ্জী দেওয়া হল তা থেকে সহজে অনুমিত হবে, কাব্য উপন্যাসে, প্রবন্ধের মননশীলতায় বা বিজ্ঞান, দর্শন এ শিল্পচেতনার দিক থেকে এই যুগের সার্বিক অবদান ইংরেজী সাহিত্যের পূর্ববর্ত অপর কোন যুগের থেকেই ন্যূন নয়। বরং, নতুন সম্ভাবনায় এ যুগের সামাজি চেতনা উজ্জ্বলতর। এজন্য লেগুই এবং ক্যাজামিয়ার বক্তব্য মেনে নিতে দ্বি নেই : During the Victorian era, art forms part of a coherer social whole ; এবং অনেকটা প্রাসঙ্গিক কথা বলেছেন একজন সমালোচক, যিনি ভিক্টোরীয় যুগের কবিতার মধ্যে অনুভব করেছেন নবীনের পদসঞ্চার।

আর একজন সমালোচক, টেনিসনের পৌত্র, কবির জীবনী প্রসঙ্গে সেই যুগে কথা বলতে গিয়ে স্বীকার করেছেন[২] যে একদিকে রুশো, পেইন, গডউইন এব অপরদিকে প্রথম শ্রেণীর রোমান্টিক কবিরা ইংরেজী সমাজের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমির চিন্তার ক্ষেত্রে এক বিরাট প্রভাব ফেলেছিলেন, এব সমকালে যে সব বিজ্ঞানীরা, যেমন প্রিস্টলি, হার্শেল, ডেভি, ডাল্টন, ফ্যারাডে গবেষণা করেছিলেন তার ফলস্বরূপ ইংল্যাণ্ডে যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। জাতীয় জীবনে এসেছিল এক নতুন চিন্তাধারা এব অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের গোড়া পত্তন। ভিক্টোরীয় যুগে তাই চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক এসেছেন অনেকে, জাতির সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যাঁদের সম্মিলিত অবদান অপর যে-কোন সাহিত্য যুগের চেয়ে কম সমৃদ্ধ নয়। এঁরা হলেন কার্লাইল, মেকলে, নিউম্যান এমার্সন (অবশ্য আমেরিকান), রাস্কিন, আর্নল্ড, পেটার প্রভৃতি দিক্পাল গদ্যলেখক। লর্ড সাহেবের মত অনেকেরই অভিমত, ভিক্টোরীয় যুগ প্রধানত

'An age of Prose'; গদ্যসাহিত্য দিয়েই এ যুগের আলোচনা সেজন্য শুরু করা যাক।

গদ্যসাহিত্য

টমাস কার্লাইল জন্মেছিলেন, কবি কীটসের জন্মসময়ে এবং কবি বার্নস্-এর মৃত্যুর বছরে, ১৭৯৫ সালে। উনবিংশ শতকের প্রায় শেষ দেখে গেছেন তিনি। এই মনীষীকে কেউবা বলেছেন[৩] 'prophet and censor of the nineteenth century'; কার্লাইল-এর আদি পুরুষ চাষবাস করতেন, কিন্তু বাবা ঘর বাড়ি বানাতেন, যাঁকে বলা যেতে পারে রাজমিস্ত্রী। কার্লাইল-এর দুঃখ ছিল এই তাঁর বাবা যেমন সুন্দর এবং সুঠাম করে বাড়ি গেঁথে তুলতেন, তিনি যদি তেমনি করে তাঁর গ্রন্থগুলি রচনা করতে পারতেন! যৌবনে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে তিনি আনন্দ পান নি: I was without friends, experience, or connection in the sphere of human business, এই ছিল তাঁর স্বীকারোক্তি। এই সময় থেকেই তাঁর মনে সংশয়বাদ উপস্থিত হ'ল, ঈশ্বর বিষয়ে, মানবজীবনের সত্যতা বিষয়ে, এমন কি নিজের জীবনের অস্তিত্ব বিষয়েও।[৪] সপ্তদশ শতাব্দীর দার্শনিক (এবং গণিতজ্ঞও বটে, কো-অর্ডিনেট জিওমেট্রির প্রধান উদ্ভাবক) দেকার্তে (Rene Descartes) যেমন সংশয়বাদ থেকে একটি নিশ্চিত বিশ্বাসে পৌঁছেছিলেন,[৫] অনেকটা সেরকম কার্লাইলও তাঁর প্রারম্ভিক সংশয়বাদ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে জিজ্ঞাসার স্তর অতিক্রম করে এই সাহসে পৌঁছলেন: And as I so thought there rushed like a stream of fire, এবং আরো স্থির কথা কটি উচ্চারণ করে গেছেন তিনি, 'men should find out and believe the truth, and match their lives to it'; ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'The French Revolution' গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর তিনি ইউরোপে বিখ্যাত হয়ে পড়েন, এই সময় থেকেই জার্মান দর্শন এবং চিন্তাধারা তাঁর মনকে অনেকটা অধিকার করে থাকে। লী হাণ্ট বলেছিলেন তাঁর সম্বন্ধে, একজন পিউরিটান যেন জার্মান দর্শনে প্রভাবিত হয়ে উদারভাবাপন্ন হয়ে পড়েছেন। এই মানুষটি যদিও নিঃসঙ্গতায় কাল কাটিয়েছেন, তবু তাঁর

বন্ধুগোষ্ঠী ছিল ঈর্ষণীয়, উত্তরসূরি টেনিসন, ব্রাউনিং, ডিকেন্স, পূর্বসূরি সাদে, ল্যাণ্ডর, লী হান্ট এবং প্রধানত এমার্সন তাঁর লেখার ভক্ত ছিলেন। বিশেষ করে এমার্সনের উৎসাহেই তাঁর রচনাবলী আমেরিকাতে সবিশেষ প্রচার লাভ করেছিল। কার্লাইলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'Saitor Resartus'কে লেগুই বলেছেন 'an allegorical autobiography'; জার্মান দার্শনিকতা তখনই তাঁর মনকে অধিকার করেছে বলা চলে। ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কিত বইটি ছাড়াও 'Heroes and Hero Worship' 'Past and Present', 'Frederick II' প্রভৃতি গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়ে আমরা এক বিচিত্রমুখী চিন্তাশীল ব্যক্তির পরিচয় পাই, যিনি দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সব কটি সীমানাতেই অবাধে বিচরণ করেছেন এবং, বিতর্কিত হলেও, যাঁর বক্তব্যের মধ্যে আমরা একটি নিশ্চিন্ত প্রত্যয়ী ধারণা উপলব্ধি করি। অবশ্য লেগুই বলেছেন, 'Carlyle excels in violent antithesis, for example in 'Past and Present'.

মেকলে (Thomas Babington Macaulay) কার্লাইলের চেয়ে বয়সে মাত্র পাঁচ বছরের ছোট ছিলেন। কিন্তু, কোলরিজের মতই, প্রায় শৈশব থেকে প্রচণ্ড পড়াশুনো করেছেন। শোনা যায়, মাত্র দশ বছর বয়সে বিশ্ব ইতিহাস এবং খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ে রীতিমত পণ্ডিতী রচনা লিখেছিলেন। কেমব্রিজে ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়ন করতে যান, অঙ্কশাস্ত্র ভালো লাগতো না, তাই মাকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন অঙ্কের পরিবর্তে বরং অনশনে থাকা ভালো। পঁচিশ বছর বয়সেই Edinburgh Review তে তাঁর 'Essays on Milton' প্রকাশিত হয় এবং তিনি মুহূর্তে খ্যাতিলাভ করেন। তৎকালীন রাজনীতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল, পার্লামেন্টের সদস্য পদ লাভ করেছেন একাধিকার। তাঁর 'Lay of Ancient Rome' উল্লেখযোগ্য রচনা, কিন্তু জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'History of England' সর্বশুদ্ধ পাঁচটি খণ্ডে রচিত যে গ্রন্থকে এখনও 'monumental classic' বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। তাঁর 'Essays' বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন রচনা, কিন্তু স্বাদে ও বৈচিত্র্যে সাহিত্যরসে ভরপুর। কোন কোন সমালোচক মেকলের ইতিহাস রচনার পদ্ধতিকে গিবনের (Gibbon) এর রচনা-শৈলীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী লেখক ছিলেন, তাই ঔপন্যাসিক থ্যাকারে

(W. M. Thackeray) মন্তব্য করেছিলেন, মাত্র একটি পংক্তি লেখবার জন্য মেকলে অন্তত কুড়িটি বই পড়ে ফেলেন। মেকলের রচনাভঙ্গি ঝরঝরে, 'striking phrases, vigorous antithesis, anecdote and illustrations' তাঁর গদ্যকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে।

জন হেনরি নিউম্যান (John Henry Newman) নামটির সঙ্গে 'Oxford Movement' ব্যাপারটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মেকলের চেয়ে বয়সে মাত্র এক বছরের ছোট এই ধর্মগুরু দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পোপ ত্রয়োদশ লিও তাঁকে কার্ডিনাল পদে উন্নীত করেন। ১৮৯০ সালে তাঁর মৃত্যুতে শুধু ইংল্যাণ্ড নয়, খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত প্রায় সকল ইউরোপীয় সন্তান যেন নিউম্যানের রচনাবই স্বগতোক্তি করেছিলেন : I had a dream. Yes some one softly said / 'He's gone', and then a sigh went round the room' , যদিও 'Apologia Pro Vita Sua' নামক একটি গ্রন্থেই তাঁর খ্যাতি সীমাবদ্ধ ছিল, তথাপি তৎকালীন জনমানসে তাঁর সার্বিক প্রভাব কবিতাটির এই দুটি পংক্তি থেকেই অনুভূত হবে। রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হবার পর রোমই তাঁর জীবনের বারাণসীতে রূপান্তরিত হ'ল। অক্সফোর্ড-এ তিনি তাঁর ধর্মবিষয়ক বক্তব্য প্রচার করে চলেন দীর্ঘকাল। তাঁর বক্তৃতাগুলি 'Sermons on Various Occasions' নামে প্রকাশিত হয়। ধর্মবিষয়ে বহু প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলেও তিনি দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন, মনস্তত্ত্ব মিশিয়ে, অন্যতম 'Callista' তৎকালেই পরিচিতি লাভ করেছিল। তাঁর রচনা-শৈলী সম্বন্ধে সমালোচক বলেছেন : 'The diction of Newman has strength, elegance and suppleness'.

এমার্সনের (Ralph Waldo Emerson) স্বদেশ আমেরিকা, তথাপি ইংরেজী সাহিত্যের আলোচনায় তাঁর নামটি এসে যায় কার্লাইলের সঙ্গে তাঁর সহমর্মিতার জন্য। বলতে পারা যায়, তিনি ছিলেন কার্লাইলের মন্ত্রশিষ্য। সারা জীবন ধর্ম বিষয়ে তিনি আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে, প্রধানত ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে, বক্তৃতা করেন। এগারোটি খণ্ডে তাঁর প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৮৪৭ সালে তিনি যখন ইউরোপে আসেন তখন কার্লাইল এর সঙ্গে এক সপ্তাহ অতিবাহিত করেন—যা তাঁর জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একজন

সমালোচক[৭] বলেছেন 'His style is remarkably unifrom, it is sweet and limpid...It is the ideal expository style with the addition of sufficient literary grace.'

শুধুমাত্র ভিক্টোরীয় যুগেই নয়, শিল্পতত্ত্ব এবং সৌন্দর্যদর্শন আলোচনায় জন রাস্কিন (John Ruskin) একটি চিরকালের নাম। এখানেই শেষ নন, পরবর্তীকালে যখন তিনি 'leaving the field of art criticism, where he was the acknowledged leader, he begins to write of labour and justice gives his fortune in charity, founds his guild of workingmen'; তখন আমরা অবাক বিস্ময়ে এই মানুষটির অন্তরের ঐশ্বর্য দেখে মুগ্ধ হই। ছোটবেলা নিঃসঙ্গ কাটিয়েছেন, স্কুলের শিক্ষা বলতে গেলে কিছু পান নি, কিন্তু দু'চোখ মেলে দেখেছেন অরণ্যানী, নদী-নালা, ফুলগাছ, লতাপাতা, ঝরনার জল, আকাশ এবং সমুদ্র। তাঁর শেষ জীবনে লেখা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'Proeterita' তে প্রথম জীবনের এই কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। যৌবনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছর পড়েছেন এবং ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ইটালীতে যান। সেখানেই তাঁর পরিকল্পনা মাথায় আসে শিল্প বিষয়ে লেখবার। ফলত আমরা পেলাম তাঁর অমূল্য গ্রন্থ 'Modern Painters' আঠারো বছর ধরে লেখা, পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। চিত্রশিল্পী টার্নার এর পক্ষ সমর্থন করে যে ছোট আলোচনাটি শুরু করেছিলেন তাই হয়ে উঠলো শেষ পর্যন্ত শিল্প সম্বন্ধে তদানীন্তন ইউরোপের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই জাতীয় গ্রন্থের আরো দুটি রচনাশৈলীর জন্য প্রসিদ্ধ 'The Seven Lamps of Architecture' এবং 'The Stones of Venice'; শিল্পতত্ত্বে তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'Slade Professor of Fine Arts' নিযুক্ত করেন। শিল্প বিষয়ে তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন যেগুলি বিভিন্ন আর্ট গ্যালারিতে এখনো সযত্নে রক্ষিত আছে। পাখি, ফুল, ঊর্মিমালা এবং শিলাখণ্ড বিষয়েও তাঁর প্রবন্ধগুলি আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করে। কিন্তু রাস্কিনের অপর পরিচয় আমাদের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেকালেই তিনি ক্যাপিট্যাল, লেবার, উৎপাদন, শ্রমিকদের working guild ইত্যাদি বিষয়ে যেভাবে ভেবেছেন তাতে সমাজতন্ত্রী নেতা হিসেবেও তাঁর দেশজোড়া স্বীকৃতি পাওয়া উচিত ছিল, পরিবর্তে পেয়েছেন

বিদ্রূপ। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য বাণী হ'ল 'There is no wealth but life' ; 'Unto This Last', 'Munera Pulveris' এই জাতীয় রচনার সমষ্টি। Sesame and Lilies' রাস্কিনের অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ। জীবন ও শিল্পকে রাস্কিন অভেদ কল্পনা করেছেন, যাদের সেতুবন্ধ সৌন্দর্যবোধ এবং পরিশীলিত রুচি। তিনি ছিলেন ইউরোপে 'an apostle of beauty'—শহর সভ্যতার ক্রমবর্দ্ধমান গ্লানি ও শিল্পপ্রসারের কলুষিত জীবনধারণার (industrial advancement) তিনি ছিলেন বিদ্রোহের মূর্ত প্রতীক।

শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে রাস্কিন যে অধিকার অর্জন করেছিলেন এবং দেশজোড়া স্বীকৃতি পেয়েছিলেন সাহিত্য আলোচনায় ম্যাথু আর্নল্ড (Matthew Arnold) অনেকটা সেই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অবশ্য তিনি কবিখ্যাতিও অর্জন করেছিলেন, বিশেষত 'The Scholar Gipsy' এবং Thyrsis' লেখার পর তিনি তৎকালে কবি হিসেবে উল্লিখিত হতেন। অক্সফার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময়ই তিনি কবিতা লিখে পুরস্কৃত হন এবং মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। অক্সফার্ডের দিনগুলি আর্নল্ড কোনদিনই ভুলতে পারেন নি, তাঁর লেখার মধ্যে নানাভাবে সেই স্মৃতি ধরা আছে। আরো দুটি কবিতা তৎকালে জনপ্রিয় হয়েছিল, 'Balder Dead' এবং Sohrab and Rustum', কিন্তু আর্নল্ডের প্রকৃত খ্যাতি তাঁর 'Essays in Criticism' নামক দুখণ্ড সমালোচনা গ্রন্থে। সাহিত্য সমালোচনায় আর্নল্ড বিতর্কিত পুরুষ ছিলেন, আমরা শৈলী সম্পর্কে তাঁর মতামত জানি। ড্রাইডেন এবং পোপের কবিতা বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন 'Conceived and composed in their wits'—যে অভিমত বহু সাহিত্যিককে বিব্রত করেছে বলে সাধারণ্যাণ্ড মনে করেছেন। তথাপি তিনি কবিতা বিষয়ে যেসব উক্তি করেছিলেন তা সাহিত্য সমালোচনার একটি মান নির্দিষ্ট করে রেখেছে আজও। কবিতা হচ্ছে তাঁর মতে 'a criticism of life under the conditions fixed for such criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty', স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে আর্নল্ড সবিশেষ মননশীলতার পরিচয় রেখেছেন তার 'Culture and Anarchy' গ্রন্থে, সাংস্কৃতিক জীবনের মূল্যবোধের তিনি দু'টি দিগন্ত দেখেছেন, একদিকে Hellenism,
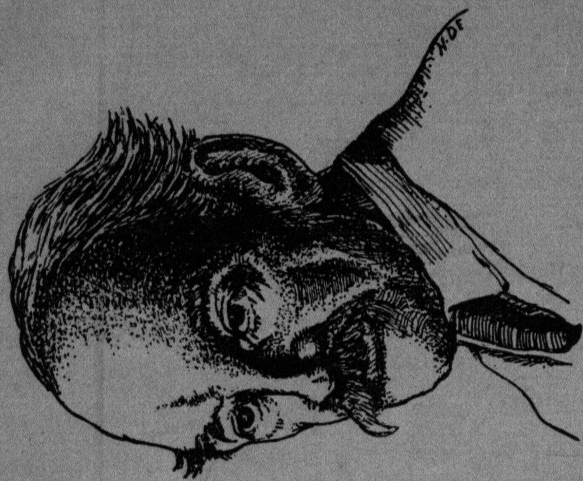
চার্লস্ ডিকেন্স

টমাস হার্ডি

অপরদিকে Hebraism , এই গ্রন্থে তিনি ইংরেজ জাতির তথাকথিত অভিজাত এবং মধ্যবিত্ত সমাজের সংস্কৃতি-জীবনকে সমালোচনার দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। এবং, তাঁর মন্তব্যে কোন দ্বিধা নেই। ওয়াল্টার পেটার (Walter Horatio Pater) ছিলেন অন্য মেজাজের, শিল্প এবং সাহিত্যচর্চাই তাঁর জীবনের অর্থই ছিল। তাঁর প্রবন্ধ সংকলন 'Studies in the History of the Renaissance' মূলত শিল্প বিষয়ে, যা তাঁকে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিল। সাহিত্য সম্পর্কিত রচনাবলীর সংকলন 'Appreciations' ; শিল্পসাহিত্যের নান্দনিক ধারণাই ছিল পেটারের মুখ্য উপজীব্য। এ যুগে আরো যে ক'জন গদ্য লেখক পরিচিতি লাভ করেছিলেন তাঁরা হলেন জন সাইমণ্ডস্ (John Symonds), জেমস্ এন্থনি ফ্রাউড (James Anthony Froude)। বিজ্ঞানী ডারউইনের (Charles Darwin) 'On the Origin of Species' এবং 'The Descent of Man' সারা বিশ্বের বিজ্ঞানজগতে একদা ঝড় বইয়ে দিয়েছিল। অপর উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানী সাহিত্যিক টমাস হাক্সলির (Thomas Henry Huxley) রচনাবলীও সমকালে বিদগ্ধজনের কাছে উপজীব্য ছিল। এছাড়া ঐতিহাসিক রচনায় নাম করেছিলেন গ্রীণ এবং প্রেসকট্ (John Richard Green এবং William Prescott)। ধ্বনি-শাস্ত্র বিষয়ে হার্বাট স্পেন্সারের (Herbert Spencer) অভিমত একদা রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল, আমরা জানি।

উপন্যাস

ডিকেন্স (Charles Dickens) এবং ব্রাউনিঙ্ (Robert Browning) একই বছরে জন্মেছিলেন, ১৮১২ তে ; থ্যাকারে (William Makepeace Thackeray) জন্মেছিলেন ১৮১১তে, কলকাতা আলিপুর অঞ্চলে, কিছুদিন ছিলেন ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের একটি বাড়িতে, টেনিসন (Alfred Tennyson) ১৮০৯ সালে ; এবং ভিক্টোরীয় যুগের উপান্তে লেখা শুরু করেছিলেন টমাস হার্ডি (Thomas Hardy), তাঁর বিখ্যাত বই 'Tess of the D'Urbervilles' প্রকাশিত হয় ১৮৯১তে। কিন্তু হার্ডির রচনায় আধুনিক যুগের, বরং বলা যায়, বিংশ শতাব্দীর নতুন মনস্তাত্ত্বিক চেহারা ধরা পড়ে, তাই তাঁকে আমরা আধুনিক যুগের লেখক

বলে চিহ্নিত করে থাকি। আর কবি টেনিসন ও ব্রাউনিঙ্-এর কিছু পূর্বে কয়েকজন ঔপন্যাসিকের রচনায় ভিক্টোরীয় যুগের প্রতিফলন পাওয়া যাচ্ছে, যেজন্য উপন্যাসের কাহিনী শুরু করা যাক কবিদের আগেই।

সেকালে কিছুটা নাম করবার মত ঔপন্যাসিক ছিলেন লিটন, জেমস, জন গল্ট, (E. B. Lytton, George P. R. James, John Galt। পিককের কথা আগেই বলা হয়েছে—যিনি ছিলেন শেলীর বন্ধু। লিটনের 'Paul Clifford', 'Eugene Aram' উপন্যাসে 'বায়রনিক মুড' লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি যবগের স্থানীয় 'ডোমেস্টিক' ছবি এঁকেছেন 'The Caxtons' উপন্যাসে। আর ছিলেন ডিজরেলি (Benjamin Disraeli), যিনি ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন ১৮৬৮ সালে, শুরু করেছিলেন কিন্তু লেখকেরই জীবন। 'Vivian Grey' বইটিতেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন, Coningsby: or The New Generation', 'Sybil, or The Two Nations' এবং 'Tancred; or The New Crusade' পরিণত রচনা, বিশেষ করে, শ্রমজীবী মানুষের কাহিনী তাঁর বইতে রূপলাভ করেছে শিল্পের স্বাদ অক্ষুণ্ণ রেখেও। এক বিশেষ ধরণের রাজনৈতিক উপন্যাস (Political novel)-এর তিনি জন্মদাতা এ মন্তব্য রাখলে খুব অন্যায় হবে না। সমকালের বিচারে তাঁকে অতি-আধুনিক চিন্তাধারার প্রতীক মনে করা যায়।

চার্লস্ ডিকেন্স

ডিকেন্স ১৮১২ তে জন্মেছিলেন পোর্টসমাউথ-এ, এবং ১৮৩৬-৩৭-এ, 'The Posthumous Papers of the Pickwick Club' সংক্ষেপে 'The Pickwick Papers' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতি অর্জন করেন এই নবীন লেখক। কিন্তু চব্বিশ পঁচিশ বছরের ক্ষুদ্র জীবনে তিনি জগৎসংসারের যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তাই পরবর্তীকালে তাঁর সমস্ত উপন্যাসগুলির মূলধন। সামান্য চাকরী করতেন পিতা জন ডিকেন্স; তিনিই কি লেখকের অমর চরিত্র Mr. Micawber? সংসার চলতো না, শেষ পর্যন্ত ধার-দেনা শোধ না করতে পারায় তাঁকে কোর্ট থেকে দেউলে ঘোষণা করা হয়। সুতরাং মাত্র বারো বছর

বয়সে বালক ডিকেন্স,—লেখকের নিজের ভাষায় 'a queer small boy'—সপ্তাহে ছ' শিলিঙ এর বিনিময়ে বোতলে লেবেল লাগাবার কাজ শুরু করেন। যবিাখানে পিতা জনকে হাজত বাস করতে হয়েছিল—যে লজ্জা ও গ্লানি এই আবেগপ্রবণ বালকটি কখনো ভুলতে পারে নি। পরে মাত্র দু' বছর স্কুলে পড়বার সুযোগ হয়েছিল চার্লস্ এর। কিন্তু পনেরো বছর বয়সেই এটর্ণী অফিসে কাজে ঢুকলেন। শর্টহ্যাণ্ড শিখে রিপোর্টার -এর কাজ পেলেন কিছুদিনের ভেতরেই। এরই মধ্যে, মাত্র আঠারো উনিশে, ভয়ঙ্করভাবে ভালোবেসে ফেললেন এক তরুণীকে, যদিও এই প্রেম শেষ পর্যন্ত বিষাদে পরিণত হয়েছিল। এই সময়েই তিনি সম্মানজনক কাজ পেয়ে গেলেন পার্লামেন্ট -এর রিপোর্টার হিসেবে। তখন থেকে তাঁর জীবনে যে সাফল্য শুরু হ'ল তা' মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, শুধুমাত্র পারিবারিক জীবনে অশান্তি এসেছিল ১৮৫৮ তে, দশটি সন্তানের জননী কেট এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় এবং এই প্রতিভাদীপ্ত লেখকের গুণগ্রাহী অভিনেত্রী এলেন টার্ণান -এর সঙ্গেও তাঁর মধুর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। মাঝে মাঝেই সাংবাদিকতা করেছেন, সাপ্তাহিক এমন কি দৈনিকপত্রও সম্পাদনা করেছেন। আমেরিকা এবং ইউরোপ ঘুরেছেন, এক সময়ে নাট্যশালার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। চৌদ্দ পনেরোটি উপন্যাসের রচয়িতা, জনপ্রিয়তায় যিনি শেকস্পীয়ারের পরেই, জীবনযাত্রায় অস্থির উদ্দামতার প্রতীক ডিকেন্স হঠাৎ একদিনের স্ট্রোক-এ মারা গেলেন ১৮৭০ এর ৯ই জুন। ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে 'Poets' Corner' এ তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। এই লেখক সম্বন্ধে ঔৎসুক্য এখনো কমে নি, যদিও কমেছে জীবিতকালে আর একজন এমনি জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক স্কটের ; ডিকেন্স বিষয়ে গবেষণা চলছে—তাঁর প্রমাণ মিলবে একমাত্র এই লেখক বিষয়েই 'The Dickensian' বলে একটি পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশে।[৯] ডিকেন্সের জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতা তাঁকে যে জগতে পৌঁছে দিয়েছিল ইংরেজী উপন্যাস সাহিত্যে বোধহয় তাকে সর্বপ্রথম রিয়ালিজম্ এর জগৎ বলা চলে। ডিকেন্স-এর জনপ্রিয়তা[১০] সেযুগেই নিবদ্ধ ছিল না, যেমন ছিল স্কটের উপন্যাস বা বায়রনের কবিতা। আজকেও আমরা তাঁর সৃষ্ট অমর চরিত্রগুলির কথা স্মরণ করি—এই সুদূর বাংলা দেশেও ইংল্যাণ্ডের সমাজের চরিত্রগুলি আমাদের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে, মনে হয় his characters transcend time and space.

ডিকেন্সের উপন্যাস এবং বিবিধ রচনাবলী মিলিয়ে কালানুক্রমিক একটি পূর্ণ তালিকা[১১] দেওয়া গেল :

১. Sketches by Boz, ১৮৩৪-৩৫ (অবশ্য ১৮৩৩ সালে 'A Dinner in Poplar Walk' নামে একটি রচনা তৎকালীন সাময়িকপত্র Monthly Magazine' -এ প্রকাশিত হয়, এর পরে Sketches এ অন্তর্ভুক্ত হয়। ২. Collected Sketches by Boz ; ৩. The Posthumous Papers of the Pickwick Club, ১৮৩৬-৩৭। ৪. Oliver Twist, ১৮৩৮, ৫. Life and Adventures of Nicholas Nickleby, ১৮৩৮-৩৯, ৬-৮. Master Humphrey's Clock, The Old Curiosity Shop এবং Barnaby Rudge, ১৮৪০-৪১ ; ৯. American Notes (for general Circulation), ১৮৪২ ; ১০. A Christmas carol in Prose, ১৮৪৩ ১১. (Life and Adventures of) Martin Chuzzlewit, ১৮৪৩-৪৪, ১২. The Chimes, ১৮৪৫ ; ১৩-১৫. The Cricket on the Hearth, Pictures from Italy এবং The Battle of Life, ১৮৪৬ ; ১৬. (Dealings with the Firm of) Dombey and Son ১৮৪৬-৪৮ ; ১৭. The Haunted Man and the Ghost's Bargain, ১৮৪৮ ; ১৮. The Life of Our Lord, ১৮৪৯ ; ১৯. (The Personal History of) David Copperfield ১৮৪৯-৫০ ; ২০. A Child's History of England, ১৮৫১-৫৩ ; ২১. Bleak House, ১৮৫২-৫৩ ; ২২. Hard Times, ১৮৫৪ ; ২৩. Little Dorrit ১৮৫৫-৫৭ ; ২৪. A Tale of Two Cities, ১৮৫৯ ; ২৫. The Uncommercial Traveller, ১৮৬০ , ২৬. Great Expectations, ১৮৬০-৬১ ; ২৭. Our Mutual Friend, ১৮৬৪-৬৫ ; ২৮. (The Mystery of) Edwin Drood অসমাপ্ত, ১৮৭০। প্রত্যেক বইটির পাশে যে সাল দেওয়া আছে তা রচনাকালের নির্দেশ। শুধুমাত্র এই তালিকা থেকে বোঝা যাবে কী অসাধারণ পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান এবং প্রাণবন্ত লোক ছিলেন তিনি। এরই মধ্যে দীর্ঘদিন 'Household Words' এবং পরে 'All the Year Round' সাময়িক সম্পাদনা করেছেন, তৎকালীন একটি ছোট কিন্তু নতুন এবং প্রতিভাশালী লেখক-গোষ্ঠি তৈরী করেছিলেন, এমন কি 'Daily News' বলে দৈনিক সংবাদপত্র

সম্পাদনা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, কার্যত সতেরো দিন তিনি সম্পাদক হিসেবে কাজও করেছিলেন। 'All the Year Round' পত্রিকা নাকি একসময় বিক্রয় সংখ্যা তিন লক্ষে পৌঁছেছিল এবং সেটা ১৮৫৯ সাল, মনে রাখতে হবে। অথচ খুব বেশী আয়ু ছিল না এই লেখকের। বেঁচেছিলেন মাত্র ৫৮ বছর; এ বিষয়েও শেকস্পীয়ারের সঙ্গে তাঁর মিল লক্ষ্যণীয়। এছাড়া ১৮৫০ এর পর থেকে নাট্যগোষ্ঠীতে যাতায়াত করতেন, নানা সভা সমিতিতে সাহিত্য আলোচনা এবং নিজের রচনাবলী পড়তেন। আশ্চর্য এই, জনপ্রিয়তার উত্তুঙ্গ শীর্ষে উঠেও জীবনের শেষ দিকে এক অভাবিত নৈঃসঙ্গ ও বেদনা বোধ করতেন (কেন, তাঁর জীবনীকারগণ গবেষণা করুন), কিন্তু নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার বাইরে তিনি কখনো যান নি যে জন্য তিনি এত অন্তরঙ্গ পাঠকের সঙ্গে (শরৎচন্দ্রকে তুলনীয় মনে হতে পারে অনেকটা একারণেই)। আজকাল সমালোচনার নিরিখে দুটি কথা প্রায়ই শোনা যায়; এক সমাজমুখী বাস্তবতা, দুই জীবনমুখী শিল্প। এই দুটি ব্যাপারেই কিন্তু ডিকেন্স ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। ডাইসন এপ্রসঙ্গে যে মন্তব্য,[১২] করেছেন তা অতীব সঙ্গত বলেই মনে হয়েছে।

প্রায় প্রথম জীবনের রচনা 'Sketches by Boz' প্রসঙ্গে সেন্টসব্যারী[১৩] জানাচ্ছেন, লেখাগুলি 'at first imitative...then original...vigour and versatility are far greater', কিন্তু পরবর্তী রচনা 'Pickwick Papers' এ লেখকের ক্ষমতার সন্ধান পাওয়া যায়। যে 'Oliver Twist' বইতে ডিকেন্স ঔপন্যাসিক বলে পরিচিতি লাভ করেন তা 'Bentley's Miscellany' তে প্রকাশিত হয়েছিল। একটি দরিদ্র শিশুর কাহিনী নিষ্করুণ এবং প্রতিকূল সমাজের পরিবেশে আমরা শুনতে পাচ্ছি; বলাই বাহুল্য, খুব পরিণত রচনা নয়, 'genuine pathos' রূপান্তরিত হয়েছে নিছক 'sentimentality'-তে। কিন্তু এই উপন্যাস এবং পরবর্তী গ্রন্থ 'Nicholas Nickleby' অনুসরণ করলে পাঠক ডিকেন্সের প্রায় সব বইগুলির একটি আনুপূর্ব পরিকল্পনা ধরতে পারবেন। প্রদোষের ছায়াঘন অন্ধকার এবং শীতকালের মেঘমুক্ত আকাশের উজ্জ্বল রৌদ্র-কিরণ একই সঙ্গে তাঁর রচনায় ধরা পড়ে। পাশাপাশি 'pathos' এবং humour' এর এমন সুসঙ্গত মিশ্রণ সাহিত্যে খুব বেশী চোখে পড়ে না। মাঝে মধ্যে তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলিকে 'টাইপ' মনে হওয়া বিচিত্র নয়, কেউবা নাটুকে যেন

জনসনের চরিত্রের সঙ্গে ডিকেন্সের কিছু কিছু চরিত্রের প্রাসঙ্গিক মিল লক্ষ্য করে থাকবেন। কিন্তু একান্ত নিরীহ শিশু চরিত্র অলিভার বা পল, আবার 'grotesque' ইউরিয়া হিপ বা সাইকস্, মজার মানুষ মিকঅবার কিম্বা অতি পরিণত চরিত্র সিডনী কার্টন--এঁদের কথা মনে রাখলে ডিকেন্সের তুলনায় যেন জনসনকে ক্রমশ পর্দার অন্তরালবর্তীই মনে হবে।

'The Old Curiosity Shop'এ এসে ডিকেন্স-এর লেখায় একটু নতুন সুর পাওয়া যাচ্ছে যাকে সেণ্টস্‌ব্যারী বলছেন 'tragic or, at least, sentimental', অপর একজন সমালোচক[১৪] অবশ্য নিশ্চিত বলছেন, ডিকেন্স এর রচনায় 'the grotesque is always strong, ...but here in The Old Curiosi'y Shop, it is the organising principle of his art'; পরবর্তী গ্রন্থ 'Barnaby Rudge' সম্পর্কে সমালোচকদের ঔদাসীন্য ছিল, কিন্তু একজন নবীন সমালোচক[১৫] এই উপন্যাসের কিছু চরিত্র সম্বন্ধে বলছেন, 'inspired directly by Shakespeare', অর্থাৎ সূত্র ধরে একথা বলা যেতে পারে যে ডিকেন্স একটা বড় কিছুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। 'Master Humphrey's Clock' লেখবার পর উনি সমুদ্র পাড়ি দেন আমেরিকার দিকে, কিছুদিনের জন্য। এবং এই ভ্রমণের ফলে আমরা প্রত্যক্ষভাবে পেলুম, 'American Notes'; এর পরবর্তী গ্রন্থ 'Martin Chuzzlewit' ডিকেন্সকে শিল্পী হিসেবে সাফল্য এবং খ্যাতি দুটিই এনে দেয়। এর পরপর ধারাবাহিক ভাবে 'Christmas Books' এর লেখাগুলি শুরু করলেন যে রচনাকে শিল্পী নিজেই বলেছেন, 'a whimsical kind of masque intended to awaken loving and forbearing thoughts'; কিন্তু সমাজ সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সচেতনতা এবং এর গভীরে যাবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় 'Dombey and Son' (পুরো নাম ছিল বইটির 'Dealings with the Firm of Dombey and Son') উপন্যাসটিতে। এই গ্রন্থেই সম্ভবত উপন্যাস রচনার পরিকল্পনায় একটি নিপুণ পরিচ্ছন্নতার আভাস পাওয়া যায়। এর পর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয় 'David Copperfield' (The Personal History of David Copperfield) লেখা হয়, ডিকেন্সের যখন আটত্রিশ বছর বয়স। এই গ্রন্থ সম্পর্কে এক বিদগ্ধ সমালোচক[১৬] বলছেন : David Copperfield, I suppose, has

a claim to be his best work of art if we look for unity of narration, development and, above all, that sense of intermingled comedy and tragedy, laughter and tears, and so on, that Tolstoy has set up as the norm of great realism. সম্ভবত এই উপন্যাসটির মধ্য দিয়েই ডিকেন্সকে আমরা পুরোপুরি পাব, যেমন বলেছেন সেণ্টসবারী[17] ডিকেন্স যা ছিলেন, যা হতে পারতেন বা হ'তে পারেন নি, অথবা তিনি যা হতে চেয়েছিলেন সমস্তই এই উপন্যাসে বিধৃত।

এর পর তাঁর খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা পৌঁছোয় উত্তুঙ্গ শীর্ষে এবং ১৮৫৫ সালের মধ্যে 'Bleak House' 'Hard Times', 'Little Dorirt', (যে বইটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে re-readable), A Tale of Two Cities' এবং 'Great Expectations'. এ থেকেই বোঝা যাবে, কি নিদারুণ পরিশ্রমী ছিলেন এই আত্মপ্রকাশী লেখক—সঙ্গে সঙ্গে চলছে সম্পাদকীয় কাজ এবং বক্তৃতাদান। 'Bleak House' এর মূল চিন্তা, যা লেখককে আচ্ছন্ন করেছিল, হচ্ছে মৃত্যু সম্বন্ধে এক বিষণ্ণ বোধ: death functions as a touchstone of reality It is a measure of the wretchedness of man's earthly sojourn, awful and profound.[18] 'Hard Times' প্রসঙ্গে হামফ্রে হাউস (Humphry House) জানাচ্ছেন, এই গ্রন্থে আমরা একজন চিন্তাশীল লেখককে পাচ্ছি যিনি সমাজ-সমস্যাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। 'Little Dorrit' গ্রন্থে লেখক প্রতীক হিসেবে বেছে নিয়েছেন জেলখানা, ট্রিলিঙ (Lionel Trilling) এমন মন্তব্যও করেছেন যে, এই গ্রন্থে 'Dickens anticipates one of Freud's ideas......the essential theory of neurosis'. 'A Tale of Two Cities' ডিকেন্সের অতি পরিচিত গ্রন্থ—এই গ্রন্থ লেখকের অন্যান্য উপন্যাসের পরিকল্পনা থেকে কিছুটা পৃথক—যদিও জেলখানার প্রতীক এখানেও আমাদের মনকে ভাবায়। শেষ গ্রন্থ Edwin Drood (The Mystery of Edwin Drood) সমাপ্ত হয় নি (শরৎচন্দ্রের 'শেষের পরিচয়'ও অসমাপ্ত থেকে গেছে)।

ডিকেন্স বিষয়ে একদা ভার্জিনিয়া উলফ্ এবং 'ব্লুমসবারী গ্রুপ' (Blooms-bury Group) বেশ নাক-উঁচু মন্তব্য করতেন। এ শতাব্দীর ত্রিশ চল্লিশ

দশকে এমন একটি হাওয়া উঠেছিল দু'একটি সাহিত্য মহলে, nobody reads Dicknes now, এটা অবশ্যই স্বীকার্য, নিছক জনপ্রিয়তা কোন শিল্পীর প্রকৃত নিরিখ নয় (ডিকেন্সের মৃত্যুর বিশ বছর বাদেও প্রতি বছর গড়ে তাঁর বইএর বিক্রয় সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ তিরিশ হাজার, জানাচ্ছেন George H Ford), এই কথা। কিন্তু উন্নাসিক সাহিত্যিক মহলের এই অভিমত ভেবে দেখবার আগে আমাদের কয়েকটি বিষয় অবহিত হতে হবে। ১. রাশিয়ায় জার এর আমলে এবং সোভিয়েৎ আমলে—দুটি বিভিন্নমুখী সময়েই ডিকেন্স জনপ্রিয় ছিলেন এবং আছেন। ২. তাঁর মৃত্যুর পর শতবর্ষ পার হয়েছে, সারা বিশ্বে তিনি এখনও জনপ্রিয়, ঘরে ঘরে স্মরণীয়। ৩. হেনরি জেমস (Henry James) এর মত প্রখ্যাত এবং চিন্তাশীল লেখকও শেষ পর্যন্ত ডিকেন্স ও বালজাক্ এর জন্য (Balzac) শিল্পী হিসেবে সমান উঁচু স্থান নির্দেশ করেছেন এবং শেকস্পীয়ার ব্যতিরেকে তাঁদের অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই এমন মন্তব্য করেছেন। ৪. জর্জ বর্নার্ড শ'র মত ঠোঁট-কাটা ব্যক্তিও (George Bernard Shaw) ফ্রাঙ্ক হ্যারিসকে (Frank Harris) লিখছেন : Your ignorance of Dickens is a frightful gap in your literary education. ৫. তুর্গেনেভ (Turgenev ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ডিকেন্সকেই সবচেয়ে বড় সম্মান দিয়েছেন। ৬. এবং শেষ পর্যন্ত, তলস্তয় (Tolstoy) বলছেন : All his characters are my personal friends.[১৯] সুতরাং বিশ্বের উপন্যাস সাহিত্যে ডিকেন্সের স্থান কোথায় সম্ভবত এই কটি স্মরণীয় উক্তি থেকেই অনুমিত হবে। ব্যক্তিগত মন্তব্য না করে বরং, অতি সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গ্রন্থ থেকে, দু'একটি পংক্তির উদ্ধৃতি সাহায্যে ডিকেন্স-আলোচনা শেষ করা যাক : Dickens is infinitely greater than his critics. The point needs stressing because critics can, with unusual ease, appear intelligent at his expense · Dickens's imagination transforms the world, his laughter controls it.[২০]

ডিকেন্সের পাশাপাশি ঔপন্যাসিক হিসেবে যে নামটি মনে আসে তিনি থ্যাকারে (William Makepeace Thackeray). পরিবেশ, আর্থিক অবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা সমস্ত বিষয়েই শৈশব বা যৌবনে এঁরা দু'জন দুই মেরুর লোক

ছিলেন। চরিত্রগত পার্থক্যও কম ছিল না, ডিকেন্স ছিলেন ভীষণ আবেগপ্রবণ, বেশ রোমান্টিক এবং প্রাণবন্ত, থ্যাকারে সংযত, নীতিবাদী, জীবনকে দেখেছেন বিশ্লেষণের ভঙ্গীতে, তাই তৎকালীন বিলীতি সমাজের 'intrigues and snobbery' তাঁর লেখায় স্যাটায়ারের মাধ্যমে ধরা পড়েছে। থ্যাকারের বাবা ছিলেন বৃটিশরাজের বড় চাকুরে, কর্মস্থল ছিল ভারতবর্ষ, কলকাতা। এই শহরেই জন্মেছিলেন থ্যাকারে।

অল্প বয়সে বাবা মারা যাওয়ায় মা কলকাতা থেকে ইংল্যাণ্ডে চলে এলেন, দ্বিতীয়বার বিবাহ করে সংসারী হলেন এবং থ্যাকারেকে স্কুলে পাঠালেন, 'The Newcomes' উপন্যাসে যার আনুপূর্ব বর্ণনা রয়েছে। পরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র দু'বছর পড়বার পর জার্মানী ও ফ্রান্সে যান শিল্পী হবার বাসনায়। ফিরে আসবার পর প্রভূত সম্পত্তি লাভ করেন, আইন পড়তে শুরু করেন। কিন্তু তাও তাঁর কাছে বিরক্তিকর মনে হ'ল। একটি সংবাদপত্র চালাতে গিয়ে সম্পত্তির টাকা পয়সাও নষ্ট হ'ল। বাধ্য হয়ে অর্থ রোজগারের চেষ্টা করলেন, ছবি এঁকে সামান্য রোজগার হতে থাকলো, কিন্তু তাতে সাফল্য এলো না। নাম-করা কাগজ 'Fraser's Magazine' এ লিখতে শুরু করে সাহিত্যসমাজে পরিচিতি লাভ করলেন। কিন্তু তাঁর সঁইত্রিশ বছর বয়সে যখন 'Vanity Fair' প্রকাশিত হ'ল তখন তিনি, প্রায় ডিকেন্সের মতই, বড় ঔপন্যাসিকের মর্যাদা পেলেন। এর পর থেকে লেখা চলতে থাকলো। বক্তৃতা দেওয়াও ছিল একসময়ে তাঁর টুকরো কাজ ডিকেন্সের মত। এবং ডিকেন্সের মতই, আমেরিকা ঘুরে এসেছিলেন। কিন্তু বেশ পড়াশুনো করতেন তিনি, যার প্রমাণ রেখে গেছেন দু'টি মূল্যবান প্রবন্ধ পুস্তকে। বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু সুখের সংসার ভেঙ্গে যায় স্ত্রীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি রোগের জন্য। ১৮৬০ সাল থেকে 'Cornhill Magazine'এর সম্পাদনা করতে থাকেন এবং ডিকেন্সের মতই আবার, সাংবাদিকতার জগতেও খ্যাতিলাভ করেন। কিন্তু যে সময়ে তাঁর প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা শুরু হয়েছিল ঠিক তখনই, মাত্র বাহান্ন বছরে, তিনি মারা গেলেন, ডিকেন্সের মতই, অল্প বয়সে। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যে এই দুই লেখক ইংরেজী সাহিত্যে আশ্চর্যভাবে তুলনীয়।

থ্যাকারে যে ক'টি উপন্যাসের জন্য খ্যাতিমান হয়েছিলেন তা হচ্ছে 'Vanity Fair', (The History of) Pendennis', '(The History of) Henry

Esmond'; 'The Newcomes,' 'The Virginians'; প্রবন্ধ সঙ্কলন 'The English Humourists of the Eighteenth Century' এবং 'The Four Georges'; ১৮৩৭ সাল থেকে নানারকম রচনা লিখতে লিখতে ১৮৪৭-৪৮এ তিনি স্বীকৃতি লাভ করলেন যখন 'Vanity Fair' প্রকাশিত হ'ল। এই দশ বছর তাঁকে সাহিত্যচর্চার জন্য বেশ মূল্য দিতে হয়েছে—এবং পরবর্তীকালে স্বীকৃতি লাভ করলেও তাঁর সম্বন্ধে সমালোচকদের স্থির বিচার কখনোই হয় নি, মনে করেছেন একজন সমালোচক।[২১] ইংল্যাণ্ডের তথাকথিত নাক-উঁচু সবজান্তাদের নিয়ে তিনি Punch পত্রিকায় ধারাবাহিক যে রচনাগুলি লিখছিলেন তা 'The Book of Snobs' বলে প্রকাশিত হলে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এই সব 'snob' দের কাজ হ'ল বস্তুত to 'meanly admire mean things'; এ ধরণের তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই থ্যাকারের মানসিক গঠন কিছুটা বোঝা যাবে। 'Vanity Fair' যদিও তাঁর বড় উপন্যাসগুলির সর্বপ্রথম রচনা, তথাপি এখানেই পাওয়া যাচ্ছে, 'more unity and less tendency to digression', এই উপন্যাসকে থ্যাকারে নিজেই বলেছেন, 'a novel without a hero', নায়কোচিত ঔদার্য বা মহত্ত্ব দিয়ে কোন চরিত্রকেই মহনীয় করে তোলেন নি ঔ ন্যাসিক। চরিত্রচিত্রণে, অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, তিনি ছিলেন 'objective and impartial', এই উপন্যাস পড়তে পড়তে অনেকের ব্যানিয়ানকে হয়তো মনে পড়বে। অনেকটা 'Vanity Fair' এর রচনাশৈলী ছড়িয়ে রয়েছে 'Pendennis' এ, মাঝে মধ্যেই যেন থ্যাকারের জীবন এখানে খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি কোন চরিত্রকেই খাতির করে চলেন নি, নায়ককেও নয়, 'Pendennis is a profound moral study, and the most powerful arraignment of well-meaning selfishness in our literature'.[২২] 'Henry Esmond' কেই, বলা হয়ে থাকে, উপন্যাস হিসেবে 'technically perfect'; এই উপন্যাসের ঐতিহাসিক চিত্রপট রাণী অ্যানের সময়কার—সেকালের খুঁটিনাটি চিত্র বড় নিপুণভাবে এঁকেছেন এই শিল্পী। ডিকেন্সকে যদি জীবনশিল্পী বলা যায় থ্যাকারেকে তবে শিল্পী-কুশলী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, যাঁদের সাধারণ গুণনীয়ক হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি 'বাস্তবতা' নামক বিষয়টি।

'The Newcomes' কে কোন কোন সমালোচক শিল্পসৃষ্টি হিসেবে অনেক

উচুঁতে স্থান দিয়েছেন। এই উপন্যাসটিতে প্রথম আমরা এমন একজন নায়ককে দেখতে পাচ্ছি যাকে থ্যাকারে সবচেয়ে 'genuine and lovable of all his characters' রূপে অঙ্কিত করেছেন। Becky Sharp যদি রমণী চরিত্রের অন্ধকার দিককে সূচিত করে তবে Ethel এর চরিত্রে উদার কিরণ প্রতিভাত হবে মনে হয়। 'The Virginians' কে বলা হয় 'a sequel to Henry Esmond', এই পাঁচখানি গ্রন্থের আগে এবং পরে থ্যাকারে আরো কিছু লিখেছিলেন—কিছু মজাদার গল্প এবং কবিতাও রচিত হয়েছিল, লেখাটাই পেশা ছিল বলে। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে তা' দলিল হয়েই আছে, শিল্প-বিচারে তাদের স্থান খুব উচুঁতে নয়। ডিকেন্স ও থ্যাকারে দুজনেই সমান সচেতন, বাস্তববাদী লেখক, কিন্তু সমাজ ও ব্যক্তি বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ডিকেন্সের অঙ্কিত চরিত্রে যদি 'pathos' প্রকাশ পেয়ে থাকে, থ্যাকারে সেখানে নির্মম 'satirist'—কিন্তু সেই শ্লেষ বা তির্যক ভঙ্গিতে কখন ব্যক্তিগত অসূয় প্রকাশ পায় নি। থ্যাকারের লেখায় হয়ত একজন নীতিবাগীশকে পাওয়া যাবে, কিন্তু তিনি নীতির জন্য শিল্পরীতি বিসর্জন দেন নি। থ্যাকারে সম্বন্ধে শেষ বক্তব্য হচ্ছে তাঁর অসাধারণ রচনাভঙ্গি বিষয়ে; উপন্যাস সাহিত্যে যে গদ্য আজকের দিনেও আদর্শ—যে 'refinement' এবং 'naturalness' আমরা প্রত্যাশা করে থাকি, থ্যাকারের রচনাশৈলীতে তা' অপর্যাপ্ত পরিমাণেই উপস্থিত রয়েছে। লেগুই এবং কাজামিয়ার একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য, 'The satirist, the humorist, the novelist in Thackeray, all have their individual and uncommon traits, when combined, they go to form a personality as rich as it is charming.

ডিকেন্স ও থ্যাকারে ব্যতিরেকে আর যে ক'জনকে আজও আমরা প্রথম সারির ঔপন্যাসিকের মর্যাদা দিয়ে থাকি তাঁরা হলেন 'Bronte sisters' শার্লটি এবং এমিলি (আরও এক বোন অ্যান, দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন, 'Agnes Grey' অন্যতম), জর্জ ইলিয়ট (George Eliot), যার নাম ছিল মেরী অ্যান ইভান্স, এবং জর্জ মেরেডিথ (George Meredith)। জর্জ ইলিয়ট ছোটবেলা থেকেই গভীর দার্শনিক বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন এবং সাতাশ বছর বয়সে ১৮৪৬ সালে, যীশু খ্রীষ্টের জীবনী (Strauss's 'Leben Jesu') অনুবাদ করেছিলেন।

এই বিদুষী মনস্বিনী মহিলার আশ্চর্য জীবনকাহিনী ধরা আছে তাঁর স্বামী J. W. Cross সম্পাদিত গ্রন্থে।[২৩] প্রথম জীবনে ধর্মগ্রন্থ, এবং নানা বিষয়ে প্রবন্ধাবলীর দিকেই তাঁর মন ছিল—যাকে বলা যায় আত্মদর্শনে। যদিও কয়েকটি ছোট ছোট গল্প লিখেছিলেন 'Blackwood's Magazine' এ, কিন্তু চল্লিশ বছর বয়সে ১৮৫৯-এ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'Adam Bede' প্রকাশিত হয়। মাতা কর্তৃক একটি শিশুর হত্যাকাহিনীর স্বীকারোক্তি কাকিমার কাছে শুনে জর্জ ইলিয়ট তাঁর পরিকল্পিত 'Adam Bede' উপন্যাসটি রচনা করেন এবং এই উপন্যাসেই তিনি সক্ষম হন to raise 'a structure of singular beauty and deep moral significanc'[২৪] , ডিকেন্স নাকি বলেছিলেন, তাঁর জীবনে একটি দুঃস্থ ঘটনা হচ্ছে Adam Bede ; এক বছরের মধ্যেই তিনি আর একটি উপন্যাস লেখা শেষ করলেন 'The Mill on the Floss'—যে গ্রন্থে লেখিকার যৌবনের অভিজ্ঞতার কিছু কাহিনী ধরা রয়েছে। এর পর তিনি ইটালীতে বেড়াতে যান এবং ফ্লোরেন্স নগরীর ঐশ্বর্যে অভিভূত হয়ে পড়েন। 'Romola' উপন্যাসটি লেখার কথা এ সময়েই তাঁর মনে দানা বাঁধে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি লিখলেন অন্য ধরণের একটি কাহিনী 'Silas Marner', শিল্প কৌশলের দিক থেকে এটি তাঁর একটি সমৃদ্ধ রচনা। এই কাহিনীটির অসাধারণ ব্যঞ্জনা এবং ঐকান্তিকতা পাঠককে মুগ্ধ করে, এছাড়াও এই কাহিনীতে রয়েছে একধরণের আবেগপ্রবণ, সূক্ষ্ম অনুভূতি, 'none of her larger novels surpasses it in delicacy of pathos'.[২৫] যে বইটির পরিকল্পনা করেছিলেন লেখিকা ইটালীতে থাকবার সময় সেই 'Romola' লিখতে তাঁর বহু সময় লেগেছিল ; অনেকটা একারণেই বুঝি তিনি তাঁর জীবনীতে বলেছিলেন, 'I began Romola a young woman – I finished it an old woman' ; এই গ্রন্থ সম্পর্কে সকলেই একমত যে 'Romola is interesting reading' ; কিন্তু স্থান কাল পাত্র এবং চরিত্রগুলির মধ্যে অসঙ্গতি থাকায় তৎকালীন কিছু নামী লেখক বইটি বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। 'Felix Holt the Radical' খুব উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি নয়, কিন্তু পরবর্তী গ্রন্থ 'Middlemarch' এ একটি ছোট্ট শহর যেন নানা চরিত্রের ভীড়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো। তাঁর শেষ বই 'Daniel Deronda' তে নৈতিক সমস্যাবলীর ইঙ্গিত রয়েছে। এই হচ্ছে ভিক্টোরীয় যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মহিলা ঔপন্যাসিকের

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। জর্জ ইলিয়ট ইদানীং বিশেষ করেই আলোড়ন তুলেছেন একারণে যে বিংশ শতকীয় মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারার কিছু কিছু প্রকাশ তাঁর রচনাবলীতে পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখযোগ্য, যে 'inner consciousness' এর কথা আজকাল শোনা যায় তার অন্যতম পথপ্রদর্শকরূপে এই মহিলা আমাদের কাছে আজো স্মরণীয়।

শার্লটি ব্রন্টির (Charlotte Bronte) প্রথম উপন্যাস 'The Professor' বলবার মত এমন কিছু নয়, কিন্তু মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে, ১৮৪৭ সালে, রচিত 'Jane Eyre' এ পাওয়া যায় অত্যন্ত পরিণত রচনার স্বাক্ষর। শার্লটির নায়িকার প্রেম-কাহিনী এমনভাবে পরিবেশিত হয়েছে যা তৎকালে ইংরেজী সাহিত্যে দুর্লভ বলা চলে। এই উপন্যাস প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেছেন 'a powerful and fascinating study of elemental love and hate'; শার্লটির আরো দুটি উপন্যাস 'Shirley' এবং 'Villette', প্রথমটি হচ্ছে একটি কুমারীর প্রণয়-কাহিনী, দ্বিতীয়টিতে লেখিকার নিজের জীবনকাহিনী বিবৃত হয়েছে বলে সমালোচকরা মনে করেছেন। এমিলি ব্রন্টি (Emily Bronte) তাঁর একমাত্র উপন্যাসের জন্যই স্মরণীয় হয়ে আছেন, 'Wuthering Heights', ম্যাথু আর্নল্ড এই লেখিকা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'for the portrayal of passion, vehemence and grief, Emily Bronte had no equal save Byron'; বক্তব্যটি হয়তো একটু অতিরঞ্জিত, কিন্তু এই উপন্যাস-পাঠে এমন উত্তেজনা মনকে আবিষ্ট করে। ঘটনা সংস্থাপনা এবং চরিত্রচিত্রণে লেখিকা এমন এক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন যা সহজে মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। এমিলি কিছু কিছু কবিতাও লিখছিলেন। এমিলির জীবনের অংশবিশেষ তাঁর দিদির 'Shirley' উপন্যাসে ধরা আছে। এই যুগের অতি বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক বলতে আর রইলেন জর্জ মেরেডিথ (George Meredith), বিশ শতকের শুরু অবধি জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবনের পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি কবিতা লিখেছিলেন অজস্র, Poems (1951), Ballads and Poems of Tragic Life (1887), A Reading of Life, with other Poems (1901) ইত্যাদি, কিন্তু তিনটি উপন্যাসের জন্যই তিনি আজো আমাদের কাছে পরিচিত হয়ে আছেন, 'The Ordeal of Richard Feveral' (1859), 'The Egoist' (1879) এবং

'Diana of the Crossways' (1885), বিশেষ করে, শেষ দুটি উপন্যাসেই তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশিত পুরস্কার পেলেন। 'The Egoist' এর রচনাভঙ্গি এবং প্রসাদগুণ এখনো ইংরেজী ভাষার স্বষ্ঠু নিদর্শন হয়ে আছে। চরিত্রচিত্রণেও তিনি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। আরো দুটি রচনা উল্লেখের দাবী রাখে, তা হচ্ছে 'The Adventures of Henry Richmond' এবং 'Beauchamp's Career'; এছাড়া আরো খানকয়েক উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি সমকালে হয়ত কিছু তার কদর ছিল, কিন্তু কালের বিচারে তা সার্থক শিল্পরূপে গণ্য হয় নি।

সমকালের লেখক-লেখিকার মধ্যে আরও কয়েকজন বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন। জর্জ বরো, এলিজাবেথ গ্যাসকেল, চার্লস রীড, অ্যানথনি ট্রলোপ, চার্লস কিংসলি, উইলকি কলিনস, রিচার্ড ব্ল্যাকমোর এবং সর্বশেষ তৎকালে অতি জনপ্রিয়, রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন (George Borrow, Mrs. Elizabeth C. Gaskell, Charles Reade, Anthony Trollope, Charles Kingsley, Wilkie Collins, Richard D. Blackmore, Robert Louis Stevenson)। জর্জ বরো মজার লোক ছিলেন, ঘর-ছাড়া, বাঁধন-হারা, এই মানুষটি পরবর্তীকালে এক অবস্থাপন্ন মহিলাকে বিবাহ করে বাকী জীবন সুখেই কাটান। 'Lavengro' তাঁর সবচেয়ে পরিচিত গ্রন্থ, The Romany Rye', এবং 'Lavengro' দুটি উপন্যাসই ভবঘুরেদের জীবন নিয়ে লেখা। গল্পের বাঁধুনি ও রহস্যময়তা এবং উপন্যাসের বিবরণধর্মী প্রসাদগুণ এ দুয়ের সংমিশ্রণ পাওয়া যাবে বরোর রচনায়। শ্রীমতী গ্যাসকেল (বিবাহ-পূর্ব নাম ছিল এলিজাবেথ স্টিভেনসন) মাত্র একমাস বয়সেই মাকে হারান, ফলত কাকিমার কাছে থেকে বড় হয়ে ওঠেন। মহিলা ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁকে অবশ্যই জেন অস্টেন বা জর্জ ইলিয়ট -এর সঙ্গে তুলনা করা উচিত হবে না, কিন্তু তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা 'Cranford' সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র আসন দাবী করে আছে। হালকা চালে লেখা এই রচনাগুলি (উপন্যাস বলা সঙ্গত হবে কি ?) নানা ঘটনা, অভিজ্ঞতা এবং চরিত্রচিত্রণের সংমিশ্রণ। প্রথম জীবনে শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে শিল্প-বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, এছাড়া কিছু ছোট গল্প এবং তাঁর বান্ধবী শার্লটি ব্রন্টির জীবনী। চার্লস রীড অক্সফোর্ডে মানুষ হয়েছেন,

সেখানেই পড়াশুনো করেছেন, গোড়ার দিকে নাটকে প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল, কয়েকটি নাটকও লিখেছিলেন। কিন্তু পরে উপন্যাস রচনায় হাত দেন, জেলখানা এবং উপনিবেশের কাহিনী নিয়ে লেখেন 'It is Never too Late to Mend'; তাঁর 'The Cloister and the Hearth' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, মধ্যযুগের পটভূমিতে রচিত। অ্যান্থনি ট্রলোপ সম্পর্কে একজন সাহিত্যের ইতিহাসকার[২৬] মন্তব্য করেছেন 'who just missed greatness', লণ্ডন শহরের এক ব্যারিস্টারের ছেলে, বড চাকুরি করতেন, তারি মধ্যে লিখেছেনও প্রচুর। 'Barsetshire' বলে এক কাল্পনিক জায়গাকে কেন্দ্র ক'রে সেখানকার জনজীবন নিয়ে পরপর কয়েকটি উপন্যাস লেখেন, 'The Warden' এবং 'Barchester Towers' থেকে শুরু করে 'The Last Chronicle of Barset' দিয়ে শেষ করলেন ধারাবাহিক কাহিনী। রাজনীতিকে কেন্দ্র করে লেখা 'Phineas Finn' তৎকালে বেশ পরিচিত লাভ করেছিল। চরিত্রচিত্রণে তাঁর মনযোগ ছিল বেশী, রচনাভঙ্গি সরল অথচ কোথায় যেন একটি চাপা বিদ্রূপের ভঙ্গি মেশানো থাকতো। চার্লস কিংসলে ধর্মজীবন যাপন করেছেন, দুচারটি উপন্যাস লেখবার পর 'Westward Ho!' উপন্যাসে তিনি প্রভূত সমাদর লাভ করলেন। রাণী এলিজাবেথের সময়কাল নিয়ে রচিত এই লেখায় তাঁর নানাবিধ মতামত আমাদের ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু কাহিনীর দুর্বার গতি এবং প্রাণবন্ত জীবনের প্রতিফলন থাকায় এই বইটির একটি বিশেষ স্বাদ রয়েছে। এই ঔপন্যাসিক বেশ কিছু সার্থক কবিতাও লিখেছিলেন, বিশেষ করে 'Sands of Dee' সাহিত্যে থেকে যাবার মত। সমকালে সাংঘাতিক জনপ্রিয় হয়েছিলেন উইল্‌কি কলিন্স। সাংবাদিকতা এবং নাটুকেপনা, এই দুটি দিকেই তাঁর প্রতিভা নিয়োজিত হয়েছিল, কিন্তু নাম করলেন উপন্যাস লিখে। রহস্য-কাহিনীর সঙ্গে আধিভৌতিক বিষয়বস্তু মিশিয়ে যে সব বই লিখেছিলেন তাদের মধ্যে 'The Woman in White' (বাংলাভাষায় এটির রূপান্তর হয়েছিল 'শুক্লাবসনা সুন্দরী' নামে), 'The Moonstone' এককালে ইংল্যাণ্ডের বইএর বাজারে ছেয়ে গিয়েছিল। রিচার্ড ব্ল্যাকমোর আশ্চর্য মানুষ, অক্সফোর্ড-এ লেখাপড়া শিখে আইনব্যবসা শুরু করেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত ক্ষেতখামারের কাজে বাকী জীবন কাটালেন গ্রামগঞ্জে গিয়ে। তাঁর সবচেয়ে

বিখ্যাত বই 'Lorna Doone' রোমান্সধর্মী উপন্যাস, ঐতিহাসিক পটভূমিতে লেখা।

রবার্ট লুই ষ্টিভেনসনও সেকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক ছিলেন। সেই জনপ্রিয়তা এখনো বোধহয় কমে নি একটি বিশেষ বয়সের পাঠকদের কাছে। 'প্লুরিসি' হয়েছিল অল্প বয়সে, তাই দেশে দেশে ঘুরেছেন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য। শেষে 'সামোয়া' বলে একটি সুন্দর জায়গায় চলে যান, কিন্তু মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে, ১৮৯৪ সালে মারা যান। এই স্বল্পকালেই কিন্তু মনে রাখবার মত বহু বই তিনি লিখে গেছেন যা প্রতিটি শিক্ষিত পরিবারের বই-এর তাকে সযত্নে রক্ষিত থাকে, যেমন 'Treasure Island', ('The Strange case of) Dr. Jekyll and Mr. Hyde', 'Kidnapped' এই তিনখানি বই পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে, বাংলাতেও। প্রথমটিতে জলদস্যুদের কাহিনী ও সমুদ্রযাত্রার পটভূমি পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়টিতে রহস্যঘন, ভয়বিহ্বল পরিবেশ ঘনিয়ে আছে, শেষেরটি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে আশ্রয় করে রচনা। 'The Master of Ballantrae' উল্লেখ করবার মত বই। মৃত্যুর ঠিক পূর্বে একটি অসম্পূর্ণ রচনা রেখে যান 'Weir of Hermiston' যে বইটি সত্যিকারের উপন্যাসধর্মিতার লক্ষণাক্রান্ত। কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতাও তিনি লিখে গেছেন। তাঁর বন্ধু আমেরিকার প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক হেনরি জেমস্‌কে লেখা কিছু চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে তিনি সাহিত্যের রীতিনীতি নিয়ে কী পরিমাণ চিন্তাভাবনা করতেন। এই ঔপন্যাসিক ব্যতিরেকে সাহিত্যের ইতিহাসকার আর দুটি নাম স্মরণে রাখতে বলেছেন, শর্টহাউস এবং শ্রীমতী মার্গারেট অলিফ্যাণ্ট (J. H. Shorthouse, Mrs. Margaret Oliphant)। শর্টহাউসের 'John Inglesant' এবং শ্রীমতী অলিফ্যাণ্টের 'A Beleagured City' ও 'Salem Chapel' উল্লেখযোগ্য।

কবিতা

টেনিসন, ব্রাউনিঙ ও এলিজাবেথ ব্যারেট থেকে স্যুইনবার্ণ, কভেন্ট্রি প্যাটমোর বা আর্নেস্ট ডসন পর্যন্ত কবিরা ভিক্টোরীয় যুগের দীর্ঘ বিস্তার জুড়ে

আছেন। নানা ধরণের কবিতা, নানা ধাঁচের, নতুন আঙ্গিকের বিশিষ্ট চেহারা পাওয়া যাবে এই সব কবিদের রচনায়, কিন্তু এখন যাকে আমরা 'আধুনিক কবিতা' আখ্যা দিয়ে থাকি তা বস্তুত একালে কেউ লেখেন নি। একমাত্র ব্রাউনিঙ্-এর কবিতায় আধুনিক মানসিকতার আভাস ইঙ্গিত রয়েছে। তথাপি রসেটি ভাইবোনেরা, মরিস এবং সুইনবার্ণ কবিতায় এক নতুন জগৎ-এর সন্ধান দিয়েছেন যা ভিক্টোরীয় যুগের কবিতায় এক উল্লেখযোগ্য অবদান। অমলেন্দু বসু তাঁর গ্রন্থে [২৭] এযুগের একটি সার্বিক চেহারা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন: It was an age of conflicts, contradiction, compromises; তথাপি স্বীকার করতে বাধা নেই, কবিতার বিষয়বস্তুতে এই সকল বক্তব্যের প্রতিফলন হলেও কবিতার বহিরঙ্গে এর প্রকাশ হতে দেখেছি কিছুটা দেরীতে, বিশ শতকে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কালে। ভিক্টোরীয় যুগের কবিতায় এক ধরণের মননধর্মী প্রত্যয় দেখা দিল যার স্বাদ রোমান্টিক কবিতার স্বাদ থেকে পৃথক। টেনিসনের কবিতায় 'আর্থুরিয়ান লেজেণ্ড' যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তাকে 'রিভাইভ্যালিজম্' বলতে পারা যায়, কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যে তৎকালীন সমাজচিন্তার প্রতীকী ব্যঞ্জনা ছিল। তৃতীয়ত, কবিতার মধ্য দিয়ে বিশেষ বিশেষ বক্তব্য, কোন কোন কবির ক্ষেত্রে, বেশ প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছে। আবার প্রি-রাফেলাইটদের কবিতায় শিল্পবিষয়ে অন্য বক্তব্যও পরিস্ফুট হয়েছিল—তাঁরা শিল্পকে শিল্পের নিজস্ব নিয়মেই দেখতে চেয়েছিলেন, কোন 'moralising tone' স্বীকার করেন নি। সবশেষে, ভিক্টোরীয় যুগেই সর্বপ্রথম আমেরিকার একটি নিজস্ব সাহিত্য গড়ে উঠতে শুরু করল এবং ইংরেজ কবিরা একদিকে ইউরোপীয় এবং অন্যদিকে আমেরিকার কবিতার সঙ্গে যোগসূত্রে ঘনিষ্ঠ হলেন।

অ্যালফ্রেড টেনিসন

এযুগের সবচেয়ে প্রথিতযশা কবি অ্যালফ্রেড টেনিসনের (Alfred Tennyson) ঠাকুরদা জর্জ ক্লেটন বেশ অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন, পিতা জর্জ তাঁর বাবার স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন নি, যে কারণেই হোক মেজ ছেলে চার্লসকেই বিষয়সম্পত্তির তদারকির ভার দেবেন মনস্থ করেছিলেন। সুতরাং, অনেকগুলি ভাই বোনের মধ্যে জর্জ

-এর পরিবারে কবি টেনিসন জন্মে (১৮০৯) খুব সুখের স্বাদ পান নি। বেশ ছোটবেলা থেকেই টেনিসন কবিতা লিখতে শুরু করেন। একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে ১৮২০ সালেই, অর্থাৎ কবির মাত্র এগারো বছর বয়সে, এরকম একটি তালিকা রয়েছে: তিনটি খণ্ডে 'The Poetry of Tennyson,' 'The Lyrical Poetry of Tennyson' এবং 'The Prose Writings of Tennyson' প্রায় তেষট্টি পৃষ্ঠায় কবিতা রচনা এবং প্রকাশের পরিকল্পনা। এগারো বছরের বালকের পক্ষে এটি যেমন মজার ব্যাপার, তেমনি এ থেকে বোঝা যাবে তাঁর কবি হবার লক্ষ্য ছিল কতটা স্থির। টেনিসনের বাবা ডক্টর টেনিসন রীতিমত পড়ুয়া লোক ছিলেন—তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে স্পেন্সার, শেক্সপীয়র থেকে শুরু করে বায়রন এবং স্কটের সন্ত-প্রকাশিত গ্রন্থাবলী থাকত। এ ছাড়া ছিল ম্যাকফারসনের 'Ossian' (যা বস্তুত পুরনো কেল্টিক কবি ওসিয়ানের লেখার অনুসরণ), উইলিয়াম জোনস[২৮] (William Jones) এর সংস্কৃত এবং আরবী ফারসী কবিতার অনুবাদ, রবার্টসনের 'History of India', এক খণ্ড আরব্য রজনী এবং Morte d'Arthur, Decameron, এবং Ancient Romances এর বারোটি খণ্ড। এই সব বই এর মধ্যে এই কিশোর ডুবে যেতেন। তাঁর ভবিষ্যৎ কবি-জীবনে যে এজাতীয় রচনার প্রভাব নানাভাবে এসে পড়বে তা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। পনেরোতেই ল্যাটিন ও গ্রীক কাব্য-ছন্দ বেশ আয়ত্ত করেছিলেন। তখন থেকেই তাঁর মধ্যে একটি 'strong religious and ethical sense' গড়ে উঠেছিল যার প্রমাণ মিলবে সেসময়ের লেখা 'Armageddon' এবং 'The Devil and the Lady' কবিতায়।

বলাই বাহুল্য, এই অল্প সময়ের মধ্যেই বড় কবি হবার লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, যেমন এলিয়ট বলেছেন পরবর্তীকালে 'In Memoriam' আলোচনা প্রসঙ্গে, Tennyson is a great poet, for reasons that are perfectly clear. He has three qualities...abundance, variety, and complete competence.[২৯] সমারসবি-র পড়াশুনো শেষ করে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন টেনিসন, এবং এখানের উল্লেখযোগ্য ঘটনা দুটি: আর্থার হ্যালামের (Arthur Hallam) সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং 'Timbuctoo' কবিতা-রচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক প্রাপ্তি। আর্থার হ্যালাম, যাঁর সুন্দর

ব্যক্তিত্বের মধ্যে জড়িয়ে ছিল একসঙ্গে 'gaiety, idealism, enthusiasm and good sense', টেনিসনকে কতদূর প্রভাবান্বিত করেছিল আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যখন জানি, তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা 'In Memoriam' -এর প্রত্যক্ষ উৎস এই বন্ধুর অকালবিয়োগ। ১৮৩০ সালে, যখন টেনিসনের বয়স একুশ, আমরা দেখছি এই কবি ডুবে গেছেন তাঁর কাব্যরচনায়, সেই বছরেই প্রকাশিত হ'ল 'Poems, Chiefly Lyrical'; এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে টেনিসনের পৌত্র চার্লস জানাচ্ছেন যে কবিতাগুলির পুরো পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কবির স্মরণশক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, 'He was, however, able to re-write all the lost poems immediately from memory', এই কাব্যসংকলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা 'Recollections of the Arabian Nights'—তাঁর বালকবয়সে আরব্যরজনী পাঠের সুখস্মৃতি—সময় তাকে বাল্যকালে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, 'The tide of time flow'd back with me',…ভারি সুন্দর কিছু কিছু পংক্তি রয়েছে, নিটোল কাব্যসুষমায় ভরা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী না নিয়েই কলেজী পড়াশুনো ছেড়ে দিলেন, এবং পিতার মৃত্যুর পর একটানা ছ'বছর সমারসবি-তে থেকে নিভৃতে পড়াশুনো করে নিজেকে তৈরী করতে থাকলেন। ১৮৩৩ এ আর্থার হ্যালামের আকস্মিক মৃত্যু টেনিসনের জীবনে একটি প্রধান ঘটন—তাঁর বেদনা যে কত গভীর স্তরে পৌঁচেছিল বোঝা যাবে এই সংবাদটি জানলে যে তিনি দশ বছর ধরে কোন কবিতাই প্রকাশ করতে দেন নি। কিন্তু এই স্বেচ্ছা-নির্বাসনের ফলে আমরা পেলুম 'In Memoriam' এবং 'Idylls of the King', যা রচনার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কবিখ্যাতি রীতিমত ছড়িয়ে পড়ল, এবং অবিরল ধারায় তাঁর লেখনী চলতে থাকল। ১৮৫০ সালে তিনি 'Poet laureate' পদে অভিষিক্ত হলেন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এর শূন্য স্থানে। এবং বিবাহ করলেন এমিলি সেলউড নামক এক ভদ্রমহিলাকে 'the noblest woman I have ever known,' যাঁর একনিষ্ঠ প্রেম সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: made my life a perfumed altar flame; যে 'In Memoriam'[৩০] তিনি দীর্ঘকাল ধরে লিখেছিলেন তাও এই বছরেই প্রকাশিত হ'ল। এই সময়েই কার্লাইল এবং কবি প্যাটমোরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়; বাকী জীবন ইউরোপ ঘুরে বেড়িয়ে, কবিতা লিখে, পরম শান্তিতে কাটালেন কবি। অবশ্য 'Maud' প্রকাশিত

হবার পর তাঁকে তীব্র সমালোচনায় সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই সময় দর্শন পাঠে তাঁর মন আকৃষ্ট হয়। ১৮৫৮ সালে স্যুইনবার্ণ -এর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ ঘটে, প্যালগ্রেভের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় এবং প্যালগ্রেভ -সম্পাদিত প্রখ্যাত কাব্যসংগ্রহ 'Golden Treasury'র পরিকল্পনা মাথায় আসে। ইতিমধ্যে কবি ব্রাউনিঙ্ -এর সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব জমে ওঠে। 'Maud' এর বিরূপ সমালোচনা ঢেকে যায় 'Enoch Arden' এর সাফল্যে। শেষ জীবনে দর্শন বিষয়ে কবির ঔৎসুক্য এত প্রবল হয়েছিল যে 'The Metaphysical Club' বলে একটি আলোচনা-চক্র তিনি গড়ে তোলেন। মৃত্যুর কিছু পূর্বে টমাস হার্ডির সঙ্গে তাঁর পরিচয় একটি বিশিষ্ট ঘটনা। মন্ত্রী গ্লাডস্টোনের মধ্যস্থতায় কবিকে 'লর্ড' উপাধি দেওয়া হয়, ১৮৮৪তে। ১৮৯২তে পরিপূর্ণ বয়সে, প্রিয়তমা স্ত্রীকে রেখে ৬ অক্টোবর মধ্যরাত্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এই কবি। আসন্ন মৃত্যু বুঝতে পেরে শেকস্পীয়রের গ্রন্থাবলী চেয়েছিলেন তিনি—বহু কষ্ট করে Cymbeline এর সেই পৃষ্ঠাটি নিজেই খুঁজে বার করেছিলেন যেখানে মুদ্রিত রয়েছে 'Hang there like fruit, my soul, / Till the tree die'—তারপরই স্ত্রীর মুখের দিকে শেষবারের মত তাকিয়েছিলেন[৩১]।

টেনিসনের কাব্য-আলোচনার প্রথম স্তর বিষয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে। 'Poems (1832-33)' কাব্যগ্রন্থেই আমরা প্রথম একজন পরিণত কবিকে পাচ্ছি, The Lotos-Eaters' এবং 'The Lady of Shalott', দুটি বিখ্যাত কবিতা এই সংকলনে রয়েছে ;

There she weaves by night and day
A magic web with colours gay (The Lady of Shalott)

এই 'magic web' আমাদের জীবনেও, আমরাও সেই ভয়ংকর আয়নার দিকে মাঝে মাঝে তাকাই, তারপর 'The mirror crack'd' এবং আমাদের ওপর বর্ষিত হয় আরো ভয়ংকর অভিশাপ। বাইশ-তেইশ বছরের এই রচনায় তিনি এক লাফে পৌঁছে গেলেন কাব্যজগতের উত্তুঙ্গ শীর্ষে। 'The Palace of Art' কবিতাটিও এই সংকলনে ছিল। তার দশ বছর বাদে ১৮৪২এ টেনিসনের দুখণ্ড কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং এবারে পাঠকগোষ্ঠী তাঁকে ইংল্যাণ্ডের একজন প্রধান কবি বলে স্বীকার করে নিলেন মুহূর্তে। এতে সংকলিত হয়েছিল 'Morte

d'Arthur', 'Ulysses', 'Locksley Hall' প্রভৃতি। আর্থারিয়ান লেজেণ্ডকে কাব্যে এত সুন্দর রূপান্তর টেনিসনের আগে বা পরে আর কি কেউ করেছেন! এর পর 'The Princess' বলে একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন, কবিতাটি ব্লাঙ্ক ভর্স এ লেখা—একটি কাহিনীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু কাহিনী এখানে বড় কথা নয়, কবির কিছু আত্মকথন আছে, প্রেম বিষয়ে, জীবন ও মৃত্যু বিষয়ে কিছু গভীর কথা আছে, আর রয়েছে সুন্দর কয়েকটি গীতিগুচ্ছ। ১৮৫০এ 'In Memoriam' প্রকাশিত হলে ইংল্যাণ্ডের কাব্যজগতে রীতিমত আলোড়ন পড়ে যায়, যদিও এই দীর্ঘ কাব্যের একঘেয়েমি অনেক সময় বরদাস্ত করা কষ্টকর যে-কোন কাব্যপাঠকের পক্ষে। এই কবিতার গভীরতা, অন্তর্নিহিত ভাব-সুষমা দুঃখ-সুখের অতীত এক আত্মগত উপলব্ধি একে ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের সমস্ত কাব্যধারা থেকে এক স্বতন্ত্র আসনে বসিয়েছে। একজন সমালোচক[৩২] বলেছেন, এই কাব্য একধরণের 'testament of faith' যেখানে পাওয়া যাচ্ছে 'wave-like movement of rising doubt and levelling faith'. জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে এত স্থিতধী চিন্তা, অনবদ্য প্রশান্ত সুরে এবং নীচু পর্দায় (যাকে বলা যেতে পারে undertone) আর কেউ ইতিপূর্বে করেছেন কিনা আমাদের জানা নেই। এবং আগাগোড়াই এর গীতময়তা এক আবিষ্টতা এনে দেয়:

> Now rings the woodland loud and long
> The distance takes a lovelier hue
> And drown'd in yonder living blue
> The lark becomes a sightless song.

এই কবিতায় দর্শন-ঘেঁষা বক্তব্যের জন্য কেউ কেউ[৩৩] 'In Memoriam'কে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ এর 'The Prelude' এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। অবশ্যই এই তুলনা প্রাসঙ্গিক। কোন্ বড় কবিতাই বা দার্শনিক ভাবনায় আবিষ্ট নয়! দর্শন মানে, ভারতীয় তত্ত্ব অনুযায়ী, আত্মজিজ্ঞাসার ফলস্বরূপ উপলব্ধ এক প্রকার সমীপবর্তী মননের স্তর। সুতরাং জেমস্ সাহেব ঠিকই করেছেন। কিন্তু মহৎ দর্শনভাবনায় আবিষ্ট বলেই তা শিল্পপদবাচ্য হয় না। সুতরাং আমরা এলিয়টের বিশ্লেষণের সাহায্য নিতে পারি। তিনি বলছেন: I do not think any poet in English has ever had a finer ear for vowel sound, as

well as a subtler feeling for some moods of anguish...Tennyson's surface, his technical accomplishment, is intimate with his depth, একজন প্রধান কবি অন্য একজন মহৎ কবির কবিতার রহস্যের প্রকৃত চাবিকাঠি এভাবেই আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

এর পাঁচ বছর বাদে 'Maud and other Poems' প্রকাশিত হয়, অনেকে 'Maud' কে 'monodrama' বলেছেন। ১৮৫৯ থেকে প্রায় তিরিশ বছর ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি 'Idylls of the King' লিখে গেছেন, এই কবিতাগুচ্ছকে তাঁর চিন্তাভাবনার 'allegorical representation' বলেছেন কেউ কেউ। এরই মাঝে 'Enoch Arden' নামে দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়, জনপ্রিয়তায় যা টেনিসনের অন্য কবিতার চেয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। একাশি বছর বয়সে 'Crossing the Bar' বলে যে কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন, তা যেন সংকলন-গ্রন্থে তার শেষ কবিতা হিসেবে স্থান পায়, এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন কবি :

> Twilight and evening bell,
> And after that the dark !
> And may there be sadness of farewell,
> When I embark ;
> ...
> I hope to see my Pilot face to face
> When I have crost the bar.[৩৪]

সমস্ত অর্থেই টেনিসন ভিক্টোরীয় যুগের প্রতিভূ। তবুও কেন, আজকের দিনেও আমরা টেনিসন পড়ব? কারণ, টেনিসন 'আধুনিক', বলেছেন ১৯৫০ সালে একজন সমালোচক[৩৫] : The Tennysonian theme is frustration, and his poetry offers an analysis of its symptoms rather than cure ; হয় তো এখানেই আধুনিকদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা।

রবার্ট ব্রাউনিঙ্

রবার্ট ব্রাউনিঙ্ (Robert Browning) ভিক্টোরীয় যুগের অন্যতম প্রধান কবি, যিনি একমাত্র টেনিসনের সঙ্গেই তুলনীয়। জীবিতকালে তাঁর কবিখ্যাতি

বড় দেরীতে স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ব্রাউনিঙ, মনে হয় যেন বিদগ্ধ মননশীল পাঠকের কাছে টেনিসনের থেকেও বেশী সম্মান আদায় করছেন। এঁরা দুজন জীবনের শেষ পর্বে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন এবং এঁদের পারস্পরিক সম্প্রীতি বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। টেনিসন তাঁর এই কবি বন্ধু বিষয়ে বলেছিলেন, 'He has plenty of music in him, but he can't get it out'; কথাটি সত্য। খুব ছোটবেলা থেকে বায়রন এবং শেলী এই কবিকে আকৃষ্ট করেছিল, গীতিময়তার সঙ্গে নাটকীয় অভিঘাত তাঁর কবিতায় এক আশ্চর্য সন্ধি-স্থাপনা করেছিল, তাঁর কবিতা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠককে সচকিত করে তুলত না— একটু গভীরে ডুব দিলে, যেমন স্রোতস্বিনীর অন্তর্লীন ঊর্মিমালা দেহকে এক অপার আনন্দে আস্বাদিত করে, ব্রাউনিঙ-এর কবিতাতেও সেই আবর্তের সৌন্দর্য ঘুরে ফিরে ধরা দেয়—যার প্রকাশ পাঠককে আপাত মুগ্ধ করে না কিন্তু একবার তার রস আস্বাদন করলে পাঠক তাকে বহুদিন স্মরণে রাখেন। অনেকেই ব্রাউনিঙকে 'obscurity'র দায়ে অভিযুক্ত করেছেন সমকালে, যেমন এলিয়ট-কে এবং বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ (Das, Jibanananda) বা সুধীন্দ্রনাথকে (Dutt, Sudhindranath); আমরা এও জানি, মধ্যাহ্নবেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতাও (Tagore, Rabindranath) মরমিক ভাবব্যঞ্জনার জন্য ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে অনেকের কাছে। কিন্তু এই দুরূহতা অনেক সময় পাঠকের মনবহির্ভূত চর্চার ফলস্বরূপ। যেমন, যে কোন সঙ্গীতরসিকের জন্যই ধ্রুপদের নৌকাবন্দী আলাপ বা বিশুদ্ধ রাগসঙ্গীত নয়, তেমনি যে কোন পাঠকের জন্যই ব্রাউনিঙ নয়। একথাটি মনে রাখলে এই কবির প্রতিভা এবং মহত্ব বিষয়ে আমরা সুবিচার করব।

১৮১২ সালে লণ্ডনের উপান্তে ক্যাম্বারওয়েলে জন্মেছিলেন ব্রাউনিঙ; বাবা যদিও ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডে করণিকের কাজ করতেন তথাপি মনে মনে ছিলেন শিল্পের সমজদার, পড়াশুনোও বেশ করতেন। মা ছিলেন আধা-জার্মান মহিলা যিনি প্রচণ্ড ভাবে গান ভালোবাসতেন। তিনি অবশ্যি স্কটল্যাণ্ডেই মানুষ হয়েছিলেন, তাই স্কটিশ রমণী-সুলভ চরিত্রের সঙ্গে জার্মান আদর্শবাদের এক সংমিশ্রণ ঘটেছিল যা ব্রাউনিঙ-কে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে, গানের প্রতি কবির পরবর্তী আকর্ষণের সূত্র এখানেই পাওয়া যাবে। ছোটবেলায়

স্কুলে পড়েছেন, বাড়িতেও শিক্ষক পড়িয়েছেন, কিন্তু তাঁর পড়াশুনো হয়েছে এলোমেলো। ব্রাউনিঙ্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ড. ফার্নিভাল (Dr. F. J. Furnivall) জানাচ্ছেন, কবি কিছুদিন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকদের বক্তৃতা শুনেছিলেন, কিন্তু নিয়মিত ছাত্র ছিলেন না কোন সময়েই। খুব ছোটবেলা থেকেই কবিতা লেখা শুরু করেন, এবং একুশ বছর বয়সে লেখা হ'ল Pauline', যে কাব্যগ্রন্থে তিনি মোটামুটি কবি-মহলে পরিচিত হলেন। স্বভাবতই এই গ্রন্থের কোন প্রকাশক পান নি কবি; এক আত্মীয় টাকা জোগাড় করে দিয়েছিলেন। তার দুবছর বাদে 'Paracelsus' প্রকাশিত হয় এবং নাটক 'Strafford'; এর মাঝে ব্রাউনিঙ্ একবার রাশিয়া ঘুরে এলেন। কয়েকটি ছোট ছোট কবিতাও ১৮৩৬-এ প্রকাশিত হয়, বিশেষ করে 'The Monthly Repository' বলে একটি পত্রিকায়।

'Sordello' প্রকাশিত হয় ১৮৪০ এ, এবং এবারে আর পাঠকগোষ্ঠীর সন্দেহ রইল না যে একজন বড় কবির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে এই তরুণের মধ্যে। ১৮৪১ থেকে ১৮৪৬ এর মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে যায় কবির ব্যক্তিগত জীবনে, বিশেষত Pippa Passes', 'Dramatic Romances and Lyrics' এবং 'A Soul's Tragedy' প্রকাশের পাশাপাশি তৎকালীন প্রতিভাময়ী কবি এলিজাবেথ ব্যারেটের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, প্রেম, পরিণয় এবং পরিশেষে ফ্লোরেন্সে চলে গিয়ে বসবাস শুরু করা—ইত্যাদি যেন তাঁর জীবনে নাটকের অতি দ্রুত পট পরিবর্তনের মতই। শুধু কবিতাগুলির রচয়িতা বলে নয়, এলিজাবেথের সঙ্গে ব্রাউনিঙ্ এর বিবাহ সেকালে সাহিত্যিক মহলে একটি প্রধান ঘটনা বলে বিবেচিত হয়েছিল। কেননা, এলিজাবেথ ব্যারেট সমকালে ব্রাউনিঙ্এর চেয়ে অনেক বেশী খ্যাতিমান কবি ছিলেন। বিবাহের তিন বছর বাদে তাঁদের একটি সন্তান হয়। এবং সে বছরই দু' খণ্ডে 'Browning's Poems' প্রকাশিত হয়। তার দু বছর বাদে 'Men and Women'এর প্রকাশ হ'ল—তখন স্বামী-স্ত্রী দুই কবি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সুখের সংসার অচিরে ভাঙ্গলো। ১৮৬১তে, রবীন্দ্রনাথের জন্মবর্ষে, শ্রীমতী ব্রাউনিঙ্ ইট্যালীর Casa Guidi তে মারা গেলেন। এর পর তাঁর জীবনের একমাত্র ঘটনা কবিতা লেখা এবং কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ, একটির পর একটি। ৮৬৩ থেকে ১৮৮৯, কবির মৃত্যুর বছর অবধি, অবিরল ধারায় তাঁর

কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ; তিন খণ্ডে 'The Poetical Works of Robert Browning', 'Dramatis Personae', আবার ছ' খণ্ডে The Poetical Works'; 'Dramatic Idylls'; 'Asolando' তাঁর শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ। উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কবির জীবিতকালেই, ১৮৮১ তে 'The Browning Society' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—যে কোন কবির পক্ষে যা একটি বিরাট সম্মান। ১৮৮৯ তে 'Asolando' প্রকাশের বছরই, ইটালীর ভেনিস শহরে রবার্ট ব্রাউনিঙ্ মারা যান, ওয়েষ্টমিনস্টার অ্যাবেতে তাঁর মরদেহ সযত্নে রক্ষিত হয়েছে।[৩৬] 'Pauline' যদিও কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ এবং এই কবিতা বিরাট সম্ভাবনা নিয়েও আত্মপ্রকাশ করে নি, তথাপি একজন সমালোচক[৩৭] বলছেন: Browning rejects the traditional form of poetry and boldly experiments in the novel form of the monologue, এই বক্তব্য থেকে দু'টি সিদ্ধান্তে আসা যায়; প্রথমত কবির আত্মবিশ্বাস প্রথম থেকেই আমরা লক্ষ্য করেছি, দ্বিতীয়ত 'monologue' জাতীয় রচনার মধ্য দিয়ে একটা নাটকীয় অভিঘাত ব্রাউনিঙ্ এর পরবর্তী কাব্যে আমরা নিরন্তর পেয়েছি। 'Paracelsus' কাব্যে কবি গভীরে যেতে চেয়েছেন, তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ এখানে স্পষ্ট প্রতীয়মান, গীতিময়তার আচ্ছন্নতাও মাঝে মধ্যে অনুভব করা যায়। 'Strafford' নাটকটির (যা তৎকালে অভিনীত হয়েছিল) পর Sordello' প্রকাশিত হ'ল, এই কাব্যে ভবিষ্যৎ ব্রাউনিঙ্ কে চিনতে আর কোন অসুবিধে হয় না পাঠকের যে, কোন্ রাস্তায় এই দার্শনিক কবির যাত্রা শুরু হবে, যদিও অতিরিক্ত মননধর্মিতার জন্য বিরূপ মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ।[৩৮] এই কবিতার রচনাভঙ্গি, জানাচ্ছেন সমালোচক, 'too compressed'; এর পর থেকে ছ' বছর ধরে কবি যে সমস্ত কবিতা লিখেছেন বা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে Pippa Passes' সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, একাধিক কারণে। এর মধ্যে রয়েছে গীতিসুষমা, এক আশ্চর্য 'idyllic charm', এবং অবিসম্বাদিতভাবেই এটি তাঁর 'the most perfect of his longer poems'; আরো দু'টি নাটক এই পর্যায়ে লেখা হয়েছিল, 'A Blot in the 'Scutcheon' এবং 'Colombe's Birthday', এই সমস্ত গ্রন্থ এবং 'A Soul's Tragedy' একসঙ্গে 'Bells and Pomegranates' নামে ১৮৪৬-এ প্রকাশিত হয়। প্রায় ন' বছর বাদে তাঁর 'Men

and Women' রচিত হয়—যে কাব্য 'consists entirely of dramatic monologues', ব্রাউনিঙ্ তখন তাঁর কবি-ক্ষমতার শীর্ষে। এই সময় থেকে তাঁর রচনাভঙ্গি একই সূত্র নির্দেশ করে, মননশীলতা ক্রমশ অন্তর্মুখী হতে থাকে যে বিষয়ে সমালোচক[৩৯] জানাচ্ছেন, 'His main idea is to throw light upon the realm of consciousness'; এমন কি, যদি বলা যায়, তাঁর রচনায় মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যাচ্ছে তাহলেও বোধহয় খুব অন্যায় হবে না। এর মধ্যে বিশিষ্ট হচ্ছে 'Fra Lippo Lippi', 'Andrea del Sarto'; বিচ্ছিন্ন কবিতা হিসেবে 'The Last Ride Together' বা 'Rabbi Ben Ezra'র উল্লেখ না করলে ব্রাউনিঙ্ আলোচনা অসমাপ্ত থাকবে।

> The instant made eternity,—
> And heaven just prove that I and she
> Ride, ride together, for ever ride ?
>
> (The Last Ride Together)

এই কবিতায় কিন্তু আমরা উত্তুঙ্গ দার্শনিক কবিকে পাচ্ছি না—মনে হতে পারে বায়রন বা শেলীও হয়ত এ কবিতা লিখতে পারতেন। আর পরের কবিতায় একটি মাত্র পংক্তিতে আমরা পাচ্ছি স্থিতধী প্রাজ্ঞকে যাঁর কাছে অন্তহীন রহস্যের চাবিকাঠি ধরা আছে :

> I see the whole design (Rabbi Ben Ezra)

এখানে ঈশ্বরের কথা আছে, আত্মার কথা আছে, যৌবন ও বার্ধক্যের কথা আছে—চূড়ান্ত দার্শনিকতায় এ কবিতা সম্পৃক্ত, মাঝে মধ্যে হয়ত 'Moralising tone' পাওয়া যাবে, তৎসত্ত্বেও কোথায় সব কিছুর ঊর্ধ্বে একজন কবি, শুধুমাত্র কবিই তাঁর একান্ত অনুভূতির এবং অভিজ্ঞতার কথা বলছেন। এর পর বেশ কিছুদিন বাদে প্রকাশিত হ'ল 'The Ring and the Book'—এই কবিতার মহত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নেই সমালোচকদের। একজন বলেছেন, 'the noblest expression of his poetic genius', কেউ মন্তব্য করেছেন, 'a monument of masterly discursiveness'—কাহিনীর অতি-নাটকীয় পরিবেশ সত্ত্বেও কবি যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তাতেই অনুমিত হয়েছে সৃষ্টির সৌন্দর্য। কাউণ্ট গুইদো তাঁর যুবতী স্ত্রী পম্পিলিয়াকে হত্যা করেছিলেন—এই কাহিনীকে

বিশ্লেষণের ভঙ্গিতে লিখে গেছেন তিনি। 'Dramatis Personae' নানাকারণে উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে Abt Vogler, একজন 'composer', এর জীবনীর মধ্য দিয়ে 'spiritual ecstasy'র যে সন্ধান পেয়েছেন কবি রোলাঁর (Romain Rolland) জাঁ ক্রিস্তফের (Jean Christopher) কথা যখনো তা মনে পড়িয়ে দেয়। কবির শেষ গ্রন্থ 'Asolando'।

এলিজাবেথ ব্যারেট, কবি ব্রাউনিঙ্ যাকে বিবাহ করেছিলেন (Elizabeth Barrett Browning), সমকালে কিন্তু স্বামীর থেকে অনেক জনপ্রিয় কবি ছিলেন। এর প্রমাণস্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এর মৃত্যুর পর Poet laureateship -এর জন্য এলিজাবেথ ব্যারেটের নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল। খুব ছোটবেলা থেকেই কবিতা লেখায় শখ ছিল, কিন্তু শরীর কোনদিনই ভালো ছিল না, বিশেষ করে তাঁর এক ভাই-এর শোচনীয় মৃত্যুর পর তিনি একেবারেই ভেঙ্গে পড়েন এবং যাকে বলে, 'invalid' তাই হয়ে যান। নিজের একান্তে পড়াশুনো এবং কবিতা লেখার মাঝেই ডুবে গেলেন। তাঁর একটি কবিতায় ব্রাউনিঙ্ এর উল্লেখ ছিল—কবি ব্রাউনিঙ্ তা জানতে পেরে শ্রীমতী ব্যারেটকে একটি চিঠি লেখেন ১৮৪৫ -এ। সেই চিঠির সূত্র ধরে সাক্ষাৎ, প্রেম এবং পরিণয়। তাঁদের বিবাহিত জীবন অত্যন্ত সুখী ছিল যার আন্তরিক প্রকাশ রয়েছে শ্রীমতীর 'Sonnets from the Portuguese' কবিতাগুচ্ছে। তাঁরা ইট্যালীতেই থেকে যান, পিসা এবং ফ্লোরেন্স এ। ১৮৩৮ সালে, কবির বত্রিশ বছর বয়সে, 'The Seraphim and other Poems' প্রকাশিত হয়, ১৮৪৪ এ 'Poems' এবং দু'বছর বাদে উল্লিখিত প্রেমের কবিতাগুচ্ছ, যার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করা যাক :

Let us stay
Rather on earth, Beloved—
And isolate pure spirits, and permit
A place to stand and love ... (Sonnets from the Portuguese)

এই কবির সূক্ষ্ম অনুভূতি, আবেগপ্রবণতা এবং সহজ শব্দকে কবিতার ব্যঞ্জনায় রূপান্তরিত করবার ক্ষমতাই তাঁকে পাঠকের খুব কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। এছাড়া তাঁর কাব্যে সমাজসচেতনতা, এমনকি রাজনৈতিক চিন্তাধারারও প্রকাশ

দেখা যায়। 'The Cry of the Children' বালক-শ্রমিকদের অবর্ণনীয় বেদনার বিরুদ্ধ প্রতিবাদ—যা একদা ব্লেক করেছিলেন, ডিকেন্স করেছেন। 'Casa Guidi Windows' কবিতা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইট্যালীর স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। তাঁর সবচেয়ে পরিচিত গ্রন্থ 'Aurora Leigh' উপন্যাসের ঢঙে এ লেখা—এখানে দেখব নায়ক একজন 'social reformer'—আর নায়িকা কি কবি নিজেই? আবেগপ্রবণ, কাব্যময়। ১৮৬১ তে এই কবি মারা যান, ব্রাউনিং এর পংক্তি 'O lyric love, half angel and half bird' সম্ভবত এই প্রতিভাময়ী কবির প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ—যা প্রেমের মহনীয় সৌন্দর্যে ভাস্বর।

ফিট্জেরাল্ড (Edward Fitzgerald) তৎকালীন সাহিত্যমহলে একটি স্মরণীয় নাম—যাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন কার্লাইল, থ্যাকারে এবং টেনিসন। কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি পারস্যদেশের বিখ্যাত কবি ওমর খৈয়াম (Omar Khayyam) এর রুবাইগুলির অনুবাদে—যে অনুবাদকে মনে হয় নতুন সৃষ্টি। এই অনুবাদ বিষয়ে একজন ইতিহাসকার বলছেন, 'cast into curious four-lined stanzas, which have an extraordinary cadence, rugged yet melodious, strong yet sweet'; এই কবির একটি গদ্য রচনাও আছে, সংলাপের মত, Euphranor: a Dialogue on Youth. আর একজন সমকালে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন, আর্থার ক্লাউ (Arthur Hugh Clough); শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কবিতায় স্কটল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক বর্ণনা আমাদের আকর্ষণ করে। 'Amours de Voyage' এবং 'Dipsychus' কবিতায় এই কবিকে বিশিষ্ট ভাবে চেনা যাবে। একটি কবিতায়, 'Say not the Struggle Naught availeth'—এই ছোট্ট ষোল পংক্তির রচনায় এমন একটি সাহসী প্রত্যয় গীতিসুষমার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে যা স্মরণে রাখবার মত। ঔপন্যাসিক মেরেডিথ কবিতাতেও বিশিষ্ট স্বাক্ষর রেখেছেন, বিশেষ করে মাটির সঙ্গে আত্মীয়তা বন্ধনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন; 'Earth philosophy' নামক একটি দার্শনিক প্রত্যয় তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছে, মনে করেন অনেকেই। মাথু আর্নল্ড এর কবি-প্রতিভার ইঙ্গিত পূর্ব্বেই দেওয়া হয়েছে। 'The Scholar Gipsy' প্রভৃতি কবিতাগুলি ব্যতীত আর যে দু'টি

কবিতা উল্লেখযোগ্য তা' হচ্ছে 'Dover Beach' এবং 'A Summer Night'; আর কয়েকজন কবির নাম স্মরণীয়: টমাস হুড (Thomas Hood), চার্লস কিংসলে, এ্যালিস মেনিল (Alice Meynell), জন কেবল্ (John Keble), 'The Christian Year'এর লেখক, এবং অবশ্যই এডওয়ার্ড লিয়ার (Edward Lear) যাঁর 'nonsense verse' বর্তমান সময়েও রীতিমত জনপ্রিয়। কভেনট্রি প্যাটমোর (Coventry Patmore) এর কবিতায় একটি নিজস্ব ঢঙ ছিল—তৎকালীন মননধর্মিতা তাঁকে আচ্ছন্ন করে নি, অথবা পাওয়া যায় না তাঁর মধ্যে প্রি-র‍্যাফেলাইটদের স্বধর্ম। বরং, অনেকে বলেছেন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁর কাব্যগুরু ছিলেন, 'Magna Est Veritas' কবিতায় হয়ত কিছুটা এ কথার প্রমাণ মিলবে। কিন্তু, আসল কথা, প্যাটমোর এর কবিতায় রোমান্টিক যুগ এবং ভিক্টোরীয় যুগ -এর লক্ষণগুলির একটি আশ্চর্য সংমিশ্রণ ঘটেছে। অপর উল্লেখযোগ্য কবি ফ্রান্সিস টমসন (Francis Thompson); তাঁর 'Daisy' অথবা 'The Mistress of Vision' সে যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা। আর একজন অসাধারণ কবির কথা আমরা জানি, যিনি সাহিত্যের ইতিহাসে কোন উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেন নি, অথচ একটিমাত্র কবিতা, এমন কি শুধু একটিমাত্র পংক্তিই তাঁকে যে কোন প্রথম শ্রেণীর কবির সঙ্গে তুলনীয় করেছে বলে আমি মনে করি। তিনি আর্নেস্ট ডসন[৪০] (Ernest Dowson), সেই অসাধারণ পংক্তিটি উদ্ধার করা যাক্:

I have been faithful to thee, Cynara! in my fashion.

এ রকম প্রেমের কবিতা কোন দেশের সাহিত্যেই বোধহয় খুব বেশী লেখা হয় নি। পুরো কবিতাটি উদ্ধৃতি দেবার দুর্বার আকর্ষণ আমাকে দমন করতে হ'ল, স্থানাভাবে। Sir Arthur Quiller-Couch কে[৪১] ধন্যবাদ, তিনি তাঁর সঙ্কলনে এই কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ১৯৭৯ সালেও এই কবিতাটি যে কী দুরন্তরকমে আধুনিক তা' থেকেই প্রমাণিত হবে কবিতাটির চিরকালীন আবেদন। এমিলি ডিকিনসনও (Emily Dickinson), ডসনের মতই, একটি অসাধারণ কবিতার জন্যই স্মরণে আছেন, Parting'।

এবারে বাকী রইলেন রসেটি ভাইবোনেরা, মরিস এবং সুইনবার্ন (Dante Gabriel Rossetti, Christina Georgina Rossetti, William Morris

এবং Algernon Charles Swinburne)। এঁরা ব্যক্তিগতভাবে কেউই মহান কবির পর্যায়ে পড়েন না, কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যে এঁদের মিলিত অবদান একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বিশেষ করে দান্তে গ্যাব্রিয়েল 'প্রি-র‍্যাফেলাইট ব্রাদারহুড'[৪২] এর প্রধান নায়ক ছিলেন। এঁদের কবিতার স্বাদ একেবারে ভিন্ন—এমন একটি জগৎ এঁরা তৈরী করেছিলেন যাকে না বলা যাবে ঠিক ভিক্টোরীয় যুগের, না রোমান্টিক—বরং, মধ্যযুগের কিছুটা স্বাদ পেলেও পেয়ে যাবো। দান্তে গ্যাব্রিয়েলের সবচেয়ে বিশিষ্ট কবিতাটি ধরা যাক :

The blessed damozel lean'd out
From the gold bar of Heaven ;
Her eyes were deeper than the depth
Of waters still'd at even ;
She had three lilies in her hand,
And the stars in her were seven.

(The Blessed Damozel)

এই কবি আমাদের নিয়ে যান to a world of 'mystic beauty and romance' ; দান্তের বাবা ছিলেন ইট্যালীয় একজন বিশিষ্ট চিত্রকর, পণ্ডিতও বটে। ইংল্যাণ্ডে এসে বসবাস শুরু করেন। দান্তে গ্যাব্রিয়েল ছবি আঁকাতেও দক্ষতা দেখিয়েছেন। ১৮৬০ সালে, বত্রিশ বছর বয়সে, তিনি এলিজাবেথ সিড্ডাল বলে একটি অসাধারণ রমণীকে বিবাহ করেন—যাঁকে নানাভাবে তাঁর কবিতায় ও ছবিতে আমরা খুঁজে পাবো। বিবাহের পর ভদ্রমহিলা মাত্র দু' বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু দান্তে গ্যাব্রিয়েল তাঁকে অমর করে রেখেছেন। শোনা যায়, রসেটি তাঁর সমস্ত অপ্রকাশিত কবিতার পাণ্ডুলিপি মৃতা স্ত্রীর সমাধিতে পুষ্পস্তবকের সঙ্গে দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বন্ধুবান্ধবদের প্রচেষ্টায় তা' থেকে নিরস্ত হ'ন। 'The House of Life' তাঁর প্রেম-গাথা, শতাধিক চতুর্দশপদীর মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের ভালোবাসা ও বিরহবেদনার কথা রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে 'The Confession', 'The Ballad of Sister Helen', 'The King's Tragedy' ইত্যাদি। রসেটি এবং মরিসের কবিতা সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে তাঁরা উভয়েই 'paint pictures as well in

their poems as on their canvases',—'প্রি-র‍্যাফেলাইট' কবিগোষ্ঠীর যা বিশিষ্ট লক্ষণ। দান্তে গ্যাব্রিয়েলের ছোট বোন ক্রিশ্চিনার বিখ্যাত কবিতাগ্রন্থ 'Goblin Market and other Poems'; 'The Prince's Progress' কাব্যগ্রন্থের 'Bride Song' কবিতাটি বিভিন্ন সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—তেমনি অতি অসাধারণ কবিতা 'A Birthday'—নিখুঁত 'love lyric';

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী উইলিয়াম মরিস আমাদের কাছে শুধুমাত্র কবিতার জন্যই বেঁচে আছেন। শিল্পী হিসেবেও তাঁকে সেযুগে অত্যন্ত উঁচুতে স্থান দেওয়া হ'ত। মধ্যযুগের সরলতা তাঁর কাছে একটা প্রতীক নিয়ে দেখা দিয়েছিল—এরকম বলা হয়ে থাকে, 'Even more than Scott, Morris loved the Middle Ages for their human elements', 'The Sailing of the Sword' কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি পড়া যাক্:

> Alicia wore a scarlet gown.
> *When the sword went out to sea*
> But Ursula's was russet brown:
>
> ... ...
>
> Three damozels; each had a Knight
> *When the sword went out to sea.*

কিছু খুচরো কবিতার সঙ্কলন 'Poems by the Way' তে সুন্দর কিছু কিছু রচনা রয়েছে। 'The Earthly Paradise' তাঁর সবচেয়ে পরিচিত কাব্যগ্রন্থ। কেউ বা বলেছেন, এই কবিতায় চসারের প্রভাব রয়েছে। কবিতার মধ্য দিয়ে 'ভাইকিং' দের (উত্তর সমুদ্রের জলদস্যু, ৮ম-১০ম শতাব্দীর) কাহিনী বলা হয়েছে। 'Sigurd the Volsung' একটি প্রাচীন আইসল্যাণ্ডীয় 'সাগা'র ভিত্তিতে রচিত। গদ্যে কিছু রচনাও মরিসের উল্লেখযোগ্য, শিল্প বিষয়ে 'Hopes and Fears for Art' এবং নতুন সমাজবিন্যাস বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনার দলিল 'A Dream of John Ball' আকর্ষণীয় রচনা।

স্যুইনবার্ণকে কেউ কেউ[৪৩] ভিক্টোরীয় যুগের শেষ কবি বলেছেন, কেউ বা[৪৪] পরবর্তী যুগের 'new 'romanticist' দের প্রতিভূ মনে করেছেন; তথাপি এবিষয়ে সন্দেহ নেই, তিনি প্রি-র‍্যাফেলাইটদের শেষ বিশিষ্ট কবি যাঁর

মধ্যে এই ধারার 'most exultant mood' ধরা পড়েছে। বিশেষ করে, শেলীর পর এত প্রাণবন্ত 'lyrical' কবি ইংল্যাণ্ডে আর কেউ তৎকালে ছিলেন কি না সন্দেহ। টেনিসন এই তরুণ কবি সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'a reed through which all things blow into music'; বিভিন্ন ছন্দ বা শব্দচাতুর্য নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেন নি, কিন্তু তাঁর সহজাত ছিল ছন্দের কান, ধ্বনিসুষমার সৌন্দর্যবোধ, কখনো বা উচ্ছল গীতিময়তা। তাঁর সবচেয়ে পরিচিত নাট্য-কাব্য 'Atalanta in Calydon' এর কোরাস এর মুখে যখন শুনি

Night, the shadow of light,
And life, the shadow of death

তখন শেলীর পংক্তি বলে ভুল করাই স্বাভাবিক, কিন্তু যে মুহূর্তে 'Hymn to Prosperpine' কবিতার প্রথম পংক্তিটি মাত্র পড়ি তখনই ভুল ভেঙ্গে যায়, শেলী নয়—এ এক স্বতন্ত্র কবি, স্বাদে, বর্ণে, অভিজ্ঞতার সম্ভারে :

I have lived long enough, having seen one thing, that
Love hath an end. ... অথবা
We have drunken of things Lethean, and fed on the
fullness of death.

পরিণত বয়সেই এই কবি মারা গিয়েছেন, কিন্তু তাঁর কবিতায় মৃত্যু-চিন্তা শুধু একটি ঘটনামাত্র নয় ; তাঁর যদি কোন জীবনদর্শন থাকে তবে মৃত্যু-চিন্তা এবং অবশ্য প্রেম, থেকেই তা আহরিত মনে হয়। 'A Leave-taking' কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার না করে পারছি না :

Let us go hence, my songs ; she will not hear...
Let us go seaward as the great winds go ..
Though all those waves went over us, and drove
Deep down the stifling lips and drowning hair
She would not care.

তাঁর পরিচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'Poems and Ballads', 'Songs before Sunrise', 'Songs of the Springtides', 'Studies in Song' ; লক্ষণীয়, 'Song' শব্দটি বারবার কিভাবে তাকে দুরন্তভাবে আকর্ষণ করছে!

Table IV

রাজপুরুষদের বংশাবলী
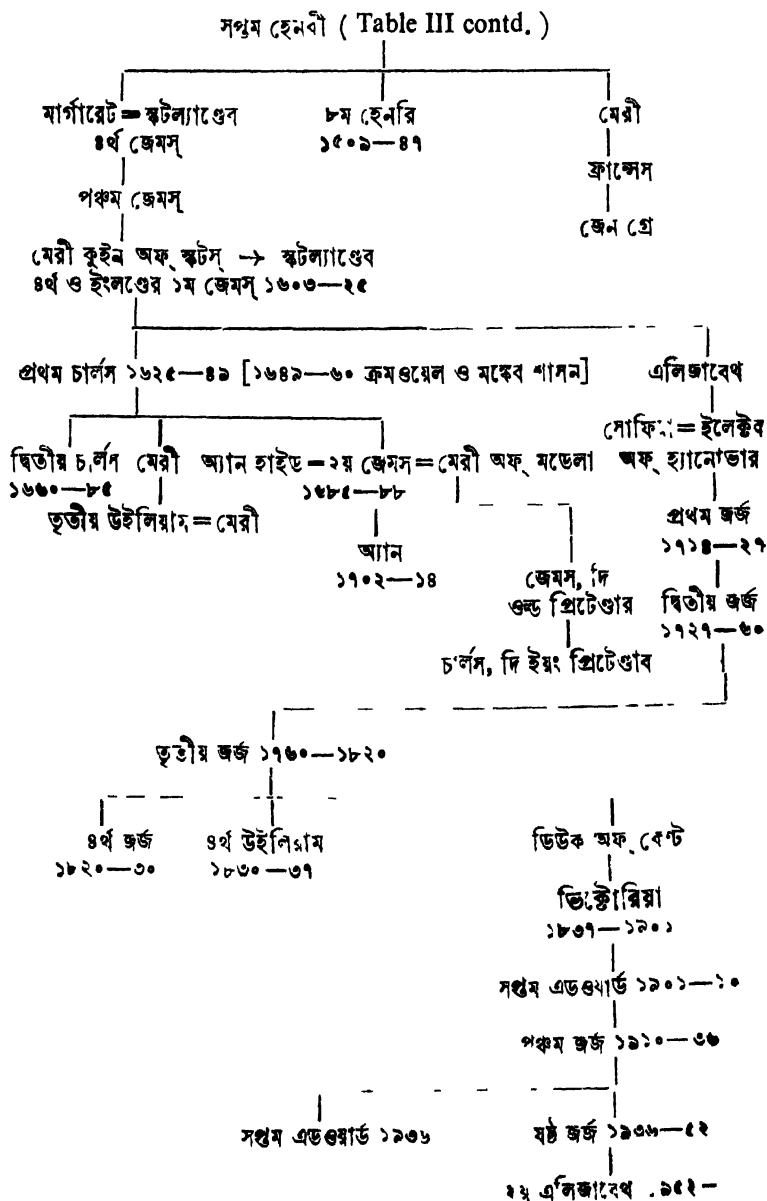
এছাড়া নাটকও লিখেছেন কিছু। ব্লেক, শার্লটি ব্রন্টি, এবং সর্বোপরি শেকস্‌পীয়ার বিষয়ে তাঁর সমালোচনা আমাদের আজও ভাবায়। জীবনের শেষ তিরিশ বছর লণ্ডনের উপান্তে তাঁর ঘনিষ্টতম বন্ধু, সমালোচক থিয়োডোর ওয়াটস্‌-ডানটনের সঙ্গে কাটিয়েছেন (Theodore Watts-Dunton), বলতে গেলে অনেকটাই নির্বাসনে।

সংযোজন ১ Pre-Raphaelite Brotherhood : ব্যাপারটিকে ঠিক আন্দোলন না বলে 'brotherhood' বলাই বোধহয় বেশী যুক্তিসঙ্গত। কেননা কয়েকজন কবি এবং শিল্পী মিলে সৃষ্টিধর্মিতায় যে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে চেয়েছিলেন তা তাৎক্ষণিক সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হলেও স্থায়ী কোন আন্দোলনে রূপ নেয় নি। ১৮৪৮ এ দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটি, হলম্যান হান্ট (Holman Hunt), ব্রাউন (Ford Madox Brown) এবং শিল্পী মিলে (J. E. Millais) একটি শিল্প-চক্র গড়ে তুললেন, এর পরই রাস্কিন, মরিস এবং স্যাইনবার্ণ দলে ভিড়লেন। বিশেষ করে রাস্কিন এই আড্ডার আর্থিক দায়িত্বও নিয়েছিলেন কিছুটা; 'This term, which means simply Italian painters before Raphael, is generally applied to an artistic movement in the middle of the nineteenth century'—লঙ্‌ সাহেব একে পুরোপুরি আন্দোলন বলেছেন। রসেটির ভাই উইলিয়াম এবং কলিন্‌সন, স্টিভেন্স ও উলনার, এরকম আরও চারজন ছিলেন এই দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। এঁরা একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন 'The Germ' ১৮৫০ এ, এবং রসেটি ও মরিসের বেশ কিছু লেখা এতে প্রকাশিত হয়। র‍্যাফেলের পূর্বে ইট্যালীর শিল্পীরা ছিলেন 'simple, sincere and religious' এবং এই গোষ্ঠী তাঁদের আদর্শের অনুসরণে চাইলেন উদ্বোধন করতে 'simplicity and naturalness in art and literature'—কবিতার মধ্যে আনতে চাইলেন 'visual effect', ছবির আভাস, চিত্রকল্প। অবশ্যি, এই আন্দোলনকে সবাই যে স্বাগত জানালেন তা নয়। ১৮৭০ এ রসেটির 'Poems' বলে যে সংকলন প্রকাশিত হয় তাকে আক্রমণ করে রবার্ট বুকানন (Robert Buchanan) বলে এক ভদ্রলোক

'Contemporary Review' তে এক প্রবন্ধ দাঁড় করালেন—নাম দিলেন, 'The Fleshly School of Poetry', বললেন : 'sensuality' ব্যাপারটি বড় প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে এতে। তথাপি, ভবিষ্যৎকাল প্রি-র্যাফেলাইট গোষ্ঠীকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়েছে ; শুধু তাই নয়, কাব্যসাহিত্যের ধারায় রসেটি মরিস ও সুইনবার্ণের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়ে থাকে প্রি-র্যাফেলাইট কবিগোষ্ঠীদের প্রধান প্রতিনিধি হিসেবেই।

সংযোজন ২ The Oxford Movement : ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভক্ত এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Professor of Poetry' জন কেবল্ (John Keble) ধর্ম-বিষয়ক একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইলেন। ক্যাথলিক মনোভঙ্গিকে তিনি চেয়েছিলেন রোম এর 'অথরিটির' সঙ্গে মেলাতে, রোমান চার্চ এর থেকে পৃথক সত্তা বজায় রেখেই অবশ্য। কার্ডিনাল নিউম্যান এলেন এই দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, এবং তিনি চাইলেন পুরোপুরি রোমান চার্চের সঙ্গে এই আন্দোলনকে একাত্ম করতে এবং আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে, রোমের আনুগত্যে, এই ধর্ম-আন্দোলনকে গড়ে তুলতে। কেউ কেউ বা একে 'Tractarian Movement'ও বলেছেন। কয়েকটি আদর্শগত বিষয়ে প্রি-র্যাফেলাইটদের সঙ্গে এঁদের মিল ছিল—যদিও এঁদের ক্ষেত্র ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এঁরাও প্রি-র্যাফেলাইটদের মত মনে করতেন : scientific 'time spirit' had been a moral curse ; ভিক্টোরীয় যুগের নবজাগ্রত জড়বাদী চেতনার বিরুদ্ধে এই দুই আন্দোলন সমান সক্রিয় ছিল। কেবল্ ১৮৩৩ এ 'National Apostasy' বিষয়ে যে জোড়ালো বক্তৃতা দেন তারই প্রেক্ষিতে এই ধর্ম-আন্দোলনের সূত্রপাত, যদিও শেষ পর্যন্ত, কার্ডিনাল নিউম্যানই এই তথাকথিত ধর্ম-বিপ্লবকে নেতৃত্ব দিতে থাকেন : 'Originally the movement was intended to bring new life to the Anglican Church by a revival of the doctrine and practices of an earlier period' (Middle Age ?) ; শেষ পর্যন্ত এটা দাঁড়ায় এক আন্তর্জাতিক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ ধর্ম-আন্দোলনে যখন, নিউম্যানের নেতৃত্বে, রোমের চার্চকে একম্ এবং অদ্বিতীয়ম্ মনে করা

হতে থাকে এই বাণী বহন করে 'one Catholic and Apostolic Church'; এই আন্দোলনে পরে এসেছিলেন আরও সব কবিরা, হপ্‌কিন্স (G. M. Hopkins), প্যাটমোর, টমসন, মেনিল প্রভৃতি।

১. Bose, Amalendu : Chroniclers of Life, Studies in Early Victorian Poetry : 'A new poetry was in the making—new fundamentally because, new trends in society had ushered in fresh literary ideals and criteria.

২. The writings of Rousseau, Paine, Godwin, Wordsworth, Byron, Shelley and Keats were extending the range of English thought and expression : Alfred Tennyson by Charles Tennyson.

৩. William J. Long.

৪. শিল্পী জেমস্‌ ম্যাকনীল হুইস্‌লার অঙ্কিত কার্লাইল-এর প্রৌঢ় বয়সের প্রতিকৃতি দেখলে এই কথা প্রতীয়মান হবে।

৫. 'I think, therefore I am' এমন সিদ্ধান্ত ছিল দেকার্তের, বলেছেন রাসেল।

৬. সংযোজন দ্রষ্টব্য

৭. E. Albert

৮. James Sutherland ; Anne Greene and the Oxford Poets [The Augustan Milieu, Essays presented to Louis A. Landa]

৯. ডিকেন্স বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য Robert L. Patten-সম্পাদিত 'The Posthumous Papers of The Pickwick 'Club' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১০. Except Shakespeare and Scott there is probably no other English writer who can match him in this respect. [CHEL. vol XIII Pt. 2]

১১. A. E. Dyson সম্পাদিত Dickens গ্রন্থ থেকে।

১২. ...if 'life' means anything that is penetrating in observation, unquenched in sympathy, angered by cruelty, courageous in protest, zestful in creation, unflagging in energy—gaily outward looking, yet seeing to the heart of man and society then Dickens is life. : A. E. Dyson [Dickens]

১৩. CHEL. Vol XIII Pt. 2.

১৪. A. E. Dyson.

১৫. Steven Marcus (Barnaby Rudge : Sons and Fathers.)

১৬. Angus Wilson (Charles Dickens : A Haunting).

১৭. CHEL. Vol. XIII Pt. 2.

১৮. Monroe Engel : Bleak House.

১৯. তথ্যগুলি ডিকেন্স বিষয়ে ডাইসন কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা থেকে আহৃত।

২০. John Carey : The Violent Effigy.

২১. A. Hamilton Thompson (CHEL Vol. XIII pt. 2) : Of all English novelists whose fiction has been founded on a perception of the comedy of life with its alternations of the ridiculous and the pathetic, none has met with more adverse criticism than Thackeray.

২২. William J. Long.

২৩. George Eliot's life, as related in her letters and Journals, জানাচ্ছেন Sir A. W. Ward, CHEL. Vol. XIII pt. 2.

২৪. A. W. Ward : CHEL. Vol. XIII Pt. 2.

২৫. ibid.

২৬. E. Albert

২৭. Chroniclers of Life : Amalendu Bose

২৮. Sir William Jones কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা এবং অন্যতম ভারততত্ত্ববিদ যিনি ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস বিষয়েও একটি 'Treatise' লিখেছিলেন।

২৯. T. S. Eliot : In Memoriam [Critical Essays on the Poetry of Tennyson ed. John Killham.]

৩০. এই গ্রন্থের নামকরণ করে দেন এমিলি, এবং 'anonymously' প্রকাশিত হয়। 'Fraser's Magazine' এই বই সম্বন্ধে লেখা হয় 'the noblest English Christian poem which several centuries have seen.'

৩১. টেনিসনের জীবনী বিষয়ে যেসব গ্রন্থ দেখতে হয়েছে তার মধ্যে Charles Tennyson -রচিত জীবনী সবচেয়ে বেশী কাজে লেগেছে।

৩২. অমলেন্দু বসু

৩৩. D. G. James : Wordsworth and Tennyson, Proceedings of the British Academy, 1950, John Killham কর্তৃক উদ্ধৃত।

৩৪. The Oxford Book of Victorian Verse ed. Sir A. Quiller-Couch

৩৫. Arthur J. Carr : Tennyson as a Modern Poet, 1950.

৩৬. ব্রাউনিঙ্-এর জীবনের বেশীর ভাগ ঘটনাপঞ্জী Edward Berdoe সঙ্কলিত 'The Browning Cyclopaedia' থেকে আহৃত।

৩৭. Bose Amalendu : Chroniclers of Life.

৩৮. E. Legouis and L. Cazamian : A thesis is unfolded by means of a symbolical tale.

৩৯. ibid.

৪০. কবি ডসন 'Rhymer's Club' এর সদস্য ছিলেন, ছিলেন ইয়েটস্‌ও।

৪১. The Oxford Book of Victorian Verse : ed. Sir Arthur Quiller-Couch.

৪২. সংযোজন দ্রষ্টব্য।

৪৩. A. Compton Rickett, William J. Long

৪৪. E. Legouis and L. Cazamian

আধুনিক ইংরেজী সাহিত্য

আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যকে আমরা দুটি নির্দিষ্ট পর্বে ভাগ করতে পারি—একটি ভিক্টোরীয় যুগের শেষ পর্যায় থেকে শুরু এবং ১৯১৪ পর্যন্ত যার পরিধি। দ্বিতীয়টি ১৯১৪ থেকে শুরু এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ অবধি বিস্তৃত। প্রথম পর্ব ভিক্টোরীয় যুগের স্থিতি, শান্তি এবং সাম্রাজ্যবাদী পটভূমির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এবং দ্বিতীয় পর্ব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিঘাত জনিত। প্রথম পর্বে উপন্যাস, গদ্যসাহিত্য এবং নাটক, দ্বিতীয় পর্বে কবিতা এবং সমালোচনা সাহিত্য উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। স্থানাভাবে এই দুটি পর্বকে একই অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে শেষ করব।

ভার্জিনিয়া উলফ্‌কে (Virginia Woolf)—যিনি ভিক্টোরীয় যুগের গৌরব-চিহ্ন এবং প্রথম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন (উলফ্‌ মারা যান ১৯৪১ এ),—আমরা আলোচ্যমান আধুনিক যুগের একজন 'contemporary' হিসেবে অবশ্যই চিহ্নিত করতে পারি। তাঁর একটি অসাধারণ প্রবন্ধ 'How it Strikes a Contemporary' আমাদের পাঠ্য ছিল। সেই রচনায় তাঁর মূল বক্তব্য ছিল এমত: সমকালের সাহিত্যবিচার যথাযথ হতে পারে না, যে বইটিকে একজন 'masterpiece' বলছেন, অন্য এক পাঠক তাকেই 'waste-paper basket' এ নিক্ষেপ করতে বলছেন। আক্ষেপ করে বলেছেন তিনি, 'Reviewers we have, but no critic'; এবং আধুনিক যুগের অন্যতম লক্ষণ 'It is an age of fragments...a barren and exhausted age' ইত্যাদি। কিন্তু এসব নেতিবাচক বক্তব্যের পরেও শিল্পীজনোচিত মন্তব্য করেছেন: Modern literature, with all its imperfections, has the same hold on us and the same fascination ; এ যুগের সাহিত্যলক্ষণ হিসেবে, তিনি বলছেন, রয়েছে 'the courage, the sincerity, in a word, by the widespread originality of our time' ; আর রয়েছে 'it is their (লেখকদের) belief—their conviction, that imposes itself upon us' ; এছাড়া, আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, রয়েছে দর্শন, মনস্তত্ত্ব, সংবাদপত্রের চলচ্চিত্রসুলভ

ঘটনার আবর্ত, সাম্যবাদ ফ্যাসীবাদ ধনতন্ত্রবাদের প্রভাব, পদার্থবিদ্যার চমকপ্রদ গবেষণা, অণু পরমাণুর বিশ্লেষণ, রাসেল হোয়াইটহেডের আংকিক দর্শনের প্রভাব, মার্ক্স ও ফ্রয়েডের যুগান্তকরী বক্তব্য, এবং সংসার সমাজের পারস্পরিক অভিঘাত, পরিবার ও ব্যক্তি সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিকোণ, চিরাচরিত মূল্যবোধের ভাঙ্গচুর—বিশেষ করে সময় এবং সময়চেতনার দিগন্তে এক বিচ্ছুরিত পরিধির আবিষ্কার,—এই সমস্ত মিলিয়ে আধুনিক সাহিত্যিকের কাছে সম্পূর্ণ জীবনদর্শন এক নবতর উন্মেষের সন্ধান দিয়েছে। তাই হার্ডির কাব্যে নিয়তিবাদ, শ'র নাটকে তির্যকভঙ্গি, ইয়েটসের বিশুদ্ধ চেতনা এবং পরিবর্তিত অধ্যায়ের তাপিত অভিজ্ঞতা, এলিয়টের প্রাজ্ঞ মননশীলতা সব কিছুই এই কালের প্রতিবিম্বিত চিত্রস্বরূপ ধরা আছে আধুনিক সাহিত্যে। সাহিত্যিকরা এ কারণেই নতুন ঐতিহ্যের সন্ধানে দিনরজনী অতিবাহিত করেছেন, শব্দ এবং শব্দের অর্থকে দিগন্ত-প্রসারিত বিস্তৃতিতে নিক্ষেপ করতে চেয়েছেন, কাব্যশৈলীতে এনেছেন আশ্চর্য চমকপ্রদ সব ব্যঞ্জনা, ঔপন্যাসিকরা শুনিয়েছেন মনের অন্তর্নিহিত অবচেতনের কথা, সমালোচকরা উপহার দিয়েছেন শিল্প-বিশ্লেষণের নবতর পদ্ধতি। সব মিলিয়ে আধুনিক ইংরেজী সাহিত্য তাই এতো বৈচিত্র্যময় এবং সৃষ্টিশীল।

টমাস হার্ডি এবং উপন্যাসের ধারা

টমাস হার্ডি যদিও মধ্য ভিক্টোরীয় সময়ে জন্মেছেন, তাঁর মানসিকতা আধুনিক চিন্তায় বিশ্লিষ্ট। ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ ক'রে হার্ডি (Thomas Hardy) দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন, ভিক্টোরীয় যুগের মধ্যগগনে তিনি লক্ষ্য করেছেন ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ দিগন্তরেখা, অথচ ষাট বছরের কাছাকাছি এসে যখন কবিতা লিখতে শুরু করলেন সে সময় আমরা আধুনিক কালের দোরগোড়ায় এসে গিয়েছি। টমাস হার্ডি যখন ১৯২৮ এ মারা যান তখন ইয়েটস্-পাউণ্ড-এলিয়টের উত্থান তিনি দেখে গেছেন; আধুনিক কাব্যজগতের বৈচিত্র্য, সিম্বলিজম্ বা ইমেজিসম্ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অবহিত হয়েছেন; কিন্তু তাঁর রচনায় এ জাতীয় কোন আন্দোলন বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলে নি, তাঁর উপন্যাস বা কবিতাবলী একান্তভাবে তাঁরই সৃষ্ট জগতের, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং ভাবনার দলিল। তথাপি, আধুনিক

কালের বিচ্ছিন্ন মনোজগতের চেতনাবোধ তাঁর লেখায় ধরা পড়েছে। তাঁর উপন্যাস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সমালোচক তাঁকে 'gloomy philosopher' রূপে চিহ্নিত করেছেন, তাঁর লেখায় নিয়তিবাদ ভয়ানক রূপে কাজ করেছে; অনেকেই বলেছেন তাঁকে 'a deep thinker who shows us a pessimistic view of the universe'; এসব বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তাঁকে নির্বিশেষ কালের প্রতিনিধি বলা যেতে পারে, কিন্তু একালের সমালোচক বলছেন, হার্ডির রচনায় আধুনিক সময়ের মেজাজ এবং তার বিশিষ্ট লক্ষণ বর্তমান, 'In Hardy there seem to be certain intrinsic qualities which permit us to see him as belonging to our own temper',[১] এই সমালোচক হার্ডির মধ্যে লক্ষ্য করেছেন 'mastery of "realism", his skill as a stylist and specially the power of his gloomy, deterministic philosophy'—এই জীবনদর্শন একদা বেশ কিছু কবিকে প্রভাবান্বিত করেছিল, সুদূর বাংলাদেশেও তৎকালে এক তরুণ কবি[২] হার্ডি-পাঠে মনোনিবেশ করেছিলেন।

ইংল্যাণ্ডের ডরসেট অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হার্ডি। স্কুলে পড়াশুনো ষোল বছর বয়স পর্যন্ত, তারপর কিছুদিন একজন স্থপতির কাছে কাজ শুরু করলেন। এই সময়েই ইংরেজী সাহিত্য এবং ল্যাটিন পাঠে গভীর মনোনিবেশ করেন। ১৮৬৫ তে একটি লেখা প্রকাশিত হয়, Chamber's Journal এ, সুতরাং সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহ বোধ করলেন, নিয়মিত কবিতাও লিখতে থাকলেন। একটি বড় লেখা লিখেছিলেন তখন, কিন্তু প্রকাশিত হয় নি। তারপর ১৮৭১ ও ১৮৭২ এ পরপর 'Desperate Remedies' এবং 'Under the Greenwood Tree' প্রকাশিত হলে ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন (অবশ্য এই দুটি গ্রন্থের কোনটিতেই লেখকের নাম ছিল না)। পরের বছর আর একটি বই বেরুলো 'A Pair of Blue Eyes'—এবং এবারে তিনি তাঁর কাজ ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করলেন এবং বিবাহ করলেন। ১৮৭৪ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত পরপর তাঁর উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হ'তে থাকলো এবং তিনি ক্রমশই খ্যাতির শিখরে আরোহণ করলেন। উপন্যাসগুলি যথাক্রমে 'Far from the Madding Crowd', 'The Hand of Ethelberta', 'The Return of the Native', 'The Trumpet-Major', 'Two

on a Tower', 'The Mayor of Casterbridge', 'The Woodlanders', 'Tess of the D'Urbervilles' এবং শেষ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'Jude the Obscure'; ১৮৯৫ -তে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর হার্ডি আবার কবিতা লেখায় মনোনিবেশ করলেন; 'Wessex Poems' এবং এপিক-ধর্মী 'The Dynasts' প্রকাশিত হ'ল। ১৯১২তে প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হলে দু বছর বাদে আবার বিবাহ করলেন। এ সময় আর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তার আট বছর বাদে 'Late Lyrics and Earlier' প্রকাশিত হয়। ১৯২৮ এ মারা যান, ওয়েষ্টমিনস্টার অ্যাবেতে 'Poets' Corner'এ তিনি চিরবিশ্রাম লাভ করেন। মধ্যজীবন থেকে বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন, সে সময়েই ইউরোপ ঘুরে বেড়ান। রাজসম্মান 'অর্ডার অব মেরিট' এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক 'ডি. লিট্' লাভ করেন। স্কট বা ডিকেন্সের মত জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন না হার্ডি কোন সময়েই, কিন্তু তাঁর লেখা চিন্তাশীল মানুষকে ভাবিয়েছে, পাঠককে এক অনির্দেশ্য গভীরতার দিকে টেনে নিয়েছে। হার্ডির রচনার সারাৎসার করেছেন একজন সমালোচক[৩] এভাবে: The dominating impression left with us by a reading of his work is that men are indeed nobler than the 'unconscious cosmos which crushes them', and that loving kindness—his favourite word—will prevail. And at the same time as man is made more tragic he is made more noble……

প্রথম দুটি উপন্যাসে হার্ডি খুব সার্থক শিল্পসৃষ্টি করতে পারেন নি, কিন্তু 'Under the Greenwood Tree' বইটিতে গ্রাম্যজীবনের গাছপালা আকাশ বাতাসের এমন একটি সহজাত সরল সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে যার প্রতিধ্বনি বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Banerji, Bibhutibhusan) 'পথের পাঁচালি'তে লক্ষ্য করা যায়। এখন থেকেই শুরু হল Wessex অঞ্চলের কাহিনী; অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসকে মনে পড়তে পারে। তারাশঙ্কর (Banerji, Tarasankar) যেমন বীরভূমকে বাঙালী পাঠকের কাছে স্মরণীয় করে রেখেছেন, হার্ডিও ওয়েসেক্সকে জীবন্ত করে তুলেছেন—'Far from the Madding Crowd' উপন্যাসে ওয়েসেক্স-এর জীবন্ত বর্ণনাই যেন

চরিত্রচিত্রণকে ছাপিয়ে উঠেছে। 'The Mayor of Casterbridge'-এ পৌছে এই ঔপন্যাসিক তাঁর অনির্দেশ্য নিয়তিবাদের তত্ত্বে পৌছোলেন। উপন্যাসের নায়ক মাইকেল হেনচার্ড -এর শেষ উইলটির কথা স্মরণ করলে যে কোন পাঠক অশ্রুসিক্ত হবেন। ওয়েসেক্স অঞ্চলের কথ্য ভাষাকে হার্ডি অনায়াসে সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন যেমন, murners (mourners), flours (flowers); বইটি শেষ করেছেন হার্ডি এই জীবনবেদ আমাদের উপহার দিয়ে: happiness was but the occasional episode in a general drama of pain; প্রকৃতই একটি 'ট্রাজিক হিরো'র পর্যায়ে পৌছেচে হেনচার্ড—তাঁর জীবনের পরিণতি শোকাবহ হলেও ভয়ংকরভাবে বাস্তব।[৪] হার্ডির আর দুটি বড় উপন্যাস 'Tess of the D'Urbervilles', 'Jude the Obscure'; কাহিনী দুটিতে পরপর যৌন আবেদন এবং ধর্ম বিষয়টিকে তিনি এতো খোলাখুলি আলোচনা করেছেন যে ভিক্টোরীয় শালীনতাবোধ তৎকালে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিল। কিন্তু এই ধাক্কা সামলে যাঁরা মোহমুক্ত মনে Tess পড়বেন তাঁরা শিল্পী হার্ডিকে অনায়াসে খুঁজে পাবেন। এবং Jude -এর মধ্য দিয়ে হার্ডির জীবনদর্শন, কিছুটা 'crude' মনে হলেও, আমরা নিশ্চিতভাবে লক্ষ্য করব। হার্ডির কাহিনী-বিন্যাসে তথাকথিত কৌশলের প্রয়োগ হয় নি, কিন্তু একটি সুন্দর ক্রম-উত্তরণের মধ্য দিয়ে যা পরিণতি লাভ করে আমাদের কাছে তা অস্বাভাবিক মনে হয় না (একমাত্র Jude এর শেষ পরিণতি ব্যতীত)। চরিত্রগুলি সবই তাঁর আন্তরিকভাবে চেনাজানা—বেশীর ভাগ গ্রাম্যজীবনের নায়ক-নায়িকা, তারা প্রায় সকলেই রয়েছেন, 'far from the madding crowd'; শহুরে জীবনে একান্ত অপরিচিত অতিথি।

কবি হার্ডি জীবনের উপান্তে আমাদের কাছে আবার ধরা দিলেন। তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ মহাকাব্য-সদৃশ 'The Dynasts', (তিন পর্বে) যদিচ প্রেমের কবিতায় হার্ডি অসাধারণ দক্ষতা এবং মাধুর্য আনতে পেরেছেন। এই কবির বিষয়বস্তু কি ছিল ?—'The abhorrence of war, the manifold consciousness of human misery, the moving metaphysical realization of an unknown God and an impassive universe, the anguish of the time, এভাবে সারবস্তু উদ্ধার করেছেন সমালোচকদ্বয়।[৫] অবশ্য হার্ডি নিজেই স্বীকার করেছেন একটি কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় যে, কোন বিশেষ

ঘনসন্নিবদ্ধ দর্শন তাঁর কাব্যে তিনি উপস্থিত করতে চান নি।[৬] অন্য কবিতাগ্রন্থ কয়েকটি : 'Poems of the Past and Present', 'Moments of Vision'; শেষোক্ত কাব্যগ্রন্থ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রচিত হয়।

বয়সে হার্ডির চেয়ে কিছু বড় স্যামুয়েল বাটলারকে (Samuel Butler) সুইফট্‌-এর উত্তরসূরি এবং শ ও লরেন্স-এর মত লেখকদের পূর্বসূরি বলা হয়ে থাকে—বর্তমান সময়ে বাট্‌লারের খ্যাতি এতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। স্যাটায়ার-ধর্মিতাকে তিনি এক নিজস্ব রূপবৈচিত্র্য দান করেছেন—যা অনেককেই[৭] দ্বিধাগ্রস্থ করেছে। স্কুল শিক্ষকের ছেলে বাট্‌লার উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন কৈশোর ও যৌবনে, শিক্ষকতাও করেছিলেন কিছুদিন, ছবি আঁকা (রয়্যাল একাডেমিতে তাঁর চিত্র-শিল্পের নিদর্শন আছে), গান, সাহিত্য, এমনকি বিজ্ঞানের প্রতিও তাঁর দুর্বার আকর্ষণ ছিল। তাঁর সবচেয়ে পরিচিত গ্রন্থ 'The Way of All Flesh'; অপর দুটি গ্রন্থ 'Erewhon' এবং 'Erewhon Revisited'; ডারউইনবাদের পক্ষে এবং বিপক্ষে তিনি ছিলেন সক্রিয়। 'The Way of All Flesh' উপন্যাস এখনও রীতিমত আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত মনে হবে—ডাইসন বলছেন, 'The Way of All Flesh comes as near to direct autobiography' এবং এই গ্রন্থে 'free will' বিষয়ে তাঁর নিশ্চিত মতবাদ রয়েছে; আধুনিক সময়ের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ইঙ্গিতও পাওয়া যাবে। তাঁর মৃত্যুর দশ বছর বাদে, ১৯১২তে 'The Note-books of Samuel Butler' প্রকাশিত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ লিখে গেছেন।

জোসেফ কনরাড (Jozef Teodor Konrad, অর্থাৎ পোল্যাণ্ডের লোক, ইংরেজীতে Joseph Conrad) ইউক্রেনে জন্মেছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে ইংল্যাণ্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। নাবিক হবার দুরন্ত বাসনায় পড়াশুনো ইস্তফা দিয়ে ১৮৭৪এ মার্সাই চলে যান এবং একটি জাহাজ কোম্পানীতে কাজ নেন। সমস্ত যৌবন দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়ালেন তিনি এবং প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে বিবাহ করে দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডে বসবাস শুরু করেন। এই জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁর সমস্ত উপন্যাসের পুঁজি। কনরাডের প্রথম উপন্যাস 'Almayer's Folly' সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করে। 'The Niggar of the Narcissus' সমুদ্র-জীবনের একটি অসাধারণ কাহিনী। 'Lord Jim' তৎকালে বেশ জনপ্রিয়তা

অর্জন করে। মধ্য আমেরিকার সমুদ্রবেলার পরিবেশে রচিত 'Nostromo—A Tale of the Seaboard' বর্ণনায় এবং চরিত্রচিত্রণে আমাদের মুগ্ধ করে। এছাড়াও অজস্র গল্প, উপন্যাস এবং রোমান্সধর্মী রচনা তিনি লিখেছেন সারা জীবন : 'The Secret Agent,' 'Typhoon', 'Twixt Land and Sea', 'Tales of the Sea', এবং আত্মজীবনীমূলক 'The Mirror of the Sea,' 'Some Reminiscences', 'Notes on Life and Letters'; কনরাড -এর কাহিনী-বিন্যাস, ঘটনার ত্বরিৎগতি, নাটকীয় উৎকণ্ঠা, জীবন্ত চরিত্রগুলির বাস্তবমুখী অভিঘাত, আলোছায়ার সংমিশ্রণে শিল্পীর অঙ্কিত দৃশ্যপট আমাদের আজও আকর্ষণ করে। ১৮৫৭তে জন্মে ৬৭ বছর বেঁচেছিলেন কনরাড। 'A violent, at times a raw realist', বলেছেন কেউ কেউ, 'Joseph Conrad is also a thinker and a poet'—বোধহয় সংক্ষিপ্ত বিবরণে কনরাডের সম্পূর্ণ পরিচয় এতেই পাওয়া যাবে।

ওয়েলস্ (H. G. Wells), বার্নার্ড শ'র মতই ইংল্যাণ্ডে শুধু নয়, সারা পৃথিবীতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত একটি গৃহনাম ছিল। কত বিচিত্র ধরণের লেখা লিখেছেন তিনি ভাবলে অবাক লাগে—আর সেই সব বই সারা বিশ্বে একদা লক্ষ লক্ষ বিক্রী হয়েছে। বিজ্ঞানকে তিনিই পুরোপুরি টেনে আনলেন সাহিত্যের মাধ্যমে, সৃষ্টি হ'ল এক নতুন ধরণের রচনাবলী যাকে বলা যেতে পারে, 'science fiction' বা 'scientific romance'; ছোটবেলায় বিজ্ঞানী হাক্সলির বক্তৃতা শুনতেন নিয়মিত। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা শুরু করলেন। ২৯ বছর বয়সে, ১৮৯৫তে 'The Time Machine', তার পর পর দুবছরে 'The Island of Dr. Moreau' এবং 'The Invisible Man' প্রকাশিত হলে ওয়েলস্ রীতিমত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন; সেই থেকে বাকী জীবনের দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর, ১৯৪৬ এ মৃত্যু পর্যন্ত, তিনি নিরলস সাহিত্যচর্চা করেছেন, যদিও শেষ কয়েক বছর সমাজবিজ্ঞান এবং মানবসভ্যতা বিষয়েই বই লিখেছেন বেশী। 'Kipps' প্রকাশিত হলে আমরা ওয়েলস্‌কে নতুনভাবে দেখতে পাই, কেননা এই সময় তিনি মনোনিবেশ করেন সামাজিক সমস্যাবলীর প্রতি; 'Tono-Bungay', 'Ann Veronica', 'The History of Mr. Polly' এই ধারার উপন্যাস চতুষ্টয়। ওয়েলস্ নিজের

রচনাবলী সম্বন্ধে বলেছেন : I suppose, what I am trying to render, is nothing more or less than life as modern man has found it. ১৯২৬ এ লেখা 'The World of William Clissold' তাঁর সর্বশেষ পরিণত সৃষ্টিধর্মী রচনা। 'The Work, Wealth and Happiness of Mankind', 'The Fate of Homo Sapiens' এবং 'A Short History of the World' এবং আত্মজীবনীমূলক 'Experiment in Autobiography' ওয়েলসের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী।

জর্জ মূর (George Moore) ছিলেন আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসী, ইয়েটস্ এবং জর্জ রাসেলের বন্ধু, প্যারিসে লেখাপড়া করবার ফলে এবং বিশেষতঃ শিল্প-বিষয়ে প্রচণ্ড আকর্ষণের জন্য দেগা, রেনোয়া, সেজান, গগাঁ প্রভৃতির প্রভাব তীব্র-ভাবে অনুভব করেন এবং সাহিত্যিকদের মধ্যে গুস্তাফ ফ্লবেয়ার এবং এমিলি জোলার ভক্ত হয়ে পড়েন। 'Esther Waters' তাঁর সবচেয়ে সার্থক উপন্যাস, শিল্প হিসেবে। ফরাসী রিয়ালিজম্ এবং নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর লেখার প্রধান উপজীব্য। 'Evelyn Innes' এবং 'Sister Teresa' দুটি উপন্যাস বস্তুত একই কাহিনীর বিস্তার। তাঁর শেষের দিকের রচনা 'The Brook Kerith' এবং 'Heloise and Abelard' কাহিনী দুটি শিল্পের সহজাত নিরাভরণ প্রকাশ। গিসিং (G. R. Gissing) জীবদ্দশায় খ্যাতি অর্জন করেন নি, কিন্তু মৃত্যুর পর থেকে ক্রমশ তাঁর রচনা সম্পর্কে পাঠকদের উৎসাহ বাড়ছে। 'Thyrza', 'The Nether World', 'New Grub Street' প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে গিসিং একটি বিশেষ জগতের সন্ধান দিতে চেয়েছেন। তাঁর রচনায় নীচুতলার অধিবাসীরা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে,—অথচ ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে শিল্পীর কাছে জীবনের প্রশ্নাবলী নিরুত্তর থেকে গেছে। কিপলিঙ্ (Rudyard Kipling) ১৯০৭ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, কিন্তু সেকথা সম্ভবত আমরা ভুলে গিয়েছি। সাম্রাজ্যবাদের একনিষ্ঠ সেবক এবং শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্বে চিরবিশ্বাসী এই লেখকটির ক্ষমতা সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান নই, কিন্তু একপেশে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাঁর অনেক রচনাই প্রথম শ্রেণীর শিল্পজনোচিত উৎকর্ষ লাভ করে নি। তাঁর রচনার প্রধান গুণ, যদি একান্তই তাঁকে মূল্য দিতে হয়, সাংবাদিক নিপুণতা। তথাপি 'Kim' গ্রন্থটিকে আমরা মনে রাখি

আজও; 'The Jungle Book' অথবা 'Captains Courageous' পড়তে ভালো লাগে। এছাড়া কিপলিঙ্ এর 'Barrack-room Ballads' তাঁকে একজন উল্লেখযোগ্য কবির মর্যাদা দিয়েছে। স্মরণীয় যে, কিপ্‌লিঙ্ ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন এবং লাহোর ও এলাহাবাদের দুটি পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজে জীবন শুরু করেন। আর্নল্ড বেনেট (Arnold Bennett) একটি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। ফরাসী দেশে বসবাস করবার সময় এক ফরাসী মহিলাকে বিবাহ করেন। পরে ইংল্যাণ্ডে চলে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আবার ফরাসী দেশে গিয়ে যুদ্ধে যোগদান করেন তথ্য-অধিকর্তা হিসেবে। ১৯০৮ থেকে ১৯২৩ এর মধ্যে রচিত পাঁচটি উপন্যাসের জন্যই তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত: 'The Old Wives' Tale', 'Clayhanger', 'Hilda Lessways', 'These Twain' এবং 'Riceyman Steps'। এঁদের মধ্যে প্রথম তিনটি উপন্যাসই সাহিত্যে স্থায়িত্ব অর্জন করেছে। মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তদের নাগরিক জীবন প্রধানত বেনেটের উপজীব্য। ঐকান্তিকতা এবং বাস্তবমুখী দৃষ্টিভংগী তাঁর রচনার প্রসাদগুণ। নাট্যকার হিসেবেও বেনেটের পরিচিতি ছিল। 'Milestones' নাটকটি প্রতীকী তাৎপর্যে মণ্ডিত, একদা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

জন গলস্‌ওয়ার্দি (John Galsworthy) উপন্যাস এবং নাটক রচনায় সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। উকীল বাড়ির ছেলে গলস্‌ওয়ার্দি, হ্যারো এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ-ক্রম শেষ করে ওকালতি করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আইনব্যবসায় ভালো লাগলো না। টাকাপয়সাও ছিল অঢেল, রুচিবান মার্জিত এই যুবক অচিরেই সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করলেন। বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখলেন, তার মধ্যে অন্যতম 'The Island Pharisees'; কিন্তু 'The Man of Property' প্রকাশিত হলে তিনি অচিরেই একজন প্রথম শ্রেণীর লেখক বলে পরিগণিত হ'ন। তিনি দীর্ঘদিন বাদে 'In Chancery' এবং 'To Let' লিখে একটি পরিবারের পূর্ণাঙ্গ কাহিনী আমাদের কাছে পরিবেশন করলেন—পরবর্তীকালে যা 'The Forsyte Saga' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। এই গ্রন্থে ভিক্টোরীয় যুগ থেকে শুরু করে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত একটি বিরাট বিত্তশালী পরিবারের মহাকাব্য-সদৃশ কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। শুধু সচেতন

শিল্পবোধই নয়, পারিবারিক ঐতিহ্যের ভাঙচুর, নায়ক সোমস্ ফরসাইটের 'sense of possession', আইরিন -এর মত অসাধারণ চরিত্রের সুষ্ঠু প্রকাশ সব কিছু ধরা পড়েছে গলস্‌ওয়ার্দির রচনায়, ইংরেজী উপন্যাসের ধারায় যে কারণে তিনি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর রচনায় উচ্চকিত কোন সুর নেই, নরম এবং শান্ত মাধুর্যে গল্প এগিয়ে গিয়েছে—বিশ্লেষণের ভঙ্গিতে চরিত্রগুলি উন্মোচিত হয়েছে পাঠককে যা কখনোই আঘাত দেয় না, বরং অন্তর্মুখী করে তোলে। এই উপন্যাস তিনটি (trilogy) এখানেই শেষ হয় নি, তিনি একে আরও টেনে নিয়েছেন 'Swan Song' অবধি, যা পরপর কয়েকটি উপন্যাসের শেষ কিস্তি। সমাজসচেতন এই শিল্পী আরও কিছু উপন্যাস আমাদের উপহার দিয়েছেন যার মধ্যে 'The Country House', 'The Patrician', 'Maid in Waiting' উল্লেখযোগ্য। ১৯৩২ এ গলস্‌ওয়ার্দিকে সাহিত্যসৃষ্টির জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

হার্ডি থেকে ১৪ বছরের ছোট এবং গলস্‌ওয়ার্দি থেকে প্রায় ১৪ বছরের বড় অস্কার ওয়াইল্ড (Oscar Wilde) শুধু ইংরেজী নয়, ইউরোপীয় সাহিত্যেই একটি আশ্চর্য নাম। কি না লিখেছেন তিনি! উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ। বিদ্যুৎচমকের মত প্রতিটি লেখা—বেশী নয়, কিন্তু ওয়াইল্ডের এমন কোন রচনা নেই যা কোন পাঠক অবহেলায় ফেলে দিতে পারেন। মাত্র একটি উপন্যাসই 'The Picture of Dorian Gray' প্রতীকী তাৎপর্যে বহু আধুনিকদের অগ্রদূত। 'The Selfish Giant' বা 'The Happy Prince' এর মত গল্প বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ। 'De Profundis' এ যে চিন্তার খোরাক রয়েছে তা বহু লেখককে, কবিকে, দার্শনিককে ভাবাবে ; আর জেলখানায় বসে লেখা 'The Ballad of Reading Gaol' এর মত কবিতা এখনো আমাদের কাছে স্মরণীয়। এই বিতর্কিত মানুষটি 'শিল্পের জন্যই শিল্প' এই তত্ত্ব প্রচার করে গেছেন সারাজীবন—শিল্পের নিজস্ব আনন্দই শিল্পসৃষ্টির প্রথম ও শেষ কথা, এর সঙ্গে নীতিবাদের কোন সংযোগ নেই ; তাঁর সম্পর্কে সেজন্য আমরা 'aesthete' শব্দটি প্রয়োগ করে থাকি।

ঈষৎ পরবর্তীকালের নামী লেখকদের মধ্যে সমারসেট মম (W. Somerset Maugham) বয়সে বড়। ১৮৭৪ এ জন্মে ৯১ বছর বেঁচেছিলেন তিনি

এবং সারা জীবনে যেমন প্রভূত লিখেছেন তেমনি সম্মান এবং জনপ্রিয়তা জীবিতকালেই লাভ করেছেন—যা অতি অল্প লেখকের ভাগ্যেই ঘটে থাকে। প্যারিসে জন্মালেও শিক্ষা ইংল্যাণ্ডে। পেশায় ডাক্তার (স্মরণীয় 'বনফুল', Mukherji, Balaichand) এই মানুষটি উপন্যাস, নাটক এবং গল্প, সাহিত্যের এই ত্রিধারায় সমানে কলম চালিয়েছেন। তাঁর বহু পরিচিত রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে 'Of Human Bondage', 'The Razor's Edge'; এর পরই নাম করতে হয় 'The Moon and Sixpence' এবং 'Cakes and Ale'. তাঁর জীবনের প্রথম যুগের লেখা 'Liza of Lambeth' ডাক্তারি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা—এবং 'Of Human Bondage' এ রয়েছে আত্মজীবনের সমীক্ষা, যার মূল সুর সম্ভবত হতাশাবোধে নিহিত। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে 'A Man of Honour', 'Penelope', 'The Circle' উল্লেখযোগ্য। ই. এম. ফর্স্টার (E. M. Forster) হলেন বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভাবান লেখক, কেম্‌ব্রিজের ফেলো এই সাহিত্যিক নানা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন, প্রথম দিকের দু' তিনখানা বই খুব উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে লেখা 'Howard's End' এবং বিশ্বযুদ্ধের পরের রচনা 'A Passage to India' তাঁকে খ্যাতি এনে দেয়। এ ছাড়া তাঁর বেশ কয়েকটি গল্পসংকলন, প্রবন্ধ (বিশেষত রাজনৈতিক ধরণের) জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশক পেরিয়েও যে তিনজন ঔপন্যাসিকের লেখা আমাদের রীতিমত ভাবাচ্ছে তাঁরা হলেন ভার্জিনিয়া উলফ্, ডি. এইচ. লরেন্স এবং আলডুস হাক্সলি (Virginia Woolf, D. H. Lawrence and Aldous Huxley)। ভার্জিনিয়া উলফ্ এর পিতা লেসলি স্টিফেন একজন দক্ষ সমালোচক ছিলেন এবং তাঁদের পরিবারে সংস্কৃতি শিক্ষা রুচি ইত্যাদি বিষয়গুলিকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হ'ত। ত্রিশ বছর বয়সে শ্রীমতী উলফ্ -এর বিবাহ হয় এবং তিনি পুরোপুরি সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৫ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'The Voyage Out' প্রকাশিত হয়, কিন্তু তেমন সাড়া জাগায় নি। সাত বছর পরে 'Jacob's Room' গ্রন্থে তিনি তাঁর স্বকীয় ক্ষমতার পরিচয় দিতে সক্ষম হ'ন। এই বইতে বিচ্ছিন্ন চিন্তাভাবনার এক নিপুণ অথচ সংহত বর্ণনা পাচ্ছি যা মানবমনের অন্তর্নিহিত অবচেতন থেকে উৎসারিত।

একজন ইতিহাসকার বলছেন : These momentary impressions, which shift and dissolve with the bewildering inconsequence of real mental processes, are revealed by the use of the internal monologue ; এবং এই পদ্ধতির মধ্য দিয়েই অবশেষে ফুটে উঠেছে একটি স্বকীয় চিন্তাধারার ব্যাপ্তি যার উৎস গভীর চৈতন্যে নিহিত।[৮] 'Mrs. Dalloway' উপন্যাসে এই রীতির আরো সার্থক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ত্রিশের দশকে লেখা 'The Waves' উপন্যাসটিও এই শিল্পকৌশলের পরিণত রূপ। 'Orlando, A Biography' বইটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যদিও ভার্জিনিয়া উলফ্, সাধারণ বিচারে, মোটেই জনপ্রিয় লেখিকা নন। তাঁর রীতি সম্বন্ধে একালের একজন লেখক সুন্দর বলেছেন।[৯] তাঁর সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধরচনার মধ্যে 'The Common Reader' বহু পঠিত গ্রন্থ। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবনে লরেন্স উপন্যাস, গল্প এবং কবিতা সমানভাবে লিখে গেছেন এবং যদিচ বিশ্বের সাহিত্যরসিক তাঁকে 'Sons and Lovers' এবং অশ্লীলতার-দায়ে-দণ্ডিত উপন্যাস 'Lady Chatterley's Lover' এর জন্যই চিনে থাকেন, তথাপি তাঁর কবি-খ্যাতিও কিছু কম নয়। বরং লরেন্স -এর বিষয়ে একটা কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তাঁর উপন্যাস এবং কবিতাবলী যেন পরস্পর পরিপূরক। কবিতা এবং উপন্যাস রচনা তাঁর সমানভাবে পাশাপাশি চলেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এক জর্মান মহিলাকে বিবাহ করবার ফলে তাঁকে স্বদেশে বেশ হেনস্তা হতে হয় এবং ফলস্বরূপ যুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে বেড়াতে হয়। এই সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি কাজে লাগিয়েছেন তাঁর রচনায়। 'The White Peacock' বা 'The Trespasser' খুব সার্থক উপন্যাস নয়, কিন্তু ১৯১৩তে প্রকাশিত 'Sons and Lovers' বইতে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক রূপে বিবেচিত হন। শিল্পকৌশলের দিক থেকে 'Aaron's Rod' কে পরিণত রচনা বলা চলে। মৃত্যুর দুবছর আগে প্রকাশিত 'Lady Chatterley's Lover' গ্রন্থ নিয়ে সারা বিশ্বে নীতিবাদ -প্রসঙ্গে ঝড় ওঠে। বইটির অসাধারণ শিল্পগুণ সত্ত্বেও এর অশ্লীলতা নিয়ে বিভিন্ন মহলে তীব্র আলোড়ন হয় এবং শেষ পর্যন্ত কোর্ট-কাছারি শুরু হয়ে যায়। ফলস্বরূপ ইংল্যাণ্ডে বইটির প্রচার বন্ধ হয়ে গেল। নরনারীর দেহজ

মিলন বিষয়ক প্রচলিত ধ্যানধারণা সম্পর্কে লরেন্স একটি বৈপ্লবিক মনোভঙ্গির পরিচয় রেখেছেন এই গ্রন্থে। মানবপ্রবৃত্তিকে তিনি স্বাভাবিক আবরণহীন রূপে দেখতে চান যেমন গাছ থেকে সহজ ভাবেই ফুল ফোটে, ফুল থেকে ফল হয়,—তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুতেও এজাতীয় ধারণা নানা জায়গায় প্রকাশময়। বেশ কয়েকটি কবিতাগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'Amores', 'New Poems', 'Tortoises', 'Pansies' ইত্যাদি। মৃত্যুর পর একটি কাব্যসংকলন প্রকাশিত হয় 'Last Poems'; ১৯৩০ -এ এই প্রতিভাবান নিঃসঙ্গ মানুষটি মারা যান। আলডুস্ হাক্সলি, (কেউ কেউ বাংলায় লিখেছেন অ্যালডাস্) যদিচ ঔপন্যাসিক, কিন্তু আমার তাঁকে মনে হয় প্রধানত একজন চিন্তাশীল দার্শনিক, যিনি জীবন এবং জগতের সুন্দরকে একটি ধারণার (concept) মধ্যে দেখতে চান। সেই সব ধারণা কখনো মানবিক মূল্যবোধকে, কখনো বা নীতিতত্ত্বকে কেন্দ্র করে হতে পারে, তেমনি পারে সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত সুষমাকে ঘিরে—অথবা হতে পারে মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎকে নিয়ে। এই সব চিন্তাভাবনাকেই তিনি উপন্যাসে রূপ দিতে চেয়েছেন কোথাও প্রতীকী ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে, কোথাও বা সরাসরি। 'Eyeless in Gaza', 'Those Barren Leaves', 'Point Counter Point' কিম্বা 'Brave New World' এই সমস্ত মননশীলতার দলিল। হাক্সলি একজন গভীর চিন্তাশীল লেখক, যাঁর রচনার সুরটি 'high seriousness' এর পর্যায়ে পড়ে। এমন এক ধরণের 'intellectual food' তাঁর লেখায় পাওয়া যায় এবং একটি বিশিষ্ট রচনাভঙ্গি, যে এক সময় একাধিক বাঙ্গালী লেখক[১০] এবং সমালোচককে[১১] তিনি রীতিমত প্রভাবান্বিত করেছিলেন। এ দেশে নয় শুধু, স্বদেশেও। তাঁর গ্রন্থগুলির নামের মধ্যে ভারি একটি কাব্যমাধুর্য আছে—'The Burning Wheel', 'Crome Yellow' বা 'Antic Hay' প্রতিটি নামেই এই লেখকের আন্তর শিল্পীকে কাছে পাই। 'After Many a Summer' এবং 'Time must have a Stop' বই দুটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব ও পর অধ্যায়ে রচিত—লেখক তখন ক্যালিফোর্নিয়ায়। 'Jesting Pilate' তাঁর প্রবন্ধ সঙ্কলনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। হাক্সলির 'Point Counter Point' গ্রন্থ সম্বন্ধে লরেন্সের একটি উক্তি দিয়ে আলোচনা শেষ করি।[১২] বিমল করের উপন্যাসে এই তিনজন লেখককে হয়তো পেতে পারি।

প্রিস্টলি (J.B. Priestley) আধুনিক সাহিত্যের এই পর্যায়ে শেষ উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক। হাক্সলির প্রায় সমবয়সী এই লেখক উপন্যাস ছাড়াও সমালোচনা, প্রবন্ধ এবং নাটক লিখেছেন অজস্র ধারে। 'The Good Companions' বইটিতে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। 'Angel Pavement' এবং 'Daylight on Saturday' অপর দুটি বহুপঠিত গ্রন্থ। Laburnum Grove' বা 'When We Are Married' তাঁর নাটকগুলির মধ্যে জনপ্রিয় এবং 'The English Comic Characters' ও 'The English Novel' উল্লেখযোগ্য সমালোচনা গ্রন্থ। এই লেখক বিষয়ে নীতিশ বসুর বইটি পড়া যেতে পারে।

নাটক এবং জর্জ বার্নার্ড শ

বার্নার্ড শ'র ৯০তম জন্মদিনে কবি জন মেসফিল্ড (John Masefield) একটি সুন্দর কবিতা আমাদের উপহার দিয়েছিলেন। কবিতার কয়েকটি পংক্তি :

There the old playthings with their lovers lie ;
But he remains, the bright mind ever young,
The glorious great heart, the witty tongue,
Erasing Shaw, who made the folly die.

মেসফিল্ড কবিতাটি শেষ করেছেন আন্তরিকভাবে

let us have more sense,
And call a splendour great while he remains.

উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে বার্নার্ড শ প্রচণ্ড ঝড় তুলেছিলেন—শুধু নাট্যকার বলে নয়, নাটকের মধ্য দিয়ে তাঁর যে সমস্ত বক্তব্য তা ভয়ানকভাবে ভিক্টোরীয় মানসিকতাকে ধাক্কা দিয়েছিল। আর মননশীলতার এমন কোন ক্ষেত্র নেই যা তিনি তাঁর রচনার অন্তর্ভুক্ত বিষয় করেন নি।[১৩] এবং সে কারণেই দেখি, গিলবার্ট ম্যারে বা ম্যাক্স বিয়ারবম্ এর (Gilbert Murray, Max Beerbohm) মত বিদগ্ধ রসিক, ওয়েলস্ (H. G. Wells) এর মত চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব, জোড (C. E. M. Joad) এর মত দার্শনিক, বার্ণাল (J. D. Bernal) এর মত বিজ্ঞানী, মরিস ডব (Maurice Dobb) এর মত অর্থনীতিবিদ্ এবং আলডুস হাক্সলি (Aldous Huxley) র মত

চিন্তাশীল লেখক,—সবাই একদা-বিতর্কিত মানুষটিকে অন্তরের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। শ বিষয়ে হাক্সলির উক্তি খুবই প্রাসঙ্গিক 'When an enormous talent places itself at the service of sweet reasonableness, the sapient and aesthetic sides of human beings respond with enthusiasm';[১৪] একথা অসঙ্গত মনে হবে না যদি আমরা জানি এই sarcastic, humorous এবং witty মানুষটি প্রথম জীবনে ছিলেন সঙ্গীতের ভক্ত, তৎকালীন দুটি পত্রিকায় তিনি (The World, The Star) শিল্প, সঙ্গীত এবং নাটকের সমালোচনা করতেন। মাতার কাছে পেয়েছিলেন অসাধারণ রুচি, সংযম এবং প্রতিভাদীপ্ত মননশীলতা; কবিতা পড়তে ভালোবাসতেন। কিন্তু একই সঙ্গে তথাকথিত ভিক্টোরীয় সমাজের অবক্ষয়ী চেতনাকে জর্জরিত করতেন সুযোগ পেলেই। মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা করেছেন, অর্থনীতি, সমাজনীতি, জীববিদ্যা, জ্ঞানের বিচিত্র বহুমুখী দিকে তাঁর পদসঞ্চার হয়েছে আমরা জানি, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার বিশিষ্ট স্বাক্ষর রেখেছেন এবং লক্ষ্যণীয়, তিনি কখনোই জনপ্রিয়তার মুখোস পরে কথাবার্তা বলেন নি।

১৮৫৬ সালে ডাবলিনে জন্মে এই আইরিশ যুবক কুড়ি বছর বয়সে লণ্ডনে আসেন—এবং ইংল্যাণ্ডকে আয়ার্ল্যাণ্ডের পদানত করেন, যুদ্ধ করে নয়, কলম চালিয়ে এবং তাও অনেক সময় গালমন্দ করে, বলেছেন এক বিশিষ্ট জীবনীকার[১৫] বেশ মজা করে: Seventy years have passed since Bernard Shaw invaded England. "Invade", of course, is the only possible word.

যৌবনকালে তিনি Fabian Socialism এর প্রবক্তা হয়ে উঠলেন বন্ধু এবং বন্ধুপত্নী সিডনী এবং বিয়েত্রিচ ওয়েব -এর সংস্পর্শে। তাঁর ওপর প্রভাব ফেলেছেন দার্শনিক নীট্শে, নাট্যকার ইবসেন, সঙ্গীতজ্ঞ হ্বাগনার এবং অর্থনীতিবিদ কার্ল মার্কস্ (Nietzsche, Ibsen, Vagnar, Kārl Marx); কিন্তু তিনি কি বিশেষ কোন আদর্শকেই জীবনের ধ্রুবতারা মনে করেছেন। মনে তো হয় না। তাঁর নিজস্ব চিন্তাশীলতা এতো বিশিষ্ট এবং ব্যক্তিত্ব এত প্রখর এবং স্বাবলম্বী ছিল যে তিনি নিজেই নতুন পথ তৈরী করেছিলেন। প্রথম জীবনে উপন্যাস লিখেছিলেন

'The Irrational Knot', 'Love among the Artists', 'Cashel Byron's Profession' এবং 'An Unsocial Socialist'; শেষ বইটির রচনাভঙ্গি বড় সুন্দর, স্নিগ্ধ অনুপম কাহিনীবিন্যাস। শ'র প্রতিভা এতে পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নি সত্য, কিন্তু ভবিষ্যৎ লেখকটির চিন্তাভাবনা কোন্ দিকে যাবে তা আন্দাজ করা কষ্টকর নয় এইসব উপন্যাস পাঠে। তাঁর প্রথম নাটক একটি কমেডি, 'Widower's House' ১৮৯৩ সালে অভিনীত হয়, তারপর থেকে একে একে নাটক রচনা এবং অভিনয় চলতে থাকে: 'The Philanderer', 'Mrs. Warren's Profession', 'Arms and the Man', 'Candida', 'The Men of Destiny' এবং 'You Never Can Tell'; এর মধ্যে উল্লিখিত নাটকগুলির প্রথম তিনটি 'Unpleasant' এবং পরবর্তীগুলি 'Pleasant' চিহ্নিত হয়ে 'Plays Pleasant and Unpleasant', নামে ১৮৯৮তে প্রকাশিত হয়। তখন শ রীতিমত নাট্যকার। 'Three Plays for Puritans' সিরিজ-এ তিনখানি নাটক ছিল 'The Devil's Disciple', 'Caesar and Cleopatra', 'Captain Brassbound's Conversion'; ১৯০৩-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, অন্তত শ'র খিসীস বিষয়ে, নাটক হল 'Man and Superman'; অপর নাটকগুলিও কম মূল্যবান নয় 'John Bull's Other Island', 'Major Barbara', 'The Doctor's Dilemma', 'Androcles and the Lion', 'Pygmalion'। 'Back to Methuselah' এবং 'Saint Joan' শেষ দিকের রচনা, ১৯২০ এবং ১৯২৩-এর। এ ছাড়াও ছিল 'Getting Married', 'Misalliance', 'Heartbreak House; একজন ইতিহাসকার জানাচ্ছেন ১৯২৩ এ 'St Joan' -এর পর অবশ্য শ আর তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু লেখেন নি। কিন্তু ১৯২৩-এ শ এমনই একজন ব্যক্তিত্ব যে তিনি যা লিখেছেন তাই সাহিত্যের ইতিহাস হয়ে গেছে। এরকম কয়েকটি হ'ল 'The Apple Cart,' 'On the Rocks', 'The Six of Calais', 'The Millionairess' এবং শেষ গ্রন্থ 'Buoyant Billions', ১৯৪৯-এ লেখা। শ'র নাটকগুলির মুখবন্ধ (Preface) তাঁর নাটকের মতই উল্লেখযোগ্য, কিন্তু এই সব গদ্য রচনা ছাড়াও তাঁর 'Quintessence of Ibsenism', 'Dramatic Opinions and Essays', 'The Intelligent Woman's Guide to Socialism' এবং 'Everybody's Political What's What' গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ

সংকলন। নিরলস, পরিশ্রমী, চিন্তাশীল, বিতর্কিত মানুষটি কখনো পরাজয় স্বীকার করেন নি,—'By the end of the first World War Shaw became a cult'; ১৯২৫-এ তাকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ১৯৪৯এ Shaw Festival হলে নতুন উদ্যমে শেষ নাটক 'Buoyant Billions' লেখেন তিনি, উৎসবে অভিনয়ের জন্য। ১৯৫০-এ শ'র মৃত্যু সারা বিশ্বের সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠার প্রধান ঘটনা বলে চিহ্নিত হল।

শ'র নাটক 'Arms and the Man' এই সর্বপ্রথম ভাবী নাট্যকারের বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়ে। একটি সৈনিক-চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবাবেগ,—যাকে প্রায় রোমান্টিকধর্মী বলা চলে,—ঘটনাবলীকে উত্তাপ এনে দিয়েছে। 'It was the first of the true Shavian plays' বলেছেন এক সমালোচক। 'Caesar and Cleopatra' নাটকে নায়ক চরিত্রকে আদর্শ এবং বীরোদাত্ত করবার প্রচেষ্টায় একটা ক্লাসিক ঋজুতা দান করছেন শ। বক্তব্যের দিক থেকে 'Man and Superman' সবচেয়ে বলিষ্ঠ—life force' বিষয়টি শুধু চিন্তা এবং বিশ্লেষণের মধ্যে নিহিত ছিল না, তাকে প্রায় জীববিদ্যার তত্ত্বকথার স্তরে টেনে নিয়ে গেছেন নাট্যকার। বেশ কয়েকটি নাটকে যেমন সামাজিক সমস্যাবলী প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে আবার কোথাও কোথাও ধর্মচিন্তা, বিশেষত ধর্মের অনুশাসন, শ'কে বিব্রত করেছে, যেমন 'St. Joan' নাটকে। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত হবে না যে শ'র নাটকগুলি বক্তব্যপ্রধান। মনুষ্যসংসারে প্রায় সমস্ত পরিধিতে তাঁর চিন্তাভাবনা ঘোরাফেরা করেছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর স্পষ্ট বক্তব্যকে তিনি সচেষ্টভাবে নাটকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। ফলস্বরূপ, তাঁর রচনাকে 'drama of ideas' বললে কিছুমাত্র অন্যায় হবে না। শ এরকম বলেছেন, 'I had been chiefly interested, as an atheist, in the conflict between science and religion'—শুধু তাই নয়, বিবাহ সম্বন্ধেও শ'র নিজস্ব মতামত আজকের দিনের পক্ষেও যথেষ্ট বিপ্লবী মনে হবে। এই মানুষটি জীবনে কখনো আদর্শের ব্যাপারে জোড়াতালি দেন নি, যা বিশ্বাস করেছেন সেমত আচরণ করেছেন এবং যা আচরণ করেছেন নাটকের মধ্য দিয়ে তাই আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। অনেক সময়েই তাঁকে মনে হবে ironical, লেখার ধাঁচে satire যত্রতত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু মানবিক সততা থেকে তিনি

ভ্রষ্ট হন নি। শিল্পকৌশলের দিক থেকে তিনি নিজস্ব একটি রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন, কারো কাছে তাঁকে হাত পাততে হয় নি। (বার্নার্ড শ'র শিল্পরীতি বিষয়ে সুবোধ সেনগুপ্ত মহাশয়ের বইটি পড়তে পারি)।

জোন্‌স এবং ওয়াইল্ড (Henry Arthur Jones, Oscar Wilde) দুজনেই শ'র চাইতে বয়সে সামান্য বড়। 'Drama of ideas' এর অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন জোনস, 'The Silver King' লিখে পরিচিতি লাভ করেন এবং নাটককেই জীবনের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। সারা জীবনে অজস্র নাটক লিখেছেন তিনি—এক ধরণের 'realism'-কে উপস্থিত করেছেন বারবার তাঁর নাটকাবলীতে। 'Saints and Sinners', 'Judah', 'Mrs. Dane's Defence' তাঁর পরিচিত নাটক। অস্কার ওয়াইল্ড -এর নাটকগুলি বর্তমান সময়েও জনপ্রিয়, যদিও তাঁর একটিমাত্র উপন্যাস প্রসিদ্ধি লাভ করলেও বর্তমানে বহুপঠিত নয়। দুটি নাটকে হাত মক্‌স করবার পর 'Salome'তে এসে তিনি রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করলেন—তৎকালে এই নাটকটি 'অপেরা' হিসেবে অভিনীত হয়েছিল। তারপর তিনি যে চারটি নাটক লিখেছিলেন প্রধানত তাদের জন্যই অস্কার ওয়াইল্ড স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। নাটকগুলি যথাক্রমে 'Lady Windermere's Fan', 'A Woman of No Importance', 'An Ideal Husband' এবং 'The Importance of Being Earnest' এই চারখানি নাটক, ১৮৯২ থেকে ৯৫, মাত্র তিন বছরে লেখা হয় আমরা জানি, শিল্প বিষয়ে ওয়াইল্ড -এর মতামত খুবই বিশিষ্ট ছিল এবং তা প্রায় বার্নার্ড শ'র বিপরীতধর্মী। তাঁর নাটকের আবেদন মননের কাছে, রূপের কাছে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার কাছে, বক্তব্য সেখানে বড় কথা নয়। সর্বশেষ উল্লিখিত নাটকটিতেই তিনি সার্থক শিল্পরূপ দান করতে সক্ষম হয়েছেন।

পিনেরো (A. W. Pinero) প্রথম জীবনে অভিনেতা ছিলেন এবং স্যার হেনরি আর্ভিং এর সঙ্গে কাজ করেছেন। বাস্তবধর্মী এই নাট্যকার সামাজিক সমস্যামূলক নাটকেই শেষ পর্যন্ত সাফল্য অর্জন করেছেন। পিনোরার নাটকগুলির মধ্যে 'The Magistrate' গোড়ার দিকে লেখা। 'The Second Mrs. Tanqueray' এবং 'The Notorious Mrs. Ebbsmith' যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে। জেমস্ ব্যারি (James Barrie) প্রথম জীবনে কিছু

গল্প উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু নাটক লিখতে এসে তিনি একটি নিজের রাস্তা খুঁজে পান—তৎকালীন কারো সঙ্গেই যেন তাঁর কোন মিল নেই, মনে হবে। ব্যারির বহুপরিচিত নাটকের মধ্যে 'Peter Pan' এবং 'A Kiss for Cinderella' স্বাদে বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র। নাট্যকার জন গলস্‌ওয়ার্দি (John Galsworthy) আমাদের মনযোগ দাবী করে, যদিও ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর অবদান অনেক বেশী। বাস্তবধর্মিতা বিশেষত সামাজিক সমস্যামূলক, কোথাও কোথাও লেবার এবং ক্যাপিট্যালের প্রত্যক্ষ সংঘাতজনিত নাটক রচনা করে তিনি স্বকালের দাবী মিটিয়েছেন! শিল্পরূপেও তা উৎরেছে কিন্তু কোন কোন নাটকের মধ্যে কোথায় যেন প্লট এবং চরিত্রচিত্রণে একটা 'mechanical monotony' রয়ে গেছে। 'The Silver Box', 'Strife' এবং 'Justice' তাঁর অতি জনপ্রিয় নাটক, যেগুলি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই লেখা হয়েছে। 'Loyalties' এবং 'Escape' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ -পরবর্তী রচনা।

ইয়েটস্‌ -এর নাটক বিষয়ে আলোচনা কবি ইয়েটস্‌ প্রসঙ্গে রয়েছে। তাঁর বন্ধু সিঞ্জ (J. M. Synge) আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসী। ডাবলিনে লেখাপড়া শিখেছেন। ১৯০৩ সালে তাঁর প্রথম নাটক 'The Shadow of the Glen' অভিনীত হয়। ইংল্যাণ্ডের নাটুকে-গোষ্ঠীর মূলত বাস্তববাদীএবং সমস্যাসঙ্কুল 'drama of ideas' থেকে এ যেন এক স্বতন্ত্র জগতে আমাদের নিয়ে যায়। আইরিশ জাতীয় নাট্যশালার জন্মলগ্ন থেকে এর সঙ্গে সিঞ্জের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর পরবর্তী প্রচেষ্টা 'Riders to the Sea' অত্যন্ত বলিষ্ঠ, বিয়োগান্ত নাটক—এই দু'টি নাটকেই রয়েছে জেলেদের জীবনের কাহিনী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' মনে পড়ে। 'The Tinker's Wedding' এবং 'The Playboy of the Western World' লেখা ১৯০৭ এ। শেষের বইটিতে তিনি খ্যাতির শিখরে পৌছেছিলেন বলা চলে। সিঞ্জের নাটকে এক ধরণের 'vitality' আছে যা তৎকালীন অন্যান্য নাটকে অনুপস্থিত ছিল। গদ্যে রচিত এইসব নাটকগুলির মধ্যে অজস্র অফুরন্ত কবিতার ধ্বনিসম্ভার সিঞ্জের মানসিক গঠনকে বুঝতে সাহায্য করবে। বর্ণনার ক্ষমতা এবং নিছক সৌন্দর্যদৃষ্টিতে খুব কম নাট্যকারই তাঁর কাছাকাছি পৌছুতে পেরেছেন।

ইংল্যাণ্ডের নাট্যজগতে একটি বিশিষ্ট নাম গ্র্যানভিল-বার্কার (H. Granville-

জর্জ বার্নার্ড শ : মধ্যবয়সে
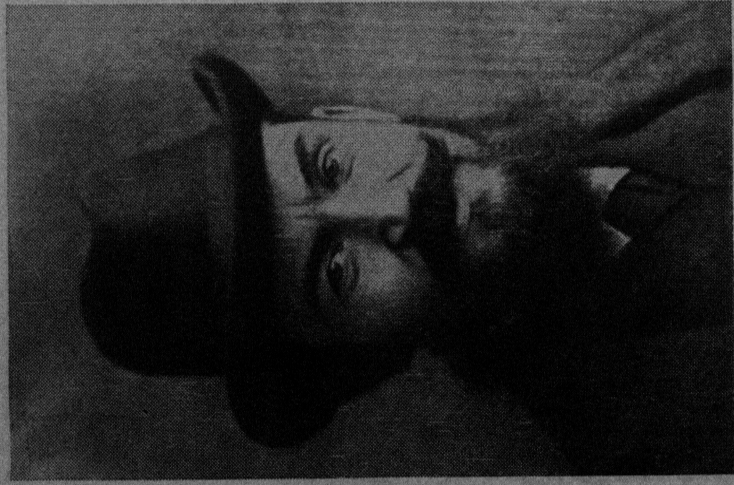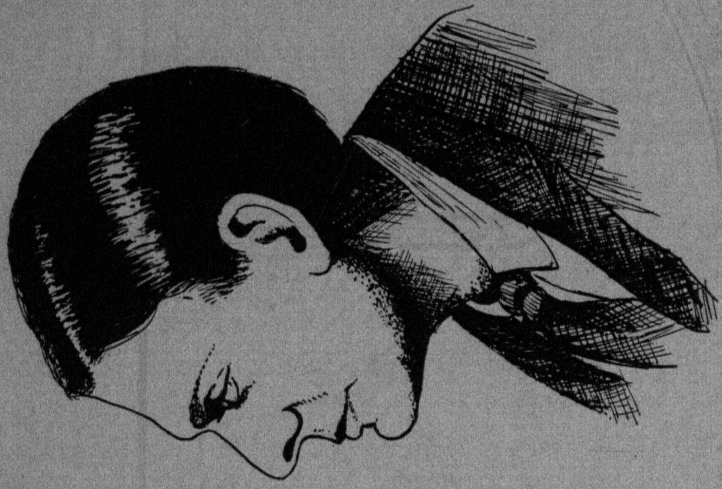
টমাস স্টার্নস্ এলিয়ট

Barker), শুধু নাট্যকার হিসেবে নয়, নাট্য-প্রযোজক এবং শেকস্‌পীরীয় সমালোচক হিসেবেও তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন মনে হয়। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'Waste' 'The Secret Life' প্রভৃতি পরিচিত। তাঁর নাটকের সারাৎসার বোধহয় সঠিক বলেছেন একজন : 'Hating sentimentality in any form, he is essentially intellectual in his treatment'; চরিত্রসৃষ্টিতে এবং স্বাভাবিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে জীবনকে ফুটিয়ে তোলায় তিনি নিপুণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। সীন ও'কেসি (Sean O' Casey), নোয়েল কাওয়ার্ড (Noel Coward), জেমস ব্রিডি (James Bridie,—পেশায় ডাক্তার ছিলেন প্রথম জীবনে, যাঁর এটি ছদ্মনাম) এবং বিশেষত মিলনে এবং মুনরো (A. A. Milne, C. K. Munro) নাট্যজগতে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। মিলনের নাটক 'Mr. Pim Passes By', 'The Dover Road' এবং মুনরোর 'At Mrs. Beam's' সমকালে উজ্জ্বলচিহ্নিত নাটক।

আধুনিক যুগে, বরং সঠিক বলা চলে ভিক্টোরীয় যুগের শেষ দিক থেকে, কাব্যনাটক লেখার একটা ধারা লক্ষ্য করা যায়। স্টিফেন ফিলিপস (Stephen Phillips), গর্ডন বটমলে (Gordon Bottomley), ড্রিঙ্কওয়াটার (John Drinkwater), লর্ড ডানসেনি (Lord Dunsany) ইত্যাদি যে ধারার প্রচলন করলেন তার উৎকর্ষ বোধহয় এলিয়টের কাব্যনাটকে (নাকি, নাট্যকাব্য ?)।

কবিতা

আধুনিক মানসিকতায় চিহ্নিত কবি টমাস হার্ডির প্রসঙ্গ কিছু পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। হার্ডির কনিষ্ঠ দুই কবি রবার্ট ব্রিজেস (Robert Bridges) এবং হপ্‌কিন্স (Gerard Manley Hopkins) একই সময়ে ১৮৪৪ সালে জন্মেছেন, কিন্তু কাব্যরচনায় দুজনার মানসিকতা সম্পূর্ণ পৃথক। শেষ ভিক্টোরীয় কবিতার ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন রাজকবি ব্রিজেস বিশ শতকে এসেও, যদিচ আধুনিক ইংরেজী কবিতার স্পষ্ট সূচনা 'A Passer-by' কবিতায় পাওয়া যাচ্ছে :

> Whither, O Splendid ship, thy white sails crowding,
> Leaning across the bosom of the urgent West,

কিন্তু হপ্‌কিন্স উনিশ শতকের সত্তর আশী দশকে যে কবিতা লিখেছেন (ধন্যবাদ

তাঁর কবি-বন্ধু ব্রিজেসকে, যাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা হপ্‌কিন্সের কবিতাবলী পেয়েছি) অতি-আধুনিকদেরও তা রীতিমত বিব্রত করেছে। প্রায় তিরিশ বছরের সময় ব্রিজেসের কবিতাগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তারপর কুড়ি বছর ধরে তাঁর বহু উজ্জ্বল গীতিকবিতা আমরা উপহার পেয়েছি যার মধ্যে 'A Passer-by' 'London Snow', 'I Will not let Thee go' প্রভৃতি স্মরণীয়। 'Eros and Psyche' দীর্ঘ কবিতা, কাব্যসুষমার চেয়ে কাব্যকুশলতাই যেখানে প্রধান মনে হয়। ১৯১৪-তে প্রকাশিত 'Later Poems' -এ তৎকালীন সময়ের স্মৃতিচিত্র রয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রকাশিত 'October and Other Poems' এবং 'New Verse' কাব্যগ্রন্থ দুটিতে আবার ব্রিজেসের কবি-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর বহু-আলোচিত 'The Testament of Beauty' তে বক্তব্য প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে, মাঝেমধ্যে মনে হয় যেন একজন দার্শনিক কবিতা লিখবেন বলে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। কিছু নাটক এবং সমালোচনা গ্রন্থও তিনি লিখে গেছেন। ১৯১৮ তে, হপ্‌কিন্সের মৃত্যুর ২৯ বছর বাদে, ব্রিজেস্ 'Poems of Gerard Manley Hopkins', প্রকাশ করেন যা কবিতার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। হার্ডির সমবয়সী কবি ডবসনকে (Henry Austin Dobson) আজকের দিনে 'minor poet' আখ্যা দিলেও বেশ কিছু স্মরণীয় কবিতা তিনি লিখেছিলেন, 'A Garden Song' তেমনি একটি কবিতা। ও'সনেসি (Arthur E. O' Shaughnessy) কবি ব্রিজেস -এর সমবয়সী, কিন্তু ভিক্টোরীয় ঐতিহ্য থেকে উত্তরণের চেষ্টা করেছেন মনে হয়। যেমন একটি পংক্তি

Her pale robe clinging to the grass
Seem'd like a snake (Song)

আর দুজন কবির নাম করা যেতে পারে, ওয়াটসন এবং নিউবোল্ট (William Watson, Henry Newbolt)।

হপ্‌কিন্সের কবিতার জন্য আমরা ব্রিজেস্ -এর কাছে ঋণী, আগেই বলা হয়েছে। লেখাপড়ায় অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী এই যুবক অল্পবয়সে যেসব কবিতা লিখেছেন তাতে কীটসের প্রভাব ছিল প্রধানত। ইন্দ্রিয়ানুভূতির সেই সকল কবিতা, ১৮৬৮ সালে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে পুরোপুরি দীক্ষিত হবার পর, এই কবি পুড়িয়ে ফেলেন। সাত বছরের নীরবতার পর হপ্‌কিন্স লিখলেন 'The

Wreck of the "Deutschland"—যার মধ্যে পাওয়া যাবে 'bold experiments in verse and the free flights of his intuitive thoughts'; এই কবিতা তৎকালীন অন্য কবিদের রচনা থেকে পৃথক হয়ে গেছে কোথায়? উত্তর দিয়েছেন একজন, 'in his attempt at introducing internal rhyme, unorthodox syntax, sprung-rhythm' ইত্যাদি বিষয়গুলি। 'Sprung rhythm'কে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: each foot contains one stress... followed by any number of unstressed syllables; হপ্‌কিন্স মনে করতেন, কাব্যরীতিতে Sprung rhythm ই হচ্ছে 'the least forced, the most rhetorical and emphatic of all possible rhythms'; শব্দকে নিয়ে অনেক ছিনিমিনি খেলেছেন তিনি, যুগ্ম-শব্দ ব্যবহারের কৌশলেও নতুনত্ব ছিল। বস্তুত, বর্তমান কালের বহু কবিকে, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, হপ্‌কিন্স বেশ প্রভাবান্বিত করেছেন। আর দুজন কবি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য, থমসন ও মেনিল (Francis Thompson, Alice Meynell)। থমসনের 'The Hound of Heaven'-এ একটি বিশেষ মহিমা এবং তাৎপর্য আছে যা যত্রতত্র মিলবে না। এই তিনজন কবিই ধর্মবোধে প্রচণ্ড আস্থা রেখেছেন সারাজীবন। জর্জ রাসেল (George Russell—A. E. নামে পরিচিত) এবং হাউসম্যান (A. E. Housman) দুজনই ইয়েটস্‌ -এর পূর্বসূরি। হাউসম্যানের 'A Shropshire Lad' নিসর্গ বর্ণনার জন্য বিশিষ্ট, অথচ সেই সঙ্গেই একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস্‌

১৯৩৯ সালে ২৮ জানুয়ারী ইয়েটস্‌ (William Butler Yeats) মারা গেলে ডাবলিনে অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায় টি. এস. এলিয়ট আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন প্রয়াত কবি বিষয়ে বলবার জন্য। ইয়েটস্‌ সম্বন্ধে দুটি মন্তব্য করেছিলেন তিনি যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক; বিশেষত এলিয়ট বলেছিলেন বলেই তা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, ইয়েটস্‌কে 'the greatest poet of our time' বলে উল্লেখ করেছিলেন। পরে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, 'Yeats was one of those who are a part of the consciousness of their age'. বড় কবির

লক্ষণ, রবীন্দ্রনাথ কোন প্রবন্ধে অনেকটা এরকম বলেছিলেন, একই সঙ্গে যুগধর্ম ও কালধর্মের প্রতিবিম্বিত চেতনার অধিকারী হওয়া। ইয়েটস্ -এর কাব্যে দুটি পৃথক যুগ—যা সহজেই স্বতন্ত্রচিহ্নিত করা যায়—দুটি স্বতন্ত্র কবিসত্তার প্রতিফলন, কালধর্ম এবং যুগধর্ম পরপর সেখানে বিধৃত হয়ে আছে। ইয়েটস্ -এর প্রভাব এলিয়টের মতই, সুদূরবিস্তৃত। বাংলাদেশের কবি[১৬] মহলে ইয়েটস্ প্রচণ্ড ঢেউ তুলেছিলেন একদা।

আইরিশ কবি ইয়েটস্ কিন্তু জীবনের নানা সময়েই ইংল্যাণ্ডের মূল ভূখণ্ডে কাটিয়েছেন, লণ্ডন শহরে, মিশেছেন সাহিত্যিক আড্ডায়। বস্তুত, কবির এক পূর্বপুরুষ জার্ভিস্ ইয়েটস্ ছিলেন ইয়র্কশায়ারের অধিবাসী। তিনিই সর্বপ্রথম ডাবলিনে গিয়ে সুতোর ব্যবসা করে বেশ দুপয়সা করলেন। কবির প্রপিতামহের আনুপূর্ব ইতিহাস পাচ্ছি আমরা ; তিনি ছিলেন যথেষ্ট শিক্ষিত, রুচিবান, এমনকি ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকার সহ-সম্পাদকও ছিলেন। বাবা জন বাটলার ইয়েটস্ কবির জীবনে ছিলেন প্রকৃতই আশীর্বাদ-স্বরূপ। শিল্পী, লেখক ও দার্শনিক এই লোকটি ইয়েটস্ -এর প্রতিভা সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ এবং সচেতন ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর বংশগৌরবও ছিল অসাধারণ। ১৮৬৫ -তে জর্জভিল -এ কবি জন্মান, রবীন্দ্রনাথের জন্মের ৪ বছর বাদে (ইয়েটস্ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা আসা স্বাভাবিক একাধিক কারণে)। কবির মাত্র ৭ বছর বয়সে তাঁর পিতৃদেব স্ত্রীকে চিঠিতে জানাচ্ছেন 'Willy is sensitive , intellectual and emotional' সেকারণে বড় হবার পর স্কুলের শিক্ষাশেষে তিনি ছেলেকে আর্টস্ কলেজে ভর্তি করেন চিত্রশিল্প শেখবার জন্য। ৯ বছর বয়সে লণ্ডনে এবং ১৫ বছর বয়সে আবার আয়র্ল্যাণ্ডে ফিরে আসেন কবি পিতামাতার সঙ্গে। কৈশোরে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং টেনিসন তাঁর প্রিয় কবি ছিল। কবিতা লেখা শুরু হয়ে যায় অল্প বয়সেই এবং ১৯ বছরে তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত কবিতা পাচ্ছি, ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয় রিভিয়ু-তে, যার মাত্র দুটি পংক্তিই ভবিষ্যৎ কবিকে চিনতে সাহায্য করবে :

What do you build with sails for flight ?
I build a boat for sorrow···

সেসময় তাঁর মনের আকাশে আরো দুজন কবি জড়ো হয়েছেন, স্পেন্সার এবং

শেলী। পিতৃদেব ছেলের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে ডাউডেন-কে (Edward Dowden) লিখলেন 'he is a poet I have long believed'; এর পরপর 'Contemporary Club'-এ যাতায়াত শুরু করলেন, বন্ধু জুটে গেলেন জর্জ রাসেল (George Russell : A. E.) এবং জন ও'লেয়ারী (John O'Leary); মোহিনী চ্যাটার্জি নামক এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সাথে পরিচয়ে 'Orient' -এর প্রতি দুর্বার আকর্ষণ বোধ করেন—একটি কবিতাও লিখেছিলেন তাঁকে নিয়ে, আমরা জানি। ১৮৮৭ ৯১ তিনি ছিলেন লণ্ডনে। লেখা হ'ল 'The Wanderings of Oisin'; এই কাব্যগ্রন্থের ভালো মন্দ দুরকম সমালোচনাই প্রকাশিত হ'ল। কবি নিজেই জানাচ্ছেন, তাঁর 'first good lyrics' হচ্ছে 'A Cradle Song', The Lake Isle of Innisfree', এবং 'The Man Who dreamed of Faeryland'; এসময় অস্কার ওয়াইল্ড (Oscar Wilde) -এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল।

ব্লেকের প্রতিও তাঁর আগ্রহ দেখা যায় এসময়, প্রধানত পিতৃদেবের মাধ্যমে। 'Countess Cathleen' প্রকাশিত হ'ল—এবং তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু হ'ল মড গন (Maud Gonne) নামক আশ্চর্য প্রতিভাদীপ্ত এবং রহস্যময়ী রমণীর পরিচিতি লাভে। ইয়েটস্ -এর যৌবনের এবং প্রায়-প্রৌঢ় বয়সের বহু দিনরজনী এই নারীর স্বপ্নে কেটেছে। কিন্তু সাহিত্যচর্চা ছিল অক্ষুণ্ণ; প্রকাশিত হ'ল 'The Celtic Twilight'; এবং 'The Land of Heart's Desire'; ১৮৯৪ তে লণ্ডনের একটি থিয়েটারে এই নাটকটি অভিনীত হয়। এ সময় তাঁর কবি-জীবনের ভাবনা-চিন্তায় একটা পরিবর্তন আসে। আর্থার সাইমনস্ (Arthur Symons) -এর সঙ্গে তাঁর পরিচিতি একটি ঘটনামাত্র ছিল না, কারণ 'It was through Arthur Symons that Yeats made his acquaintance with the literary decadantism of France' এবং লক্ষ্যণীয় : The translations from Mallarme influenced the later poems in 'The Wind among the Reeds'; আরো দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য, সিঞ্জের (J. M. Synge) সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা এবং আইরিশ ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্ম। 'The Secret Rose' এবং 'The Shadowy Waters' প্রকাশিত হবার পর অতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'Responsibilities

—যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রকাশিত হয়। এখন থেকেই ইয়েটস্‌-এর 'কেল্টিক' জগতের রহস্যঘন আবিষ্টতা মিলিয়ে যায় এবং দ্বিতীয় এক ইয়েটস্‌-কে আমরা পাই যিনি তুলনায় অপেক্ষাকৃত 'masculine, freed from nostalgic yearnings'; এ সময়ের কিছু পূর্বেই পাউণ্ড এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ঘটে। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির ব্যাপারে Lady Gregoryর অবদানও কম নয়। সমালোচনামূলক গদ্যরচনা 'Ideas of Good and Evil' -এর পর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'A Vision'; এর মধ্যে প্রকাশিত হয় 'At the Hawk's Well', একটি নাটক। তিনখানি কাব্যগ্রন্থ এরপর তাঁকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দান করে—কবিতার বইগুলি, 'The Wild Swans at Coole', 'The Tower', 'The Winding Stair and Other Poems'; ১৯২৩ সালে কবিতার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ করেছিলেন—কিন্তু পারিবারিক শান্তিতেই বাকী জীবন অতিবাহিত করেন। ১৯৩৯ এ ২৮শে জানুয়ারীতে কবির মৃত্যু হয়। তার আগের দিনও স্ত্রীকে দিয়ে একটি গ্রন্থের সংশোধন করিয়েছিলেন। শেষতম নাটক 'The Death of Cuchulain'।[১৭] আমরা এই কবিকে ব্লেক বা কীটস্‌-এর পাশাপাশি দেখতে পেলে খুশি হই।

'The Celtic Twilight'-এর সমাপ্তি কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি স্মরণ করা যাক, মনে হয় সে সময়কার ইয়েটস্‌কে চিনতে পারা যাবে :

> Come, heart, where hill is heaped upon hill,
> For there the mystical brotherhood
> Of sun and moon and hollow and wood
> And river and stream work out their will,[১৮]
>
> (Into the Twilight)

'The Lake Isle of Innisfree' কবিতাটি যেন ইয়েটস্‌-এর মনোজগতের প্রতিবিম্বিত চিত্র। এই কবিতাটিতে 'Innisfree' বিষয়ে তাঁকে কিছু উৎসাহী ছাত্রছাত্রী একদা প্রশ্ন করায় ইয়েটস্‌ ১৯২২-এ একটি চিঠিতে তাদের জানিয়েছিলেন, yes, there is an island called Innisfree, and it is in Lough Gill, Co. Sligo; I lived in Sligo when I was young, and longed,

while I was still as young as you, to build myself a cottage on this island and lived there always. Later on I lived in London and felt very homesick and made the poem, 'The Lake Isle of Innisfree'. এই চিঠিতে ইয়েটস্ পরবর্তীকালে যা লিখেছিলেন, কবিতাতে ঠিক সেই কথাই যেন লেখা হয়েছিল বহুদিন পূর্বে :

> I will arise and go now, and go to Innisfree,
> And a small cabin build there.........
> And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow.[১৯]

সম্প্রতিকালের একজন সমালোচক[২০] ইয়েটস্-এর প্রথমদিকের কাব্য বিষয়ে বলেছেন : The first distinct identity Yeats imposed upon his poetry was a Celtic one, and the Celtic movement in Irish literature was *a belated Romanticism* (ইটালিক্স্ লেখক-কৃত) ; আবার পরবর্তী যুগের কবিতা সম্বন্ধে বলেছেন যে এই কবিতাগুলি (including 'Leda and the Swan') নিশ্চিন্তভাবে সাক্ষ্য দেয় তাঁর 'defiance of old age' ; কবি জানতেন যে তিনি একটি 'hopeless battle' এ জড়িয়ে পড়েছেন—তিনি টের পেয়েছেন তাঁর 'doomed heroism' এবং একান্তভাবেই ফুটে উঠেছে তখন একটি করুণ অথচ বাস্তব জীবনধর্মী অভিজ্ঞতার কথা :

> That I may seem, though I die old
> A foolish, passionate man.

শ্রীমতী এলিজাবেথ পোলহ্যামকে ১৯৩৯-এ মৃত্যুর কিছু পূর্বে ইয়েটস্ লিখছেন, 'The abstract is not life and everywhere draws out its contradictions' ; অন্য একজন সমালোচক[২১] আধুনিক কবিতা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইয়েটস্ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, '......in Yeats' paradise we are reborn into a state where we enjoy a heightening of sensuous perception' ; সুইনবার্ণের মৃত্যুর পর থেকেই এই কবিকে তদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠ জীবিত কবির সম্মান দেওয়া হয়েছিল। কবি ইয়েটস্ এর মতই নাট্যকার ইয়েটস্ও, আয়ার্ল্যাণ্ডে অন্তত, একটি বিরাট ব্যক্তিত্ব

ছিলেন। 'The Countess Cathleen' এবং 'The Land of Heart's Desire' অভিনীত হবার পর তিনি নাট্যজগতে আলোড়ন তোলেন। ১৯২৬-এ তাঁর 'The Cat and the Moon' প্রকাশিত হয়—এর মধ্যে বহু নাটক তিনি লিখেছেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় নাট্যশালা গঠনে কবি ইয়েটস্ -এর অবদান আজও স্বীকৃত। পাউণ্ড -প্রদর্শিত পথে এলিয়ট যদি প্রথম জীবনে 'ইমেজিস্ট' কবি বলে চিহ্নিত হয়ে থাকেন, তবে যৌবনকালে ইয়েটস্ ছিলেন ব্লেকের উত্তরসূরি 'সিম্বলিস্ট' কবি।

লরেন্স বিনিয়ন এবং স্টার্জ মূর (Laurence Binyon, T. Sturge Moore) ইয়েটস্ এর পর পর কবিতার জগতে এসেছিলেন এবং দুজনেই বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছিলেন। স্টার্জ মূরের 'A Duet' কবিতাটির শেষ পংক্তি 'romantic nostalgia' দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত; সমস্ত বিবরণের পর কবি বলছেন: Thus sang a King and Queen in Babylon'. ডেভিস, ডি লা মেয়ার, মেসফিল্ড, অ্যাবারক্রম্বি এবং সিটওয়েল (W.H. Davies, Walter de la Mare, John Masefield, L. Abercrombie এবং Edith Sitwell)—এই ক'জন অতি উল্লেখযোগ্য কবি মাত্র ১৬-১৭ বছরের ব্যবধানে জন্মেছেন, ১৮৭০ থেকে ১৮৮৭ র মধ্যে। এঁদের মধ্যে ডেভিস স্বল্প-পরিচিতি (অ্যাবারক্রম্বি মননশীল সমালোচক হিসেবে অবশ্য বেশী চিহ্নিত), কিন্তু আমার মনে হয়, আধুনিক কাব্য-গঠনে ডেভিসের অবদান এঁদের কারু চাইতেই কম নয়—অনেক বিষয়ে তিনি ছিলেন আধুনিক মানসিকতার প্রতীকী চরিত্র। আশ্চর্য অভিজ্ঞতার জীবন যাপন করেছেন এই কবি ইংল্যাণ্ডে এবং আমেরিকায়, দুঃখে, বিষাদে, অনিশ্চয়তায়, এমন কি 'he became.........a street singer, a beggar from door to door' ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন একটা পা রেখে, লিখতে শুরু করলেন কবিতা। ছোট ছোট কবিতার পুস্তিকা প্রকাশ করে নামী লোকদের পাঠাতেন। বার্নার্ড শ এরকম একটি পুস্তিকা পড়ে চমকে গিয়েছিলেন। যখন ডেভিসের 'The Autobiography of a Super-Tramp' প্রকাশিত হয়, শ তার ভূমিকায় লিখেছিলেন: I opened the book and was more puzzled than ever; for before I had read three lines I perceived that the

author was a real poet. 'An Anthology of Modern Verse' -এর কবি-পরিচিতিতে সম্পাদক জানাচ্ছেন, ডেভিসের জগৎ ছিল ক্ষুদ্র, সীমিত, কিন্তু সেই সীমার মধ্যে 'he is the most spontaneous, the most artless seeming singer since the Elizabethans. For clarity, for freshness of vision, for exquisite and individual imagery, he is unsurpassed ; হয়ত সমালোচকের বক্তব্য একটু উচ্ছ্বাসপ্রবণ, কিন্তু তা ভিত্তিহীন নয়। ডেভিস বিষয়ে ইংল্যাণ্ডের ধুরন্ধর সমালোচকগণ খুব বেশী সচেতন নন—কিন্তু এই অবহেলিত কবির মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্প-স্রষ্টা বর্তমান এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। 'Leisure' কবিতাটি যে কোন কাব্যপাঠকের পড়া আছে। 'The Kingfisher' কবিতার শেষ দু পংক্তি 'A lonely pool, and let a tree / Sigh with her bosom over me ; আবার অন্য কবিতায় দেখি, A rainbow and a cuckoo, Lord / How rich and great the times are now ! (A Great Time) ; অভিধান খুলতে হয় না ; দর্শন, ইতিহাস, পুরাণের পাঠ নিতে হয় না এ কবিতার জন্য। অথচ সরাসরি বুকের মধ্যে গেঁথে যায়। 'The Listeners', মাত্র এই একটি কবিতাতেই ডি লা মেয়ারকে পরিপূর্ণ চেনা যাবে যেমন আমরা চিনেছিলাম একদা কোলরিজকে শুধুমাত্র 'Ancient mariner' কবিতাতে। কেউ বলেছেন এই কবিকে 'the poet of magic',—তাঁর কবিতার স্পর্শকাতরতা, subtlety এবং suggestiveness কবিতার জগতে দুর্লভ, এবং তাঁর হাতে সেই চাবিকাঠি রয়েছে যিনি জানেন কী জাদুতে পাঠককে এক নিজস্ব ঐকান্তিক জগতে মুহূর্তে নিয়ে যাওয়া যায় :

> বোলো তাকে, আমি এসেছিলাম, তবু কেউ সাড়া দেয় নি
> বোলো তাকে, আমার কথা রেখেছিলাম[২২]

রাজকবি মেসফিল্ড এর 'Salt-water Ballads' মাত্র ২৪ বছরের রচনা হলেও রীতিমত চমকপ্রদ। তারপর 'Ballads and Poems' এবং 'The Everlasting Mercy' প্রকাশিত হয় এবং তিনি একজন প্রধান কবি বলে স্বীকৃত হন। 'The Daffodil Fields' তাঁর অন্যতম পরিণত রচনা যার সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত করা যেতে পারে 'Lollingdon Downs' ; সম্ভবত 'Reynard the Fox' তাঁর দীর্ঘ কবিতার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কিছু উপন্যাসও লিখেছিলেন তিনি

এবং সে কারণেই হয়ত তাঁর কবিতায় একটা কাহিনীর আমেজ থাকত। অ্যাবারক্রম্বি সাহিত্য সমালোচক এবং অধ্যাপক হিসেবেই সমধিক পরিচিত, কিন্তু তাঁর কবিতায় এক ধরণের সাংগীতিক ধ্বনিসুষমা রয়েছে যা পাঠককে নিয়ত আকর্ষণ করে। এডিথ সিটুওয়েল এলিয়টের চেয়ে এক বছরের বড়—তাঁর পরিবারে কাব্যের আবহাওয়ায় অন্য দুভাই মানুষ হয়েছে এবং তাঁদের রচনাও সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে। আধুনিক যুগের লক্ষণ, বিশেষ করে যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-পরবর্তী অধ্যায় তাঁর মানসিকতাকে আঘাত করেছে স্বভাবতই ; কিন্তু অডেন বা সাস্থ্যনের মত তিনি প্রত্যক্ষ সংঘাতকে জীবনের অভিজ্ঞতার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু মনে করেন নি। শৈশব, জীবনসুষমা, শিল্প এবং সৌন্দর্যবোধ—সব মিলিয়ে তাঁর কবিতার আবেদন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার কাছে, কিন্তু তা তীব্র দৈহিক উত্তাপ-সঞ্জাত নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপর লেখা 'The Wooden Pegasus', 'Bucolic Comedies' এক বিশিষ্ট জগতের সন্ধান দেয়। ১৯২৬-এ প্রকাশিত 'Facade' গ্রন্থে তাঁর শিল্পনৈপুণ্য আশ্চর্য পরিণতি লাভ করে। তাঁর 'Street Songs' কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি কবিতার প্রথম কয়েকটি চরণ উদ্ধার করি :

> Still falls the Rain—
> Dark as the world of man, black as our loss—
> Blind as the nineteen hundred and forty nails
> upon the Cross

মনে রাখতে হবে, কবিতাটির উপলক্ষ্য ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লণ্ডন শহরের ওপর নাৎসী বোমাবর্ষণ। এই কবি কি escapist ? অনেকে যা মনে করেন !

টি. এস. এলিয়ট

টমাস স্টার্নস এলিয়ট (Thomas Stearns Eliot) সম্ভবত একমাত্র কবি যাঁর প্রভাব ১৯৩০ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত সারা পৃথিবীর কবিদের উপর দুরন্তভাবে পড়েছিল (বিষ্ণু দে প্রত্যক্ষভাবে এলিয়ট-প্রভাবিত কবি, যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্রের আরাধ্য ওয়াল্ট হুইটম্যান) ; অথচ যে অর্থে আমরা বায়রন বা স্কটকে জনপ্রিয় বলি সে-অর্থে এলিয়ট কোনদিনই জনপ্রিয় ছিলেন না—বরং বলা যেতে পারে, তিনি ছিলেন কবিদের কবি। কিন্তু শুধুমাত্র কবিতার মধ্যেই তাঁর খ্যাতি বা সাহিত্যিক

চর্চা নিবদ্ধ ছিল না। তিনি যত বড়ই কবি, ঠিক ততবড়ই সমালোচক। আজকের দিনে কোন দ্বিধা নেই তাকে কোলরিজ, ড্রাইডেন বা আর্নল্ডের[২৩] সঙ্গে এক পংক্তিতে বসাতে—বরং, চিন্তার গভীরতায় এবং বক্তব্যের নিজস্ব ভঙ্গিতে তিনি সম্পূর্ণ এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন সমালোচনার ক্ষেত্রে। সম্ভবত এর মূলে ছিল তাঁর প্রত্যয়ী মননশীলতা। জীবনের প্রথম তিরিশ বছর অবধি তিনি নিরলস দর্শন-চর্চা করেছেন, ব্যাবিট এবং স্যানটায়ানার (George Santayana) প্রভাব তাঁর উপর একদা সক্রিয় ছিল। অক্সফোর্ডে গ্রীক দর্শন পড়েছিলেন, 'International Journal of Ethics' পত্রিকায় তাঁর দর্শন-বিষয়ক আলোচনা প্রকাশিত হত। 'The Monist' পত্রিকায় লাইবনিৎজ (Gottfried Wilhelm Leibniz) এবং ব্রাডলের (F. H. Bradley) ওপর প্রবন্ধ লিখেছেন। অধ্যাপনা, ব্যাঙ্কে চাকুরী, পত্রিকা সম্পাদনা এবং প্রকাশক সংস্থার (Faber and Faber) অধিকর্তা হিসেবে বিচিত্রমুখী জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের প্রতি অনুরাগ, মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আস্থা, 'obscure cult' সম্বন্ধে আগ্রহ, একটি পরিশীলিত আন্তর্জাতিক চৈতন্যবোধের প্রতি উদারতা এবং সর্বোপরি, জীবন ও জগৎ বিষয়ে একটি দার্শনিক বোধ,—এই সব কিছু তাঁর মানসে যে নিরন্তর প্রতিক্রিয়া সঞ্জাত করেছে তা মনে রাখলে এলিয়টের কবিতার পটভূমি হয়ত কিছুটা সহজে বুঝতে পারা যাবে। এছাড়াও তিনি লিখেছিলেন বেশ কিছু নাটক—সমকালে যা রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

এলিয়টের পূর্বপুরুষ ডেভনশয়ারের লোক ছিলেন, সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁরা আমেরিকায় বসবাস শুরু করেন। ১৮৮৮-তে এলিয়ট মিসৌরীর সেন্ট লুই শহরে জন্মেছিলেন; কিন্তু ১৯২৭ সালে ইংল্যাণ্ডের নাগরিক হয়ে যান। হারভার্ড -এ পড়াশুনো করেন, পরবর্তীকালে সরবোন ও অক্সফোর্ডে দর্শন পড়েন। 'The Love Song of J. Alfred Prufrock', তাঁর প্রথম পরিণত রচনা, 'Poetry' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। উইণ্ডহ্যাম লিউইস -সম্পাদিত (Wyndham Lewis) 'Blast' এবং পাউণ্ড -সম্পাদিত (Ezra Pound) 'Catholic Anthology' দুটিতে তাঁর আরও কিছু কবিতা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নবীন কবিদের প্রায় শীর্ষস্থানে পৌঁছে গেলেন। মনে রাখা

দরকার, পাউণ্ডের প্রভাব সে সময় তাঁর উপর ছিল প্রচণ্ড এবং ইমেজিস্টদেরও ; 'The Egoist' পত্রিকার সহ-সম্পাদনা এবং পরে 'The Criterion' এর সম্পাদক রূপে তাঁর ভূমিকা এখনো আমরা স্মরণে রাখি। 'The Waste Land' প্রকাশিত হবার পর তিনি শুধু ইংল্যাণ্ডের নন, বিশ্বের একজন প্রধান কবি বলে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯৪৭-৪৮ সালে 'অর্ডার অব মেরিট' এবং নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রায় সত্তর বছর বয়সে তাঁর একান্ত সচিব শ্রীমতী ফ্লেচারকে বিবাহ করেন। ১৯৬৫ সালে এলিয়ট দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যেন একটি যুগের অবসান হল।

এলিয়টের রচনাবলীর একটি মোটামুটি তালিকা দেওয়া হ'ল। কবিতা ও নাটক : Prufrock and Other Observations 1917, Poems 1919, Poems 1920, The Waste Land 1922, Poems 1909-25 (which added 'The Hollow Men'), Collected Poems 1909-35 (which added Sweeney Agonistes 1927, Ash Wednesday 1930, Burnt Norton 1934, The Choruses from the Rock 1934), Murder in the Cathedral 1935, The Family Reunion 1939, Four Quartets 1943, The Cocktail Party 1949, The Complete Poems and Plays 1952, The Confidential Clerk 1953. সমালোচনা এবং প্রবন্ধ : The Sacred Wood 1920, The Use of Poetry and the Use of Criticism (Norton Lectures) 1933, After Strange Gods 1934, Essays Ancient and Modern 1936, The Idea of a Christian Society 1940, Notes Towards a Definition of Culture 1948.[২৪] এছাড়াও 'What is a Classic ?' বলে ছোট একটি পুস্তিকা আমরা পড়েছি, এ দেশে এসেছে বইটি পঞ্চাশ দশকে, যতদূর মনে পড়ছে !

এলিয়টের কবিতার প্রথম পর্বে দু'জন কবির প্রভাব অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছিল ; লক্ষ্যণীয় এঁরা কেউই ইংরেজ নন। একজন এজরা পাউণ্ড, অন্যজন জুলস্ লফার্গ (Ezra Pound, Jules Laforgue)। 'The Hugh Mauberlay and the Canto experiments of Pound...played an important role in Eliot's poetry'.[২৫] আবার পাউণ্ডই এলিয়টের প্রতিভাকে সর্বপ্রথম

আবিষ্কার করেন। ১৯০৮ সালে এলিয়ট আর্থার সাইমন্স্ (Arthur Symons) -এর 'The Symbolist Movement in Literature' পাঠে ভীষণভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন এবং সেসময়ই লফার্গের কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হন। এলিয়টের নিজের স্বীকারোক্তি এরকম : ...the form in which I began to write in 1918 or 1919 was directly drawn from the study of Laforgue together with the later Elizabethan drama ;[২৬] এলিয়ট প্রথম দিকে এমনও মনে করতেন, এই জটিল এবং বিবিক্ত যুগের সব রকম অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যে ভাষা-মাধ্যম আমাদের প্রয়োজন হবে তাও স্বাভাবিক কারণেই জটিল হবে, হতে হবে তাকে 'compressed and ironical' ? কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ -পরবর্তী সময়ে এলিয়ট কাব্যভাষা বিষয়ে বলছেন : Language, in a healthy state...is so close to object that the two are identified' —মনে হয়, তথাকথিত 'ইমেজিস্ট' বা 'সিম্বলিস্ট'দের প্রভাব থেকে সরে এসে অথবা এই দুই ধারা আত্মস্থ করে এলিয়ট সম্পূর্ণ নিজের অন্বিষ্ট কাব্যজগতে চলে এসেছেন। এখনকার চিন্তাধারা সম্বন্ধে এলিয়ট -সমালোচক[২৭] মন্তব্য করছেন : That definition[২৮] would seem to be in the direction of the 'objective correlative' and would certainly apply directly to what Eliot was trying to do ; এলিয়টের কবিতাপাঠের ভূমিকা স্বরূপ কটি কথা মনে রাখলে এই আপাত-দুর্বোধ্য 'exacting' কবির রচনা হয়তো আমাদের চৈতন্যে অনেক সহজেই সাড়া জাগাবে। প্যাস্কালের মানসিক গঠন বিষয়ে (Blaise Pascal) এলিয়ট যা মন্তব্য করেছেন, আমার তো মনে হয় এলিয়টের কবি-মানস সম্পর্কেই তা পুরোপুরি প্রযোজ্য :...the mind to conceive, and the sensibility to feel the disorder, the futility, the meaninglessness, the mystery of life and suffering. এলিয়টের প্রথম দিকের কবিতা, বিশেষত 'The Love Song of J. Alfred Prufrock' এবং 'The Waste Land'—যা তিনি এজরা পাউণ্ডকে উৎসর্গ করেছিলেন—অবশ্যই এই মানসিক গঠনের প্রতিক্রিয়া জনিত শিল্পরূপ

I have heard the mermaids singing, each to each
I do not think that they will sing to me.

অথবা,

> Your arms full and your hair wet, I could not
> Speak, and my eyes failed, I was neither
> Living nor dead, and I knew nothing,
> Looking into the heart of light, the slience.

এই সব পংক্তিতে যেমন 'traditional' এলিয়টকে চেনা যায়, তেমনি আমরা অবাক হব না যদি কেউ মনে করেন তাঁর কবিতায় রোমান্টিকবাদ স্থানে স্থানে উঁকি ঝুঁকি দিয়েছে (যদিও তা হালের বিচারে 'decadent romanticism'-এর পর্যায়ে পড়তে পারে)। ডান বা ড্রাইডেন, ওয়েবস্টার বা লফার্গ, পাউণ্ড বা উপনিষদ— যাই তাঁর কবিতায় ধরা দিক না কেন এলিয়ট এই সব বিষয়কে নিজের উপলব্ধি দ্বারা এমন আত্মীকরণ করেছেন যে আমরা একজন বিশিষ্ট কবিকে পাই, যাঁর কাব্যকলার স্বাদ অনন্ত—বোধহয় যাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করেছি আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিনটি থেকে। সময়, সময়চেতনা এবং সময়হীনতার কথা একই সঙ্গে আর কোন্ কবি আমাদের শুনিয়েছেন যখন এই শতাব্দীতে এসে আমরা সময়কে একটি নতুন 'dimension' রূপে ভাবতে পারছি? জীবন এবং জীবনের সর্বান্ত অবধি যে প্রান্তিক চেতনা তা কত অনায়াসে ধরা পড়েছে তাঁর কবিতায়:

> In our rhythm of earthly life we tire of light. We are glad
> when the day ends, when the play ends; and ecstasy
> is too much pain
>
> (Two Choruses from 'The Rock')

১৯৩০-এ প্রকাশিত 'Ash Wednesday' প্রকৃতই দুর্বোধ্য, কিন্তু এখন থেকে এলিয়টের চিন্তাধারায় এক নতুন অর্থবহ ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক চারটি বিচ্ছিন্ন কবিতা, Burnt Norton, East Coker, The Dry Salvages এবং Little Gidding—মালার মত এক সূত্রে গাঁথা রয়েছে; Four Quartets-এ তাই আমরা বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে একটা সামগ্রিক সত্যে পৌঁছুই যা প্রৌঢ় এলিয়টের জীবনভাষ্য। মনে রাখতে হবে, সমস্ত ইউরোপ শুধু নয়, সারা বিশ্বই যে নতুন চেতনায় উন্মেষ হচ্ছিল এই আধুনিক

কালে, এলিয়টের কবিতায় তা, আরো কয়েকজন শক্তিশালী লেখকদের মতই, আশ্চর্যভাবে প্রতিবিম্বিত : That there is some *new poetry* (ইট্যালিকস্ লেখক-কৃত) concerned on the whole with the serious subject of man's isolation, with his need of a myth by which to understand the Universe,[২৮]—একথা আমাদের স্বীকার করতে হচ্ছে। 'Four Quartets' এর এমত পংক্তি :

> Only by the form, the pattern
> Can words or music reach
> The stillness

সম্ভবত আমাদের মনে করিয়ে দেয় ভালেরির কথা (Paul Valery) যিনি চেষ্টা করেছিলেন নিয়ে আসবার 'the whole symbolist endeavour to make poetry approximate to music.[২৯]

নাট্যকাব্যের ক্ষেত্রে এলিয়টের অবদান অনস্বীকার্য। 'Murder in the Cathedral' তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক। কবিতার ভাষাকে তিনি নাটকে রূপান্তরিত করতে গিয়ে অবশ্যই 'Later Elizabethan'দের কাছে হাত পেতেছিলেন। অনেকে তাঁর নাটকে ঘটনা-বিন্যাস এবং চরিত্রের সংঘাত—যা নাটকের আবশ্যকীয় শর্ত—বিশেষ খুঁজে পান নি বলে দুঃখ করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এলিয়ট শেকস্পীয়ারের মত ছোটবেলায় রঙ্গমঞ্চের জগতের অধিবাসী ছিলেন না। কবিতা তাঁর কাছে প্রথম প্রেমিকা। বিশেষ কেন্দ্র-ভাবনা থেকে সঞ্জাত একটি আইডিয়াকে রূপ দেবার জন্য 'dramatic poetry'র আশ্রয় নিয়েছিলেন মাত্র। অবশ্য এ অভিযোগ 'Murder in the Cathedral' সম্পর্কে মোটেই প্রযোজ্য নয়। 'The Family Reunion', 'The Cocktail Party', এবং ১৯৫৩তে রচিত 'The Confidential Clerk' তাঁর শেষ তিনটি নাটক। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এলিয়টের থেকে বড় প্রাবন্ধিক খুব বেশী জন্মান নি ইংরেজী সাহিত্যের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে। যখন যে লেখক বা যে রচনা বিষয়েই তিনি মুখ খুলেছেন সম্পূর্ণ একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তা বিচার করেছেন ; অন্য কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বারা প্রভাবন্বিত হন নি। রেস্টোরেশন যুগের সাহিত্যকে তিনিই নতুন মর্যাদা দান করেছেন—সাহিত্যে ক্লাসিক ঋজুতার

কথা এত স্পষ্ট করে এমন আর কেউ বলেন নি। প্রবন্ধ বইগুলির তালিকা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

এলিয়ট বাদে তাঁর সময়কার এবং পরবর্তী কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিটওয়েল, যাঁর বিষয় পূর্বেই বলা হয়েছে এবং ডে লিউই, অডেন, ম্যাকনিস, স্পেণ্ডার (C. Day Lewis, W. H. Auden, Louis Macneice এবং Stephen Spender); এলিয়টের সর্বপ্লাবী প্রভাবের ফলেই হয়ত এঁদের কবি-কৃতির কথা বেশী শোনা যায় না, কিন্তু আধুনিক ইংরেজী কবিতার প্রবহমান ধারাকে এঁরাই বিভিন্নভাবে বহুদূর অবধি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। বিশেষত, অডেনের কবিতা এলিয়টের ভাবনার মতোই জোরালো—যদিও তা, শূন্যতার পরিবর্তে, অস্তিবাচক। বামপন্থী প্রগতিবাদী চিন্তাধারার জন্য সমকালে দেশ-বিদেশের বামপন্থী সাহিত্যিক আন্দোলনে তাঁকে একজন পথিকৃৎ মনে করা হ'ত। স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধে রিপাব্লিকানদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছিলেন। অক্সফোর্ডে পড়াশুনো শেষে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। বক্তব্যপ্রধান হলেও অডেনের কবিতার শিল্পকৌশলে এমন এক মার্জিত, প্রকৃতই 'refined sensibilities' -এর ছাপ পাওয়া যায় যে সমকালীন কবি স্পেণ্ডার তাঁকে 'most accomplished technician' বলতে দ্বিধা করেন নি। আবার তাঁর কবিতার দর্শন একপ্রকার দুরূহ মানসিক গঠন -সঞ্জাত 'human Will'কে কেন্দ্র করে আবর্তিত।[৩০] কবিতা এবং নাট্যকাব্য মিলিয়ে অডেনের গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশিষ্ট Poems, Another Time, Orators, The Dance of Death, Look Stranger, এবং ক্রিস্টোফার ইশারউডের সঙ্গে (Christopher Isherwood) The Ascent of F 6, দু অঙ্কে একটি বিয়োগান্ত নাট্যকাব্য। 'Poet's Tongue' তাঁর সম্পাদিত বিশিষ্ট সংকলন গ্রন্থ। দুএকটি ইতস্তত পংক্তি উদ্ধার করে দেখানো যেতে পারে অডেনের মানসিক গঠনের তাৎপর্য :

Doom is dark and deeper than any sea-dingle (Poems II)

অথবা

Snow is falling. Clutching a little case,
He walks out briskly to infect a city
Whose terrible future may have just arrived
(Gare Du Midi : Another Time)

অথবা

It was late, late in the evening,
The lovers they were gone ;
The clocks had ceased their chiming
And the deep river ran on.

(Poem XXVI : ibid)

চিন্তার গভীরতা, বাক্যবন্ধের সংযত বিন্যাস, আধুনিক কালের ভয়ংকর সংকট এবং প্রেমের পটভূমিতেও জীবনের প্রগাঢ় চৈতন্যের সহমর্মী অস্তিত্ব সব কিছু এই ক'টি কবিতার পংক্তিতে ধরা আছে। ডে লিউই -এর তিনটি কাব্যগ্রন্থ 'Transitional Poem', 'From Feathers to Iron', 'The Magnetic Mountain' একত্রিত হয়ে 'Collected Poems 1929-33' হিসেবে প্রকাশিত হয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থের সুর কিছুটা 'metaphysical' এবং ঐসব কবিদের মতই এক আশ্চর্য প্রজ্ঞায় চিহ্নিত, কিন্তু পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'From Feathers to Iron' এ সুর অন্য ধরণের, বিশিষ্ট এবং অনন্য :

Suppose that we, to-morrow or the next day,
Came to an end—in storm the shafting broken,
Or a mistaken signal......

লক্ষণীয়, এই গ্রন্থের শুরুতে অডেন এবং কীটস্ থেকে কবিতার পংক্তি উদ্ধার করেছেন কবি। লুই ম্যাকনিস এর দুটি কাব্যগ্রন্থ 'The Earth Comples' এবং 'Poems 1935' সমধিক পরিচিত। অডেন -এর কাব্যশৈলীতে এলিয়টের কোন স্পষ্ট চিহ্ন নেই, কিন্তু ম্যাকনিস, যদিও 'অডেন গোষ্ঠী'র অন্যতম, তথাপি কাব্যের কারুকৃতিতে এলিয়টের পদচিহ্ন অনুসরণ করেছেন, যেমন :

Annia MacDougall went to milk, caught her foot in the
heather
Woke to hear a dance record playing of old Vienna.

(Bagpipe Music)

পুরোপুরি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য স্টিফেন স্পেণ্ডার 'অডেন গোষ্ঠী'র অন্যতম প্রধান কবি। 'Poems 1933', 'The Still Centre', 'Ruins and Visions',

'Poems of Dedication' পরিচিত গ্রন্থ। বামপন্থী হয়েও স্পেণ্ডারের কবিতা 'প্রোপাগাণ্ডা' হয় নি, বরং এক গভীর দার্শনিক প্রত্যয় তাঁর কবিতার সম্পদ। বলেছেন একজন কবি: 'The main characteristic, perhaps, of Spender's poetry is a feeling for Time ; (his) preoccupation with Time makes him approach the mystery of the past.[৩১] স্পেণ্ডারের 'The Destructive Element' বর্তমান সময়ের অন্যতম বিশিষ্ট সমালোচনা গ্রন্থ।

গদ্যসাহিত্য

আধুনিক গদ্যসাহিত্যের অন্যতম ব্যক্তিত্ব চেস্টারটন (G. K. Chesterton) 'Daily News' পত্রিকার নিয়মিত সমালোচক ছিলেন। যদিও উপন্যাস লিখেছেন কয়েকটি এবং যথেষ্ট পরিচিত 'The Man Who was Thursday' তথাপি ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্য-আলোচনায় তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে। কিন্তু এছাড়া বিচ্ছিন্ন বিষয় সম্বন্ধে তাঁর লেখাগুলির একটি অনন্য স্বাদ রয়েছে যা পাওয়া যাবে 'Heretics', 'Tremendous Trifles' ইত্যাদি গ্রন্থে। হিলেরি বেলক (J. Hillaire Belloc) ইতিহাস বিষয়ে বেশ কিছু রচনা লিখেছেন, কিন্তু On Nothing, On Everything, On Something পর্যায়ের লেখাগুলি রসঘন এবং বিষয়বৈচিত্র্যে আকর্ষণীয়। বিয়ারবম, লুকাস এবং গার্ডিনার (Max Beerbohm, E. V. Lucas, A. G. Gardiner) সকলেই বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র মানসিকতার অধিকারী। একদা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল সাহেবের (Winston Churchill) জাতির উদ্দেশ্যে যুদ্ধকালীন ভাষণগুলি শুধু বক্তব্যের গভীর আন্তরিকতায় নয়, ইংরেজী ভাষা-শৈলীরও এক আশ্চর্য উদাহরণ।

সংযোজন ১ : War Poetry

ইংল্যাণ্ডের আধুনিক কাব্যজগতে 'War Poetry' বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় সকল কবিকে নাড়া দিয়েছিল। ফলস্বরূপ আমরা বহু বহু কবিতা পেয়েছি যা যুদ্ধের ধ্বংসলীলার বিবরণ অংচ

একই সঙ্গে মানবিক কারুণ্যে উদ্বেল। কিছু কবিকে আমরা এই সময়ে স্বতন্ত্র-চিহ্নিত করে থাকি 'war poets' বলেই, যদিও তাঁরা যুদ্ধের বিষয় ছাড়াও নানাবিধ কবিতা লিখেছেন। এঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ রুপার্ট ব্রুক (Rupert Brooke)। যুদ্ধের আগেই তিনি কবি হিসেবে রীতিমত স্বীকৃতি লাভ করেন—'Experiments' পর্যায়ে কবিতাগুলি অথবা ১৯০৮-১১ মধ্যেকার রচনা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। যুদ্ধের সময়কার লেখা 'Grantchester' 'The South Seas' এবং প্রত্যক্ষ যুদ্ধ-বিষয়ে ১৯১৪তে লেখা কয়েকটি কবিতা চিরকালের আসন লাভ করবে; 'The Soldier' কবিতাটি বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। সাস্থন (Siegfried Sassoon) এবং আওয়েন (Wilfred Owen) যেন যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যেই জন্মলাভ করেছেন মনে হয়। 'Counter-attack', 'War Poems' 'Vigils' সাস্থনের উল্লেখযোগ্য কবিতাবলী। আওয়েন যুদ্ধ-বিষয়ে যে কথা বলেছেন তা আজ কাব্যসাহিত্যে স্মরণীয় উক্তি হয়ে আছে: My Subject is War, and the pity of War. The poetry is in the pity'; আজকে মনে হয় যুদ্ধ বিষয়ে যত কবি কাব্য রচনা করেছেন আওয়েনের চেয়ে বিশিষ্ট কবি বোধহয় আর কেউ তৎকালে ছিলেন না। ১৯৩১ সালে 'The Poems of Wilfred Owen' প্রকাশিত হয়, মৃত্যুর ১৬ বছর বাদে। মূলত জর্জিয়ান কবিদের মানসিকতায় গঠিত হলেও ব্লাণ্ডেন (Edmund Blunden) -এর পরবর্তী কবিতায় যুদ্ধের সংকেত রয়েছে গভীরভাবে। 'Pastorals', 'English Poems', 'After the Bombing' তাঁর বিভিন্ন ধরণের কবিতাবলী। সাহিত্যের অধ্যাপক এই কবি শেলী এবং টমাস হার্ডি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ লিখেছেন। 'War Poets' হিসেবে আরও দুজন কবির নাম স্মরণীয়, তাঁরা হলেন জুলিয়ান গ্রেনফেল এবং আইজাক রজেনবার্গ (Julian Grenfell এবং Isaac Rosenberg)।

সংযোজন ২ : Contemporary Verse

এমিলি ডিকিনসনের (Emily Dickinson) কবিতা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ম্যাকলিশ[৩২] 'means' এবং 'meaning' এর অদ্বৈত রূপের প্রসঙ্গ

এনেছেন। অতি হাল আমলের কবিতায়—যার প্রধান প্রতিভূ ডিলান টমাস (Dylan Thomas)—এই অদ্বৈত রূপের গ্রন্থিটিকে আমরা নতুনভাবে দেখতে পাই। সম্ভবত একটি গভীর ধর্মবোধ ('ধর্ম' শব্দটি এখানে 'রিচুওয়াল' থেকে পৃথকভাবে গণ্য করা হয়েছে) থেকে উৎসারিত বলেই এই অদ্বৈতের সন্ধান আমরা পাচ্ছি। 'Collected Poems 1934-52' কাব্যগ্রন্থের শুরুতে ডিলান টমাস বলছেন, 'These poems, with all their crudities, doubts and confusions are written for the love of Man and in praise of God'—ডিলানের এই উক্তি আন্তরিক, যা তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে স্বতঃ উৎসারিত। আর যে ক'জন কবির নাম আমরা এই মুহূর্তে চিহ্নিত করতে পারি সমকালে, তাঁরা হলেন Ted Hughes, Philip Larkin, Tomlinson এবং Tom Gunn; এমন নয়, কবিকৃতিতে এঁরা প্রথম সারির, কিন্তু যুগ বদলের হাওয়ায় এঁদের চেনা যাবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন অনেকটা, নদী বারবার বাঁক বদলায়—সেই পরিবর্তনের ধারাটিকেই আধুনিক বলে মনে করা যেতে পারে। ইংরেজী কবিতার সহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাস সেই ধারা পরিবর্তনেরই ইতিহাস; বারবার সে আধুনিক হয়েছে এবং সেই আধুনিকতার মধ্য দিয়েই আমরা বহু স্মরণীয় কবি এবং কবিতা পেয়েছি।

১. Thomas Hardy by Richard Carpenter.

২. কবি অমিয় চক্রবর্তী টমাস হার্ডির 'The Dynasts' বিষয়ে তিরিশের যুগে মূল্যবান গবেষণা করেছিলেন।

৩. R. J. White : Thomas Hardy and History.

৪. এই বক্তব্যের কাছাকাছি আর একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাক : None can show a hero (as Henchard) who is so dominant and in whom elemental forces and passions result in actions which contribute so much to his own tragic decline : F. Pinion [Hardy : The Mayor of Casterbridge]

৫. E. Legouis and L. Cazamian.

৬. 'No harmonious philosophy is attempted in my verse' : Thomas Hardy.

৭. A. E. Dyson : The Crazy Fabric ['Butler is something of a puzzle, like all major ironists].

৮. Virginia Woolf : The Emerging Reality by Laxmi Parasuram.

৯. 'Order, Justice, Truth. She cared for these abstractions, and tried to express them through symbols' : E. M. Forster. [Virginia Woolf in Modern British Fiction ed. Mark Schorer]

১০. বুদ্ধদেব বসু হাক্সলির রচনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন মনে হয়।

১১. শিশিরকুমার ঘোষ হাক্সলি বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধাদি আমাদের উপহার দিয়েছেন।

১২. I have read Point Counter Point with a heart sinking through my boot-soles and a rising admiration (D. H. Lawrence's letter to Aldous Huxley, quoted by Arnold Kettle in his book 'An Introduction to the English Novel'.

১৩. One of G.B.S.'s outstanding characteristics is his versatility [Daniel Jones : G. B. S. and Phonetics]

১৪. G. B. S. 90 ed. S. Winsten

১৫. M. J. Mac Manus : Shaw's Irish Boyhood.

১৬. সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ইয়েটস্ প্রসঙ্গে আলোচনা স্মর্তব্য। কবি নরেশ গুহ ইয়েটস্ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন।

১৭. ইয়েটস্-এর জীবন এবং কাব্যের পরিচিতি অনেকটাই Joseph Hone -এর গ্রন্থ থেকে সংকলিত, কিন্তু এই গ্রন্থপাঠে কোন নবীন পাঠক ঠিক বুঝবেন না, ইয়েটস্ কত বড় কবি ছিলেন।

১৮. From 'Mythologies' ; 1970 Edition.

১৯. এই কবিতাটি প্রতিবারই পড়বার সময় আমাদের অধ্যাপক শ্রীবিমল কৃষ্ণ সরকারের কথা মনে পড়ে। কলেজ জীবনে সর্বপ্রথম তাঁর কাছেই এই কবিতাটির সমস্ত মাধুর্যের আভাস পেয়েছিলুম, পরবর্তীকালে কবি অমিয় চক্রবর্তীও এই কবিতাটি পড়িয়েছিলেন, এবং পড়িয়েছিলেন এলিয়টের 'The Love Song of J. Alfred Prufrock'.

২০. David Perkins : A History of Modern Poetry.

২১. John Press : A Map of Modern English Verse.

২২. Tell them……word' অংশটি বর্তমান লেখক -কৃত অনুবাদ

২৩. এলিয়ট এবং আর্নল্ড বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন Ian Gregor [Eliot in Perspective : A Symposium ed. Graham Martin]। ড্রাইডেন ও পোপ বিষয়ে আলোচনার সূত্র ধরে এলিয়ট অবশ্য কবি আর্নল্ডকে বেশ এক হাত নিয়েছেন।

২৪. তালিকাটি F. O. Matthiessen এর 'The Achievement of T. S. Eliot' নামক গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

২৫. Amiya Chakravarti : Modern Tendencies in English Literature.

২৬. Introduction to Ezra Pound : Selected Poems, 1928.

২৭. F. O. Matthiessen.

২৮. 'An "Image" is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time'.

২৮. J. M. Cohen : A History of Western Literature

২৯. Pound and Eliot : A Distinction by Donald Davie [Eliot in Perspective ed. Graham Martin]

৩০. ……it is the disease of the Will which Auden wants to cure : Amiya Chakravarti—(W. H. Auden : Modern Tendencies in English Literature.)

৩১. Modern Tendencies in English Literature :
Amiya Chakravarti

৩২. Archibald Macleish : Poetry and Experience.

Table V

ঘটনাপঞ্জী[1]

রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস		সাহিত্য	
খ্রীঃ ৪৪৯	(?) হেঙ্গিষ্ট ও হোর্সার বৃটেনে আগমন	৪র্থ শতাব্দী (৭ম ?)	উইডসিথ
৫৪৭	নর্দাম্ব্রিয়ায় অ্যাঙ্গলস্‌দের বসতি	৫৪৭	গিল্ডাস
		৭ম শতাব্দী (?)	বেউলফ্‌
৬৬৫	নর্দাম্ব্রিয়ায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচার	৬৬৪	হুইটবীতে ক্যাডমন; লিণ্ডিসফার্ণে গসপেলস্‌,
		৬৭৩-৭৩৫	বিড: একলেজিয়াস্টিকাল হিস্ট্রি
		৭৫০	কিন্‌এউলফ্‌
৮৬৭	নর্দাম্ব্রিয়ায় ডেনদের আধিপত্য বিস্তার	৮৬০	অ্যাংলো-স্যাক্সন ক্রনিক্‌ল্‌ সংকলন কার্য অব্যাহত
৮৭৮-৮৭৯	অ্যালফ্রেড-রাজত্বকাল শুরু	৮৭৯ ৯০১	অ্যালফ্রেড কর্তৃক ল্যাটিন থেকে ইংরেজী অনুবাদকার্য বিশেষত বেথিউস্‌ এর কনসোলেশনস্‌ অব ফিলজফি
৯০১	অ্যালফ্রেডের মৃত্যু	৯৯১ থেকে	ব্যাটল অব ম্যালডন রচনা; ইংলিশ ক্রনিকল সঙ্কলন; গ্রেগরি-র কিউরা প্যাস্টোরালিস-এর অনুবাদ
১০১৬	ডেনরাজ ক্যানিউট ইংল্যাণ্ডের অধিপতি		
১০৪২	এডওয়ার্ড দি কনফেসর; স্যাক্সনদের অভ্যুত্থান		
১০৬৬	হেস্টিংসের (সেনলাকের) যুদ্ধ; নর্ম্যান আধিপত্য শুরু		
১০৯৬	ক্রুসেড (১ম)		

১। ঘটনাপঞ্জী প্রনয়ণে শ্রীমান্ অনুপ মতিলাল প্রভূত সাহায্য করেছে।

রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস		সাহিত্য	
১১০০	প্রথম হেনরি		
১১৩৫	স্টিফেন	১১৩৭	জ্যোওফ্রি অব মনমাউথ
১১৪৭	ক্রুসেড (২য়)		
১১৫৪	দ্বিতীয় হেনরি		
১১৮৯	প্রথম রিচার্ড, ক্রুসেড (৩য়)		
১১৯৯	জন	১২০	লেয়ামন : ব্রুট
১২১৫	ম্যাগ্‌না কার্টা		
১২১৬	তৃতীয় হেনরি		
১২৩০	কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়	১২২৫	অ্যানক্রেন রিউলি
১২৬৫	হাউস অব কমনস্ ; সাইমন ডি মণ্টফোর্ট	১২৬৭	রজার বেকন
১২৭২	প্রথম এডওয়ার্ড		
১৩০৭	দ্বিতীয় এডওয়ার্ড	১৩০০	মিরাকল্ প্লে-র-সূত্রপাত
১৩২৭	তৃতীয় এডওয়ার্ড	১৩২০	কার্সর মাণ্ডি
১৩৩৮	শতবর্ষ যুদ্ধের শুরু	১৩৪০	চ্যসার এর জন্ম-সময়
১৩৪৮-৪৯	ব্ল্যাক ডেথ	১৩৫০	স্যার গ্যয়েন ; দি পার্ল
		১৩৫৬	জন ম্যাণ্ডেভিল : ট্রাভেলস্
		১৩৫৯	চ্যসারের যুদ্ধ যাত্রা
		১৩৬২-৯৫	ল্যাংল্যাণ্ড : পীয়ার্স প্লাউম্যান
১৩৭৭	দ্বিতীয় রিচার্ড ; জন উইক্লিফ : রিফর্মেশন	১৩৮০ (?)	উইক্লিফ কর্তৃক বাইবল্ অনুবাদ
		১৩৬২-৮৫	সরকারী কাজে ফরাসীর পরিবর্তে ইংরেজী প্রবর্তন
১৩৮১	কৃষক বিপ্লব ; ওয়াট টাইলার	১৩৮২	ইংরেজীতে সম্পূর্ণ বাইবল্
		১৩৮৯ (?)	কাণ্টারবেরী টেলস্ রচনা
১৩৯৯	চতুর্থ হেনরি ; পার্লামেণ্টের ক্ষমতা	১৪০০	চ্যসারের মৃত্যু
			[১৩১০-১৩৭৪ এর মধ্যে

রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস

১৪১৩	পঞ্চম হেনরি
১৪২২	ষষ্ঠ হেনরি
১৪২৮	অর্লিন্স অবরোধ; জোয়ান অব আর্ক
১৪৫৩	শতবর্ষ যুদ্ধ সমাপ্ত
১৪৫৫-৮৫	দুই গোলাপের যুদ্ধ
১৪৬১	চতুর্থ এডওয়ার্ড
১৪৮৩	তৃতীয় রিচার্ড
১৪৮৫	সপ্তম হেনরি

সাহিত্য

দান্তের 'ডিভাইন কমেডি', পেত্রার্কের সনেটস ও অন্যান্য কাব্য এবং বোকাচ্চিও-র রচনা সমাপ্ত হয়]

১৪০০	টমাস অক্লিভ্ : রেজিমেণ্ট অফ্ প্রিন্সেস্
১৪৭০	স্যার টমাস ম্যালোরি
১৪৬৯ (?)	: মর্ট দ্য আর্থার
১৪৭৪	ক্যাক্সটনের প্রথম মুদ্রিত বই সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। প্রথম বই হিসেবে যে যে বই-এর দাবী রয়েছে সেগুলি দেওয়া হল : 1. An Incomplete English translation of the 'Recuyell of The Historyes of Troye' by Raoul Lefevre (according to William J. Long and Legouis & Cazamian) 2. 'The Dictes and Sayengis of the Philosophers', 1477 (according to Edward Albert) অবশ্য প্রথম বইটি Bruges এ ছাপা, দ্বিতীয়

রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস		সাহিত্য	
			বইটি ইংল্যাণ্ডে। ক্যাক্সটন ১৪৭৮ খ্রীঃ চ্যসারের 'কাণ্টারব্যারী টেলস্' ছেপেছেন।
১৪৯২	কলাম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার	১৪৮৫	ক্যাক্সটনের প্রেসে 'মর্ট দ্য আর্থার' ছাপা হয়
১৫০৯	অষ্টম হেনরি	১৫১৬	টমাস মোর : 'ইউটোপিয়া'
১৫৪৭	ষষ্ঠ এডওয়ার্ড	১৫৩৯	'দি গ্রেট বাইবল্'
১৫৫৩	মেরী	১৫৪৯	প্রথম ইংরেজী 'প্রেয়ার বুক'
১৫৫৮-১৬০৩	এলিজাবেথ	১৫৫৭	টটেলস্ মিসেলেনী
১৫৬৩-১৬২৮	বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত অবশ্য পাঠ্য হিসাবে স্বীকৃত ; বিদ্যুৎ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বই প্রকাশ ; টমাস ক্যাভেনডিশ	১৫৬২	গরবোডাক
		১৫৬৪	শেকস্পীয়ারের জন্মকাল
		১৫৭৯	ফিলিপ সিড্নি : আর্কাডিয়া/সনেটস্ টু ষ্টেলা লাইলি : 'ইউফিউস'; নর্থঃ প্লুটার্ক; লণ্ডনে শেকস্পীয়ার
১৫৭৭	ড্রেকের বিশ্বপরিক্রমা	১৫৮৭	মার্লোর প্রথম নাটক 'ট্যামারলেইন'
১৫৮৮	আর্মাডা	১৫৯০	স্পেন্সার : 'ফেয়ারী কুইন'
		১৫৯৭-১৬২৫	বেকন : প্রবন্ধাবলী
		১৫৯৮-১৬১৪	চ্যাপম্যানের হোমার
		১৫৯৮	বেন জনসন : 'এভ্রী ম্যান ইন হিজ্ হিউমার'
১৬০৩	প্রথম জেমস্	১৬০০-১৬০৮	শেকস্পীয়ারের প্রধান ট্রাজেডিগুলি
১৬০৪	'ডিভাইন রাইট অব কিংশিপ' -এর ঘোষণা	১৬১১	রাজা জেমস্ এর বাইবল্

রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস

১৬২৫	প্রথম চার্লস্
১৬২৯-৪০	পার্লামেণ্টের পতন
১৬৪০	লঙ পার্লামেণ্ট
১৬৪২	গৃহযুদ্ধ
১৬৪৯-৬০	কমনওয়েলথ
১৬৫৩-৫৮	প্রটেক্টর হিসেবে ক্রমওয়েল
১৬৫৮-৬০	জেনারেল মঙ্কের শাসন ; কনভেনশন পার্লামেণ্ট
১৬৬০	দ্বিতীয় চার্লস্
১৬৬৫-৬৬	লণ্ডনে প্লেগ ও বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড
১৬৮০	হুইগ ও টোরি
১৬৮৫	দ্বিতীয় জেমস্
১৬৮৮	ইংল্যাণ্ডের অন্তর্বিপ্লব ; উইলিয়াম অব অরেঞ্জ 'গ্লোরিয়াস রিভল্যুশন'
১৬৮৯	বিল অব রাইটস্ ; তৃতীয় উইলিয়াম ও মেরী
১৭০২	ওয়ার অব স্প্যানিশ সাকসেশন ; অ্যানের সিংহাসন লাভ

সাহিত্য

১৬১৬	শেকস্পীয়ারের মৃত্যু
১৬২২	প্রথম সংবাদপত্র
১৬৩১	কবি ডানের মৃত্যু
১৬৪২	ব্রাউন : রিলিজিও মেডিচি
১৬৫৩	ওয়াল্টন : কমপ্লিট অ্যাঙ্গলার
১৬৬০-৬৯	পেপিস্ : ডায়েরী
১৬৬২	রয়েল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও নিউটন প্রমুখ সদস্য
১৬৬৩	বাট্লার : হুডিব্রাস
১৬৬৩-৯৪	ড্রাইডেন : নাটকাবলী
১৬৬৭	মিল্টন : প্যারাডাইজ লষ্ট
১৬৭১	মিল্টন : প্যারাডাইজ রিগেইণ্ড
১৬৭৮	ব্যানিয়ন : পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেসের প্রকাশ
১৬৭৪	কমেডি অব ম্যানারস : উইচারলির 'দি কানট্রি ওয়াইফ'
১৬৮৭	নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া', 'ল অব গ্রাভিটেশন'
১৬৯০	লক : 'অন হিউম্যান আনডারস্ট্যাণ্ডিং'
১৬৯৫	সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত
১৭০০	জন ড্রাইডেনের মৃত্যু
১৭০২	প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র
১৭০৯-১১	ট্যাটলার, 'স্পেকটেটর'

রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস

১৭০৪	ব্লেনহিম্ এর যুদ্ধ
১৭১৪	প্রথম জর্জ
১৭২১	মন্ত্রীসভার শাসন প্রবর্তন; স্যার রবার্ট ওয়ালপোল প্রথম প্রধানমন্ত্রী
১৭২৭	দ্বিতীয় জর্জ
১৭৫৬	ফ্রান্সের সঙ্গে সপ্তবর্ষ যুদ্ধ
১৭৫৭	ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ
১৭৬০	তৃতীয় জর্জ
১৭৬৫	স্ট্যাম্প অ্যাক্ট
১৭৭৪–৭৫	এডমাণ্ড বার্ক: অ্যামেরিকান ট্যাক্সেশান ও কনসিলিয়েশন বিষয়ক বক্তৃতা
১৭৭৫	আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ
১৭৭৬	অ্যাডাম স্মিথ: ওয়েলথ্ অব নেশন্স্; ডিক্লারেশন অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স
১৭৮২	স্টিম এঞ্জিনের প্রবর্তন
১৭৮৩-১৮০০	শিল্প বিপ্লব
১৭৮৯	ফরাসী বিপ্লব
১৭৮৯-৯৫	টমাস পেইন: 'রাইটস্ অব ম্যান' রচনা

সাহিত্য

১৭১৯	ডিফো: রবিনসন ক্রুসো
১৭২৬	সুইফ্ট্: গ্যালিভারস ট্রাভেলস্
১৭৪০	রিচার্ডসন: 'পামেলা'
১৭৪৪	কবি পোপের মৃত্যু
১৭৪৯	ফিলডিং: টম জোনস্
১৭৫১	গ্রে: এলিজি
১৭৫৫	জনসন: 'ডিকশনারী'
১৭৬০	ষ্টার্ণ: ট্রিষ্ট্রাম শ্যাণ্ডি
১৭৬৬	গোল্ডস্মিথ: ভিকার অব ওয়েকফিল্ড
১৭৭০	গোল্ডস্মিথ: ডেজার্টেড ভিলেজ
১৭৭৪-৭৫	বার্ক: আমেরিকান স্পীচেস
১৭৭৬	এডওয়ার্ড গিবন: ডিক্লাইন এ্যাণ্ড ফল অব দি রোমান এম্পায়ার
১৭৭৭	শেরিডান: স্কুল ফর স্ক্যাণ্ডাল
১৭৭৯-৮১	স্যামুয়েল জনসন: 'লাভইস্ অব দি পোয়েটস্'
১৭৮৩	ব্লেক: 'পোয়েটিক্যাল স্কেচেজ্'
১৭৮৬	বার্ন: প্রথম কবিতাগুচ্ছ
১৭৯১	বসওয়েল: 'লাইফ অব জনসন'
১৭৯৬-১৮১৬	অস্টেনের উপন্যাসবলী
১৭৯৮	ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ এবং কোল্রিজের যুগ্মভাবে 'Lyrical Ballads' প্রকাশ

রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস

১৮০৫	ট্রাফল্‌গারের যুদ্ধ
১৮০৭-৩৩	দাস ব্যবসা বন্ধ
১৮১৫	ওয়াটার্লু'র যুদ্ধ; ভিয়েনা কংগ্রেস
১৮২০	চতুর্থ জর্জ
১৮৩০	বাষ্পচালিত রেলগাড়ি; দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব (জুলাই বিপ্লব)
১৮৩৭	রানী ভিক্টোরিয়ার শাসনভার গ্রহণ
১৮৪৪	টেলিগ্রাফ
১৮৪৬	রিপীল অব দি কর্ণ ল
১৮৪৮	তৃতীয় ফরাসী বিপ্লব (ফেব্রুয়ারী রিভল্যুশন) সমগ্র ইউরোপে তার প্রভাব
১৮৪৯	কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো
১৮৫৪	ক্রিমিয়ার যুদ্ধ
১৮৫৭	ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহ
১৮৫৮	ভিক্টোরিয়ার ভারতের শাসনভার গ্রহণ
১৮৬৫	আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

সাহিত্য

১৮০৭	ল্যাম : 'টেল্‌স ফ্রম শেকস্‌পীয়ার'
১৮০৯-১৮	বায়রন : 'চাইল্ড হ্যারল্ড'
১৮১০-১৩	কোল্‌রিজ : শেকস্‌পীয়ার বক্তৃতামালা
১৮১৪-৩১	স্কট : 'ওয়েভারলি নভেলস্‌'
১৮১৭	কোলরিজ : 'বায়োগ্রাফিয়া লিটারারিয়া'
১৮১৭-২০	কীট্‌স্‌ এর কবিতাবলী
১৮১৮-২০	শেলী : প্রমিথিউস্‌ আনবাউণ্ড
১৮২০-৩৩	ল্যাম : 'এসেজ অব ইলিয়া'
১৮২১	ডি কুইন্‌সী : 'কনফেশনস্‌'
১৮২৪-৪৬	ল্যাণ্ডর : 'ইমাজিনারী কন্‌ভারসেশনস্‌'
১৮৩০	টেনিসন : প্রথম কবিতাগুচ্ছ
১৮৩৩	কার্লাইল : 'সার্টর রিসার্টাস' ব্রাউনিং : 'পলিন'
১৮৩৬-৬৫	ডিকেন্সের উপন্যাসবলী
১৮৩৭	কার্লাইল : ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন
১৮৪৩	মেকলে : প্রবন্ধাবলী
১৮৪৩-৬০	রাস্কিন : মডার্ন পেইন্টার্স
১৮৪৭-৫৯	থ্যাকারের উপন্যাসবলী
১৮৪৭-৫৭	শার্লট ব্রন্টি : উপন্যাস
১৮৪৮-৬১	মেকলে : ইংলণ্ডের ইতিহাস
১৮৫৩	মিসেস গ্যাস্‌কেল : ক্র্যানফোর্ড

রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস		সাহিত্য	
১৮৫৯	ডারউইন : অরিজিন অব স্পেসিস্	১৮২৩-৫৫	ম্যাথু আর্নল্ড : কবিতাবলী
		১৮৫৫	এইচ. জি. ওয়েলস : দি টাইম মেশিন
		১৮৫৬-৮৮	মিসেস্ ব্রাউনিঙ্, জর্জ ইলিয়ট ও টেনিসনের সাহিত্যচর্চা
		১৮৬৪	নিউম্যান : অ্যাপলজিয়া প্রো ভিটা সুয়া
১৮৬৭	রিফর্ম বিল ; 'দাস ক্যাপিটাল' প্রকাশিত	১৮৬৫-৮৮	মাথু আর্নল্ড : এসেস্ ইন ক্রিটিসিজম্
		১৮৭৫-৮৯	কবি হপকিন্স -এর উত্থান
		১৮৭৯	জর্জ মেরেডিথ : দি ইগোইষ্ট
১৮৮৪	ফেবিয়ান সোসাইটি	১৮৮৩	স্টিভেনসন : ট্রেজার আইল্যাণ্ড
		১৮৮৯	ব্রাউনিঙ্ এর শেষ রচনা অ্যাসোলাণ্ডো
		১৮৯২	কবি টেনিসনের মৃত্যু
		১৮৯৮	টমাস হার্ডি : ওয়েসেক্স পোয়েমস্ মেয়র অফ্ ক্যাস্টারব্রিজ
		১৮৯৮-১৯৪৯	বার্নাড শ'র নাটক
১৯০১	রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু সপ্তম এডওয়ার্ড -এর রাজ্যভার গ্রহণ	১৯০০	ইয়েটস্ : দি শ্যাডোয়ি ওয়াটার্স

রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস

১৯১৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

১৯০৫ আইনষ্টাইন : রেসট্রিক্টেড্ প্রিন্সিপিলস্ অফ্ রিলেটিভিটি

১৯১৯ ভার্সাই চুক্তি

১৯১৯-২১ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা

১৯২৪ ইংল্যাণ্ডে প্রথম শ্রমিক সরকার

১৯২৫ লোকার্নো চুক্তি

১৯৩৩ হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলর ; হ্যালডেনের ইভলিউশন বিষয়ে বক্তব্য

১৯৩৮ হিটলার ও চেম্বারলিনের মধ্যে মিউনিখ চুক্তি

১৯৩৯ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১৯৪০-৪১ নাৎসী বাহিনী কর্তৃক ইংল্যাণ্ডের মূল ভূখণ্ডে বিমান আক্রমণ

১৯৪১ আতলান্তিক চার্টার

১৯৪৫ হিরোশিমা ও নাগাসকিতে এটম বোমা বর্ষণ ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত

১৯৪৫ ইউ. এন. ও. বা রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠা

১৯৪৭ : ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান

সাহিত্য

১৯০২ ডি লা মেয়ার : সঙস অফ্ চাইল্ডহুড

১৯০৪ এ. সি ব্র্যাডলে : শেকস্পীয়ারীয়ান ট্রাজেডি

১৯০৯ দি ফিউচারিস্ট ম্যানিফেষ্টো

১৯১৩ ডি এইচ লরেন্স : সনস্ এ্যাণ্ড লাভার্স

১৯১৪ ইয়েটস্ : রেস্পনসিবিলিটিজ্

১৯১৫ মম্ : অফ্ হিউম্যান বণ্ডেজ

১৯১৩-১৮ ব্রুক, আওয়েন কবিগোষ্ঠী ও যুদ্ধের কাব্য

১৯২২ জেমস্ জয়েস : ইউলিসিস
টি. এস এলিয়ট : দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড

১৯২৪ ই. এম. ফরস্টার : এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া

২২-২৫ ভার্জিনিয়া উলফ্ : 'জেকবস্ রুম্', 'মিসেস ড্যালোয়ে'

১৯৩২ হাক্সলে : ব্রেভ নিউ ওয়ারলড্

১৯৩৯ ইয়েটসের মৃত্যু

১৯৪৮ বার্ট্রাণ্ড রাসেল : হিস্ট্রি অব্ ওয়েষ্টার্ন ফিলসফি

১৯৫০ জর্জ বার্নার্ড শ'র মৃত্যু

১৯৬৫ টি. এস. এলিয়টের মৃত্যু

INDEX

A Kiss for Cinderella 424
A Mirror for Magistrates 121
A Passer-by 425
A Woman of No Importance 423
Aaron's Rod 417
A B C 91
(abbes) Hilda 54
Abbot, The 341
Abercrombie, L. 432
Absalom and Achitophel 245,246,248
Adam Bede 380
Addison, Joseph 116,127,259,263-64
Adonais 331
Advancement of Learning 228
(Adventure of) Roderick Random 269
A.E. (George Russell) 427,429
Aelfric 55, 62, 63
Aeneid 104
Affliction of Margaret 301
After Strange Gods 436
Ages of the World, The 63
Agnes Grey 379
Ainsworth, William H. 345
Akenside, Mark 277
Alastor 320
Alchemist, The 193
Alcibiades 258
Alcuin 63
Aldhelm 63
Alfred 40, 60-63
Ali Saunder (king) 85
All Fools' 191
All for Love 244,256,274
Allegory of Love 231
All's Well that Ends Well 145,169,170,182
Almayer's Folly 411
Alphonsus 138
Amelia 269
American Notes 372
Amoretti 125,131
Amours de Voyage 396
An Essay on Criticism 251-53
An Unsocial Socialist 421
Anatomy of Melancholy 228
Anatomy of the World 205
Ancrene Riwle 78
Andreas 57,58
Anglo-Saxon Chronicle 60-62
Ann Veronica 412
Annus Mirabilis 244
Anne of Geierstein 341
Anniversaries, The 205
Another Time 440
Antic Hay 418
Antiquary, The 341
Antonio and Mellida 193
Antony and Cleopatra 145,165,166,182,186,256
Apologia Pro Vita Sua 366
Aquinas, Thomas 126
Arabian Nights 303
Arbuthnot, John 262
Arcadia 122
Arden of Feversham 146
Ariosto 171
Aristotle 111,174, 176
Arms and the Man 421
Arnold, Matthew 216,273,325,363,368,435
Arte of Rhetorique 36
Arthurian Cycle 79
As You Like It 145,148-49,152,156,171-72
Ascension 57
Ascent of F6, The 440

Ascham, Roger 110,113
Asolando 393
Assembly of Fowls, The 91
Assembly of Gods, The 97
Astrea Redux 242
Astrophel and Stella 122
At Mrs. Beam's 425
Atheist's Tragedy, The 198
Athelstan 50
Aubrey, John 196,210
Audeley, John 102
Auden, W. H. 434,440-41
Aurengzebe 256
Aurora Leigh 396
Austen, Jane 343-44,382
Autobiography 349
Autumn : A dirge 323
Ayrer Jacob 181
Ayton, Robert 202

Babbitt, Irving 176
Back to Methuselah 421
Bacon, Francis 227 28
Bacon, Roger 79,80,120,146
Bailey, Benjamin 329
Baldwin, William 121
Bale, John 110-111
Ballad 116
Ballad of Agincourt 123
Ballad of Readnig Goal 414
Ballads and Poems of Tragic Life 381
Bandello 170,173
Banerji, Bibhutibhusan 409
Banerji, J. L. & L. K. 186
Banerji, Manik 424
Banerji, Srikumar 309
Banerji, Tarasankar 409
Barbour, John 84,102,160
Barclay, Alexander 102,115
Bard, The 278
Barnes, Barnabe 248
Baron's Wars 122
Barrack-room Ballads 414
Barrie, James 423-24
Bartlett, John 185
Battle of Brunanburg 50
Battle of Maldon 50,66
Battle of the Books 262
Beaumont, Sir Francis 91,109,196,198
Bede 27,43,44,53,60,61,63,64
Beerbohm, Max 419,442
Beethoven 294
Beggar's Opera 260
Behn, Mrs. Aphra 248,255
Belinda 344
Belleforest 176
Belloc, J. Hillaire 442
Bennett, Arnold 414
Benoit de Sainte-More 85
Bentley, Richard 262
Bentley's Miscellany 345
Beowulf 44,45,47,49,52
Beppo 314,317
Berkeley, George 261
Bernal, J. D. 419
Betrothed, The 341
Bhattacharya, Arun 238
Bhattacharya, Mohini M. 231
Bible, The 107,108,117
„ Authorised Version 117
„ King James' 117
„ Wyclif 117
Binyon, Laurance 432
Biographia Literaria 303
Blair, Robert 278
Blake, William 88,204,242 282-93,363,401,429,432
Blast, The 435
Bleak House 372,375
Blickling Homilies 62
Blind Beggar of Alexandria 191
Blunden, Edmund 443
Boat Song 338
Boccaccio 90,92,94,170
Boethius 60,73,92
Bokenam, Osbern 102

Bolingbroke 261
Book of Airs 123
Book of Cerne 63
Book of Faith, The 115
Book of Los 288,293
Book of Margery Kempe 115
Book of Moses 117
Book of Snobs 378
Book of the Duchesse 91
Book of Thel 288,292
Borrow, George 382
Bose, Amalendu 186,363, 385,393,403-05
Bose, Buddhadev 445
Bose, N. K. 419
Bose, Rajsekhar 6
Boswell, James 264-65
Bottomley, Gordon 425
Bradley, F. H. 435
Brave New World 418
Breton Lay 86
Bride of Abydos 313
Bride of Lammermoor 341
Bridges, Robert 177,425-26
Bridie, James 425
Broken Heart, The 197
Bronte, Charlotte 379,381-82,401
Bronte, Emily 381
Bronte Sisters 379
Brooke, Rupert 443
Browne, Sir Thomas 227
Browne, William 202,348
Browning, Elizabeth Barrett 362,384,395-96
Browning, Robert 362,384, 390-95
Bruce 84,102,160
Brut 80,85
Bryant, William 339
Bunyan, John 120,227,261
Burke, Edmund 265-66
Burns, Robert 103,202,279-80, 295
Burton, Robert 227-28, 348
Bussy d'Ambois 191
Butler, Joseph 261
Butler, Samuel 120,209,247
Butler, Samuel 411
Byrd, William 123
Byron, George Gordon 43,283-84,311-17,332

Caedmon 52-55
Caesar and Cleopatra 421
Cakes and Ale 416
Cambrensis, Geruldus 79,80
Cambyses 133
Camden, William 111,114 191
Campaspe 138-39
Campbell, Thomas 338
Campion, Thomas 123,211
Candida 421
Canterbury Tales 89,91-94
Cantos, The 436
Capgrave, John 115
Captives or the Lost Recovered, The 194
Careless Husband, The 259
Carew, Thomas 205,211
Carey, Henry 260
Cashel Byron's Profession 421
Castle of Indolence, The 278
Castle of Otranto, The 270
Castle of Perseverence, The 108
Catholic Anthology 435
Cato, The 259
Cave, Edward 277
Caxton, William 35,110,113
Cecilia 270
Celtic Twilight, The 429
Cenci, The 320
Cezan 413
Chakravarti, Amiya 444,446
Chakravarti, Jagannath 238
Challenge for Beauty, A 194
Chambers, E. K. 185

Chanson de Roland 77,86
Chapman, George 122,191
Chatterjee, Bankim Ch. 342
Chatterjee, Bhabatosh 359-60
Chatterjee, Birendra 186
Chatterji, Mohini 429
Chatterji, Sarat Ch. 373,375
Chatterton, Thomas 281
Chaucer, Geoffrey 44,83,87, 89,90-106,113,123,130, 160,169,171,244,293
Chavy Chase 116
Cheke, Sir John 36,110,114
Chesterton, G. K. 442
Childe Harold's Pilgrimage 313
Choruses from The Rock 436
Choudhury, Pramatha 223
Chretien de Troyes 94
Christabel 305,309-10
Chronicle of England, A 115
Church History of Britain 230
Churchill, Winston 442
Cibber, Colley 259
Cicero 105
Civil War, The 123
Clandestine Marriage, The 260
Clare, John 339
Clarissa Harlowe 268
Clayhanger 414
Clerk, Samuel 261
Clerk, Saunders 117
Cleveland, John 213,247
Cnut's Song 77
Clough, Arthur Hugh 396
Coleridge S. T. 43, 127,140, 167,176,184,208,269, 282-86, 293,302-10,363,435
Colet, John 110-12
Colin Clout 100-01
Collected Sketches by Boz 372
Collier, Jeremy 258
Collins, Wilkie 382-83
Collins, William 276,278
Colman, George 260
Comedy of Errors 154-55,169
Comedy of Manners 254-58
Compleat Angler, The 204,229
Compleint of Anelida 92
Compleint of Mars, The 91
Compleint to his Lady 92
Complete Concordance, A 185
Compleynt to Pity 91
Confederacy, The 257
Confession of the Seven Deadly Sins, The 83,87
Confessio Amantis 83,87
Confessions of an English Opium-Eater 349
Confidential Clerk, The 436
Congreve, William 250,257
Coningsby 370
Conquest of Granada 256
Conrad, Joseph 411
Coriolanus 145,165,167
Corpus Christi 107
Cotton, Robert 111,114
Count Robert of Paris 341
Coverdale, Miles 117
Coward, Noel 425
Cowley, Abraham 205,212,261
Cowper, William 279-80
Coxcomb, The 196
Crabbe, W. George 281
Cranford 382
Cranmer, Thomas 117,164
Crawshaw, Richard 205,208-09
Cricket on the Hearth, The 372
Crist 56-57,70
Cromwell, Oliver 215,242, 244,247
Crossing the Bar 390
Cry of the Children, The 396
Culture and Anarchy 216,369
Cuniform lipi 13
Cura Pastoralis 40,61
Curse of Minerva, The 313
Cursor Mundi 33,81,86
Cymbeline 145,280,181

Cynewulf 46,52,56 58,70,73
Cyril, Tourneur 198

Daffodils, The . . 302
Daisy 397
Dame Sirith 86
Damon and Pythias 133
Dance of Death, The 440
Daniel 44,54,55,122
Daniel Deronda 380
Daphnaida 128
Darley, George 339
Darwin, Charles 288, 362
Das, Jibanananda 391
Das, S. K. 70
Dasgupta, Amitava 186
Datta, Asit 186
Datta, Bhabotosh 186
Datta, Sudhindranath 428,445
Davenant, William 205,213, 248,256,258
David Copperfield 372,374
Davies, W, H. 430,432-33
Davis, R. T. 105
Davis, Sir John 202
Day Lewis, C. 440-41
De, Bisnu 435
De Cevile Domino 87
De Domino Diminio 87
De la Mare, W. 432-33
De Profundis 414
De Quincey, Thomas 184,305 346,349
Death of Cuchulain, The 430
Death's Door 288
Decameron 90,92
Defence of Poesy 122
Defoe, Daniel 267
Degas 413
Dejection, an Ode 310
Dekker, Thomas 39,109, 192-94,197
Delights of the Muses 208
Deloney, Thomas 227
Denham, John 213,248
Dennis, John 184,249
De Nugis Curialium 80
Deor's Complaint 44,50,51
Descent of Odin, The 278
Descriptive Sketchs 294
Deserted Village, The 279
Destructive Element, The 442
Dialogue 99
Dialogue of Comfort against Tribulations 112
Dickens, Charles 95,362, 369-76, 409
Dickensian The 371
Dickinson, Emily 443
Die Schone Sidea 181
Dipsychus 39
Discourse Concerning the Origin and Progress of Satire 272
Disraeli, Benjamin 370
Dobb, Maurice 419
Dobson, H. A. 426
Doctor Faustus 135-36, 200
Dodslay, Robert 277
Dombay and Son 372
Don Carlos 258
Don Juan 283,312
Donne, John 120,199, 202-08,213,438
Double Dealer, The 257
Douglas, Gawin 102,104
Dover Road, The 425
Dowden, Edward 429
Dr. Jekyll and Mr. Hyde 384
Dramatic Idylls 393
Dramatis Personae 393,395
Drapier's Letters, The 262
Drayton, Michael 122
Dream Children, The 348
Dream of John Ball 399
Dream of the Rood 58
Drinkwater, John 425
Drummer, The 259

Drummond, William 202,230
Dryden, John 89,90,126,183, 187,196,199,203,209,242-50, 257,272,342,435,438
Duchess of Malfi, The 195,198
Duenna, The 260
Dunber, William 91,102-04
Dunsany, Lord 425
Dynasts, The 409-10
Dyre, John 278
Dyre, Sir Edward 202

Eadmer 80
Earl of Oxford 38,146
Earl of Stirling 202
Earle, John 227
Ecclesiastical History of the English People 27,43
Edgeworth, Maria 344
Edinburgh Review, The 349,351
Edward II 125
Edwin Drood 372,375
Egoist, The 381,436
Elene 57,58
Elgin Marbles 329
Eliot, George 379-81
Eliot, T.S. 175,183-84,242, 245,249,273,404, 425,431,434-40
Emare 86
Emerson, R.W. 363,386
Emma 344
Emperor Jereslaus's Wife 99
Endymion 330
English Garden, The 279
English Humourists of the Eighteenth Century 378
English Mail Coach 350
Enoch Arden 388
Epicedes and Obsequies 205
Epipsychidion 320
Epistles and Satires 253
Epistles to Thomas Hanmer 279
Epithalamion 125,131,205
Erasmus, Desiderius 110-12
Essay Concerning Human Understanding, An 261
Essays in Criticism 350,363
Essays or Counsels Civil or Moral 228
Essays of Elia 346
Essays on Milton 365
Esther Waters 413
Etherege, George 244,255,257
Euphues 138,231
Euphuism 230-31
Eustache Deschamps 90
Eve of St. Agnes and Other Poems 326,330
Evelyn Innes 413
Evelina 270
Evening Walk, An 294
Everyman 108
Examiner, The 349
Excursion, The 294
Exeter Book, The 43-44,46,52

Faerie Queene 121,125-31, 231-33
Fair Annie 117
Fair Maid of Perth, The 341
Falconer 277
Falls of Princes 97
Family Reunion, The 436
Far from the Madding Crowd 408
Farmer, Richard 179
Farquhar, George 255
Fate of the Butterflie, The 128
Fates of the Apostles 56,57
Felix Holt the Radical 380
Ferdinand de Saussure 23
Ferrex and Porrex 109
Fielding, Henry 268-69
Fight at Finnsburg 49,50,55

First Book of Urizen, The 288
Fitzgerald, Edward 396
Flatman Thomas 248-49
Flaubert, G. 413
Flecknoe, Richard 245
Fletcher, Giles & Phineas 202
Fletcher, John 109,147,196
Floris 86
Foote, Samuel 260
Ford, John 194-95,197-98
Forster, E. M 416
Forsyte Saga, The 414
Fortescue, Sir John 115
Fortunes of Nigel, The 341
Four Georges, The 378
Four P's, The 109
Four Quartets 436,439
Fowler 10-12,17
Fowre (Four) Hymns 126
Fraser's Magazine 405
Frederick II 365
French Revolution, The 364
Freud, S. 407
Friend, The 294
Frier (Friar) Bacon and Frier Bungay 138-39
Froissart 90
Frost at Midnight 305
Froude, J. A. 369
Fuchs, Leonard 20
Fuller, Thomas 151,230
Funeral, The 259

Galsworthy, John 414-15,424
Galt, John 345,370
Game of Chess, A 197
Gammer Gurton's Needle 109
Gardiner, A. G. 442
Gascoigne, George 120,132, 170,199
Gaskell, Elizabeth C. 382
Gates of Paradise, The 288
Gauguin 413
Gay, John 254,260
Gebir 350
Genesis A & B 54,55
Gentleman Usher, The 191
Gentleman's Magazine, The 277
Geoffrey of Monmouth 79,80,84,94
Germ, The 401
Gerrit Gerritszoon (Erasmus) 110
Gertrude of Wyoming 338
Ghosh, M. M. & P C. 186
Ghosh, Sisir Kumar 445
Ghost of Abel, The 288,290
Giaour, The 313,317
Gibbon, Edward 266-67,365
Gilchrist, Alexander 288
Gissing, G. R. 413
Glass of Government 132
Godwin, W. 320,403
Goethe 313
Golden Legend, The 113
Golden Treasury, The 388
Goldsmith, Oliver 259,265-66
Gondibert 248
Good-natur'd Man, The 259
Gorboduc 109,132
Gorgeous Gallery of Gallant Inventions, A 121
Gower, John 83,88,90,95 105,113,160
Grace Abounding 261
Granville-Barker, H. 170-71,178
Gray, Thomas 277-78
Great Bible, The 117
Green, Robert 109,138,155,181
Grenfell, J. 440
Grimald, Nicholas 120
Grimm, Jacob 23
Grimm's Law 23
Grocyn, William 110-11
Grongar Hill 278
Gryll Grange 345
Guha, Naresh 445

Gulliver's Travels 262
Gunn, Tom 444
Guthlac 44
Guy Mannering 341

Hakluyt, Richard 121
Hall, Joseph 199,230
Hamlet 137,146,149, 174-78,186
Hard Times 375
Hardy, Thomas 43,173,194 407-11,425
Harry, Blind 102
Haunted House, The 339
Haunted Man and Ghost's Bargain 372
Havelok 81
Hawes, Stephen 101-02
Hazlitt, William 348-49
Headlong Hall 345
Heart of Midlothian 341
Hellas 321-22
Hemans, Felicia 339
Heminge, John 183
Henry IV (II) 156,158
Henry V 145,165
Henry VI (1) 144,156
Henry VI (II) 189
Henry VIII 164
Henry Esmond 378
Henry of Huntingdon 80
Henry Richmond 382
Henryson, Robert 102-03
Henslow (e) 191,194
Herbert, George 204-05,208-09
Heroes and Heroworship 365
Heroic Epistles of England 122
Herrick, Robert 205,211
Heywood, John 109,203
Heywood, Thomas 194,195
Hilda Lessways 414
Hind and the Panther, The 246
Historia Regum Britanniae 84
History of Brazil 337
History of England 365
History of Mr. Polly 412
History of the Britons 79
History of the Peninsular War 337
Hittite 13
Hobbes, Thomas 227,230,261
Hogg, James J. 339
Homer 90,122,129.251,253
Homily 62,63,77
Homilies (Blickling) 62
Honest Whore, The 194
Hood, Thomas 339
Hooker, Richard 117,204,227, 228
Hopes and Fears for Art 399
Hopkins, G. M. 403,425-27
Horn 81,85
Hound of Heaven, The 427
Hours of Idleness 313,315
House of Fame, The 92
House of Life, The 395
Household Words 372
Housman, A. E. 427
Howard, Henry 120
Howard's End 416
Hudibras 247
Hughes, Ted 444
Hume, David 261
Humorous Day's Mirth, An 191
Hundreth Sundrie Flowers 121
Hunt, Leigh 318,329,339, 345, 349
Husband's Message 50,51
Huxley, Aldous 208,416,418
Huxley, Thomas H. 369,412
Hylton, Walter 115

Ibsen, Henrik 420
Idea of a Christian Society, The 436
Idylls of the King 393

Il Filostrato 94
Iliad 122
In Memoriam 387,388-90,404
Indian Emperor, The 256
Indian Queen, The 256
Interlude 108,109
Invisible Man, The 412
Ipomedon 86
Irish Melodies 338
Irving, Sir Henry 423
Isabella 326
Isherwood, Christopher 440
Island of Dr. Moreau 412
Isle of Dogs, The 191
Italian Poems 317

Jack Sheppard 345
Jacob's Room 416
James, Henry 376
James the First 102,103
Jane Eyre 381
Jean Christopher 395
Jeffrey, Francis 351
Jerusalem 287-88
Jespersen, Otto 3,7,12,25
Jesting Pilate 418
Joad, C. E. M. 419
Jocasta 132
John Inglesant 384
John of Gaunt 148
John of Salisbury 80
John Woodvil 347
Johnson, Samuel 38,118,126, 167,184,187,228,245, 251,264-65
Jolly Beggers, The 280
(Jon Duns,) Scotus 80
Jonathan Wild the Great 269
Jonathas 99
Jones, Henry A. 423
Jones, Sir William 404
Jonson, Ben 109,120,137, 142-43,151,183,191-93, 213,245,257

Joseph Andrews 269
Journal to Stella 263
Judah 423
Jude the Obscure 409-10
Judith 55,56
Julian and Maddalo 320
Juliana 44,56,57
Juliana of Norwich 115
Julius Caesar 145,165,182
Junius XI 55
Justice 424
Juvenal 249

Kalidasa 201
Kant, Immanuel 305
Kar, Bimal 418
Keats, John 122-23,126, 140,184,281,307,320,325-36, 363,403,426,430,441
Keble, John 402
Kenilworth 341
Kidnapped, The 384
Kim 413
King Alisaunder 85
King and No King, A 196,198
King Edward the Fourth 194
King Hart 104
King Henry VIII 145
King John 144,158-59,169
King Lear 145-46,169,174-75
Kingslay, Charles 382
King's Quair 103
Kipling, Rudyard 413-14
Kipps 412
Knight of the Burning Pestle, The 196
Knox, John 116
Kubla-Khan 305-06
Kyd, Thomas 109,134,136-37, 146,153,199

L'Allegro 218
La Belle Dame Sans Merci 335
Laburnum Grove 419

Lady Chatterley's Lover 417
Lady of Pleasure, The 198
Lady of Shalott The 388
Lady of the Lake 337
Lady Windermere's Fan 423
Lady with a Guitar 323
Laforgue, Jules 436-38
Lahiri, Krishnachandra 68
Lake Isle of Innisfree, The 429
Lalla Rookh 338
Lamb, Charles 184,228,286, 305, 345-48
Lambeth 77
Lament of Tasso 317
Lamia 326,330,335
Land of Heart's Desire 429
Landor, W. S. 329,350
Langland, William 83,87,101
Lara 313
Larkin, Philip 444
Last Chronicle of Barset 383
Latimer, Hugh 111,117
Latin Chroniclers 78
Lavengro 382
Law of Ecclesiastical Polity, The 118
Lawrence, W. H. 411,41718
Lay of Ancient Rome 365
Lay of the Last Minstrel 337
Layamon 81,82,85
Leda and the Swan 431
Lee, Nathaniel 258
Legend of Good Women 92
Legend of Montrose 341
Legends of the Saints 102
Leibniz, G. W. 435
Leisure 433
Leland, John 110,114
Leofric (Bishop) 44
Lessing 305
Leviathan 230,261
Lewis, Wyndham 435
Life and Adventures of NicholasNickleby 372-73
Life and Letters of John Keats, The 325
Life of Byron 338
Life of Cowper 337
Life of Jacke Wilton, The 139
Life of Nelson 337
Life of Napoleon 342
Life of Our Lord, The 372
Life of St. Dunstan, The 81
Life of William Shakespeare 233
Lillo, George 260
Linacre, Thomas 110-12
Listeners, The 433
Little Dorrit 372,375
Lives of Donne, Wotton, Hooker and George Herbert 204
Lives of the Novelists 342
Lives of the Poets 265
Lives of the Saints 62
Liza of Lambeth 416
Lochinvar 338
Locke, John 261
Lockhart, J. G. 226,351
Lockyer, Roger 119
Lodge, Thomas 139,226
Lollingdon Downs 433
London 264
London Magazine,The 339,349
London Snow 426
Lord Jim 411
Lorna Doone 384
Losing of Satan, The 63
Lotos-Eaters, The 388
Love among the Artists 421
Love Rune (Ron) 74
Love Song of J. Alfred Prufrock 435
Lovelace, Richard 205,210,212
L.L. Lost 169,188
Love's Labours Wonne 169,173
Loyalties 424

Lucas, E. V. 442
Lydgate 97-99,105-06,113
Lyf of Seint Cecile 91
Lying Lover, The 259
Lyly, John 109,111,120, 121,134,138,139,226
Lyttleton 277
Lytton, E.B 370

Mac Flecknoe 245,249,256
Macaulay, John 363 365
Macbeth 145,146,149,154, 156,174,175,179, 180,184,186
Macneice, Louis 440-41
Macpherson, James 281
Mad World, A 197
Madoc 336
Magna Est Veritas 397
Magnetic Mountain, The 441
Maid's Tragedy, The 196
Major Barbara 421
Major, John 116
Malcontent, The 193,195
Mallarme, S. 429
Malory, Thomas 78,110,113, 119,126
Mamillia 227
Man and Superman 421
Man of Mode, or Sir Fopling Flutter 255
Man of Property, The 414
Mandeville, Bernard 261
Manfred 313,317
Mannyng, Robert 81
Mansfield Park 344
Manso, Giovanni Baptista 214
Map, Walter 79
Marino Faliero 317
Marlowe, Christopher 109, 120,134-36,139,170,194, 199,211,233
Marmion 337
Marriage A-la-Mode 256
Marriage of Heaven and Hell 288,290-293
Marriage of the Lady Meed, The 83
'Marriage Sonnets' 201
Marston, John 192,193, 195,199
Martin Chuzzlewit 372,374
Marx, Karl 407
Martinet, Andre 23
Martyrology 62
Marvell, Andrew 205,208-10
Masefield, John 419,432-33
Mask of Anarchy, The 320
Mason, William 279
Massacre at Paris, The 136
Massinger, Philip 194,197
Master Humphrey's Clock 372,374
Master of Ballantrae 384
Mathew, George Felton 328
Maud 387
Maugham, W.Somerset 415-16
May Day 191
Mayor of Casterbridge, The 194,409
Mazeppa 317
Mazumder, Amiyabhusan 409
Measure For Measure 145, 173,182,233
Medall, The 246
Medwall, Henry 108
Meghdut 201
Memoirs of the Life of Sir Walter Scott 351
Men, Women and Books 349
Merchant of Venice, The 144,169-71,186
Meredith, George 379,381
Meres, Francis 169,173, 183,194,201
Merry Wives of Windsor, The 145,171,172,189

Meynell, Alice 403,427
Middleton, Thomas 194, 195,197
Midsummer Night's Dream, A 144,149,153,155, 169-171,243
Milestones 414
Mill, John Stuart 362
Mill on the Floss, The 380
Milne, A. A. 425
Milnes, Richard Monckton 325-26
'Milton' 287-88,293
Milton, John 120,126,176, 196,209,213-26,295,333,363
Minot, Laurence 83
Minstrelsy of the Scottish Border 337
Misanthrope 256
Missionary : an Indian Tale, The 325
Mistress of Vision, The 379
Mitford, Mary Russell 345
Mitra, Premendra 434
Modern Painters 363,267
Moliere 140,172,256
Mookherji, Balaichand 416
Mookherjee,Sankarananda 186
Moon and Sixpence, The 416
Moonstone, The 383
Moore, Edward 260
Moore, George 413
More, Sir Thomas 110,111, 1[illegible]9,203,338
Morgan, Lady 325
Morgann, Maurice 177
Morpheme 12
Morris, Richard 88
Morris, William 123,397, 401-402
Morte D'Arthur 113
Mother Bombie 138
Mother Hubberd's Tale 125,128
Mr. Pim Passes By 425
Mrs. Dalloway 417
Much Ado About Nothing 145,150,171
Muiopotmos or The Fate of the Butterflie 128
Mulcaster, Richard 35,128
Munera Pulveris 368
Munro, C. K. 425
Murder in the Cathedral 439
Murder of Abel 108
Mutation 12

Nag K. L. 186
Nashe, Thomas 134,136, 191,225
Nature 108
Nature of the Four Elements 109
Naval Officer, The 345
Nennius 84
Nesfield 19
New Atlantis 229
New Grub Street 413
New Way to Pay Old Debts 197
Newbolt, Henry 426
Newcomes, The 378
Newman, Cardinal 363,402
Newman, John Henry 366
Nietzsche 420
Nigger of the 'Narcissus', The, 411
Night Thoughts on Life Death and Immortality 278
Nightingale, The 81,301
Noah 108
Noctes Ambrosianoe, The 351
Non-cycle Romance 86
Non-juror, The 259
Northanger Abbey 344
Norton, Thomas 109
Nostromo 412

Notes towards the Definition of Culture 436
Novum Organum 229
Nut-brown Bride 117
Nut-brown Maid 116

O' Casey, Sean 425
O' Leary, John 429
O' Shaughnessy, W. E. 426
Occleve (Hoccleve), Thomas 84,93,98,99,105,106
Ode on a Grecian Urn 333
Ode on Venice 317
Ode to Liberty 320
Ode to the Memory of Mrs. Anne Killigrew 246
Ode to the West Wind 323
Odyssey 122
Oedipus 177
Oedipus Rex 180
Of Human Bondage 416
Of the Laws of Ecclesiastical Polity 228
Old Bachelor, The 257
Old Cumberland Beggar, The 297
Old Curiosity Shop, The 372,374
Old English Homilies 88
Old Fortunatas 194
Old Mortality 341
Old Testament 54,55,56,117
Old Wives' Tale, The 414
Oldham, John 294
Oliphant, Mrs. Margaret 384
Oliver Twist 372-73
Olney Hymns 280
On the Morning of Christ's Nativity 217
Opus Majus 81
Opus Maximum 306
Opus Minus 81
Opus Tertium 81
Ordeal of Richard Feveral, The 381
Origin of Species, The 363
Ormond 344
Ormulum 81
Orosius 60,61
Orphan, The 258
Orpheus and Eurydice 103
Othello 145,146,174-179,186
Otho the Great 330
Otway, Thomas 225,258
Our Lady 97
Our Mutual Friend 373
Our Village 345
Overbury, Sir Thomas 227
Ovid 171,230
Owen, Wilfred 443
Owl and the Nightingale, The 81,82
(Oxford) Bodleian Library 55
Oxford Movement, The 402

Paine, R. 403
Palamon and Arcite 91
Palladis Tamia 194,201
Pamela 267-269
Pandosto 181,227
Pansies 418
Paracelsus 392,393
Paradise Lost 210,220-225
Paradise Regained 220,224,225
Paradyse of Daynty Devises, The 121
Pascal, Blaise 437
Passage to India, A 416
Passionate Pilgrim, The 143,146
Past and Present 365
Paston Letters 114-15
Pater, Walter Horatio 399
Patience 88
Patmore, Coventry 403
Paul Clifford 370

Pauline 362,392
Peacock, T. L. 345
Pearl, The 84
Pecock, Reginald 45
Peele, George 134,138
Pendennis 377
Penelope 416
Pepys' Diary 270,271
Pepys, Samuel 99,243,248
Percy, Bishop 119
Percy, Thomas 281
Pericles 145,180
Persian Eclogues 279
Persuasion 344
Peter Pan 424
Peter Simple 345
Petrarch 90,120,231
Philaster 196
Philip Sparrow 100
Philips, Ambrose 254
Phoenix, The 44,46
Phonema 23,26
Phonetics 23,40
Phonology 40
Physiologus 58
Picture of Dorian Gray, 415
Pictures from Italy 372
Piers Plowman 83
Pilgrim of Glencoe 338
Pilgrimage of Man 97
Pilgrim's Progress, The 261,274
Pinero, A. W. 423
Pippa Passes 393
Plato 111
Plautus 169,194
Plays Pleasant and Unpleasant 421
Plutarch 165,167,169
Poema Morale 77,81
Poems Chiefly Lyrical 387,388
Poems Descriptive of Rural Life and Scenery 339
Poems in Various Occasions 313
Poems on Various Subjects 347
Poetaster, The 192,193
Poetical Miscellanies 251
Poetical Sketches 288
Poetry 435
Poet's Tongue, The 418
Point Counter Point 418
Polyolbion 122
Pope, Alexander 120,184 242 249-254,274,311
Posthumous Papers of the Pickwick Club 370 372-73
Pound, Ezra 430,432,435-38
Praise of Folly 112
Pre-Raphaeli.e Brotherhood 401-02
Prelude, The 295,299,302
Prick of Conscience 81,82
Pride and Prejudice 343
Pride of Life, The 108
Priestley, J. B. 419
Proeterita 367
Professor, The 381
Progress of the Soul, The 205
Prometheus Unbound 321-22
Promos and Cassandra 133
Prophecy of Dante 317
Prothalamion 125,231
Provok'd Wife, The 257
Psalms 123
(Sonnets and Songs of Sadness and Piety)
Purity 88

Quadrivium 44 124
Quarles, Francis 213 247
Queen Mab 320,322
Queen of Carthage 136,139
Queen Victoria 442

Radcliffe, Mrs. Ann 270
Ralph of Diceto 80
Ralph Roister Doister 109,132

Rambler, The 264
Rape of Lucrece, The 142 146,200
Rape of the Lock, The 552
Raphael 401
Rastell, John 108-09,203
Razor's Edge, The 416
Read, Herbert 289
Reade, Charles 382
Reading of Life, A 381
Rebel Scot, The 247
Redford, John 108
Relapse, The 257
Religio Laici 246
Religio Medici 229
Renoir 413
Return of the Native 408
Reule of Crysten Rel'gioun, The 115
Revenger's Tragedy, The 198
Revolt of Islam 320-21
Reynard the Fox 433
Rhymer's Club 405
Rich Barnabe 173
Richard Arnold's Chronicles 116
Richard II 144,150.156, 160,169,233
Richard III 144,155,156, 164,169,189
Richard of Hexham 80
Richard the Lion-hearted 85
Richard the Redeless 83
Richardson, Samuel 267-69
Riddles, The 57
Riders to the Sea 424
Rime of the Ancient Mariner 306
Ring and the Book, The 394
Road to Xanadu, The 308
Rob Roy 341
Robert of Gloucester 81
Robin Hood Ballad 116
Roderick 336
Rolland, Romain 395
Rolle, Richard 81,82
Roman de la Rose 91
Roman de Troie 85
Romance Language 9,39
Romeo and Juliet 144,150 154,169,186
Romola 380
Rookwood 345
Rosalynde 139,172
Rosamond 258
Rosciad 278
Rosenberg, Isaac 443
Rossetti, Christina 397-99
Rossetti, Dante Gabriel 286, 288,397-99,401-02
Rousseau, J. J. 276,282,403
Rowe, Nicholas 183,258
Rowley, William 194,197
Roy, Sibnarayan 186
Royall Kind and the Loyall Subjects 196
Rubene and Makyne 103
Ruin, The 50,52,66
Ruines of Time, The 128
Ruins and Visions 441
Ruins of Rome, The 231
Runes 44,45
Runic Alphabet 45
Runic Inscription 45
Ruskin, John 362,367-68,401
Russell, Bertrand 281-82,407
Russell, George (A.E.) 427,429

Sackville, Thomas 109,121,248
Sacred Wood, The 436
Saga 49
Saga Grettis 49
Saga Yunglinga 48
Saint Joan 421
Saints and Sinners 423
Saints' Lives 97

Sakuntala 201
Salt-water Ballads 433
Samson Agonistes 220,224-25
Sands of Dee 383
Santayana, George 435
Sardanapalus 313
Sarker, Aloke 186
Sarker, Bimalkrishna 445
Sartor Resartus 365
Sassoon, S. 434,443
Satem 14
Satires 205
Satires on the Jesuits 249
Satiromastix 194
Savonarola 111
Saxo Grammaticus 176
Scholar Gipsy, The 306,368
School for Scandal, The 260
Schoolmaster, The 113
Schoolmistress, The 278
Scornful Ladies, The 196
Scott, Sir Walter 50,127, 337-38,340-43,409
Scotus, Jon Duns 126
Seafarer, The 44,50,52
Seasons, The 277
Second Mrs. Tanqueray, The 423
Sedley, Charles 248
Sejanus 142-43,192 93
Selden, John 111,114
Sen, Sukumar 10
Seneca 132,136
Sengupta, Pallab 238
Sengupta, S. P 238
Sengupta, Subodh 423
Senlac (Battle of) 32
Sense and Sensibility 344
Sensitive Plant, The 323-24
Seraphim and Other Poems, The 395
Sermons 83
Sermons on Various Occasions 366
Sesame and Lilies 368
Seven Deadly Sins 119
Seven Lamps of Architecture, The 367
Seven Sins, The 63
Shadwell, Thomas 227,245,255
Shakespeare No. : Calcutta Essays on Shakespeare 238
Shakespeare No. : Uttarsuri 238
Shakespeare, William 24,36, 39 44,93,95,109,118,120, 139-190,293,334-36,363, 401,403,439
Shaw Festival 421
Shaw, George Bernard 177,178, 330,376,411-12,419-23,432
She Stoops to Conquer 259
She was a Phantom of Delight 301
Shelley, P.B. 44 140,147, 282-85,311,317-25,327-29, 331,335,429
Shenstone, William 277-78
Shepheard's Calender, The, 122,127
Sheridan, Richard B. 259-60
Shirley 381
Shirley, James 197-98
Shoemaker's Holiday, The 39,193
Short History of the World, A 413
Shorthouse, J. M. 384
Shropshire Lad, A 427
Sidney, Sir Philip 91,121,122, 125-26,131,202,227
Siege of Rhodes, The 198
Sigurd the Volsung 399
Silas Marner 380
Simeon of Durham 80
Sir Charles Grandison 268
Sir Gawayn and the Grene Knyght 84

Sitwell, Edith 432,434,440
Skelton, John 91,99,100-01, 106,199
Skeltonic Verse 100
Sketches by Boz 372-73
Sketches of Rural Character and Scenery (Our Village) 345
Smart, Christopher 278
Smith, Horace 339
Smith, James 339
Smith, Sydney 315
Smollett, Tobias 269-70
Society of Antiquaries 114
Sohrab and Rustum 386
Soldier, The 443
Solomon and Saturn 45,58
Song of Los, The 288
Songs before Sunrise 400
Songs and Sonnets 205
Songs of Experience 288,290
Songs of Innocence 288,290
Songs of Liberty, A 288
Songs of the Springtides 400
Songs to David 278
Sonnets (Shakespearian) 146
Sonnets from the Portuguese 395
Sons and Lovers 417
Sophocles 180,225
Sordello 392
Soul's Tragedy, A 393
Sound Law 4
Southey, Robert 287,302,336
Southsea House, The 347
Spanish Gypsy 197
Spanish Tragedy, The 153
Spectator, The 116,265
Speculum Meditantis 87
Speculum Stultorum 80
Spencer, Herbert 362
Spender, Stephen 440-41
Spenser, Edmund 120-21 123-39,199,203,231,289, 295,328,428
St. Augustine 61
St. Austin 97
St. Juliana 77
St. Katharine 77,115
St. Luke's Gospel 224
St. Margaret 71
St. Patrick's Day 260
State of Innocence, The 256
Steele Glass 121
Steele, Richard 259,263
Stephens, Henry 328
Stephens, John 227
Stevenson, Robert Louis 382,384
Stevenson, William 109
Stones of Venice, The 367
Story of Thebes 97
Strachey, G. Lytton 442
Strafford 393
Strauss 379
Still Centre, The 441
Street Songs 434
Strife 424
Sturge Moore T. 432
Suckling, John 205,212
Sullen Lovers, The 257
Summer Night, A 397
Sunatorrek 45
Supposes 170
Surrey, Earl of 120,159
Sweet, Henry 6,16,18,20.21 22,25,40
Swift, Jonathan 38,261 263,342,411
Swinburne, A. C. 196,286, 289,325,397, 399,402,431
Sybil : or, the Two Nations 370
Symonds, John 369
Symons, Arthur 296,429,437
Symposium (Plato) 320
Synge, J. M. 424,429
Synod of Whitby 43,44

Tagore, Rabindranath 186, 203,300,369,391, 428,430,444
Tale of Rosamund Gray, A 347
Tale of Troy 97
Tale of Two Cities, A 355,372
Tale of a Tub, A 262
Tales from Shakespeare 347
Talisman, The 341
Tam O' Shanter 280
Tamburlaine the Great 135
Taming of the Shrew 144,154 155,170
Tancred : or, the New Crusade 370
Task, The 280
Tate, Nahum 248
Taylor, Jeremy 230
Tears of the Muses, The 128
Tempest, The 145,149,154 180-81,187,256,403
Temple of Glass 97
Temple, Sir William 261
Temple, The 208
Tennyson, Alfred 64,79,362, 369,384,385-90,403,405
Tess of the D'Urbervilles 369 409-10
Testament of Beauty, The 426
Testament of Creside 103
Testament of Love 87
Thackeray, W. M. 366,369 376-79
Thalaba The Destroyer 336
Thomas, Dylan 444
Thomas of Hales 77
Thompson, Francis 397,403,427
Thomson, James 277
Thorn, John 91
Three Plays for Puritans 421
Thula 46
Thyrsis 368
Thyrza 413
Time Machine, The 412
Time Must Have a Stop 418
Timon of Athens 145,168-69
Tiptoft, John 114
Tiriel 288
'Tis Pity She's a Whore 197,198
Titus Andronicus 144,155, 168-69,233
To a Skylark 301
Toccharian 13
Toland, John 261
Tom Jones 269
Tomlinson 444
Tono-Bungay 412
Tortoises 418
Tottel 120
Tottel's Miscellany of Songs and Sonnets 121
Tower, The 430
Towneley Cycle 108
Toxophilus 113
Tragedy of Dido, The 134
Traherne, Thomas 209
Traitor, The 198
Traveller, The 279
Travels of Sir John Mandeville 86
Treasure Island, The 384
Trelawny 317-18
Trevisa, John 87
Triumph of Life, The 321
Trivium 44,124
Troilus and Cressida 92,93, 103,118,145,168, 169,182,243
Trollope, Anthony 282
Turgenev 376
Twa Maryit Women and the Wedo, The 102
Twelfth Night 145,171,173
Two Foscari, The 317
Two Gentlemen of Verona 144,169,170
Two Noble Kinsmen 146,190

Tyler, Wat 83
Tyndale, William 117
Tyrannick Love 256

Udall, Nicholas 1(132
Uncommercial Traveller, The 372
Under the Greenwood Tree 408
Unfortunate Traveller, The 139
Unto this Last 368
Use of Poetry and the Use of Criticism, The 436
Usk, Thomas 87,90
Ussher, James 230
Utopia 112

Vala or the Four Zoas 288,293
Valery, Paul 439
Vanbrugh, Sir John 255,257
Vanity Fair 377
Vanity of Human Wishes, The 264
Varro 245
Vaughan, Henry 205,209,211
Vaughan, William 233
Venus and Adonis 142,145, 199,200
Verner, Kerl 23
Verse Letters 205
Villette 381
Virgil 90,104,127,129,304
Virgil's Gnat 128
Virgin Martyr, The 194,197
Virginians, The 378-79
Virtue 208
Vision of Judgment, A 336
Vision of Judgment, The 317
Vision of the Daughters of Albion 288
Vision of the Last Judgment, A 288
Vitalis, Ordericus 80
Vitelli, Cornelio 111
Vivian Grey 370
Volpone, or the Fox 192
Voltaire 257
Vox Clamantis 83,87,160

Wace 82
Waerferth, Bishop 40
Wagner 420
Wakefield Cycle 108
Waldhere 49
Wallace, Sir William 102
Waller, Edmund 213,247,272
Walpole, Horace 270
Waltharius 49
Walton, Izaac 204,228-29
Waltz, The 313
Wanderer, The 44
Wanderings of Oisin, The 429
Warburton, William 261
Warden, The 383
Warton, Thomas & Joseph 126,278
Waste Land, The 436
Watson, William 426
Watts-Dunton, Theodore 401
Waverley, The 341,345
Way of all Flesh, The 411
We are Seven 301
Webster, John 109,194-96,438
Wells, Charles Jeremiah 339
Wells, H. G. 412-13,419
Wessex Poems 409
Wheeler, E. M. 186
Whetstone 133,173
White Devil, The 195
Whitehead, A. N. 407
Widower's House 421
Widsith 44-48,64
Wife's Lament 50,72
Wild Swans at Coole 430
Wilde, Oscar 415,423,429

William of Malmesbury 80
William of Newbury 79,80
William the Conqueror 74
Wilmot, John 248
Wind among the Reeds 429
Winter : The Fourth Pastoral or Daphne 251
Winter's Tale, The 145,148 149,154,180,181
Wirekar, Nigel 80
Wisdom 108
Wit and Science 109
Witch of Atlas 320,322
Witch of Edmonton, The 194
Wither, George 202
Wolsey, Cardinal 101
Woman Hater, The 193
Woman in White, The 383
Woman Killed with Kindness, A 144
Woodstock 341
Woolf, Virginia 264,406, 416-17
Wordsworth, William 43,127, 140,210,214,225,279,283, 285,293-305,318,336,348, 402,428
World of William Clissold, The 413
Worthies of England, The 230
Wotton, Sir Henry 202,204
Woundes of Civil War 139
Wreck of the Deutschland 427
Wulfstan 63
Wuthering Heights 381
Wyatt, Thomas 231
Wycherley, William 244 255-56
Wyclif Bible 83,87,117,160
Wyclif, John 83,87

Yarrow Revisited 302
Yarrow Unvisited 302
Yarrow Visited 302
Yeats, W. B. 413,424,427-32
York Cycle 108
Young, Edward 278
Younge, Nicholas 123

Zastrozzi 319
Zola, Emile 413

** ৪৪২ পৃষ্ঠায় 'গদ্যসাহিত্য' অংশে ১৪ পংক্তিতে চেস্টারটনের পরে পড়তে হবে :

অন্যতম শক্তিশালী প্রাবন্ধিক হলেন লিটন স্ট্রাচি (G. Lytton Strachey), যাঁর Queen Victoria এবং Eminent Victorians একই সঙ্গে জীবনী সাহিত্য এবং উৎকৃষ্ট সমালোচনার পর্যায়ে পড়ে। একটি স্বচ্ছ অনায়াস গদ্যভঙ্গির জন্য স্ট্রাচি স্মরণীয়। অনতিদূর অতীতকে তিনি বাস্তব দৃষ্টিভংগীর ভিত্তিতে একদিকে শ্লেষ ও অন্যদিকে মানবিক বোধের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।